ভ্রান্তি-বিজয়।

[ব্রাহ্মণ-কাণ্ড]

(বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের সামাজিক ইতিহাসের সমালোচনা)

শ্রীহরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তি-সঙ্কলিত।

BHRANTI-BIJAYA

OR

A Short Social History of the Brahmins of Bengal

BY

HARISH CHANDRA CHAKRABARTI.

দ্বিতীয় সংস্করণ

১৩২৫।

জেলা হাওড়া,আন্দুল--দুল্লে হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

All Rights Reserved. সকল স্বত্ব সংরক্ষিত।

সূচীপত্র।

ব্রাহ্মণকাণ্ড।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
১ম অধ্যায়—সৃষ্টি প্রকরণ ব্রাহ্মণ-নির্ণয়।	১-১২
২য় অধ্যায়—আর্য্যগণের আদিনিবাস।	১৩-২০
৩য় অধ্যায়—ভারতগীতা-আর্য্যপ্রভা।	২১-৩৪
৪র্থ অধ্যায়—বাঙ্গালায় আর্য্যজাতির বসতি-বিস্তার	৩৫-৪৭
৫ম অধ্যায়—মহাভারতীয় যুগ।	৪৮-৬০
৬ষ্ঠ অধ্যায় গৌড়ে ব্রাহ্মণাধিকার।	৬১-৭৯
গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ— রামচরিত কাব্য— সন্ধ্যাকরনন্দী— গৌড়েব্রাহ্মণ্যশক্তি।	
৭ম অধ্যায়—ব্রাহ্মণের গোত্রপ্রবর	৮০-৯০
৮ম অধ্যায়—রাঢ়ীকুলজ্ঞ নুলোপঞ্চাননের ব্রাহ্মণবিচার।	৯১-১০৩
৯ম অধ্যায়—বাঙ্গালায় কণৌজ ব্রাহ্মণ পঞ্চকের আগমনকাল।	১০৪-১২৩
জয়ন্ত আদিশূর নহে—রণশূর আদিশূর নহে—কৌলীন্য প্রথার প্রতিষ্ঠাতা কে?—দশম শতাব্দীতে পালবংশের প্রতাপ, মহীপালদেবেরশৌর্য্যবীর্য্য— ভট্টভবদেব রাঢ়ী নহে—বিদ্যানিধি মহাশয়ের গোঁজামিল।	
১০ম অধ্যায়—কনৌজ হইতে ব্রাহ্মণ আগমনের প্রকৃত কারণ।	১২৪-২৩১

বিষয় পৃষ্ঠা

যবন অত্যাচারে গঙ্গাগতির ও যশোধর মিশ্রের পলায়ন—
সেনবংশের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ্যশক্তি।

১১শ অধ্যায়—নবাগত কনোজিয়াগণের সহিত
গৌড়ে আদি ব্রাহ্মণগণের সংঘর্ষ। ১৩২-১৪৩

বৌদ্ধ ও হিন্দুদেবদেবীর সংমিশ্রণ— গ্রামযাজীর বর্ণনা—
ব্রাহ্মণ আনয়নের নানাগল্প—সাতশতীর গর্ব্বোক্তি—ব্রাহ্মণ দলন।

১২শ অধ্যায়—জনশ্রুতি মিথ্যা। ১৪৪-১৫৮

গ্রহবিপ্রের মিথ্যা অপবাদ—ব্যাসোক্ত শব্দের প্রকৃত অর্থ—
ব্যাস মহিমা—বঙ্গসবৈদিকের প্রাচীন সনন্দ—অম্বষ্ঠদর্পণ
প্রণেতার উক্তি।

১৩শ অধ্যায়—মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ সদ্ ব্রাহ্মণ ১৫৯-১৯০

সদ্‌ব্রাহ্মণের নিদর্শন— ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্তি—সংঘর্ষের কারণ—
জালিকের জায়গীর পুরস্কার—জালিকের জলচলন মিথ্যা—
মাহিষ্যযাজী বিশুদ্ধ কেন ?— বৈবাহিক সংস্রব।

১৪শ অধ্যায়—গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ আর্য্যজাতির
পুরোহিত। ১৯১-২১৩

মাহিষ্য মাতৃবর্ণের অধিকারী— অন্ত্যজ কে ?
লোক বঞ্চনার্থ জাতিমালার সৃষ্টি—হালিক কৈবর্ত্তই মাহিষ্য—
'ক' অক্ষরের ব্যুৎপত্তি—বিভিন্ন অর্থে একই শব্দের
প্রয়োগ—আর্য্যত্বের দাবী।

১৫শ অধ্যায়—বর্ণযাজী কে ? ২১৪-২২৪

সেন্সাসে গবর্ণমেণ্টের সুবিচার— সুবর্ণ বণিকের পাতিত্যের কারণ—

বিষয় পৃষ্ঠা।

ব্রাহ্মণের বর্ত্তমান আচার— দেবীবরের বর্ণব্রাহ্মণ—
সারস্বত ব্রাহ্মণ কি বর্ণযাজী ?

১৬শ অধ্যায়—বঙ্কিমবাবুর সাহিত্যগত রাজনীতি ২২৫-২৪২

বঙ্কিমের কাব্যের নায়কনায়িকা—ব্রাহ্মণের
ঐতিহাসিকতার দাবি—কলিতে পুরাণ বর্ণিত রাজজাতির
ফর্দ্দ—বঙ্গীয় মাহিষ্য রমণীর বীরত্ব— বঙ্গের বিপদে
মাহিষ্যনেতা—ইংরাজেরসুসভ্য সুনীতিসম্পন্ন শাসননীতি
—বঙ্কিমের স্বাধীনতা লিপ্সা নাটকীয় ভাবের।

১৭শ অধ্যায়—অযথা অত্যাচার। ২৪৩-২৬৬

ছাই ভস্মের ভিতর রত্ন—বসুমতীর টিপ্পনী—
ঝিনাই দহের ঘটনা—আন্দুলের যোগেন্দ্রবাবুর সুবিচার—
কায়স্থ বর্ম্মা না শর্ম্মা ?—বিশ্বকোষে অদ্ভুত উপাখ্যান—
নগেন্দ্রবাবুর কপটতা।

১৮শ অধ্যায়—পালরাজারা কোন জাতি ? ২৬৭-২৯১

সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্র মাহিষ্য— কবি মনোরথের বর্ণনা—
রাম চরিতে ভীমের পরিচয়— শক্রকবির মুখে ভীমের প্রশংসা—
ভূতের মুখে রামনাম— যবদ্বীপে মাহিষ্য কৈবর্ত্ত—
শাস্ত্রী ও বসু মহাশয় দ্বয়ের ভ্রান্তধারণা—দিব্যের বরেন্দ্রী
ও মিথিলা বিজয়—ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যশক্তির মিলন—
বাঙ্গালী অকৃতজ্ঞ।

বিষয় পৃষ্ঠা।

১৯শ অধ্যায়—বঙ্গে মাহিষ্য শক্তি। ২৯২-৩৫৭

ক্ষত্রিয়শক্তি কোথায় ?— মধ্যবঙ্গে মাহিষ্যশক্তি—
রঘুর বঙ্গবিজয়— মাহিষ্য অভিযান—সমুদ্রযাত্রায়
মাহিষ্যের যোগ্যতা— পুরাণে তাম্রলিপ্ত বর্ণনা—
সরস্বতী তীরে সপ্তগ্রাম ও ত্রিবেণী— সরস্বতী স্তোত্র—
তাম্রলিপ্ত সামুদ্রিক বন্দর— রঘুবংশে গঙ্গামোহানা—
হিন্দুর সামুদ্রিক রাজ্যবিজয়—তমলুকে গঙ্গাবংশ—
পাঠান আমলে মাহিষ্যশক্তি—মোগলের গর্ব্ব—
কটঘটনাম আর্য্যের নহে ?— নামের দোষে আর্য্য অনার্য্য—
তমলুকে নর-নারায়ণ·তমলুকে শ্রীচৈতন্যের আগমন—
বর্গীর উপদ্রব—রিজলী সাহেবের পত্র—ময়নাগড়—
লাউসেনের কীর্ত্তি— ময়নামতীর পুত্র গোবিন্দচন্দ্র—
হিজলী সুজামুঠার রাজবংশ— বঙ্কিমের কপালকুণ্ডলা—
সুজামুঠার রাজা গোবর্দ্ধনরণঝম্প— তুর্কা রাজ—
গঙ্গারাঢ়ী বা গঙ্গারিড়ি।

২০শ অধ্যায়—আত্মকথা কুলজ্ঞী। ৩৫৮-৩৭৫

২১শ অধ্যায়—শাকদ্বীপী গ্রহবিপ্র সমাজ। ৩৭৬-৪০০

বালিময়ুরেশ্বর সমাজ— প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণবের রচনাগরজ—
সিদ্ধান্ত বারিধির রচনা গরজ— মধ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণ—
বিশ্বকোষে আর্য্যপ্রয়োগ— বিশ্বকোষে অবিচার— ভেকের গান।

২২শ অধ্যায়—কায়স্থতত্ত্ব ৪০১-৪১১

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে এবং ঔশনসঃ ধর্ম্মশাস্ত্রে কায়স্থ
শূদ্রধর্ম্মতত্ত্বে ব্যাসসংহিতায় কায়স্থ—কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব

'চিচিং ফাঁক'

বিষয় পৃষ্ঠা।

২৩শ অধ্যায়—রাঢ়ীয়গণের সাধের
মেলকাহিনী। ৪১২-৪৪৮

১১শ শতাব্দীতে কনৌজের অবস্থা— বারেন্দ্র কুলজী—
সপ্তশতীর পরিচয়— কুলকারিকায় বল্লালসেনের পরিচয়—
কুলীন হইতে বংশজের উৎপত্তি— কুলীনের গৌরব—
৩৬শ মেল— মেলের ভাগ্যদোষ—বল্লভীমেলের ঋতুধ্বজীভাব—
কুলীন সমাজের ভীষণচিত্র।

পরিশিষ্ট। ৪৪৯-৪৮০

ভ্রান্তি-বিজয়।

[ব্রাহ্মণ-কাণ্ড]

(বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের সামাজিক ইতিহাসের সমালোচনা)

শ্রীহরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তি-সঙ্কলিত।

BHRANTI-BIJAYA

OR

A Short Social History of the Brahmins of Bengal

BY

HARISH CHANDRA CHAKRABARTI.

দ্বিতীয় সংস্করণ

১৩২৫।

জেলা হাওড়া,আন্দুল--দুল্লে হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

All Rights Reserved. সকল স্বত্ব সংরক্ষিত।

Printed by Hrishikesh Ghosh at the Rudra Printing Works,
25-2A Machua Bazar Street, Calcutta.

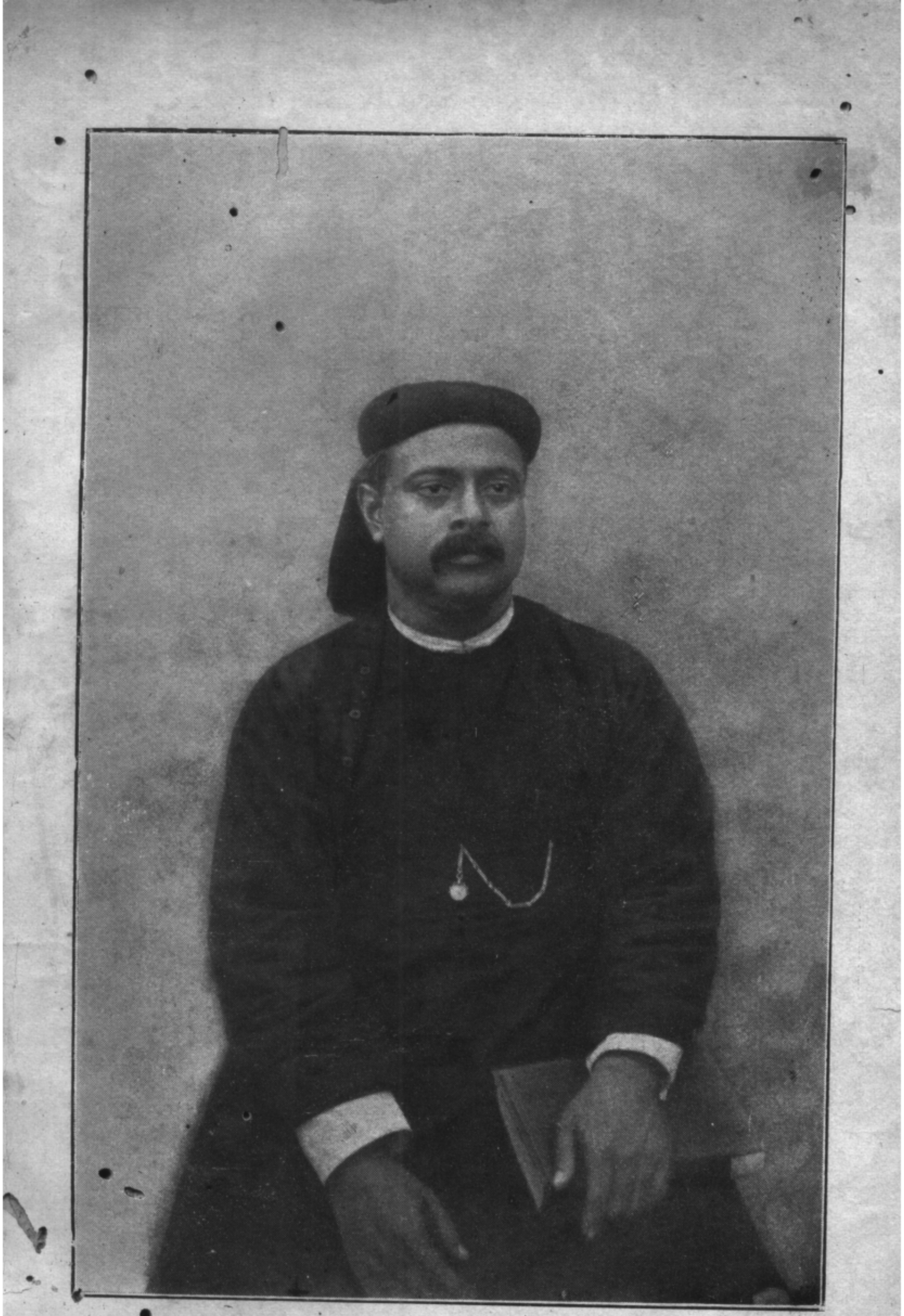

গ্রন্থকার—শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

শ্রীশ্রীহরয়ে নমঃ।

ওঁ

মঙ্গলাচরণম্।

যং ব্রহ্মাবরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈঃ।
বেদৈঃ সাঙ্গপদ ক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ॥
ধ্যানাবস্থিত তদ্‌গতেন মনসা পশ্যতি যং যোগিনঃ।
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ॥

স্তবন্তি ত্বাং সততং সর্ব্বদেবাঃ।
গায়ন্তি ত্বাং গৃহিণো ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ॥
নমামঃ সর্ব্বে শরণার্থিনস্ত্বাং
প্রসীদ ভূতাধিপতে মহেশ॥

ব্রহ্মা বরুণ রুদ্র মরুতাদি দেবগণ যাঁহাকে স্তব করিতেছেন, সামবিদ্ ব্রাহ্মণগণ দেব উপনিষদাদি দ্বারা যাঁহার যশোগান করিতেছেন, যোগিগণ ধ্যানাবস্থিত তদ্গতচিত্তে মানসনেত্রে যাঁহাকে দর্শন করিতেছেন, সুরাসুরগণ যাঁহার অন্ত জানেন না, সেই দেবতাকে নমস্কার।

সমস্ত বেদ তোমায় বন্দনা করিতেছে; ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহিগণ তোমার যশোগাথা গান করিতেছে; হে ভূতনাথ! হে মহান্ প্রভো! শরণার্থী আমরা সকলে তোমায় প্রণাম করিতেছি—তুমি প্রসন্ন হও। তুমি আমাদিগের সকলের মস্তকে শুভাশীষ বর্ষণ কর। তুমি আমাদিগের মৃতপ্রায় দেহে নবজীবনের সঞ্চার কর। আমাদিগের যাহা কিছু অজ্ঞানতা, যাহা কিছু মলিনতা, যাহা কিছু ক্ষুদ্রভাব—এ সমস্ত দূর করিয়া দাও। সমাজকে জ্ঞানধর্ম্মে সমুন্নত কর।

পূর্ব্বাভাষ।

প্রত্যেক ব্যক্তির স্বীয় সমাজের ঐতিহাসিক তত্ত্ব অবগত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান কালে বঙ্গীয় ছাত্রগণকে মুসলমান দাস রাজবংশাবলী কীর্ত্তন করিতে বলিলে তাহারা অক্লেশে বলিয়া দিবে ;—

"প্রথমতঃ কুতুবুদ্দীন্ দ্বিতীয় আরাম্।
আল্‌তামস্ রকনুদ্দীন রিজিয়া বৈরাম্॥
মসাউদ্ নাজীরুদ্দীন্ আর বুলবন্।
কাইকাবাদ শেষ রাজা জানে সর্ব্বজন॥"

ছাত্রগণকে যদি প্রশ্ন করা যায় যে, "বল দেখি থার্ম্মাপলী বা ওয়াটারলুর যুদ্ধে কে জয়লাভ করেন"? "আফ্রিকার পিরামিড কে নিষ্মাণ করিয়াছিলেন? আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধে কে অধিনায়ক ছিলেন"? "চতুর্দ্দশ লুই ইংরাজ না ফরাসী ছিলেন"? তখন দেখা যাইবে এই সকল প্রশ্নের উত্তর,—আমাদের অনেক ছাত্রের জিহ্বাগ্রে। কিন্তু যদি এরূপ প্রশ্ন করা যায়, 'বল দেখি কে উড়িষ্যার পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ দেবের অত্যাশ্চর্য্য দেউল নিষ্মাণ করিয়াছিলেন? এবং তিনি কোন জাতীয় ছিলেন"? "গঙ্গাবংশীয় রাজগণ, তমলুক, তুর্কা ও ময়নাগড়ের অধিপতি এবং বল্লালের সমকালীন লাট ও কঙ্কদ্বীপের রাজগণ কোন জাতীয় ছিলেন?" কোন্ জাতির বীর্য্য প্রতাপে ৪০০ শত বৎসর পূর্ব্বেও দক্ষিণ বাঙ্গালা স্বাধীন ছিল? ইহাদের পুরোধা ব্রাহ্মণগণও বা কোথা হইতে আসিয়াছিলেন"? "সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের টীকাকার পণ্ডিতপ্রবর অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ গোয়ীচন্দ্র এবং বঙ্গের শেষ রাজা লক্ষ্মণসেনের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিতাগ্রগণ্য হলায়ুধ মিশ্র এবং সভাসদ্ বৈষ্ণবকুল চূড়ামণি জয়দেব গোস্বামীর সহচর পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ গোবর্দ্ধনাচার্য্য কোন্ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন"? তখন এই সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে

অনেককে মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে হইবে। যে মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় ও চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি উপাধি নিত্য ব্যবহৃত হইতেছে, কিরূপে এই সকল উপাধির সৃষ্টি হইল? রাঢ়ীয় সমাজের ফুলিয়া, খড়দহ, বল্লভী, সর্ব্বানন্দী প্রভৃতি ৩৬ মেলের কুলীন সম্প্রদায়ের উৎপত্তি কোথা হইতে হইল? জিজ্ঞাসা করিলে অনেক মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দিগের চক্ষুঃস্থির হইয়া যাইবে। অধিকাংশ লোকের বিশ্বাস যে;—রাঢ়ী বারেন্দ্রগণ চিরকাল এদেশে বাস করিতেছেন, চিরকালই নবশায়ক জাতির যাজন করিতেছেন। এই সমস্ত ব্রাহ্মণের আদিপুরুষগণকে রাজা আদিশূর আনয়ন করেন, ইহা প্রায় সকলে অবগত আছেন; কিন্তু, ইহারা যে ৯৫৪ শকে আনীত হন অর্থাৎ ৮৭৮ বৎসরের মাত্র বাসিন্দা তাহা অনেকে জ্ঞাত নহেন। আদিশূরের প্রায় ১৫০ শত বৎসরের পর রাজা শ্যামলবর্ম্মদেব কর্ত্তৃক বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ এদেশে আনীত হন, তাহাও অনেকে অবগত নহেন। গৌড়ের আদি বৈদিক ব্রাহ্মণগণ যে বঙ্গদেশের আদি ব্রাহ্মণ, পরে ইহারা যে দ্রাবিড় শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের সহিত যৌনসম্বন্ধে মিলিত হইয়া স্থানে স্থানে দ্রাবিড় আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা সাধারণে না জানিয়া অসার কিম্বদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাদিগকে ঈর্ষাবিদ্বেষের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। তাহাদিগের ভ্রান্ত বিশ্বাস অপনোদন করিবার জন্য এই "ভ্রান্তিবিজয়ের" অবতারণা। বিশ্বাস সুতার্কিক সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের নিকট ইহার আদর হইবে। এই "ভ্রান্তিবিজয়" পাঠ করিয়া যদি একজন লোকেরও ভ্রান্তি অপনীত হয় তবে আমার পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। বেদ, নানাবিধ পুরাণ, শাস্ত্র, রামায়ণ, ইতিহাস, মহাভারত, রাঢ়ীয় কুলজ্ঞগণের মেলবিবরণ গ্রন্থ, বারেন্দ্রকুলশ্রেষ্ঠ ৺মহিমচন্দ্র মজুমদারের "গৌড়ে ব্রাহ্মণ", বাবু নগেন্দ্রনাথ বসুর "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস

—ব্রাহ্মণকাণ্ড", পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধির "সম্বন্ধ-নির্ণয়," পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ তত্ত্বনিধির "সেবিকা" সংবাদপত্র, সাহিত্যজগতে সুপরিচিত সন্ন্যাসী ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয়ের "সিদ্ধান্তসমুদ্র" এবং 'তমলুকের ইতিহাস' প্রভৃতি বহুবিধ গ্রন্থ হইতে যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

নানা উপদ্রবে বঙ্গদেশ ছারখার হইয়া গিয়াছে। বৌদ্ধবিপ্লবে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। মুসলমানগণের অত্যাচারে অনেক শাস্ত্র ইতিহাস প্রভৃতি অমূল্য রত্নরাজী নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহার উপর যথেচ্ছাচারী বল্লালসেন গৌড়ের আদি বৈদিক (পরাশর) ব্রাহ্মণসমাজের উপর কিরূপ অত্যাচার করিয়াছিলেন ৺যাদবচন্দ্র লাহিড়ী তাঁহার 'কুল-কালিমা' গ্রন্থে ইহার আভাস দিয়াছেন। এমন অবস্থায় বিক্ষিপ্ত সত্যতত্ত্ব বিন্যস্ত করিয়া সুশৃঙ্খলভাবে ঐতিহাসিকতত্ত্বনির্ণয় করা অতীব দুরূহ ব্যাপার। ভাষার পারিপাট্যের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া প্রমাণসহ প্রত্যেক যুক্তিতর্কের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। ইহাতে কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা পাঠকগণের বিবেচ্য। প্রথম সংস্করণে পুস্তকের মধ্যে ভুল থাকিবার সম্ভাবনা। যদি কেহ দয়া করিয়া ভ্রম প্রদর্শন করেন গ্রন্থকার চিরবাধিত থাকিবে। পরিশেষে কৃতজ্ঞহৃদয়ে স্বীকার করিতেছি, ফরিদপুর—হাবাসপুর স্কুলের সুযোগ্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুদর্শনচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় গ্রন্থসঙ্কলনে কিছু সাহায্য করিয়াছেন। হাইকোর্টের কৃতবিদ্য উকীল মাহিষ্য কুলপ্রদীপ শ্রীযুক্ত বাবু প্রকাশচন্দ্র সরকার মান্দ্রাজ বৈদিকধর্ম্ম-প্রচারিণী সভার সম্পাদক, মান্দ্রাজ হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত সুবিখ্যাত উকিল মহামহোপাধ্যায় পার্থ সারথী আয়াঙ্গার মহোদয়ের নিকট হইতে ৺ গদাধরভট্টের কুলজী উদ্ধার করিয়া ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন। প্রকাশ বাবুর এই কীর্ত্তি তাঁহাকে অমর করিয়া তাঁহার নাম জগতে চিরকাল প্রকাশিত রাখিবে। হাওড়া—ঝিখিরা'র স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ মল্লিক মহোদয় এই পুস্তক মুদ্রণে সাহায্য করিয়া

অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিলেন। কার্য্যবশতঃ দূরতর প্রদেশে অবস্থান করায় ১ম ও ২য় প্রুফ আমি নিজে দেখিতে পারি নাই। 'অমুকের ইতিহাস' প্রণেতা পণ্ডিত শ্রীমৎ সেবানন্দ ভারতী মহাশয় প্রুফগুলি দেখিয়া মুদ্রণকার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। তিনি এই কার্য্যের ভার গ্রহণ না করিলে পুস্তক প্রকাশিত হইতে অধিকতর বিলম্ব হইত। তজ্জন্য ভারতী মহাশয়ের নিকট গ্রন্থকার চিরবাধিত রহিলেন। মনোযোগের সহিত প্রুফ-সংশোধন করিবার অসুবিধা ঘটায় পুস্তকের মধ্যে বর্ণাশুদ্ধিগত ভ্রম-প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে,—তজ্জন্য পাঠকের নিকট মার্জ্জনার ভিখারী রহিলাম।

অনেক কালের পর ভারতে শান্তিরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ন্যায়বান্ ইংরাজরাজের আমলে আমরা অসীম শান্তিসুখ ভোগ করিতেছি। এক্ষণে কুমারিল ভট্টের ন্যায় কোন হিন্দুর হস্তে কোন বৌদ্ধ একবারে নির্ব্বাণলাভ করিতেছেন না। পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে জগন্নাথদেব মুসলমান-গণের হস্ত হইতে লাঞ্ছনার অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন, চিল্কা হ্রদের লোণা জলে আর হাবু ডুবু খাইতেছেন না। শ্রীমন্দির মুহূর্ত্তের জন্যও দারুব্রহ্ম বিগ্রহছাড়া হয় নাই। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীগোবিন্দ জিউর মন্দিরের ইষ্টক-গুলি আর রাজপথে চূর্ণ বিচূর্ণ হইতেছে না। ৺ কাশীধামে শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ কালাপাহাড়ের ভয়ে "জ্ঞানকূপে" আর লুক্কায়িত হইতেছেন না। হিন্দুর পুণ্যতীর্থক্ষেত্রের দেবমন্দির মুসলমানের মসজিদে পরিণত হইতেছে না। সতী সাধ্বী কুলললনাগণ নির্ভয়ে অবাধে দেশদেশান্তর হইতে গঙ্গাস্নান, তীর্থপর্য্যটন করিয়া জীবন সার্থক করিতেছেন।

তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া রাজ্য মধ্যে ন্যায় বিচার বিতরিত হইতেছে। বলিতে কি, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পর এরূপ একচ্ছত্রী সম্রাট্‌পদে বিরাজ করিয়া শান্তি সহ ভারতরাজ্য শাসন করিতে কোন রাজাই পারেন নাই। সুসভ্য ইংরাজের আমলে রেল ষ্টিমার তাড়িৎ মুদ্রাযন্ত্র প্রভৃতি কত শত

বৈজ্ঞানিক উপায় আবিষ্কৃত হইয়া প্রজার অশেষ সুখসমৃদ্ধির বৃদ্ধি হইয়াছে। মুখে বলিবার, হাতে লিখিবার স্বাধীনতা হইয়াছে। বলিতে গেলে এরূপ সুবিধা কোন কালেও হয় নাই। অতি অল্প ব্যয়ে দুই দিনের মধ্যে আমাদের মনের কথা দেশ বিদেশে প্রচার করিতেছি। বর্ত্তমান কালে সমাজের যে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে তাহা ইংরাজের দোষে নহে, নিজেদের দোষে। ইংরাজের গুণভাগ গ্রহণ না করিয়া অগ্রেই দোষভাগের অনুকরণ করিয়াই সমাজ অধঃপাতে যাইতেছে। সমাজের কর্ণধার বর্ণাশ্রমের গুরু ব্রাহ্মণ তাঁহার শম দম তিতিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া ভোগবিলাসী হইয়া ব্রহ্মচর্য্য ছাড়িয়াছেন, এমন কি ব্রহ্মগায়ত্রী পর্য্যন্ত অনেকে ভুলিয়াছেন; পরপদসেবা-স্ব-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া আর্য্যত্ব ঘোষণা করিতেছেন। সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ্যচ্যুত হওয়ায় সমাজের দফা রফা হইতে বসিয়াছে। সমাজের সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা বিদ্বেষাগ্নিতে সোনার বাঙ্গালা শ্মশানে পরিণত হইতেছে। রাঢ়ীয় শ্রেণীর ঠাকুরগণ বারেন্দ্র শ্রেণীর ঠাকুরগণকে আদিশূরের যজ্ঞে আনীত কণৌজ ব্রাহ্মণের উপপত্নী গর্ভজাত বলিয়া গালাগালি দিতেছেন; পক্ষান্তরে বারেন্দ্র ঠাকুরগণও রাঢ়ীয় ঠাকুরগণকে কণৌজ ব্রাহ্মণের ঔরসে সপ্তশতী কন্যার গর্ভজাত বলিয়া "কবির" গানের জবাব গাহিতেছেন। * সেরূপ গৌড়ের আদি বৈদিক

**Extract Para 329, page 252 of the Census Report, 1891, Vol. III.*

"Next to Rajputs no cast bears more evident and numerous signs of non Aryan blood than the Brahman. Dr. Wise, whose ethnological enquiries in Eastern Bengal have laid Mr. Risley under special obligations, which he has gracefully recognised by dedicating his Ethnographic Glossary to him, declared the lowly

ব্রাহ্মণগণ নিরপরাধে অবমাননা সহ্য করিতেছেন। বৈদ্য, মাহিষ্য, কায়স্থ ও নবশায়কগণ পরস্পর পরস্পরকে বিদ্বেষের চক্ষে দর্শন করিতেছেন। বাজারে ছাগ ছাগী বিক্রয়ের ন্যায় পুত্র কন্যা বিক্রীত হইয়া ক্রেতা সর্ব্বস্বান্ত হইতেছেন। এইরূপ অবস্থায় কেহ মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করিতে রাজী নহেন। সমাজের এই শোচনীয় অবস্থার জন্য ইংরাজরাজ দায়ী নহেন। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ত্যাগ করিতে ইংরাজরাজ কাহাকেও বলেন নাই, তবে তাঁহাদের স্কন্ধে দোষ চাপাইলে চলিবে কেন? কবির কথায় বলিতেছি—

Chamar to be "infinitely fairer, with a more delicate and intellectual cast of features, than many Srotriya Brahmans." "The connexion of Brahmans with Naga women is a significant fact" writes Here Bachofen, "of the intermixture of the best Aryan blood with the Nagbansi aboriginals thirty centuries ago." The same practice is still continued by Bengali Brahmans, who take wives of Manipuri race on our eastern frontier.' It is improbable that the five Brahmins introduced in the eleventh century by Adisur from Kanouj have grown into the myriads which now form the Kulin or highest sub-castes. "Although the immigrant Brahmans brought their wives with them, tradition. Says," writes Mr. Risley, "that they contracted second marraiges with the women of Bengal and that their children by the latter were the ancestors of the Barendra Brahmins. The Barendra on the other hand, claim to represent the offspring from the original Hindustani wives and allege that the Rarhi Brahmins themselves spring from the mesalliances contracted in Bengal."

"দোষ কা'রও নয়গো মা—
(আমি) স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি শ্যামা"

উপসংহারে বক্তব্য, যে বহুকষ্টে প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া সাধ্যানুসারে মনোমত সাজ সজ্জায় সজ্জিত করিয়া সাধকের সম্মুখে স্থাপন করিলাম—প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা সাধকের হস্তে।

গ্রন্থকারস্য।

২য় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

১ম সংস্করণের পুস্তক ১০০০ ছাপা হইয়াছিল। সন ১৩২০ সালে ছাপাখানা হইতে পুস্তক বাহির হইবার পর ৮ মাস মধ্যেই সমস্ত নিঃশেষ হইয়া যায়। গ্রাহকবর্গের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে গ্রন্থের ২য় সংস্করণ আবশ্যক হওয়ায় সন ১৩২০ সালে প্রেসে দেওয়া হয়। কিন্তু এবারে গভীর গবেষণাপূর্ণ প্রত্নতত্ত্ব সন্নিবেশিত হওয়ায় গ্রন্থের কলেবর দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। নভেল নাটক উপন্যাসের ন্যায় কল্পনার উপর ভাষা সাজাইয়া পুস্তক প্রণীত হয় নাই। স্থানে স্থানে পরিভ্রমন করিয়া সমাজের নিগূঢ় তত্ত্ব সংগ্রহ পূর্ব্বক অতি সাবধানতার সহিত নূতনাকারে গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। দীর্ঘকাল ছাপাখানার কারাবাসে থাকায় পাঠক বর্গ দর্শনাকাঙ্ক্ষায় উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। আদিশূর যে অনৈতিহাসিক ব্যক্তি এবং তাহার পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সত্য কিনা তাহাই বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। একটি জেলার দায়িত্ব পূর্ণ কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া দিবারাত্রি হাড়ভাঙ্গা কঠোর পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত এবং ক্লান্ত, তাহার উপর এত বড় দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন করা মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে একান্ত অসম্ভব। যদি এই কার্য্যকে কেহ সম্পূর্ণ মনে করেন তবে তাহা ভগবদ্ কৃপায় হইয়াছে বলিতে হইবে। আমার সময়াভাবে জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান জ্যোতিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ, এবং উলুবেড়িয়া হাই স্কুলের প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র কাব্যতীর্থ মহাশয় সময়ে সময়ে প্রুফ সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, তথাপি ভূল ভ্রান্তির দায় হইতে নিষ্কৃতি পাই নাই। এক সময় শ্রীশ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীরাধিকার উদ্ভ্রান্ত প্রেমে আত্মবিস্মৃত হইয়া ভ্রমে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তজ্জন্য তিনিও শ্রীশ্রীমতীর নিকট কৈফিয়তের দায় হইতে অব্যাহতি পান নাই। ধর্ম্মরাজ যম এক কাণাকে আনিতে বলায় যমকিঙ্করগণ কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু

সঙ্ঘটিত করিয়া যম রাজের নিকট উপস্থিত করিয়াছিল, তৎক্ষণাৎ ভুল হইয়াছে জানিতে পারায় শ্মশানে আনীত কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত দেহে প্রাণ সঞ্চারিত হইয়া তিনি জীবিত হইবা মাত্রেই পার্শ্বে দণ্ডায়মান একচোখ কাণা চাকরটা অমনি ধড়াস করিয়া পড়িল আর মরিল। এই ব্যাপারকে লোকে বলিয়া থাকে "যমের ভুল" হইয়াছে। অতএব পাঠকবর্গের নিকট নিবেদন যেন তাহারা বর্ণাশুদ্ধি শ্লোকের ছন্দঃপতনাদি দোষ সংশোধন করিয়া পাঠ করিবেন। ৫ বৎসর পূর্ব্বে ২য় সংস্করণ ছাপিতে আরম্ভ করায় ৫ম অধ্যায়ে "মহাভারতীয় যুগ" শীর্ষক প্রবন্ধে যে যে স্থানে শকাব্দের পরিমাণ ১০৩৫ এবং কলির গতাব্দ ৫০১৫ লিখিত হইয়াছে সেই সেই স্থানে হিসাবের সংখ্যায় ৫ বৎসর যোগ করিয়া পাঠ করিতে হইবে। রাঢ়ী বারেন্দ্র বৈদিক শ্রেণীর মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিতগণ ১ম সংস্করণের পুস্তক পাঠ করিয়া সানন্দচিত্তে যে সমস্ত প্রশংসা পত্র প্রদান করিয়াছেন সেইগুলিও সংযোজিত হইয়াছে।

সূচীপত্র।

ব্রাহ্মণকাণ্ড।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
১ম অধ্যায়—সৃষ্টি প্রকরণ ব্রাহ্মণ-নির্ণয়।	১-১২
২য় অধ্যায়—আর্য্যগণের আদিনিবাস।	১৩-২০
৩য় অধ্যায়—ভারতগীতা-আর্য্যপ্রভা।	২১-৩৪
৪র্থ অধ্যায়—বাঙ্গালায় আর্য্যজাতির বসতি-বিস্তার	৩৫-৪৭
৫ম অধ্যায়—মহাভারতীয় যুগ।	৪৮-৬০
৬ষ্ঠ অধ্যায় গৌড়ে ব্রাহ্মণাধিকার।	৬১-৭৯
গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ— রামচরিত কাব্য— সন্ধ্যাকরনন্দী— গৌড়েব্রাহ্মণ্যশক্তি।	
৭ম অধ্যায়—ব্রাহ্মণের গোত্রপ্রবর	৮০-৯০
৮ম অধ্যায়—রাঢ়ীকুলজ্ঞ নুলোপঞ্চাননের ব্রাহ্মণবিচার।	৯১-১০৩
৯ম অধ্যায়—বাঙ্গালায় কণৌজ ব্রাহ্মণ পঞ্চকের আগমনকাল।	১০৪-১২৩
জয়ন্ত আদিশূর নহে—রণশূর আদিশূর নহে—কৌলীন্য প্রথার প্রতিষ্ঠাতা কে?—দশম শতাব্দীতে পালবংশের প্রতাপ, মহীপালদেবেরশৌর্য্যবীর্য্য— ভট্টভবদেব রাঢ়ী নহে—বিদ্যানিধি মহাশয়ের গোঁজামিল।	
১০ম অধ্যায়—কনৌজ হইতে ব্রাহ্মণ আগমনের প্রকৃত কারণ।	১২৪-২৩১

বিষয় পৃষ্ঠা

যবন অত্যাচারে গঙ্গাগতির ও যশোধর মিশ্রের পলায়ন—
সেনবংশের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ্যশক্তি।

১১শ অধ্যায়—নবাগত কনোজিয়াগণের সহিত
গৌড়ে আদি ব্রাহ্মণগণের সংঘর্ষ। ১৩২-১৪৩

বৌদ্ধ ও হিন্দুদেবদেবীর সংমিশ্রণ— গ্রামযাজীর বর্ণনা—
ব্রাহ্মণ আনয়নের নানাগল্প—সাতশতীর গর্ব্বোক্তি—ব্রাহ্মণ দলন।

১২শ অধ্যায়—জনশ্রুতি মিথ্যা। ১৪৪-১৫৮

গ্রহবিপ্রের মিথ্যা অপবাদ—ব্যাসোক্ত শব্দের প্রকৃত অর্থ—
ব্যাস মহিমা—বঙ্গসবৈদিকের প্রাচীন সনন্দ—অম্বষ্ঠদর্পণ
প্রণেতার উক্তি।

১৩শ অধ্যায়—মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ সদ্ ব্রাহ্মণ ১৫৯-১৯০

সদ্‌ব্রাহ্মণের নিদর্শন— ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্তি—সংঘর্ষের কারণ—
জালিকের জায়গীর পুরস্কার—জালিকের জলচলন মিথ্যা—
মাহিষ্যযাজী বিশুদ্ধ কেন ?— বৈবাহিক সংস্রব।

১৪শ অধ্যায়—গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ আর্য্যজাতির
পুরোহিত। ১৯১-২১৩

মাহিষ্য মাতৃবর্ণের অধিকারী— অন্ত্যজ কে ?
লোক বঞ্চনার্থ জাতিমালার সৃষ্টি—হালিক কৈবর্ত্তই মাহিষ্য—
'ক' অক্ষরের ব্যুৎপত্তি—বিভিন্ন অর্থে একই শব্দের
প্রয়োগ—আর্য্যত্বের দাবী।

১৫শ অধ্যায়—বর্ণযাজী কে ? ২১৪-২২৪

সেন্সাসে গবর্ণমেণ্টের সুবিচার— সুবর্ণ বণিকের পাতিত্যের কারণ—

বিষয় পৃষ্ঠা।

ব্রাহ্মণের বর্ত্তমান আচার— দেবীবরের বর্ণব্রাহ্মণ—
সারস্বত ব্রাহ্মণ কি বর্ণযাজী ?

১৬শ অধ্যায়—বঙ্কিমবাবুর সাহিত্যগত রাজনীতি ২২৫-২৪২

বঙ্কিমের কাব্যের নায়কনায়িকা—ব্রাহ্মণের
ঐতিহাসিকতার দাবি—কলিতে পুরাণ বর্ণিত রাজজাতির
ফর্দ্দ—বঙ্গীয় মাহিষ্য রমণীর বীরত্ব— বঙ্গের বিপদে
মাহিষ্যনেতা—ইংরাজেরসুসভ্য সুনীতিসম্পন্ন শাসননীতি
—বঙ্কিমের স্বাধীনতা লিপ্সা নাটকীয় ভাবের।

১৭শ অধ্যায়—অযথা অত্যাচার। ২৪৩-২৬৬

ছাই ভস্মের ভিতর রত্ন—বসুমতীর টিপ্পনী—
ঝিনাই দহের ঘটনা—আন্দুলের যোগেন্দ্রবাবুর সুবিচার—
কায়স্থ বর্ম্মা না শর্ম্মা ?—বিশ্বকোষে অদ্ভুত উপাখ্যান—
নগেন্দ্রবাবুর কপটতা।

১৮শ অধ্যায়—পালরাজারা কোন জাতি ? ২৬৭-২৯১

সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্র মাহিষ্য— কবি মনোরথের বর্ণনা—
রাম চরিতে ভীমের পরিচয়— শক্রকবির মুখে ভীমের প্রশংসা—
ভূতের মুখে রামনাম— যবদ্বীপে মাহিষ্য কৈবর্ত্ত—
শাস্ত্রী ও বসু মহাশয় দ্বয়ের ভ্রান্তধারণা—দিব্যের বরেন্দ্রী
ও মিথিলা বিজয়—ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যশক্তির মিলন—
বাঙ্গালী অকৃতজ্ঞ।

বিষয় পৃষ্ঠা।

১৯শ অধ্যায়—বঙ্গে মাহিষ্য শক্তি। ২৯২-৩৫৭

ক্ষত্রিয়শক্তি কোথায় ?— মধ্যবঙ্গে মাহিষ্যশক্তি—
রঘুর বঙ্গবিজয়— মাহিষ্য অভিযান—সমুদ্রযাত্রায়
মাহিষ্যের যোগ্যতা— পুরাণে তাম্রলিপ্ত বর্ণনা—
সরস্বতী তীরে সপ্তগ্রাম ও ত্রিবেণী— সরস্বতী স্তোত্র—
তাম্রলিপ্ত সামুদ্রিক বন্দর— রঘুবংশে গঙ্গামোহানা—
হিন্দুর সামুদ্রিক রাজ্যবিজয়—তমলুকে গঙ্গাবংশ—
পাঠান আমলে মাহিষ্যশক্তি—মোগলের গর্ব্ব—
কটঘটনাম আর্য্যের নহে ?— নামের দোষে আর্য্য অনার্য্য—
তমলুকে নর-নারায়ণ·তমলুকে শ্রীচৈতন্যের আগমন—
বর্গীর উপদ্রব—রিজলী সাহেবের পত্র—ময়নাগড়—
লাউসেনের কীর্ত্তি— ময়নামতীর পুত্র গোবিন্দচন্দ্র—
হিজলী সুজামুঠার রাজবংশ— বঙ্কিমের কপালকুণ্ডলা—
সুজামুঠার রাজা গোবর্দ্ধনরণঝম্প— তুর্কা রাজ—
গঙ্গারাঢ়ী বা গঙ্গারিড়ি।

২০শ অধ্যায়—আত্মকথা কুলজ্ঞী। ৩৫৮-৩৭৫

২১শ অধ্যায়—শাকদ্বীপী গ্রহবিপ্র সমাজ। ৩৭৬-৪০০

বালিময়ুরেশ্বর সমাজ— প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণবের রচনাগরজ—
সিদ্ধান্ত বারিধির রচনা গরজ— মধ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণ—
বিশ্বকোষে আর্য্যপ্রয়োগ— বিশ্বকোষে অবিচার— ভেকের গান।

২২শ অধ্যায়—কায়স্থতত্ত্ব ৪০১-৪১১

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে এবং ঔশনসঃ ধর্ম্মশাস্ত্রে কায়স্থ
শূদ্রধর্ম্মতত্ত্বে ব্যাসসংহিতায় কায়স্থ—কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব

'চিচিং ফাঁক'

বিষয় পৃষ্ঠা।

২৩শ অধ্যায়—রাঢ়ীয়গণের সাধের
মেলকাহিনী। ৪১২-৪৪৮

১১শ শতাব্দীতে কনৌজের অবস্থা— বারেন্দ্র কুলজী—
সপ্তশতীর পরিচয়— কুলকারিকায় বল্লালসেনের পরিচয়—
কুলীন হইতে বংশজের উৎপত্তি— কুলীনের গৌরব—
৩৬শ মেল— মেলের ভাগ্যদোষ—বল্লভীমেলের ঋতুধ্বজীভাব—
কুলীন সমাজের ভীষণচিত্র।

পরিশিষ্ট। ৪৪৯-৪৮০

শুদ্ধিপত্র।

অশুদ্ধ	পত্রাঙ্ক	পংক্তি	শুদ্ধ
যস্তু ন্ম খত্বদ্বর্ণানাং	২	১৫	যস্তু ন্ম খত্বাদ্বর্ণানাং
ক্ষত্রিয়াদায়োঽপীষ্টা	৮	১১	ক্ষত্রিয়াদয়োঽপীষ্ট
শাস্ত্রেষুপলভ্যতে	৮	২১	শাস্ত্রেষূপলভ্যতে
সম্ভবত্যে	,,	২২	সম্ভবত্যেব
বেদভ্যাসাৎ	৯	১২	বেদাভ্যাসাৎ
বেদাং	১০	১১	বেদাঃ
গুরুপ্রিয়ং	১১	৮	গুরুপ্রিয়ঃ
উত্ত	১৩	পাদটীকা	উত্তর
নিম্নগাঃ	১৪	১	নিম্নগা
বৃতপূণ্য	১৪	,, ৪	কৃতপূণ্য
নানুক্রম তি	,,	,, ৮	নানুক্রামতি
বিস্থর্য্যোপি	,,	,, ১৩	বিস্থর্য্যোঽপি
ভাসা	,,	,, ,,	ভাসাম
স্থর্য্যালক্ষ্যাভির্বিজ্ঞেয়ঃ		১৪	স্থর্য্যালক্ষ্যাভির্বিজ্ঞেয়ঃ
তপতেব	,,	,, ,,	তপতৈব
Arora Borealis		,, ১৯	Aurora Borealis
প্রাযচ্ছৎ	১৬	৭	প্রাযচ্ছৎ
৬৯ সর্গ	১৯	৫	৭০ সর্গ
মনুপত্র	,,	১০	মনুপুত্র

অশুদ্ধ	পত্রাঙ্ক	পংক্তি	শুদ্ধ
যজ্ঞিনঃ	২১	৭	যজ্ঞিনঃ
ভারতেনেন্দ্রিয়	২২	৮	ভারতেঽন্দ্রিয়
কর্ম্মকল	২৩	৪	কর্ম্মফল
পূরাকালীন	,,	২১	পুরাকালীন
পানিনি	২৫	পাদটীকা ৬	পানিণী
আসিৎ	১৫	৯	আসীৎ
মূর্থী	২৫	৭	মূর্থাঃ
ভূরন	২৬	৩	ভুবন
বিবৃতি	২৭	১৯	বিকৃতি
সারণাচার্য্য	২৭	২৫	সায়ণাচার্য্য
নিগুর্ণস্ত শরীরিণঃ	২৯	১১	নিগু'ণস্তাশরীরিণঃ
উপাবিতম	২৮	১৩	উপাসিতম
সত্যব্রতা	২৯	পাদটীকা ১০	সত্যব্রত
হাক্সণী	৩০	১৫	হাক্সলী
রাজবিস্তার	৩৫	৭	রাজ্যবিস্তার
সন্ধুনদী	,,	৮	সিন্ধুনদী
সগরাস্তাং	৩৬	১৯	সগরাঃস্বাং
কম্বোজান্বয়জেন	৪০	১৪	কাম্বোজান্বয়জেন
কাম্বোজন্বয়জ	,,	১৮	কাম্বোজান্বয়জ
বরেন্দ্রনাং	৪১	৯	বরেন্দ্রাণাং
অঙ্গাবঙ্গাশ্চ	৪৬	২	অঙ্গবঙ্গাশ্চ
কলির্গতাব্দে	৪৯	১১	কলের্গতাব্দে
চন্দ্রিমায়	৫৩	১৯	চন্দ্রিকায়

অশুদ্ধ	পত্রাঙ্ক	পংক্তি	শুদ্ধ
ত্রয়োদশী	৫৬	পাদটীকা ১	ত্রয়োদশ্যাং
ভারতং যুদ্ধং	,,	,, ২	ভারতযুদ্ধং
সিতাষ্টমী	৫৬	,, ৩	সীতাষ্টম্যাং
ভরদ্বাজ	,,	,, ১০	ভারদ্বাজ
সপ্তার্ষিমণ্ডল	৫৯	৪	সপ্তর্ষিমণ্ডল
অন্ধাশ্চ	৬১	১৫	অন্ধ্রাশ্চ
ভোক্ষ্যন্তে	৬৩	১৭	ভোক্ষ্যন্তি
দুর্ব্বিলোক	৭৩	৪	দুর্ব্বিলোক্য
প্রদর্ণন	৭৩	১৭	প্রদর্শন
Offiered	,,	২০	Offered
অনুমতি	৭৫	৯	অনুমিত
ভূরসী	৭৫	২২	ভূয়সী
শিললিপি	৭৬	১৩	শিলালিপি
বৈরাঘ্র পন্থ	৮২	১৫	বৈয়াঘ্রপদ্ম
বৃহস্পতী	,,	২৩	বৃহস্পতিঃ
বৈরাঘ্র পন্থ	৮৩	৫	বৈয়াঘ্রপদ্ম
কৌণ্ডিন্য	৮৭	১৬	কৌণ্ডিল্য
দেবচার্য্যঃ	৮৮	১৭	দেবাচার্য্যঃ
বীতারাগ	৯২	৯	বীতরাগ
বাঙ্গলার	১০২	২৩	বাঙ্গালার
দশম অধ্যায়	১০৪		নবম অধ্যায়
শাকে	১০৫		শকে
গৌড়	,,	,,	গৌড়ে

অশুদ্ধ	পত্রাঙ্ক	পংক্তি	শুদ্ধ
ক্ষিতিশ	১০৮	৭	ক্ষিতীশ
রাজের	১০৯	১২	রাজার
ভট্টনারায়ণ শ্রীৎর্ষ	১০৯	১০	ভট্টনারায়ণ, শ্রীহর্ষ,
সংভৃত্যাননীয়	১০৯	১৭	সভৃত্যানানীয়
রর্ত্তমান	১১০	১৪	বর্ত্তমান
তম্রশাসনে	১১১	২৪	তাম্রশাসনে
গতাশ্বালয়ন	১১২	৭	র্গতাশ্বলায়ন
শুক্লদশম্যামার্গমৎ	১১২	৯	দশম্যামগমৎ
ধনধর্ম্মাদেহ	১১২	১৮	ধনধর্ম্মদেহ
গন্ধার	১১৫	২০	গান্ধার
সঙ্গরে	১১৬	১৯	সমরে
কপূর	১২৮	২১	কপূ´র
সপরিবার	১৩০	১	সপরিবারে
হিন্দূশক্তি	১৩১	৪	হিন্দুশক্তি
অন্ধকারচ্ছন্ন	১৩২	২	অন্ধকারাচ্ছন্ন
নোপাসীতা	১৩৫	১	নোপাসিতা
উশবেশন	১৪০	১৩	উপবেশন
দেষে	১৪১	২২	শেষে
পোরহিত্য	১৪২	৬	পৌরোহিত্য
করিরা	১৪২	১৮	করিয়া
অজায্য	,,	পাদটীকা	অযাজ্য
পৌরহিত্য	১৪২	১	পৌরোহিত্য

অশুদ্ধ	পত্রাঙ্ক	পংক্তি	শুদ্ধ
একদশেহথ	১৫০	১১	একাদশেঽথ
তহার	১৫১	১৬	তাহার
উথাসনা	১৫৫	১	উথাসনী
শশিনী	১৫৫	৯	শাসনী
ভূম্যধিকারী	১৫৬	১৪	ভূম্যধিকারী
জমিদার	১৬১	৭	জমীদার
উথাসিনী	১৬২	১৬	উথাসনী
মহারাজা	১৬৪	১৫	মহারাজ
,,	,,	১৮	,,
পৌত্র	১৮৬	৩	পুত্র
বরদারায় প্রসাদ চৌধুরী	১৬৯	২৪	বরদা প্রসাদরায় চৌধুরী
জমিদার	,,	২৫	জমীদার
দৈর্ঘ	১৭০	১৫	দৈর্ঘ্য
বিদ্যাসাগর মহায়ের	১৭১	২	বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বৈবাহিকের
মহাশযের	১৭১	১০	মহাশয়ের
জমিদার	১৭৩	৫	জমীদার
মাঝি	১৭৭	১	মাঝা
,,	,,	১৮	,,
ক্রিয়	১৭৯	১৫	করিয়া
মহারাজা	১৮২	১০	মহারাজ
মাহিষ্যা	১৯৯	৫	মাহিষ্যাঃ
দ্বিজাতিজির্ব	২০৪	৮	দ্বিজাতিভির্যা
অমকোষে	২০৫	১৬	অমরকোষে

অশুদ্ধ	পত্রাঙ্ক	পঙ্ক্তি	শুদ্ধ
সজ্ঞা	২৩৫	১৮	সংজ্ঞা
কৈটভজিদ্বিবধুঃ	২০৮	৮	কৈটভজিদ্বিধুঃ
সর্ব্বজনীন	২১১	১৩	সার্ব্বজনীন
মহাত্মাগণ	২১২	২০	মহাত্মগণ
পা	২২২	২২	পান
সম্ভবতঃ	২২৭	৯	সম্ভবতঃ
চণ্ডি	২৩৩	১১	চণ্ডী
দিল্লির	২৪০	১৩	দিল্লীর
এরার	২৪৫	৬	এবার
প্রতিদ্বন্দ্বি	২৫২	১৮	প্রতিদ্বন্দ্বী
উন্নতশীল	২৫৫	১০	উন্নতিশীল
পৌরহিত্য	২৬৬	৩	পৌরোহিত্য
লাঞ্ছনা	,,	৬	লাঞ্ছনা
পাবশকে	২৬৯	২	পালবংশকে
ররেন্দ্রীর	২৭৪	৯	বরেন্দ্রীর
বশবর্ত্তি	২৮১	৩	বশবর্ত্তী
তরণী	২৮৩	২৩	তরণি
রণতরণী	,,	২৫০	রণতরণি
বণতরণী	২৮	৬	রণতরণি
কর্ত্তৃত্বাধিন	২৮৫	৩	কর্ত্তৃত্বাধীন
প্রমানিত	,,	১৭	প্রমাণিত
অন্নের	২৭৯	১৬	অন্তের
প্রতিপাদিত্য	২৯৫	৯	প্রতাপাদিত্য
সরস্বতীর	৩০০	৮	সরস্বতীর

অশুদ্ধ	পত্রাঙ্ক	পুংক্তি	শুদ্ধি
বণিজাস্য	৩০৮	৭	বণিজঃ
শ্যামকণ্ঠং	৩১১	৬	শ্যামুপকণ্ঠং
বাল্লিসিতা	৩১১	৭	বালিসীতা
বৎসয়	৩১৬	৭	বৎসর
প্রভার	৩৩৯	২২	প্রভাব
পুহুনার	৩৪০	১৯	পদ্মনার
পুশ্চিমে	৩৪৩	১১	পশ্চিমে
মথেষ্ট	৩৪৬	১০	যথেষ্ট
তর্জ্জন্য	৩৪৬	১০	তজ্জুষ্ট
৺সচ্চিদানন্দ	,,	১৭	শ্রীসচ্চিদানন্দ
অপর দুইরাজ্যও	,,	১৯	পূর্ণানন্দ বাহুবলীন্দ্র
অকবরি	৩৫২	৩	আকবরী
চৌধুরি	৩৫২	১১	চৌধুরী
রাঁয়চৌধুরি	৩৫৩	৮	রায়চৌধুরী
জনকিনাথের	৩৫৪	৯	জানকীনাথের
সমনীয়	৩৬০	১৫	সমানীয়
রজ্যেশ্বরঃ	৩৬১	৯	রাজ্যেশ্বরঃ
রঘুশি	৩১১	১২	রঘুষি
দ্রাবিড়িভূদেবা	৩৬৩	৪	দ্রাবিড়িভূদেবান
জন্ম	৩৬৩	১৪	জন্মং
শ্রীবাসান্ত	৩৬৪	২	শ্রীবাসন্ত
গাভি	৩৭১	৩	গাভী
প্রভুত	,,	৪	প্রভূত
বড়ট	৩৭২	১৫	বিড়ট

অশুদ্ধ	পত্রাঙ্ক	পংক্তি	শুদ্ধ
উদ্ভাসিতঃ	৩৮১	২১	ঊদ্ভাসিতঃ
অসাম	৩৮২	২	অসীম
চতুর্ভুজের	৩৮২	১২	চতুর্ভুজের
তৈলঙ্গাগুর্জ্জর	৩৯৩	৪	তৈলাঙ্গগুর্জ্জর
* য	৩৯৪	১৯	ষ্ক্য
ভেকেহ	৩৯৯	১৪	ভেকহে
সুণুঃবৈ দেহাৎ	৪০৪	১	সুনুবৈ দেহাৎ
মহাত্মাগণ	৪১৪	৫	মহাত্মগণ
সাজাইরা	৪২২	১	সাজাইয়া
কীরীটিনং	৪২৪	১০	কিরীটিনঃ
কুলীণ	,,	৩	কুলীন
pubiished	৪৬৮	৪	published
পুরোহিতশণ	৪৭৫	২১	পুরোহিতগণ
চক্রবর্ত্তীনা	৪৭৮	৮	চক্রববর্ত্তিণা

* বোপদেব বলেন "নাপ্যপত্যার্থেষ্ক্য"। অপত্যার্থে ষ্ক্য প্রত্যয় হয় না।' এই কথা গুলি বাদ দিয়া পাঠ করিতে হইবে।

ভ্রান্তি-বিজয়।

ব্রাহ্মণ-কাণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

সৃষ্টি-প্রকরণ—ব্রাহ্মণ-নির্ণয়।

মনু সংহিতার প্রথম অধ্যায়ে সৃষ্টি-প্রকরণে বর্ণিত আছে—"যিনি সকল লোক, বেদ, পুরাণ, ইতিহাসাদি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ, যিনি মনোমাত্র গ্রাহ্য, অবয়ববিহীন নিত্য এবং সকল ভূতের অন্তরাত্মা হয়েন, তিনি স্বয়ংই প্রাদুর্ভূত হয়েন। তিনি প্রকৃতিরূপে পরিণত আপন শরীর হইতে নানা প্রকার প্রজা সৃষ্টি করিবার অভিলাষে কিরূপে সৃষ্টি সম্পন্ন হইবে—এই ইচ্ছা করিয়া প্রথমতঃ জল হউক বলিয়া, আকাশাদি ক্রমে জলের সৃষ্টি করিলেন ও তাহাতে আপন শক্তিরূপ বীজ অর্পণ করিলেন। অর্পিত বীজ সুবর্ণনির্ম্মিতের ন্যায় ও সূর্য্য-সন্নিভ প্রভাযুক্ত একটা অণ্ড হইল; ঐ অণ্ডে সকল লোকের জনক স্বয়ং ব্রহ্মাই জন্মগ্রহণ করিলেন। সেই অব্যক্ত নিত্য সৎ ও অসৎ একীভূত কারণ অর্থাৎ পরমাত্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট যে পুরুষ, তিনি ব্রহ্মা নামে প্রকীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। ভগবান্ ব্রহ্মা সেই অণ্ডে ব্রাহ্ম্যপরিমিত এক বৎসর কাল বাস করিয়া অণ্ড দ্বিধা হউক, মনে করিবামাত্র সেই অণ্ড দ্বিধা হইল।

তিনি সেই দুই খণ্ডের উর্দ্ধখণ্ডে স্বর্গ, অধঃ খণ্ডে পৃথিবী, মধ্যভাগে ব্যোম, অষ্টদিক্ এবং চিরস্থায়ী সমুদ্ররূপে জলাধার প্রস্তুত করিলেন। তিনি ভূলোকাদি প্রজা বৃদ্ধি করিবার মানসে আপন মুখ, বাহু, উরু, পাদ হইতে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের সৃষ্টি করিলেন। তিনি আপন শরীরকে দুইখণ্ড করিয়া অর্দ্ধাংশে পুরুষ এবং অর্দ্ধাংশে নারী হইলেন; ঐ উভয়ের—পরস্পর সংযোগে বিরাট নামক পুরুষ সৃজন করিলেন। সেই বিরাট পুরুষ হইতে স্বায়ম্ভুব মনু এবং স্বায়ম্ভুব মনু হইতে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু এবং নারদের জন্ম হয়।

বিষ্ণুপুরাণের প্রথম অংশের ষষ্ঠ অধ্যায়ে সৃষ্টি-প্রকরণেও অণ্ড-বিবরণ এবং তন্মধ্যে ব্রহ্মার জন্ম এবং তাঁহার মুখ, বাহু, উরু ও পাদ হইতে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের উৎপত্তি বর্ণিত আছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের সৃষ্টি-প্রকরণেই এইরূপ উল্লিখিত আছে, যথা :—

"মুখতোঽবর্ত্তত ব্রহ্ম পুরুষস্য কুরূদ্বহ।
যস্তূন্মুখত্বাদ্বর্ণানাং মুখ্যোঽভূদ্ব্রাহ্মণো গুরুঃ॥
বাহুভ্যোঽবর্ত্তত ক্ষত্রং ক্ষত্রিয়স্তদনুব্রতঃ।
যো জাতস্ত্রায়তে বর্ণান পৌরুষঃ কণ্টকক্ষতাৎ॥
বিশোঽবর্ত্তন্ত তস্যোর্ব্বোলোকবৃত্তিকরী বিভোঃ।
বৈশ্যস্তদুদ্ভবোবার্ত্তাং নৃণাং যঃ সমবর্ত্তয়ৎ॥
পদ্ভ্যাং ভগবতো জজ্ঞে শুশ্রূষাধর্ম্মসিদ্ধয়ে।
তস্যাং জাতঃ পুরা শূদ্রো যদ্বৃত্ত্যা তুষ্যতে হরিঃ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত, ৩য় স্কন্ধ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

বেদেও ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পাদ হইতে শূদ্রোৎপত্তির বিবরণ আছে। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, যাঁহারা যেরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিলেন, তাঁহারা সেই রূপে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি ভাগে বিভক্ত হইলেন। নতুবা শ্রীভগবানের উপর পক্ষপাতিত্ব দোষ আসিয়া পড়ে। কারণ শুভাশুভ কর্ম্মফলের তারতম্যানুসারে জীবের গতি হইয়া থাকে; কিন্তু জীবসৃষ্টির পূর্ব্বে জীবের কর্ম্ম সম্ভবে না, অতএব কর্ম্মফলের অস্তিত্ব ছিল না। তাহা হইলে প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে—কেহ কেন ব্রাহ্মণ, কেহ কেন ক্ষত্রিয়, কেহ কেন বৈশ্য, কেহই বা কেন শূদ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন? পদ্মপুরাণের স্বর্গখণ্ডে এই প্রশ্নের মীমাংসা হইয়াছে। মহর্ষি নারদ মান্ধাতাকে উপদেশ দেন, যথা:—

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মণা বর্ণতাং গতং॥
কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্ম্মারক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ।
গোভ্যোবৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্ণুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মং নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজাঃ বৈশ্যতাং গতাঃ॥
হিংসানৃতক্রিয়ালুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥
জাতকর্ম্মাদিভির্যস্তু সংস্কারৈঃ সংস্কৃতঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ ষট্সু কর্ম্মস্ববস্থিতঃ॥
শৌচাচারপরো নিত্যং বিঘসাশী গুরুপ্রিয়ঃ।
নিত্যব্রতী সত্যরতঃ স বৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥

সত্যং দানমথোঽদ্রোহ আনৃশংস্যং কৃপা ঘৃণা।
তপশ্চ দৃশ্যতে যত্র সব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥

পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড।

অর্থাৎ পূর্ব্বে সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন, কর্ম্মদ্বারা বর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাঁহারা কামী, ভোগপ্রিয় এবং ক্রোধের বশীভূত হইয়া রক্তাঙ্গ অর্থাৎ যুদ্ধ বিগ্রহে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ-ধর্ম্ম-ত্যাগ হেতু ক্ষত্রিয় হইলেন; যাঁহারা গোপালনে নিযুক্ত কৃষিকর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহারা স্বধর্ম্মত্যাগ হেতু বৈশ্য হইলেন; যাঁহারা হিংসারত এবং অনৃত-প্রিয় ও শৌচভ্রষ্ট হইয়া সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন, তাঁহারা শূদ্র হইলেন। যাঁহারা জাত-কর্ম্মাদি দ্বারা শুচি, বেদাধ্যয়ন-সম্পন্ন, ষট্‌কর্ম্মে অবস্থিত, শৌচাচার-পরায়ণ, যজ্ঞশেষান্নভোক্তা, গুরুপ্রিয়, নিত্যব্রতী, সত্য-রত, দানশীল, অদ্রোহী, কৃপাবান্ ও তপোনিষ্ঠ তাঁহারাই ব্রাহ্মণ।

মহাভারতের আজগর পর্ব্বাধ্যায়ে শাপভ্রষ্ট সর্পরূপী রাজা নহুষের প্রশ্নে মহারাজ যুধিষ্ঠির যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে বিবৃত হইল :—

"সত্যং দানং ক্ষমাশীলমানৃশংস্যং তপোঘৃণা।
দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতিস্মৃতঃ॥
শূদ্রেতু যদ্ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রোভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ॥
যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তৎ শূদ্রমিতি নির্দ্দেশেৎ॥"

মহাভারতীয় বন-পর্ব্বান্তর্গত আজগর পর্ব্বাধ্যায়ঃ।

অর্থাৎ "সত্য, দান, ক্ষমাশীলতা, আনৃশংস্য, তপস্যা, ঘৃণা এই সকল গুণ যাহাতে দৃষ্ট হয়, তিনিই ব্রাহ্মণ বলিয়া উক্ত হয়েন। লোকে শূদ্র

হইলেও শূদ্র হয় না, অথবা ব্রাহ্মণ হইলেই ব্রাহ্মণ হয় না, যাঁহাতে উক্তরূপ আচরণ লক্ষিত হয়, তিনিই ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হয়েন, যাঁহাতে উক্তরূপ আচরণ বিদ্যমান না থাকে তিনি শূদ্র বলিয়া নির্দ্দেশিতব্য।"

শ্রুতিতে ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য ও পাদ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইবার যে কথা আছে, তাহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, ব্যষ্টি সমষ্টি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বিশ্বদেবের বিরাটরূপ। ব্রাহ্মণেরা বেদজ্ঞ সুতরাং তাঁহারা মুখজাত, ক্ষত্রিয়েরা বাহুবলে শান্তিরক্ষা করেন বলিয়া তাঁহারা ব্রহ্মার বাহুজাত, বৈশ্যগণ উরু অবলম্বনে নানা দিগ্‌দেশাদি ভ্রমণ করিয়া ব্যবসায় বাণিজ্য করে বলিয়া ব্রহ্মার উরুজাত, শূদ্রগণ উক্ত তিন বর্ণের সেবা শুশ্রূষাদি করে বলিয়া ব্রহ্মার পাদোদ্ভূত, শ্রুতিতে এইরূপ কথিত হইয়াছে। প্রাচীনকালে এইরূপে যে কর্ম্মদ্বারা বর্ণ বিভাগ হইয়াছে তাহাই প্রতীতি হয়।

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চত্বারো বর্ণা ব্যবহ্রিয়ন্তে। তেষাং "বর্ণানাং ব্রাহ্মণোগুরুঃ" ইতি বচনাৎ ব্রাহ্মণ স্বরূপং বিচার্য্যতে। কোঽসৌ ব্রাহ্মণো নাম কিং জীবঃ? কিং দেহঃ? কিং জাতি? কিং বর্ণঃ? কিং ধর্ম্মঃ? কিং পাণ্ডিত্যং? কিং কর্ম্ম? কিং জ্ঞানমিতি বা?

"ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের গুরু" এইরূপ শাস্ত্রীয় বচন প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব ব্রাহ্মণের বিষয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কি বস্তু তাহা এস্থলে বিচার্য্য। ঐ যে ব্রাহ্মণ শব্দ, উহা কাহার নির্দ্দেশক অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে? জীবাত্মা কি ব্রাহ্মণ? বর্ণ কি ব্রাহ্মণ? অথবা জ্ঞান কি ব্রাহ্মণ? ব্রাহ্মণ কাহাকে বলা যায়?

তত্র জীবো ব্রাহ্মণ ইতি চেৎ তর্হি সর্ব্বস্যাপি জনস্য জীবস্যৈকরূপত্বে স্বীকৃতে সর্ব্বজনস্যৈব হি ব্রাহ্মণত্বাপত্তিঃ শরীরভেদাত্তস্যানেকত্বাভ্যুপগমে ইদানীং ব্রাহ্মণরূপো যোজীবস্তস্যৈব কর্ম্মবশাচ্ছূদ্রাদি দেহ সম্বন্ধে অন্যবর্ণত্বং নোপপদ্যেত অথবা ব্রাহ্মণত্বেন ব্যবহ্রিয়মাণদেহস্থো জীবো ব্রাহ্মণ ইতি

চেত্তর্হি ব্রাহ্মণত্বং কেবলং ব্যবহারমূলকমেব নতু পরমার্থতঃ কিঞ্চিদস্তী-ত্যঙ্গীকৃতং স্যাৎ এবমজ্ঞাতজাতিকুলস্তব্রাহ্মণ চিহ্নধারিণঃ কস্যাপি শূদ্রস্য ব্রাহ্মণত্বেন পরিগৃহীতস্য ব্রাহ্মণত্বং কেন বার্য্যেত তেন সহ নিষিদ্ধৈক পংক্তিভোজনৈকশয্যাশয়নোপবেশনাদিভ্যঃ পাপোৎপত্তি কেন বাধ্যতে তস্মাজ্জীবো ব্রাহ্মণো ন ভবত্যেব।

অর্থাৎ যদি বলা যায়, যে জীবাত্মা ব্রাহ্মণ, তবে তাহাতে নানাপ্রকার দোষ ঘটে। প্রথমতঃ, সকল লোকের জীবাত্মা একরূপ ইহা স্বীকার করিলে, সকল লোকের ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার করা হইল। দ্বিতীয়তঃ, দেহভেদে জীবাত্মা, ব্রাহ্মণ, ইহা স্বীকার করিলে এই জন্মে যে জীবাত্মা ব্রাহ্মণ আছেন তিনি কর্ম্মাধীন জন্মান্তরে শূদ্রাদি দেহপ্রাপ্তে তাঁহার শূদ্রত্বাদি তবে না হউক। তৃতীয়তঃ, যে দেহ ব্রাহ্মণরূপে ব্যবহৃত হইতেছে, সেই দেহে যে জীবাত্মা অবস্থিতি করিতেছেন, তিনিই ব্রাহ্মণ যদি এরূপ বলা যায়, তবে ব্রাহ্মণত্ব কেবল ব্যবহা রমূলক হইল, পরমার্থতঃ কিছুই নহে, ইহা অস্বীকার করিতে হইবে। আর অজ্ঞাত জাতিকুল ব্রাহ্মণ-বেশধারী ও ব্রাহ্মণরূপে পরিগৃহীত কোন শূদ্রের ব্রাহ্মণত্ব কেন না হয় এবং তাহার সহিত এক পংক্তিতে ভোজন, এক শয্যায় শয়ন ও উপবেশনাদি যাহা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা করিলে যে পাপোৎপত্তি হয় তাহা কে দূর করিবে? অতএব জীবাত্মা ব্রাহ্মণ নহেন।

দেহোব্রাহ্মণইতিচেৎ তর্হি চণ্ডালপর্য্যন্তানাং মনুষ্যাণাং দেহস্য ব্রাহ্মণত্ব-মাপত্তেত মূর্ত্তিত্বেন জরামরণাদিধর্ম্মবত্ত্বেন চ তুল্যত্বাৎ ব্রাহ্মণঃ শতবর্ষং জীবতি ক্ষাত্রিয়স্তদর্দ্ধং বৈশ্যস্তদর্দ্ধং শূদ্রস্তদর্দ্ধমিতি নিয়মাভাবাচ্চ অপিচ দেহস্য ব্রাহ্মণত্বে পিতৃমাতৃ শরীর দহনাৎ পুত্রাণাং ব্রহ্মহত্যাপাপমুৎপদ্যেত তস্মাদ্দেহো ব্রাহ্মণো ন ভবত্যেব।

যদি বলা যায় যে দেহ ব্রাহ্মণ, তাহা হইলে আচণ্ডাল সকল মনুষ্যের দেহ ব্রাহ্মণ হইল, যেহেতু মূর্ত্তিতে এবং জরামরণাদি ধর্ম্মানুসারে সকল

দেহ তুল্যভাবাপন্ন। অধিকন্তু ব্রাহ্মণের আয়ুঃ একশত বর্ষ, ক্ষত্রিয়ের আয়ুঃ তাহার অর্দ্ধেক এবং শূদ্রের আয়ুঃ তাহার অর্দ্ধেক এরূপ নিয়ম নাই যদ্দ্বারা অন্য দেহ হইতে ব্রাহ্মণ-দেহের বৈলক্ষণ্য অবগত হওয়া যায়। আর দেহকে ব্রাহ্মণ বলিলে পিতামাতার মৃতদেহ দাহ করিলে পুত্রগণের ব্রহ্মহত্যা পাপ উৎপাদিত হয়। অতএব দেহ কদাপি ব্রাহ্মণ নহে।

অন্যচ্চ জাত্যা ব্রাহ্মণ ইতি চেৎ তর্হি অন্যোঽপি ক্ষত্রিয়াদ্যাবর্ণাঃ পশবঃ পক্ষিণশ্চ জাতিমন্তঃ সন্তি কিন্ত্বেষাং ন ব্রাহ্মণত্বং যদিচ জাতি-শব্দেন শাস্ত্র-বিহিতং ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীভ্যাং জন্মোপলক্ষ্যতে তর্হি বহূনাং শ্রুতি-স্মৃতি প্রসিদ্ধ-মহর্ষীনাম্ ব্রাহ্মণত্বমাপদ্যেতে যস্মাৎ ঋষ্যশৃঙ্গো মৃগ্যা কৌসিব কুসুমস্তবকেন, মাতঙ্গো মাতঙ্গীপুত্রঃ, অগস্ত্যঃ কলসোদ্ভবঃ, মাণ্ডুক্যো মণ্ডুকোদরোৎপন্নঃ, বশিষ্ঠো বেশ্যায়াং, হস্তিগর্ব্ভোৎপত্তিরচরঋষেঃ নারদো দাসীপুত্রঃ, শূদ্রাণীগর্ব্ভোৎপত্তির্ভরদ্বাজ মুনেঃ, ব্যাস ধীবরকন্যায়াং, বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়াৎ ক্ষাত্রয়ায়ামিতি এতেষাং তাদৃশ জন্মব্যতিরেকেণাপি সম্যক্ জ্ঞান-বিশেষাৎ ব্রাহ্মণ্যং শ্রূয়তে তস্মাজ্জাত্যা ব্রাহ্মণো ন ভবত্যেব।

যদি জাতিকে ব্রাহ্মণ বলা যায়, তবে ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ এবং পশুপক্ষী প্রভৃতিও এক একটী জাতিবিশিষ্ট ; কিন্তু তাহারা ব্রাহ্মণ নহে। যদি জাতি শব্দে জন্ম কহা যায় ; অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত বিবাহ দ্বারা ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী হইতে যাহার জন্ম হয় সেই ব্রাহ্মণ, তাহা হইলে শ্রুতি স্মৃতিতে প্রসিদ্ধ অনেক মহর্ষির অব্রাহ্মণত্ব দোষ সংঘটিত হইলে, যেহেতু ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষি মৃগী হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, পুষ্পস্তবক হইতে কৌসিবমুনি, মাতঙ্গী হইতে মাতঙ্গ মুনি, কলস হইতে অগস্ত্য, ভেকের গর্ভে মাণ্ডুক্য, বশিষ্ঠ বেশ্যাপুত্র, হস্তিনী-গর্ভে অচর ঋষি, নারদ দাসীপুত্র, শূদ্রাগর্ভে ভরদ্বাজ মুনি, ধীবর কন্যাতে বেদব্যাস, ক্ষত্রিয় হইতে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে বিশ্বামিত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহাঁদের তাদৃশ জন্ম ব্যতিরেকেও সম্যক্ জ্ঞানদ্বারা ব্রাহ্মণত্ব শাস্ত্রে শুনা যাইতেছে। অতএব জাতি দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব কদাপি সম্ভবপর নহে।

বর্ণেন ব্রাহ্মণইতিচেৎ তর্হি ব্রাহ্মণঃ শ্বেতবর্ণঃ সত্বগুণত্বাৎ ; ক্ষত্রিয়ো রক্তবর্ণঃ সত্বরজঃ-স্বভাবাৎ ; বৈশ্যঃ পীতবর্ণঃ রজস্তমঃ-প্রকৃতিত্বাৎ ; শূদ্রঃ কৃষ্ণবর্ণস্তমোময়ত্বাৎ শূদ্রস্ত ইদানীং পূর্ব্বস্মিন্নপি চ কালে শ্বেতাদি বর্ণানাং ব্যভিচারদর্শনাৎ বর্ণো ব্রাহ্মণো ন ভবত্যেব।

যদি বর্ণ বিশেষ দ্বারা ব্রাহ্মণ হয় এরূপ কহা যায়, তব সত্ত্বগুণ-নিবন্ধন ব্রাহ্মনের শুক্লবর্ণ হওয়া, সত্ত্বরজঃ-স্বভাব-নিবন্ধন ক্ষত্রিয়ের রক্তবর্ণ হওয়া, রজস্তম প্রকৃতি-নিবন্ধন বৈশ্যের পীতবর্ণ হওয়া এবং তমোগুণ-প্রযুক্ত শূদ্রের কৃষ্ণবর্ণ হওয়া উচিত ; কিন্তু বর্ত্তমানকালে যেমন, অতীতকালেও তেমন, শুক্লাদি বর্ণের স্থানে স্থানে বৈপরীত্য পরিদৃষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে। অতএব বর্ণ-বিশেষ কদাপি ব্রাহ্মণ হইতে পারে না।

অন্যচ্চ ধর্ম্মেণ ব্রাহ্মণইতি চেত্তর্হি ক্ষত্রিয়াদায়োঽপীষ্টা পুর্ত্তাদি ধর্ম্ম-কারিণো নিত্য-নৈমিত্তিক-ক্রিয়ানুষ্ঠায়িনো বহবো দৃশ্যন্তে তে কিং ব্রাহ্মণো ভবেয়ুঃ ? তস্মাদ্ধর্ম্মো ব্রাহ্মণো ন ভবত্যেব।

যদি ধর্ম্ম দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব সম্ভবপর হয়, তবে ক্ষত্রিয়াদি অনেক ইষ্ট অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি, পূর্ত্ত অর্থাৎ বাপীকূপাদি প্রতিষ্ঠারূপে ধর্ম্মকার্য্যের এবং নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়ারূপে ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন এবং করিবার ক্ষমতা রাখেন, এরূপ অনেক পরিদৃষ্ট হইতেছে, তবে কি তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইবেন ? কখনই নহে। অতএব ধর্ম্ম কদাপি ব্রাহ্মণ হইতে পারে না।

অন্যচ্চ পাণ্ডিত্যেন ব্রাহ্মণ ইতি চেৎ তর্হি জনকাদি ক্ষত্রিয়প্রভৃতীনাং মহাপাণ্ডিত্যং শাস্ত্রেষুপলভ্যতে অধুনাপ্যন্যজাতীয়ানাং সতি করণে পাণ্ডিত্যং সম্ভবত্যে কিন্তু নব্রাহ্মণত্বং তস্মাৎ পাণ্ডিত্যং ব্রাহ্মনো ন ভবত্যেব।

যদি পাণ্ডিত্য দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয় এরূপ বলা যায়, তবে জনকাদি ক্ষত্রিয় প্রভৃতির মহাপাণ্ডিত্য শাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হইতেছে এবং কখনও কারণ সত্ত্বে অন্য জাতীয়দিগেরও পাণ্ডিত্যলাভের সম্ভাবনা আছে ;

কিন্তু তাঁহারা ব্রাহ্মণ নহেন। অতএব পাণ্ডিত্য কদাপি ব্রাহ্মণ হইতে পারে না।

অন্যচ্চ কর্ম্মণা ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তর্হি ক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাদয়োঽপি কন্যা-দানগজ-পৃথিবী-হিরণ্যাশ্ব-মহিষী-দানাদ্যনুষ্ঠায়িনো বিদ্যন্তে ন তেষাং ব্রাহ্মণত্বং তস্মাৎ কর্ম্ম ব্রাহ্মণো ন ভবত্যেব।

যদি কর্ম্ম দ্বারা ব্রাহ্মণ হয় এরূপ বলা যায়, তবে ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র প্রভৃতিও কন্যাদান, হস্তী ভূমি স্বর্ণ অশ্ব মহিষ দানাদি কর্ম্ম করিতেছেন; কিন্তু তাহাদিগের ব্রাহ্মণত্ব নাই। অতএব কর্ম্ম কদাপি ব্রাহ্মণ হইতে পারে না।

কিন্তু করতলামলকমিব পরমাত্মাঽপরোক্ষেণ: কৃতার্থতয়া শমদমাদি-যত্নশীলোদয়ার্জ্জবক্ষমাসত্য-সন্তোষবিভবোনিরুদ্ধমাৎসর্য্য দম্ভসম্মোহো যঃ স এব ব্রাহ্মণ ইত্যুচ্যতে। তথাচি "জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদুচ্যতে দ্বিজঃ বেদভ্যাসাদ্ভবেদ্বিপ্রোব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥" ইতি অতএব ব্রহ্মবিদ্ব্রাহ্মণো-নান্য ইতি নিশ্চয়ঃ। তদ্ব্রহ্ম "যতো ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভি সংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি" "সর্ব্বেবেদা যৎপদমামনন্তীতি" একমেবাদ্বিতীয়ং "তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতি প্রসিদ্ধং। তদ্জ্ঞান তারতম্যেন ক্ষত্রিয়বৈশ্যৌ তদভাবেন শূদ্র ইতি সিদ্ধান্তঃ। ইতি শ্রীমদ্ভাগবৎ পূজ্যপাদ মৃত্যুঞ্জয়াচার্য্যবিরচিতে বজ্রসূচী গ্রন্থে প্রথম নির্ণয়ঃ সমাপ্তঃ।

অর্থাৎ—কিন্তু করতলন্যস্ত আমলক ফলের ন্যায় পরমাত্মা সম্বন্ধে যিনি কৃত নিশ্চয় হইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন এবং যিনি শমদমাদি সাধনে যত্নশীল, [illegible]রলতা, ক্ষমা, সত্য, সন্তোষ ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট মাৎসর্য্য, দম্ভ, মোহ ইত্যাদির দমনে যত্নবান্ কেবল তিনিই ব্রাহ্মণশব্দবাচ্য। যেহেতু শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"জন্ম দ্বারা শূদ্র হয়েন, উপনয়নাদি সংস্কার হইলে দ্বিজশব্দবাচ্য হন, বেদভ্যাস দ্বারা বিপ্র এবং ব্রহ্মকে জানিলে ব্রাহ্মণ হন"; অতএব যিনি ব্রহ্মবিৎ তিনিই ব্রাহ্মণ, অন্য কেহ নহেন, ইহা নিশ্চয়

হইল। "যাঁহা হইতে এই সকল প্রাণীর জন্ম হয়, জন্মিয়া যাঁহার অধিষ্ঠানে স্থিতি করে, জীবলীলার অবসানে যাঁহাতে প্রতিগমন করে এবং অবশেষে যাঁহাতে সম্যক্ প্রবিষ্ট হয়, তাঁহাকে বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা কর তিনি ব্রহ্ম"। "সমুদয় বেদ যে পূজনীয় দেবতাকে বন্দনা করিতেছেন," ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়", নামরূপ হইতে যিনি ভিন্ন হন তিনি ব্রহ্ম ইত্যাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মকে জানিলে ব্রাহ্মণ হন। সেই জ্ঞানের ন্যূনাধিক্য দ্বারা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, আর তাহার অভাব দ্বারা শূদ্র—এই সিদ্ধান্ত।

পাঠকগণ বুঝিলেন ব্রাহ্মণ কে? ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা বা ব্রাহ্মণ হওয়া কথার কথা নহে।

বিপ্রো বৃক্ষো মূলকং তস্য সন্ধ্যা
বেদাঃ শাখা ধর্ম্মকর্ম্মাণি পত্রম্ ॥
তস্মান্মূলং যত্নতো রক্ষণীয়ং
ছিন্নে মূলে নৈব পত্রং ন শাখা ॥

বিপ্র বৃক্ষ, সন্ধ্যা গায়ত্রী তাহার মূল, বেদ তাহার শাখা, ধর্ম্মকর্ম্মগুলি তাহার পত্র। অতএব যত্নে মূল রক্ষা কর্ত্তব্য। মূল ছিন্ন হইলে শাখা ও পত্র উভয় নষ্ট হইবে।

"মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্ব্বেদ সংজ্ঞেতি।
সর্ব্বেষাং বেদানাং দ্বৌ ভাগৌ বর্ত্তেতে ॥
মন্ত্রং ব্রাহ্মণঞ্চ।
মন্ত্র ভাগস্য সংহিতেতি নামান্তরং।
ব্রাহ্মণানি প্রসিদ্ধান্যেব ॥" (ঋগ্বেদ-ভাষ্য)

মন্ত্র আর ব্রাহ্মণ এই উভয় মিলিয়া বেদনাম প্রাপ্ত হয়। সকল বেদেরই ঐরূপ দুইভাগ আছে। মন্ত্র আর ব্রাহ্মণ। মন্ত্রভাগের নাম সংহিতা।

এতদ্দ্বারা স্পষ্টই জানা যাইতেছে, "ব্রাহ্মণ" গ্রন্থ বিশেষের নাম। যিনি সেই গ্রন্থে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ও কার্য্যকুশল তিনি ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত। ইহারই নাম কর্ম্মার্হ ব্রাহ্মণ। পদ্মপুরাণোক্ত বিধানক্রমে জাত ব্যক্তিগণ কর্ম্মার্হ ব্রাহ্মন না হইবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। এক্ষণে কর্ম্মজন্য ব্রাহ্মণ কর্ম্মার্হ ব্রাহ্মণ হইলেন। অর্থাৎ—

"জাতকর্ম্মাদিভির্যস্তুসংস্কারৈঃ সংস্কৃতঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ ষট্‌সু কর্ম্মস্ববস্থিতঃ॥
শৌচাচারপরোনিত্যং বিঘসাশী গুরুপ্রিয়ং।
নিত্যব্রতী সত্যরতঃ স বৈব্রাহ্মণ উচ্যতে॥
সত্যং দানমথোঽদ্রোহ আনৃশংস্যং কৃপাঘৃণা।
তপশ্চ দৃশ্যতে যত্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥"

যাঁহারা জাতকর্ম্মাদি ও সংস্কার দ্বারা শুচি, বেদাধ্যায়ী, ষটকর্ম্মান্বিত শৌচাচার-পরায়ণ, যজ্ঞশেষান্নভোক্তা, গুরুপ্রিয়, নিত্যব্রতাবলম্বী, সত্যবাদী, দানশীল, অদ্রোহী, কৃপাবান্ ও তপোনিষ্ঠ তাঁহারা ব্রাহ্মণ, ইহা জানিবে।

তাই ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ॥

মনুসংহিতা, ১ম অধ্যায়, ৯৬ শ্লোক।

আরও তিনি বলিয়াছেন—

যস্যাস্যেন সদাশ্নন্তি হব্যানি ত্রিদিবৌকসঃ।
কব্যানি চৈব পিতরঃ কিন্ভূতমধিকং ততঃ॥

মনু, ১ম অধ্যায়, ৯৫ শ্লোক।

অর্থাৎ দেবতাগণ যে ব্রাহ্মণের মুখে হবনীয় দ্রব্যাদি ভোজন করেন,

পিতৃলোক সকল যাঁহাদিগের মুখে শ্রাদ্ধাদি প্রদত্ত অন্নাদি ভোজন করেন, এবম্প্রকার ব্রাহ্মণ হইতে কেহই শ্রেষ্ঠ নহেন। শতপথ ব্রাহ্মণের ৫ম কাণ্ডে ১ম অধ্যায়ে ১ম ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে "ব্রহ্মহি ব্রাহ্মণঃ"। ব্রাহ্মণ শব্দ ব্রহ্ম শব্দোৎপন্ন। বৃণ্ হ ধাতুর উত্তর মন্ প্রত্যয় ব্রাহ্মণপদ সিদ্ধ হইয়াছে। অতএব—

সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্য মূর্ত্তিভ্যঃ পূতেভ্যঃ সর্ব্বসংস্কৃতৈঃ।
গুরুভ্যঃ সর্ব্ববর্ণানাং ব্রাহ্মণেভ্যো নমোনমঃ॥

যিনি ধর্ম্মের সাক্ষাৎ মূর্ত্তি সংস্কারপূত ও বর্ণমাত্রেরই গুরু এমন ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ সকলকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আর্য্যগণের আদি-নিবাস।

বিষ্ণুপুরাণের ২য় অংশের ২য় অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, সুমেরু পর্ব্বতে ব্রহ্মার এবং ইন্দ্রাদি লোকপালগণের বসতি ছিল। বর্ত্তমান সময়ের কোন্ পর্ব্বতকে প্রাচীনকালে মেরু পর্ব্বত কহিত, তাহা নির্ণয় করা যাইতে পারে। বিষ্ণুপুরাণের মতে জম্বুদ্বীপের মধ্যস্থলে মেরু পর্ব্বত। এই মেরু পর্ব্বতই সুমেরু নামে খ্যাত। উহার দক্ষিণে কিম্পুরুষবর্ষ, তাহার দক্ষিণে হরিবর্ষ, তাহার দক্ষিণে ভারতবর্ষ: উত্তরে রম্যকবর্ষ, তাহার উত্তরে হিরণ্ময়বর্ষ, তাহার উত্তরে কুরুবর্ষ (১)। মেরুপর্ব্বতের উপরিভাগে ব্রহ্মার পুরী এবং ব্রহ্মপুরীরর আট দিকে ইন্দ্রাদি লোকপালগণের পুরী। ব্রহ্মপুরী হইতে গঙ্গা পতিত হইয়া চতুর্ধা বিভক্ত হইয়াছেন। গঙ্গার ঐ চারিধারার নাম—অলকানন্দা, চক্ষু, ভদ্রা এবং সীতা। অলকানন্দা দক্ষিণবাহিনী হইয়া ভারতবর্ষে পতিত ও সপ্তধারায় বিভক্ত হইয়া সাগরে গমন করেন। এই সপ্তধারার নাম নলিনী, প্লাবিনী, হ্লাদিনী, সীতা,

---

(১) জার্ম্মাণ পণ্ডিতপ্রবর ল্যাসেন সাহেব মতে, উত্তর কুরুবর্ষ কাস্‌পার সাগরের পূর্ব্বদিকে। বিষ্ণুপুরাণ ও রামায়ণ অনুসারে উত্তরা কুরুবর্ষ সুমেরু পর্ব্বতের উত্তর এবং উত্তর সমুদ্রের দক্ষিণে। সীতার অন্বেষণে উত্তর দিকগামী বানরগণকে সুগ্রীব নিম্নলিখিত উত্তর কুরুদেশের বিবরণ বলিয়াছেন:—

চক্ষু, সিন্ধু ভাগীরথী। প্রথমোক্ত তিন শাখা পূর্ব্ববাহিনী; সীতা, চক্ষু, সিন্ধু পশ্চিমবাহিনী; ভাগীরথী দক্ষিণবাহিনী।

তস্যদেশমতিক্রম্য শৈলোদা নাম নিমগ্নাঃ।
উভয়োস্তীরয়োস্তস্যাঃ কীচকা নাম বেনবঃ॥
তে নয়ন্তি পরং তীরং সিদ্ধান্ প্রত্যানয়ন্তি চ।
উত্তরাঃ কুরবস্তত্র কৃতপুণ্যপ্রতিশ্রয়াঃ॥

* * * *

নীলোৎপলৈর্বনৈশ্চিত্রৈঃ স দেশঃ সর্ব্বতঃ বৃতঃ।
নিস্তলাভিশ্চ মুক্তাভির্মণিভিশ্চ মহাধনৈঃ॥

* * * *

ন কথঞ্চন গন্তব্যং কুরুণামুত্তরেণ চ।
অস্মেষামপি ভূতানাং নাস্যুক্রামতিবৈগতিঃ॥
এতাবৎগমনৈঃ শক্যং গন্তুং বানরপুঙ্গবাঃ।
অভাস্করমমর্য্যাদং নজানীমস্ততঃপরম্॥
তমতিক্রম্য শৈলেন্দ্রমুত্তরঃ পয়সাং নিধিঃ।
তত্র সোমগিরির্নাম মধ্যে হেমময়ো মহান্॥
সে তু দেশো বিসূর্য্যোপি তস্য ভাসা প্রকাশতে।
সূর্য্যালক্ষ্মাভিবির্জ্ঞেয়স্তপতেব বিবস্বতা॥

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ৪৩ সর্গ।

অনেকের বিশ্বাস যে ইউরোপীয় জাতিগণ পৃথিবীর অজ্ঞাত দেশ সকল আবিষ্কার করিয়া জগতে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নহে—আর্য্যগণ ভূমণ্ডলের প্রত্যেক প্রদেশের বিষয় বিশেষরূপে জানিতেন। অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রাচীনকালে তমসা নদীর তীরবাসী অরণ্যের ফলপত্রভোজী বাল্মীকিমুনি অরোরা বোরিএলিজ (Aurora Borealis) উদিচীন আলোকের তত্ত্ব অবগত ছিলেন।

সীতা, পূর্ব্ববাহিনী হইয়া আকাশপথে পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তরে গমন করিয়া পরে ভদ্রাশ্ব নামক বর্ষ হইয়া সমুদ্রে মিলিতা হন। ভদ্রা উত্তর গিরি ও কুরুবর্ষ অতিক্রম করিয়া উত্তর সমুদ্রে মিলিতা হন। অতএব তিব্বত দেশের উত্তর এবং চীন দেশের পশ্চিমস্থ পর্ব্বতশ্রেণীর নাম সুমেরু পর্ব্বত। সুমেরু পর্ব্বত দেবতাদিগের বাসভূমি ইহা প্রসিদ্ধ আছে।

এইরূপ বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে হিন্দুকুশ নামক অত্যুচ্চ পর্ব্বতমালার নাম পূর্ব্বকালে মেরু পর্ব্বত বলিয়া আখ্যাত হইয়াছিল। ঐ অঞ্চলে সর্ব্বপ্রথমে মানবের বসতিস্থান ছিল, ইহা বিষ্ণুপুরাণের মত। স্বায়ম্ভুব মনু প্রজাপতি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া ব্রহ্মাবর্ত্তে বসতি করতঃ প্রজা বৃদ্ধি ও রাজ্যশাসন করেন। তৎসময়ে ব্রহ্মার অন্যতম মানসপুত্র মরীচির অন্ববায়ে জাত বৈবস্বত মনু সরযূতীরে অযোধ্যাপুরী নির্ম্মাণ করেন।

ব্রহ্মা সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার এই চারি মানসপুত্র উৎপাদন করেন; তাঁহারা ঊর্দ্ধরেতা প্রযুক্ত তাঁহাদের দ্বারা সৃষ্টিকার্য্যের বৃদ্ধি না হওয়ায় মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু বশিষ্ঠ, দক্ষ, নারদ ও পুলস্ত্য এই দশজন প্রজাপতিকে উৎপন্ন করেন এবং ব্রহ্মা আপন আত্মাকে বিভাগ করিয়া স্ত্রী ও পুরুষ হইলেন—তন্মধ্যে যিনি পুরুষ তিনি স্বায়ম্ভুব মনু এবং যিনি স্ত্রী তিনি শতরূপা নামে খ্যাতহন তাঁহাদের মিথুন ধর্ম্মে প্রজাবৃদ্ধি হয়। আদিতে নৈকট্য-বিবাহ ভিন্ন প্রজাবৃদ্ধির উপায় ছিল না। স্বায়ম্ভুব মনু তাঁহার সহজাতা শতরূপাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিয়া মৈথুন ধর্ম্মে প্রসূতি, আকূতি ও দেবহূতি নাম্নী তিন কন্যা উৎপাদন করেন।* দক্ষ প্রসূতিকেও রুচি আকূতিকে গ্রহণ করেন। দক্ষের ঔরসে প্রসূতির গর্ভজাত কন্যাগণকে ভৃগু প্রভৃতি মুনিগণ গ্রহণ করেন †।

---

* মনোস্তু শতারূপায়াং তিস্রঃ কন্যাশ্চ জজ্ঞিরে।
আকূতির্দেবহূতিশ্চ প্রসূতিরিতি বিশ্রুতাঃ॥—ভাগবৎপুরাণ, ৪র্থ স্কন্ধ ১ম অধ্যায়।

† বিষ্ণুপুরাণ, প্রথম অংশ, ৭ম অধ্যায়।

মনু-কন্যা দেবহূতির সহিত কর্দ্দম মুনির বিবাহ হয়। দেবহূতি হইতে কর্দ্দম মুনির নয়টী কন্যা জন্মে ঐ নয়টি কন্যা নব ব্রহ্মর্ষির পত্নী হয়েন।

দেবহূতি মদাত্তাস্ত কর্দ্দমায়াত্মজাং মনুঃ।
তৎসম্বন্ধি শ্রুতপ্রায়ং ভবতা গদতোমম ॥ ১১
দক্ষায় ব্রহ্মপুত্রায় প্রসূতিং ভগবান মনুঃ।
প্রাযচ্ছৎ যৎকৃতঃ সর্গস্ত্রীলোক্যাং বিততোমহান ॥১২
যাঃ কর্দ্দমসুতাঃ প্রোক্তানব ব্রহ্মর্ষিপত্নয়ঃ।
তাসাং প্রসূতি প্রসবং প্রোচ্যমানং নিবোধ মে ॥ ১৩

ভাগবৎ পুরাণ, ৪র্থ স্কন্ধ, ১ম অঃ।

কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যা অদিতির গর্ভে ১২শ আদিত্য, দিতির গর্ভে হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু দৈত্যগণ বা সুরবিদ্বেষী অসুরগণ; দনুর গর্ভে নমুচি, পুলোমা প্রভৃতি দানবগণ; দনায়ুর গর্ভে বিক্ষয়, বল, বীর, বৃত্র; বিনতার গর্ভে অরুণ ও গরুড়; কদ্রুর গর্ভে মেষ, অনন্ত বাসুকি, তক্ষক, ভুজঙ্গ, কুর্ম্ম, কুলীরক, নাগ এই অষ্ট নাগগণ; কপিলার গর্ভে অমৃত, বিপ্রজাতি, গো, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাকুল এই পাঁচ মহানিধি জন্মগ্রহণ করেন।

ব্রহ্মা
|
বশিষ্ঠ
|
শক্তি
|
পরাশর
|
ব্যাসদেব

অরুন্ধতীর গর্ভে বশিষ্ঠের ঔরসে শক্তি ঋষির জন্ম হয় অরুন্ধতী কর্দ্দম ঋষির কন্যা। কর্দ্দম ঋষির কন্যা শ্রদ্ধার গর্ভে অঙ্গিরাঋষির ঔরসে উতথ্য ও সুরগুরু বৃহস্পতি নামে পুত্রদ্বয় জন্মগ্রহণ করেন। উতথ্য-পত্নী মমতার গর্ভে দীর্ঘতমা ঋষি জন্ম পরিগ্রহ করেন। যখন মমতা দীর্ঘতমাকে গর্ভে ধারণ

করিয়া পূর্ণগর্ভা ছিলেন, তৎকালে বৃহস্পতি কামাতুর হইয়া মমতাতে উপগত হন; কিন্তু গর্ভস্থ পুত্র পাদদ্বারা গর্ভদ্বার আচ্ছাদন করিয়া বৃহস্পতির বীর্য্য বহিষ্কৃত করিয়া দেন। এই অমোঘ বীর্য হইতে এক সন্তান জন্মিলেন, ইহাঁরই নাম ভরদ্বাজ। বৃহস্পতি গর্ভস্থ শিশুকে "অন্ধ হও" বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন। মমতা ক্রন্দন করিতে করিতে স্বামি-সকাশে উপস্থিত হইলেন। উতথ্য ঋষি মমতাকে পরিত্যাগ করিলে ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাকে সাধ্বী বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। বৃহস্পতিও কহেন, তুমি ইহাকে ভরণ কর; এই শিশু আমাদিগের ঔরস ও ক্ষেত্র-জাত এজন্য ইহাকে দ্বাজ এবং তুমি ভরণ করিবে বলিয়া ইহাঁর নাম ভরদ্বাজ হইল।

আকূতির গর্ভে রুচির ঔরসে যজ্ঞনামা পুত্র ও দক্ষিণা নাম্নী কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। যজ্ঞ স্বাপন সহোদরা দক্ষিণাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করেন:—

দদৌ দক্ষায় প্রসূতিং তথাকূতিং রুচেঃ পুরা।
প্রজাপতিঃ স জগ্রাহ তয়োর্যজ্ঞঃ সদক্ষিণঃ॥
পুত্রোজজ্ঞে মহাভাগঃ দাম্পত্যং মিথুনং ততঃ।
যজ্ঞস্য দক্ষিণায়াস্তু পুত্রা দ্বাদশ জজ্ঞিরে॥

বিষ্ণুপুরাণ, ১ম অংশ, ৭ম অধ্যায়।

অঙ্গিরা ঋষি মরীচি-তনয়া সুরূপাকে ভার্য্যাত্বে গ্রহণ করেন:—

মরীচিতনয়া রাজন্ সুরূপা নামবিশ্রুতা।
ভার্য্যা চাঙ্গিরসো দেবাস্তস্যাঃ পুত্রা দশ স্মৃতাঃ॥

মৎস্যপুরাণ, ১৯৫ অধ্যায়।

এইরূপ বহুবিধ নৈকট্য বিবাহে প্রজাবৃদ্ধি হইয়া পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইল এবং গোত্রের সৃষ্টি হইল ;—

অসপিণ্ডা তু যা মাতুরসগোত্রা চ যঃ পিতুঃ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে ॥

গোত্র ও প্রবরের বিবরণ স্থানান্তরে লিখিত হইয়াছে। স্বায়ম্ভুব মনু ব্রহ্মা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশে বসতিপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রজাবৃদ্ধি এবং রাজ্যশাসন করেন ;—

প্রজাপতিপতিঃ সম্রাট্ মনুর্বিখ্যাতমঙ্গলঃ !
ব্রহ্মাবর্ত্তং যোঽপিসন্ শাস্তি সপ্তার্ণবাং মহীং ॥

এই স্বায়ম্ভুব মনুবংশে পুরাণ-প্রসিদ্ধ প্রিয়ব্রত উত্তানপাদ, ধ্রুব, বেণ, পৃথু প্রভৃতি নরপতিগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে। যখন স্বায়ম্ভুব মনু ব্রহ্মাবর্ত্তে বাস করিয়া রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, তাহার কিছুকাল পরে ব্রহ্মার অন্যতম মানসপুত্র মরীচির অন্ববায়ে জাত বৈবস্বত মনু সরযূনদীতীরে অযোধ্যা নগরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ;—

কোশলো নাম মুদিতঃ স্ফীতো জনপদো মহান্।
নিবিষ্টঃ সরযূতীরে পণ্যধান্যধনর্দ্ধিমান্।
অযোধ্যা নাম নগরী তত্রাসীল্লোকবিশ্রুতা ॥
মনুনা মানবেন্দ্রেণ পুরৈব পরিনির্ম্মিতা।

বালকাণ্ড, ৫ম সর্গ।

সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ মরীচি-বংশ-সমুৎপন্ন। মরীচি-তনয় কশ্যপ, তৎপুত্র বিবস্বান, তৎপুত্র ইক্ষ্বাকু।

অব্যক্তপ্রভবোব্রহ্মা। শাশ্বতো নিত্যমব্যয়ঃ।
তস্মান্মরীচিঃ সংজজ্ঞে মরীচেঃ কশ্যপঃ সুতঃ॥
বিবস্বান্ কশ্যপাজ্জজ্ঞে মনুর্ব্বৈবস্বতঃ স্মৃতঃ।
মনুঃ প্রজাপতিঃ পূর্ব্বমিক্ষ্বাকুস্তু মনোঃ সুতঃ॥

বালকাণ্ড, ৬৯ সর্গ।

অপুত্রক মনু পুত্রকামনায় যজ্ঞ করেন। তাহাতে ইলা নাম্নী কন্যা জন্মে পরিগ্রহ করেন। অত্রিনন্দন সোমের ঔরসে বৃহস্পতির পত্নী তারার গর্ভে বুধের জন্ম হয়। সোমাত্মজ বুধের ঔরসে ইলার গর্ভে পুরূরবা জন্মগ্রহণ করেন। ইক্ষ্বাকু হইতে সূর্য্যবংশ এবং পুরূরবা হইতে চন্দ্রবংশ সমুৎপন্ন হইয়াছে। মনুপুত্র ইক্ষ্বাকু অযোধ্যাতে রাজা হন;—

মনুঃ প্রজাপতিঃ পূর্ব্বমিক্ষ্বাকুস্তু মনোঃ সুতঃ॥
তমিক্ষ্বাকুরযোধ্যায়াং রাজানং বিদ্ধিং পূর্ব্বকং॥

বালকাণ্ড, ৬৯ সর্গ।

অযোধ্যা সূর্য্যবংশীয়দিগের রাজধানী ছিল। মনুর ইলা নাম্নী কন্যা যিনি বশিষ্ঠের তপঃপ্রভাবে পুংস্ত্বলাভ করিয়া সুদ্যুম্ননাম প্রাপ্ত হন, তিনি প্রয়াগের নিকটে দোয়াব দেশে প্রতিষ্ঠান নগরীতে রাজা হন। প্রতিষ্ঠান-পুরী চন্দ্রবংশীয়দিগের রাজধানী ছিল।

সুদ্যুম্নস্তু স্ত্রীপূর্ব্বকাৎ রাজ্যং ন লেভে তৎপিত্রা তু
বশিষ্ঠবচনাৎ প্রতিষ্ঠান-নাম-নগরং সুদ্যুম্নায় দত্তং।

বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ অংশ, ১ম, অধ্যায়।

কালক্রমে ক্ষত্রিয়গণ এইরূপে ভারতের চতুর্দ্দিকে রাজ্যবিস্তার করিয়া জনসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণেরাও সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল

দেশে গিয়া বসতি করিতে লাগিলেন। ইহার মধ্যে ব্রহ্মাবর্ত্ত ও ব্রহ্মর্ষি দেশেই আর্য্যগণের পবিত্র লীলাভূমি ছিল।

হিমবদ্বিন্ধ্যয়োর্মধ্যং যৎ প্রাগ্বিনশনাদপি।
প্রত্যগেব প্রয়াগাচ্চ মধ্যদেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
সরস্বতী দৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরং।*
তং দেবনির্ম্মিতং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষ্যতে॥
তস্মিন্‌দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ।
বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে॥
কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পাঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষি দেশোবৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরঃ॥
এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥

মনুসংহিতা, ২য় অধ্যায়।

অর্থাৎ উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্ব্বত, পশ্চিমে কুরুক্ষেত্র, পূর্ব্বদিকে প্রয়াগ, ইহার মধ্যবর্ত্তী ব্রহ্মাবর্ত্তদেশের আচার ব্যবহার সদাচার বলিয়া গণ্য। কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পাঞ্চাল, শূরসেন এই ৪টি ব্রহ্মর্ষিদেশ, ইহা ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে কিছু নিকৃষ্ট। এই সকল দেশের ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে পৃথিবীর সকল দেশের মনুষ্যগণ নিজ নিজ চরিত্র শিক্ষা করিবে।

---

* দৃষদ্বতী—গাগরানামে পরিচিত।

IMPER

তৃতীয় অধ্যায়।

ভারত-গীতা।

"উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈবদক্ষিণং।
বর্ষং যদ্ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ॥

*　　*　　*　　*　　*

ইতঃ স্বর্গশ্চ মোক্ষশ্চ মধ্যশ্চান্তশ্চ গম্যতে।
ন খল্বন্যত্র মর্ত্ত্যাণাং কর্ম্মভূমৌ বিধীয়তে॥

*　　*　　*　　*　　*

চত্বারি ভারতে বর্ষে যুগান্যত্র মহামুনে!
কৃতং ত্রেতাদ্বাপরঞ্চ কলিশ্চান্যত্র ন ক্বচিৎ॥
তপস্তপ্যন্তি মুনয়ো জুহ্বতে চাত্র যজ্বিনঃ।
দানানি চাত্র দীয়ন্তে পরলোকার্থমাদরাৎ।
পুরুষৈর্যজ্ঞপুরুষো জম্বুদ্বীপে সদেজ্যতে॥
যজ্ঞৈর্যজ্ঞময়ো বিষ্ণুরন্যদ্বীপেষু চান্যথা॥
অত্রাপি ভারতং শ্রেষ্ঠং জম্বুদ্বীপে মহামুনে!
যতোহি কর্ম্মভূরেষা ততোঽন্যা ভোগভূময়ঃ॥
অত্র জন্মসহস্রাণাং সহস্রৈরপি সত্তম!
কদাচিল্লভতে জন্তুর্মানুষ্যং পুণ্যসঞ্চয়াৎ॥

গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতিকানি ধন্যাস্তুতে ভারতভূমিভাগে।
স্বর্গাপবর্গাস্পদমাগভূতে ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ ॥
কর্ম্মাণ্যসঙ্কল্পিততৎফলানি সংন্যস্য বিষ্ণৌ পরমাত্মরূপে।
অবাপ্যতাম্ কর্ম্মমহীমনন্তে তস্মিল্লঁয়ং যেত্বমলাঃ প্রয়ান্তি ॥
জানীম নৈতৎ ক্ব বয়ং বিলীনে
স্বর্গপ্রদে কর্ম্মণি দেহবন্ধং।
প্রাপ্স্যামঃ ধন্যাঃ খলুতে মনুষ্যা
যে ভারতেঽনেন্দ্রিয় বিপ্রহীনাঃ ॥"

বিষ্ণুপুরাণ।

সমুদ্রকে দক্ষিণে রাখিয়া হিমগিরিকে মস্তকে ধরিয়া যে বর্ষ অবস্থান করিতেছে—যে বর্ষের নাম ভারতবর্ষ ভরত-সন্ততিরা যথায় বাস করিয়া থাকেন, মুনে! এই সেই লোক; যে স্থান হইতে লোকে স্বর্গ, মোক্ষ, মধ্য, অন্ত অর্থাৎ অন্তরীক্ষ এবং পাতাল লোক প্রাপ্ত হয়। ভারতবর্ষ ব্যতীত আর কোন স্থানেই মর্ত্ত্যমানব কর্ম্মভূমির মাহাত্ম্য জানে না। এই ভারতবর্ষের জন্যই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি আদি চারিযুগ কল্পিত হইয়াছে। অপর বর্ষে যুগভেদের প্রয়োজন নাই। মর্ত্ত লোকের মধ্যে এই স্থানে বসিয়াই তপস্বীজনেরা তপস্যা করিয়া থাকেন, এই স্থানে বসিয়াই যাজ্ঞিকেরা আহুতি দিয়া থাকেন, পরলোকের আদরার্থ (কল্যানের জন্য) যে কিছু দান কার্য্য, তাহাও এই স্থানেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। বিষ্ণুকে যজ্ঞ পুরুষ জানিয়া তৎপ্রীত্যর্থে এই জম্বু দ্বীপের লোকেরাই যজ্ঞ-কার্য্য-সমাধা করিয়া থাকে—অন্য দ্বীপের ব্যবস্থা এরূপ নহে। মহামুনে! জম্বুদ্বীপ মধ্যে ভারতবাসীরাই ভারতভূমিকে কর্ম্মভূমি বলিয়া ব্যবহার করে, অপর সমস্ত ভূমি ভোগতৃপ্তির জন্য অবস্থিত রহিয়াছে। জীবগণ হাজার হাজার জন্মের পর কদাচিৎ পুণ্যবলে এই পুণ্যভূমি ভারতভূমিতে

মানবজন্ম লাভ করিয়া থাকে। দেবতারাও গান করিয়া থাকেন যে, ভারত-বাসীরা দেবগণ হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং ধন্য ; কারণ তাঁহাদের জন্মভূমি স্বর্গ ও মোক্ষ উভয় প্রাপ্তিরই হেতু। ভারতের নির্ম্মল নিষ্পাপ লোকেরাই তাহাদের সমুদয় কর্ম্মফল পরমাত্মাস্বরূপ অনন্ত বিষ্ণুতে সমর্পণ করিয়া তাহাতেই বিলীন হইয়া থাকেন। স্বর্গপ্রদ পুণ্যকর্ম্ম ক্ষয় হইলে আবার কি প্রকারে সমস্ত ইন্দ্রিয়যুক্ত হইয়া ভারতে জন্মগ্রহণ করিব—দেবতারা এই কামনা করেন। এহেন ভারতের পুণ্যভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া শিক্ষার দোষে দেবদেবী জল্পনামাত্র, সনাতন আর্য্যশাস্ত্র সকল স্বকপোলকল্পিত ও প্রাপ্ত বলিয়া বিবেচনা করি। আরও বলি যাহা কিছু প্রাচীন তাহা ভঙ্গ কর ; জাতীয় সমুদয় সংস্কার, জাতীয় চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ কর ; প্রতীচ্য বিজ্ঞান স্রোতে নিজেকে ভাসাইয়া দিয়া উন্নতি কামনা কর, এই বীজমন্ত্র। আর্য্যগণ জগতের সকল বিষয়ের পথপ্রদর্শক তাহা আর্য্যসন্তান ভুলিয়া গিয়াছে

ইউরোপে প্রাচীন রোমীয় ও গ্রীকৃগণ যখন বন্যজন্তুর ন্যায় বিচরণ করিত, মিসরদেশে যখন অত্যাশ্চর্য্য পিরামিড প্রস্তুত হয়, তাহার বহুপূর্ব্বে ভারতবর্ষে সভ্যতার আলোক বিস্তার হইয়াছিল।

"Ere yet pyramids looked down upon the valley of the Nile. when Greece & Italy, those cradles of European Civilization, nursed only the tenants of the wilderness, India was the seat of the wealth & grandeur."

History of the British Empire in India
By E. Thornton. Vol. I. page 3.

ভারতের সেই পুরাকালীন জ্ঞান, বিজ্ঞান, সভ্যতা ভব্যতা, কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, রথ, বীজগণিত ভূগোল, জ্যোতিষ, সদাচার, সহৃদয়তা, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, অক্ষর ও লিখনপ্রণালী, ভাষা ও ব্যাকরণ সকল বিষয়েই ভারতের নিকট নব্য-জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিভাষিত ইউরোপ শিষ্য-

স্থানীয় ; যে সময়ে ত্বষ্টা ইন্দ্রের বজ্র বা কামান প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, যে সময়ে মহর্ষি ভার্গব মহানলনাল্লিক ও সীসকের গোলক প্রস্তুত করিয়া জগতে আগ্নেয়াস্ত্র আবিষ্কার করিয়া দিয়া গিয়াছেন, যে সময়ে গন্ধর্ব্ব সূর্য্যদেব লৌহবর্ত্ম বিস্তার করিয়া ভারত হইতে উত্তর কুরু পর্য্যন্ত সুগম রাস্তা করিয়াছিলেন, যে সময়ে দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, বরুণ, কুবের, ইন্দ্র ও চন্দ্র প্রভৃতি প্রত্যেক দেবতার জন্য 'কামগমং মনোজবং হেমজাল-বিমণ্ডিতম্' বিমান প্রস্তুত করিয়া দিয়া জগতে বিজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন, যে সময়ে ইন্দ্রজিৎ কুবেরের পুষ্পক রথে আরোহণ করিয়া মেঘের অন্তরাল হইতে বীরাগ্রগণ্য রামলক্ষ্মণকেও লঙ্কা-সমরে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিলেন, যে সময়ে অর্জ্জুন সম্মোহন বাণাঘাতে বিরাট গোগৃহের রণাঙ্গণে সভীষ্ম সদ্রোণ কুরু-বাহিনীকে কিয়ৎক্ষণের জন্য লুপ্তসংজ্ঞ করিয়া জগতে আর্য্য বিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষের সাক্ষ্য দান করিয়াছিলেন, তখন ইউরোপের সভ্য জাতির যে অস্তিত্বও ছিল কি না সন্দেহ।

যে সময়ে পৃথিবীতে না ছিল বিদ্যা বুদ্ধি, না ছিল ভাষা সাহিত্য মানুষ আকার ইঙ্গিতে, কেহ বা শিষ দিয়া (কেনেরি দ্বীপের লোকেরা), কেহ কেহ বা পশু পক্ষী আঁকিয়া (মিশরবাসীরা) মনের ভাব প্রকাশ করিত, সেই সময়ে আর্য্য পুরুষদিগের বন্দনীয় স্বর্গলোকের দেবতাগণ সংস্কৃত ভাষার সৃষ্টি * করিয়া জগৎকে চমৎকৃত করিয়াছেন। যে ভাষার

---

* ঐন্দ্র ব্যাকরণ ও চান্দ্র ব্যাকরণের নাম এখনও শ্রুত হওয়া যায়। কাত্যায়ন বররুচি ও পাণিণী উভয়ে বর্ষ পণ্ডিতের ছাত্র ছিলেন। বররুচি অসাধারণ মেধাবী ও শ্রুতিধর ; পাণিণী জড়বুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন। বররুচি ঐন্দ্র ব্যাকরণ প্রভৃতি নানাবিধ শাস্ত্রে পণ্ডিত হইলেন। পানিণী হিমালয়ে গমন করিয়া কঠোর তপস্যা দ্বারা মহেশ্বরকে প্রসন্ন করতঃ তাঁহার নিকট হইতে এক অভিনব ব্যাকরণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে ব্যাকরণের তর্কে বররুচিকে আহ্বান করিয়া তর্কযুদ্ধের ৮ম দিনে পরাস্ত হইলে

বিকারে আজ জগতে সমুদয় ভাষার সমুৎপত্তি—গ্রীক, লাটিন, জার্ম্মাণ, হিব্রু, আরেবিক, স্যাক্সন, ইংরাজী, ফরাসী প্রভৃতি যে ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে—আজি সেই ভাষার শিক্ষার জন্ত ভারত পরমুখাপেক্ষী! এতদ-পেক্ষা কালের বিচিত্র গতি আর কি হইতে পারে!!

যে সময়ে সমূহ পৃথিবী অজ্ঞান মহান্ধকারে আচ্ছন্ন, যে সময়ে মানবগণ আম মাংস ভক্ষণ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিত, যে সময়ে বৃক্ষের বল্কল লজ্জা-নিবারণের একমাত্র উপায় ছিল, যে সময়ে জগত অগ্নি বলিয়া কোন পদা-র্থের সত্তা জানিত না তখন—

সূক্তবাকং প্রথমমাসীৎ অগ্নিমাসীৎ
হবি রজন্তে দেবাঃ।
স তেষাং যজ্ঞো অভবৎতনূপা
তং-তং পৃথিবী বেদ তমাপ॥

দেবতারাই সকলের প্রথম কবিত্বলাভ করিয়া, মুখে মুখে বেদশাস্ত্র রচনা আরম্ভ করেন, আমাদিগের সাম বেদই সকলের আদি মহাকাব্য ও অনাদি মহাপুরাণ। আমাদিগের পূর্ব্ব পিতামহ অথর্ব্বাই সর্ব্বাগ্রে কাষ্ঠ সংঘর্ষণে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেন। আর্য্যপুরুষগণই অত্যুপাদেয় খাদ্য ও

ভগবান্ মহাদেব ভীষণ হুঙ্কার ধ্বনি করিলেন। সেই ঘোর হুঙ্কার রবে বররুচির ঐন্দ্র ব্যাকরণ নষ্ট হইয়া গেল। পাণিণী-সম্প্রদায় জয়লাভ করিয়াছিলেন। কাত্যায়ন বররুচি তাঁহার কথা-সরিৎ-সাগরে ঐ ঘটনা লিখিয়াছেন। যথা—

অথ কালেন বর্ষস্য শিষবর্গো মহানভূৎ।
তত্রৈকো পাণিণীনাম জড়বুদ্ধিতরোঽভবৎ॥
* * * *
তেন প্রণষ্টমৈন্দ্রং তদ্ অস্মদ্ ব্যাকরণং ভুবি।
জিতাঃ পাণিণীয়াঃ সর্ব্বে মুর্খী ভূত্বা বয়ং পুনঃ॥

কথা-সরিৎসাগরঃ।

পবিত্র হবি উৎপাদনপ্রণালী আবিষ্কার করিয়া জগতের মহোপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। সেই সময়ে ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ ও সত্যম্ এই সাতটী ভুবন বা জনপদ সৃষ্ট হইয়াছিল। দেবগণ ক্রমে ক্রমে এই সপ্ত লোকে উপনিবিষ্ট হয়েন।

ভূর্লোকোঽথ ভুবর্লোকঃ স্বর্লোকোঽথ মহর্জনঃ।
তপঃ সত্যঞ্চ সপ্তৈতে দেবলোকাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

মৎস্য পুরাণম্।

বেদ হইতেও বেশ বুঝিতে পারা যায় যে কিরূপে প্রাচী, প্রতীচী ও উদীচীতে উপনিবেশ (migration) আরম্ভ হইয়াছিল।

প্রাচীন বংশং করোতি দেব
মনুষ্যা দিশোব্যতজন্ত।
প্রাচীং দেবা দক্ষিণাং পিতরঃ
প্রতীচীং মনুষ্যা উদীচীং রুদ্রাঃ॥

কৃষ্ণ যজুঃ, ৩৬০ পৃষ্ঠা।

যে দৈত্যদানবগণ এক্ষণে আমেরিকায় 'রেড ইণ্ডিয়ান্' (Red Indian) নামে পরিচিত' উহারা আমাদের আর্য্যবংশের এক শাখা; কারণ তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কশ্যপ ঔরসে দনুর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাহারা তপ-বলে বলীয়ান্ হইয়া দেবতাগণকে স্বর্গভ্রষ্ট করিলে, ইন্দ্রাদি দেবগণ পূর্ব্বদিকে বর্ত্তমান চীন ও পূর্ব্বোপদ্বীপে ব্রহ্মদেশে, বৈবস্বত মনু প্রভৃতি পিতৃলোক-বাসী দেবগণ (আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ) দক্ষিণে এই ভারতবর্ষে, মনুষ্যগণ প্রতীচীদিকে বা আপগোস্থান পারদ অর্থাৎ পারস্য দেশে ও স্বাধীন তাতারে এবং রুদ্র বংশীয়গণ উত্তরে উত্তরকুরু বা সাইবিরিয়া প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন।

আর্য্য জাতির পূর্ব্ব পুরুষগণ ভূর্ভুবঃ প্রভৃতি সপ্ত জনপদে বসতি করিয়াছিলেন। আরব, তুরস্ক, আফ্রিকা, ইউরোপের নাম গন্ধ কিছুই

উল্লেখ ছিল না, বোধ হয় ঐ সকল স্থান আর্য্যগণের অগম্য ছিল। ভুবন সংজ্ঞা ও সংখ্যার ভিতরে তাহাদের নাম নাই। আমাদিগের ত্রিসন্ধ্যার সন্ধ্যা বন্দনাদিতে উক্ত সপ্ত ব্যাহৃতির মাত্র উল্লেখ আছে। আরব দেশ এখনও সেই মরুভূমিতেই পরিণত আছে, অতি অল্পমাত্র স্থান মানুষের আবাসযোগ্য হইয়াছে। ত্রেতা যুগে সূর্য্যকুলসন্তানশ্রেষ্ঠ সগর-সন্তাড়িত তুর্ব্বসু সন্তান যে প্রদেশে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন সেই প্রদেশের নাম তুরস্ক। যবনগণ তাহাদের নূতন উপনিবেশেও হিন্দুত্ব পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। সেই স্থানেও তাহারা কল্যাণ রাও ও গোবিন্দ রাও নামে দুইটী কৃষ্ণমূর্ত্তির অর্চ্চনা করিতে থাকেন। (নীলমণি কৃত ভারতবর্ষের ইতিহাস দেখ)। এই যবনগণের এক শাখা আরবে, এক শাখা মিশরে ও এক শাখা গ্রীক দেশে যাইয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার বীজবপন করেন। অতএব মৈশর যবন ও গ্রীক যবনগণ স্বনামপ্রসিদ্ধ পৃথক পৃথক জাতিতে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা সাঙ্গ হইয়া তাঁহার অবতারত্ব স্বীকৃত হইয়াছিল। এখনও মিশর দেশে আর্য্য-গণের উপাস্য দেবতা শিবের ও দেবী তারার পাষাণময় মূর্ত্তি বিরাজমান। সগর সন্তাড়িত হৈহয়, তালজঙ্ঘ ও যবন প্রভৃতি হিন্দু ক্ষত্রিয়গণ মিশর দেশে উপনিবিষ্ট হওয়ায় এই মিশ্রজাতির সমাগমে উহা মিশ্র দেশ বলিয়া সমাখ্যাত হয়; মিশর কথাটী মিশ্র শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। মিশর দেশে যে বিখ্যাত পিরামিড মন্দির আছে, তাহা আমাদিগের "পুরমঠ" শব্দের বিকৃতি মাত্র মনে হয়। সপ্ত ভুবনের পর সপ্তভুবনাত্মকসপ্তপাতালের (আমেরিকার) আবিষ্কার করিয়া যখন ভুবন সংখ্যা চতুর্দ্দশে পরিণত হইয়াছিল, তখনও যবন-উপনিবিষ্ট ঐ সকল প্রদেশের কোন সন্ধান ছিল না। ঋগ্বেদে ইউরোপের উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—

"হরিচূপীয়ায়াং"— ৫।২৭।৬ম।

সায়নাচার্য্য তাঁহার ভাষ্যে লিখিয়াছেন—"হরিচূপীয়া এতন্নাম্নী কাচিৎ নদী

কাচিৎনগরীবা”। এই হরিচুপীয়া শব্দ লাটিন ভাষায় উরপা (Europa) ইংরাজী ও অন্যান্য ভাষায় ইউরোপ (Europe) বলিয়া কথিত হইয়াছে। অতএব ইহা কোন নদী বা নগরীর নাম নহে, একটী অঞ্চলের নাম। যবন-গণ তুরুস্কে গমন করিয়া যে স্থানে প্রথম পল্লীস্থাপন করেন তাহাই জগৎ (Palestine) প্যালেষ্টাইন বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে প্রতীতি হয়। যবনেরা যবন শব্দের অপভ্রংশে জোলা নাম ধারণ করিয়া পরে জুডাই নামে পরিচিত হয়েন, তাই মেদিনীকার বলিয়াছেন—

“জুডাকাশে সরস্বত্যাং পিশাচেযবনেঽপি চ।”

তুরস্কগণ এই যুগল যবন ও ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হইলেও তখন পর্য্যন্ত হিন্দু ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং তখনও তপস্যাপ্রভাবে ব্রাহ্মণ্যলাভের চেষ্টায় ছিলেন। যদাহ ভবিষ্য পুরাণে—

হৈহয়ৈস্তালজঙ্ঘৈশ্চ তুরুস্কৈর্যবনৈঃ শকৈঃ।
উপাযিতমিহাত্রৈব ব্রাহ্মণত্বমভীপ্সু ভিঃ। ৫৫

ব্রহ্মপর্ব্ব।

ইহারা তখনও হিন্দু দেবদেবীর অর্চ্চনা ভুলিতে পারে নাই। হিন্দু যবন মহেশ বা মুষা মোজেশ হিন্দু শাস্ত্রের কতক সত্য কতক ভ্রান্তি লইয়া পুরাণ বাইবেলের দেহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মোজেস খৃঃ পূঃ ১৫৭১ অব্দে জন্ম পরিগ্রহ করেন, অতএব ৩৪৮৪ বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি জন্মিয়াই কিছু বাইবেল লিখেন নাই। বস্তুতঃ তাহার ৪০ বৎসর বয়সে তিনি বাইবেল লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহা হইলে ৩৪৪৪ বৎসর পূর্ব্বে বাইবেল লিখিত হইয়াছিল; সুতরাং বাইবেল গ্রন্থ যে আমাদিগের শেষ হিন্দুগ্রন্থ গীতা ও বিষ্ণুপুরাণাদিরও বহু পরবর্ত্তী কালের বস্তু! খৃষ্টদেব ১৮ বৎসর তিব্বতে ও ভারতে থাকিয়া

মনু গীতাদি হিন্দুশাস্ত্র ও বৌদ্ধ শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া গীতার ছাঁচে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। *

বাইবেলের যাত্রা পুস্তকে ২০ অধ্যায়ে বা আদি গ্রন্থেই দশমাজ্ঞায় প্রতিমা পূজা করিতে নিষেধ আছে সত্য বটে, কিন্তু বাইবেলের প্রথমেই সৃষ্টি প্রকরণে—Let us make man in our image and after our likeness অর্থাৎ "আমাদের প্রতিকৃতি সাদৃশ্যের অনুকরণে মনুষ্য সৃজন করি এস"—বলিয়া ভগবানের উক্তি লিখিত হইয়াছে। অতএব ভগবানের মূর্ত্তি কল্পনা যে একেবারে নিষেধ কি প্রকারে বলা যায়। আমাদিগের বেদেও প্রতিমা পূজার উল্লেখ নাই সত্য, কিন্তু মহামতি রঘুনন্দন তাঁহার সংগ্রহ গ্রন্থে যমদাগ্নি সংহিতার নিম্নলিখিত পুরাণ বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—

চিন্ময়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্যাশরীরিণঃ।
সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণোরূপকল্পণং॥

ককেসস্ প্রদেশ হইতে আর্য্যগণের ভিন্ন ভিন্ন দেশে উপনিবেশ সংস্থাপন আমরা স্বীকার করিতে পারি না। ভারতাগত দেবগণের মধ্যে

---

* ভবিষ্যপুরাণে বর্ণিত আছে যে পরাক্রান্তশকাদিত্য শালিবাহন যে সময়ে দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে হুনদেশে গমন করিয়াছিলেন, সেই সময় ঈশপুত্র খৃষ্টদেব তির্ব্বত ও ভারত ভ্রমণ মানসে হুনদেশে অবস্থান করিতেছিলেন এবং রাজা শালিবাহনের সহিত সাক্ষাৎ হয়। ভারত-সম্রাট শকাদিত্য খৃষ্টের মুখে ধর্ম্মকথা শুনিয়াছিলেন।

"একদা তু স ভূপালো হিমতুঙ্গং সমাযযৌ।
হুনদেশস্য মধ্যেতু গিরিস্থং পুরুষং শুভম্॥
দদর্শ বলবান্ রাজা গৌরাঙ্গং শ্বেতবস্ত্রকম্।
কো ভবানিতি তং প্রাহ সহোবাচ মুদান্বিতঃ॥
ঈশ পুত্রঞ্চ মাং বিদ্ধি কুমারী গর্ভ-সম্ভবম্।
ম্লেচ্ছধর্ম্মস্য বক্তারং সত্যব্রতপরায়ণম্॥"

ভবিষ্যপুরাণ—প্রতিসর্গ পর্ব্ব॥

এক সম্প্রদায় ইন্দ্রাদি দেবগণের উপাসনা করিতে অনিচ্ছুক হইয়া বেদের অসুরের উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়েন।

"অসুরো মহানই"

অহুরা খঞ্জমা নামে বিশেষিত। আমাদিগের আর্য্য পুরুগণের সহিত এই ভারতবর্ষেই সংঘর্ষ হইলে তাহারা পরাভূত হইয়া আরব দেশের উত্তরে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। তাহাতে উহা

আর্য্যায়ন

আর্য্যদিগের অয়ন বলিয়া প্রথিত হয়। তাহাই ক্রমে ভাষার বিকারে আইয়ণ বা ইরাণে পরিণত হইয়াছে। বৃত্রাসুর প্রভৃতি ঐ দলের নেতা ছিলেন। ইহাদেরই একদল যাইয়া তুরুস্কের যে অংশে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন, উক্ত স্থান প্রথমে

আসুরীয়

নাম ধারণ করিয়া কালে এসেবীয়াতে পরিণত হয়। অসুরগণের আর একদল, যাঁহারা বেদে "পাণি" নামে অভিহিত, তাঁহারাও উক্ত দেশে যাইয়া উপনিবিষ্ট হইলে তাঁহাদের উপনিবিষ্ট স্থান।

ফিনিশিয়া নাম ধারণ করে।

গ্রীক, লাটিন, হিব্রু, জেন্দা, ইংরাজী ভাষার ফাইলোলজী সম্বন্ধে অবগত হইলে এই সকল শব্দের তথ্যমর্ম্ম উদ্ঘাটিত হইবে। ইরাণ বা ককেসীয় প্রদেশ হইতে আর্য্যগণ ভারতে আগমণ করেন নাই, বরং ভারত হইতে আর্য্যগণের শাখা সম্প্রদায় এসিয়া ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন।"—সাহিত্য-সংহিতা।

আত্মহারা হইয়া আমরা সব ভুলিতে বসিয়াছি। আমাদের কিছুই ছিল না; আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ বর্ব্বর ছিলেন। তাঁহাদের ধর্ম্ম ছিল না, কর্ম্ম ছিল না, তাঁহাদিগের সমাজ ছিল না,।

ইতিহাস ছিল না, তাঁহারা মূর্খ ছিলেন! রামায়ণ ও মহাভারতকে ঠান্দিদির গল্প, উহা (myth) বই আর কিছুই নহে, শিক্ষার দোষে ইহাই আমাদিগের এক্ষণে বিশ্বাস। বৃদ্ধ পিতামহকে কোশাকুশী লইয়া সন্ধ্যা আহ্নিক করিতে দেখিলে তাঁহাকে উপহাস করি। কালী দুর্গা শিব বিষ্ণু-মূর্ত্তি দেখিয়া আমাদের জনকজননী সভক্তি প্রণাম করিলে, তাঁহাদিগকে পৌত্তলিক বলি; আমরা নিজেই সব হারাইতেছি। যখন নিজেই নিজেকে চিনি না, তখন অন্যে আমাকে চিনিবে কেন? কিন্তু জার্ম্মান প্রভৃতি পাশ্চাত্য জাতি আমাদিগের আর্য্য পুরুষগণকে চিনিয়াছে, তাই সংস্কৃত ভাষার কত আদর করিয়া থাকে। লিপজিগের লাইব্রেরীতে হস্তলিখিত রাশি রাশি অমূল্য রত্ন সঞ্চিত হইয়াছে। বৃহৎ ক্যাটলগ প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার মূল্য ৫৬৲ টাকা শুনিয়াছি। কোন সংস্কৃত পুস্তক দেখিতে হইলে সেই ক্যাটলগ অনুসন্ধান ভিন্ন আমাদিগের অন্য উপায় নাই। ভাবুন, আমরা কতদূর অবনত হইয়া পড়িয়াছি। কি আক্ষেপের বিষয়, ব্যাস বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র যে দেশের উপদেষ্টা, কপিল কশ্যপ কণাদ যে দেশের যোগধর্ম্মের শিক্ষাদাতা; সে দেশের লোক মীল, স্পেন্সার, হাকসলী, কোমত, ম্যাক্স-মুলার বেকন্স প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের চরণে বিক্রীত। যে দেশের লোকে পুরী চন্দ্রভাগা তীর্থে অত্যাশ্চর্য্য শ্রীমন্দিরগুলি প্রস্তুত করিয়া জগতে স্থাপত্য কার্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছে; পাশ্চাত্য ইঞ্জিনিয়ারগণ আজ পর্য্যন্ত ঠিক করিতে পারিল না যে কি মাল মশলায় এইরূপ লৌহ-প্রস্তর সংযোজিত হইয়াছিল। তাঁহারা বড় দুঃখে বলিয়াছেন যে, যাহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ এমন শিল্পী ছিলেন, তাহাদের সন্তানসন্ততিগণ আজ কিছুই অবগত নহে। যাহাদিগের রণতরী এককালে ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরে বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মান করিয়াছে, যে রাজ্যের বীর বাহিনী ভারত-সাগরীয় দ্বীপমালায় হিন্দুজাতির উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে যে রাজ্যের অধিপতিবর্গের অত্যুজ্জ্বল প্রতাপ-রবির বিকীর্ণ রশ্মি-

মালায় সমগ্র জগৎ উদ্ভাসিত হইয়াছে, সেই জাতির ইতিহাস নাই ; যে জাতির পণ্যভারাক্রান্ত পোতশ্রেণী চীন, জাপান ও রোমের বন্দরে শোভা পাইত, যাঁহারা "বাঙ্গালার গৌরব দেশদেশান্তরে বিকীর্ণ করিত" আজ তাহাদের কিছুই নাই। ভারতের ছিল না কি ? ছিল, সবই। উন্নত সভ্য ও জগজ্জয়ী জাতি হইতে হইলে যাহা যাহা আবশ্যক, তৎসমুদয়ই আমাদিগের ছিল। একবারে আকাশ হইতে পড়িয়া ষড়্দর্শনে পরিপক্ক হওয়া সম্ভবপর নহে ; অগ্রে বাহ্যোন্নতিতে জগৎকে চমকিত করিয়া পরে ত অন্তর্দৃষ্টিতে পারলৌকিকী গবেষণার উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়াছে। হা বিধাতঃ ? এই সমস্ত জিনিষ গেল কোথায় ? কোন্ পাপে অন্তর্হিত হইল। এক মাত্র ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ম্লান হওয়ায় আর্য্য সমাজের এত দুর্দ্দশা ও অধঃপতন হইয়াছে। যিনি ব্রহ্মার আদি সৃষ্টি বলিয়া কথিত হইয়াছেন ; যিনি পৃথিবীস্থ সর্ব্বজনের অগ্রজন্মা, গুরু ও নেতা ; যাঁহার অভ্যুদয় প্রার্থনা করিয়া যাঁহার প্রীতি সাধন কামনায় সমগ্র ভারতবর্ষ স্ব স্ব ধনমান বিজয়বিভব এমন কি প্রাণ পর্য্যন্তও যাঁহার চরণ তলে সমর্পণ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই ; যাঁহার অসীম তপোবলে, অক্ষুণ্ণ জ্ঞান ও ধর্ম্ম বিধানে, আর্য্যক্ষেত্র রোগ-শোক-দুঃখ-দারিদ্র-বিষাদ-বিসম্বাদ-বিবর্জ্জিত হইয়া, পরম সুখের ধর্ম্মাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ; যাঁহার তপোবলে কোটী কোটী লোক অগণিত কাল ব্যাপিয়া অন্নপানে পরিতৃপ্ত থাকিয়া সানন্দে বিদ্যাবুদ্ধি, মনুষ্যত্ব, বীরত্ব, ধর্ম্ম অর্থ এক কথায় চতুর্ব্বর্গ পুরুষার্থ সাধনে সক্ষম হইয়াছিল, যিনি সত্য সরলতা সত্ত্বগুণের জীবন্ত মূর্ত্তি, যিনি তুচ্ছ বিষয় কামনায় বশীভূত না হইয়া বরং সর্ব্বত্যাগী ও বৈরাগী হইয়া নিবিড় নিস্তব্ধ গভীর আর্য্যারণ্যে এই দেবপাঠে বসিয়া, ফল মূল আহারে পবিত্রচিত্তে সকলের হিতকামনায় চিরদিন সেই আনন্দচিদ্ঘন মূর্ত্তির ধ্যানে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন ; যাঁহার তপোদ্ভাসিত মস্তিষ্ক হইতে বেদ, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, জ্যোতিষ গণিতশাস্ত্র

বেদাঙ্গ প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্র সকল উদ্ভাসিত হওয়াতে, জগতে জ্ঞানস্রোত ও পুণ্যস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল ; সেই প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যশ্লোক ব্রাহ্মণ-সন্তান প্রতীচ্য বিজ্ঞানের চাক-চিক্যে চমকিত ও মুহ্যমান হইয়া সমস্ত হারাইয়া ফেলিয়াছেন। ব্রহ্মণ্যদেব ! কোন্ পাপে আপন সন্তানের বুদ্ধি এরূপ বিকৃত হইল যে তুচ্ছ বিষয় লালসায় মুগ্ধ হইয়া তিনি প্রকৃত আত্মোন্নতি ভুলিয়া গিয়াছেন—জগতের উপহাসাস্পদ হইয়া ঘৃণিত জীবন বহন করিতেছেন ? হে ব্রহ্মণ্যদেব ! জগতের কল্যাণ কামনায় আবার জাগ্রত হউন, সংসার হইতে অকাল-মৃত্যু, শোক, দুঃখ দারিদ্র্য অন্তর্হিত হউক—জ্ঞানানন্দে সদানন্দে আর্য্যের মুখ উদ্ভাসিত হউক—আবার জগৎবাসী সকলে দেখুক সভ্যতা ভব্যতা কাহাকে বলে।—তপোবলে দূরতিক্রমণীয় ক্ষমতার অসাধ্য কি আছে—বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সুখ-শান্তি-নিকেতন কত মঙ্গলময়—কত মহনীয় ! যদি বীরপুরুষগণ কোন সমাজে কখনও জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, যদি অলৌকিক শক্তিমান্ তেজস্বী তপস্বীর অভ্যুদয় পৃথিবীতে কখনও হইয়া থাকে, যদি শিল্পসাহিত্য ও বিজ্ঞানাদি কলা বিদ্যার উৎকর্ষ জগৎ কখনও দেখিয়া থাকে, তবে এই ভারতবর্ষেই বর্ণাশ্রমধর্ম্মের গুরু ব্রাহ্মণের গুরুগিরিতেই হইয়াছে।

বর্ত্তমানকালে মাংসলোলুপ দৈত্যদানবের অত্যাচার বৃটিশ-রাজ-শাসন ক্ষমতায় দূরীভূত হইয়াছে ; যজ্ঞভঙ্গের ভয় নাই, ইষ্টচিন্তার প্রতিবন্ধক নাই, ভগবদারাধনার অন্তরায় নাই। ইংরাজরাজ কামান বন্দুক গোলা গুলি লইয়া ভারতবাসীর ধনপ্রাণ রক্ষা করিতেছেন। মনুসংহিতায় লিখিত হইয়াছে—

"মহতী দেবতাহ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি"

মহাত্মা মনু আরও বলিয়াছেন সৃষ্টিকর্ত্তা সমগ্র চরাচর রক্ষার জন্য ইন্দ্র, বায়ু, যম, সূর্য্য, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি অষ্টদিক্‌পালগণের সারাংশ গ্রহণ

করিয়া রাজার সৃষ্টি করিয়াছেন। তাই হিন্দুর চক্ষে রাজা পরম দেবতা। ইংরাজ রাজ ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও প্রজার স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মাচরণে ব্যাঘাত প্রদান করেননাই ; বরং সুন্দর শাসননীতির সুখময় ফলে ভারতে শান্তির স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন। ভগবদারাধনার এই ত প্রকৃষ্ট সময়। ব্রাহ্মণ রাজ্যশাসনের সমস্ত কৌশল জানিয়াও রাজ্যভোগের বাসনা করেন নাই। বিষয়বিভব ভোগলালসায় লালায়িত হন নাই। হিন্দু রাজচক্রবর্ত্তিগণের উপদেষ্টা হইয়া এক দিনের জন্যও তুচ্ছ সাংসারিক ভোগ-ঐশ্বর্য্যের কামনা করেন নাই। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের কর্ণধার হইয়া নিজের সুখের দিকে দৃক্‌পাত করেন নাই। ব্রাহ্মণের রাজত্বে অধিকার নাই, এইরূপ বিধান করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। পরশুরাম ক্ষত্রিয় ধ্বংস করিয়া পৃথিবী লাভ করিলেও তৃণবৎ পরিত্যাগ করিয়া স্বার্থত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মমত সংস্থাপনের জন্য দুএকটী লোক প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া দেবপ্রকৃতি ধর্ম্মবীর (Martyr) বলিয়া লোক সমাজে অদ্যাপি বরণীয় হইয়া আছেন ; কিন্তু আর্য্য সমাজে যে শত শত ভূদেবগণ দেবপ্রকৃতিসম্পন্ন ও এক একটী ধর্ম্মবীরের কার্য্য করিয়া গিয়াছেন তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। নিজের মত সমর্থন করিবার জন্য যিনি অভিমানে জীবন বিসর্জ্জন করিলেন,তদপেক্ষা দেবভাবে প্রণোদিত হইয়া যে ব্যক্তি সাংসারিক সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিয়া জগতের হিতকামনায় জীবনের শেষ করিলেন, তাঁহার বীরত্ব কতদূর, তাহা কি চিন্তনীয় নহে ?

চতুর্থ অধ্যায়।

বাঙ্গালায় আর্য্যজাতির বসতি-বিস্তার।

যে সময়ে আর্য্যগণ সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্ত্তী ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশে ভারতের ভাবী কল্যাণের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, যখন বেদের পবিত্র মন্ত্রগুলি পূজ্যপাদ ঋষিগণের মানসনেত্রে সমুদিত হইয়াছিল, তখন এই বঙ্গদেশ শ্বাপদসঙ্কুল বিজন অরণ্যানী পরিপূর্ণ অনার্য্যজাতির বাসস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষত্রিয়গণ ব্রহ্মাবর্ত্তাদি প্রদেশ হইতে ভারতের প্রতি বিভাগে রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সিন্ধুনদী পার হইয়া কাবুল, কান্দাহার এবং পূর্ব্বোত্তর দিকে চীনদেশে অধিকার স্থাপন করেন।

সেতুপুত্র আরট্ট্যাং তু গান্ধারস্তস্য চাত্মজঃ।
খ্যায়তে যস্য নাম্নাসৌ গান্ধারো বিষয়ো মহান্॥

মৎস্যপুরাণ, ৪৮ অধ্যায়।

কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রমহিষী 'গান্ধারী' গান্ধার-রাজকন্যা বলিয়া খ্যাত ছিলেন। বর্ত্তমান কান্দাহারের নাম গান্ধার। গান্ধারের পিতা আরট্টের নাম হইতে পঞ্চনদ দেশের নাম আরট্ট হইয়াছিল, উহার বর্ত্তমান নাম পঞ্জাব। চন্দ্রবংশীয় হৈহয় নৃপতির ভ্রাতার নাম—'হয়,' তাঁহার বংশাবলী পুরাণে নাই, ইহাতেই অনেকে অনুমান করেন, হয় চীনদেশে গিয়া রাজ্য বিস্তার করিয়া থাকিবেন। মনু মহারাজও চীনদিগকে পতিত ক্ষত্রিয় বলিয়াছেন। চীনেরা কহেন, তাহাদের প্রথম রাজা যু। তাঁহার মাতা

বৎকালে বনভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন ফো (বুধ অথবা নক্ষত্র বিশেষ) কর্ত্তৃক গৃহীতা হইয়া গর্ভবতী হন, তাহাতেই যু জন্মগ্রহণ করেন। (কর্ণেল টড্ সাহেব কৃত রাজস্থান, ৬ষ্ঠ অধ্যায়)। ইলা গর্ভে পুরূরবার জন্ম সম্বন্ধীয় ইতিবৃত্তের সহিত যুর জন্ম সম্বন্ধীয় ইতিবৃত্তের সৌসাদৃশ্য আছে। স্যার উইলিয়ম্ জোন্স সাহেবও চীনদিগকে হিন্দুবংশীয় বলিয়াছেন।

মনু বলিয়াছেন, জনসংখ্যার আধিক্যহেতু ক্ষত্রিয়গণ পৌণ্ড্র, ওড্র, দ্রাবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ, খশ প্রভৃতি দেশে বাস করায়, ব্রাহ্মণ অভাবে উপনয়ন-সংস্কার-চ্যুত ও গৃহ কর্ম্মহীন হইয়া পতিত ক্ষত্রিয় হন।

শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥
পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রাবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদপহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ॥

মনু, ১০। ৪৫

বৈদিকযুগে আর্য্যগণ ভারতের উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশস্থ পুণ্যভূমি ব্রহ্মাবর্ত্ত ও ব্রহ্মর্ষি দেশেই বসতি করিয়াছিলেন। ঐ প্রদেশগুলিই পুণ্যময় আর্য্যাবর্ত্ত। উহার বাহিরের প্রদেশগুলিই সাধারণতঃ ম্লেচ্ছদেশ বলিয়া পরিগণিত ছিল, তজ্জন্য ব্রাহ্মণগণ প্রথমে আর্য্যাবর্ত্তের বহির্ভূত প্রদেশে গমন না করায়, পূর্ব্বোক্ত ক্ষত্রিয় রাজগণ শূদ্রবৎ পতিত গণ্য হইয়াছিলেন।

সগরঃস্বাং প্রতিজ্ঞাঞ্চ গুরোর্ব্বাক্যং নিশম্য চ।
ধর্ম্মং জঘান তেষাং বৈ বেশান্যত্বং চকারহ॥
অর্দ্ধংশকানাং শিরসো মুণ্ডয়িত্বা ব্যসর্জ্জয়ৎ।
পারদা মুক্তকেশাশ্চ পহ্লবাঃ শ্মশ্রুধারিণঃ॥

সগর রাজা বশিষ্ঠের বাক্য শ্রবণান্তর প্রতিজ্ঞা করিয়া ব্রাত্য ক্ষত্রিয় দিগকে অন্য বেশ ধারণ করাইয়াছিলেন, শকের মস্তক অর্দ্ধমুণ্ডন, যবন ও কাম্বোজের মস্তকসর্ব্বমুণ্ডন, পারদের মুক্তকেশ, পহ্লবের দাড়ি গোঁপ ধারণ করাইয়াছিলেন।

তেচ আত্মধর্ম্মপরিত্যাগাৎ ম্লেচ্ছত্বং যযুঃ।

বিষ্ণুপুরাণ।

কালক্রমে যবন, শক, পারদ প্রভৃতি ম্লেচ্ছ হইয়া গিয়াছে। দ্রাবিড় ভিন্ন আর্য্যাবর্ত্ত বহির্ভূত কাম্বোজাদি দেশ এবং পৌণ্ড্রাদিদেশ ম্লেচ্ছদেশ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল—মনুসংহিতার ২য় অধ্যায়েএইরূপ বর্ণিত আছে ;—

আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্বুধাঃ।
কৃষ্ণসারস্তু চরতি মৃগো যত্র স্বভাবতঃ।
স জ্ঞেয়ো যজ্ঞিয়োদেশো ম্লেচ্ছদেশস্ততঃপরঃ॥

মানব ধর্ম্ম-শাস্ত্র প্রণয়ন কালে ঐ সকল দেশে, বোধ হয়, ব্রাহ্মণের বসতি হয় নাই। কিন্তু স্কন্দপুরাণ রচনার পূর্ব্বে পৌণ্ড্র, উৎকল ও দ্রাবীড় দেশে ব্রাহ্মণাবাস হইয়াছিল ;—

সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড়া মৈথিলিকোৎকলাঃ।
পঞ্চগৌড়াঃ সমাখ্যাতা বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ॥
কর্ণাট্টাশ্চৈব তৈলঙ্গা গুর্জ্জররাষ্ট্রবাসিনঃ।
অন্ধ্রাশ্চ দ্রাবিড়াঃ পঞ্চ বিন্ধ্যদক্ষিণবাসিনঃ॥

যে সময়ে মনুসংহিতার রচনা হয়, সে সময়ে বঙ্গদেশ অনার্য্যের আবাস ভূমি ছিল। তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গ ভিন্ন বঙ্গদেশে দ্বিজাতির গমনাগমন নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রমগধেষু চ।
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি॥

মনু।

হরিবংশ অনুসন্ধান করিয়া প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, পুরুবংশীয় ক্ষত্রিয়-রাজ বলির পাঁচ পুত্রগণের নামানুসারে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম দেশের নামকরণ হইয়াছে।

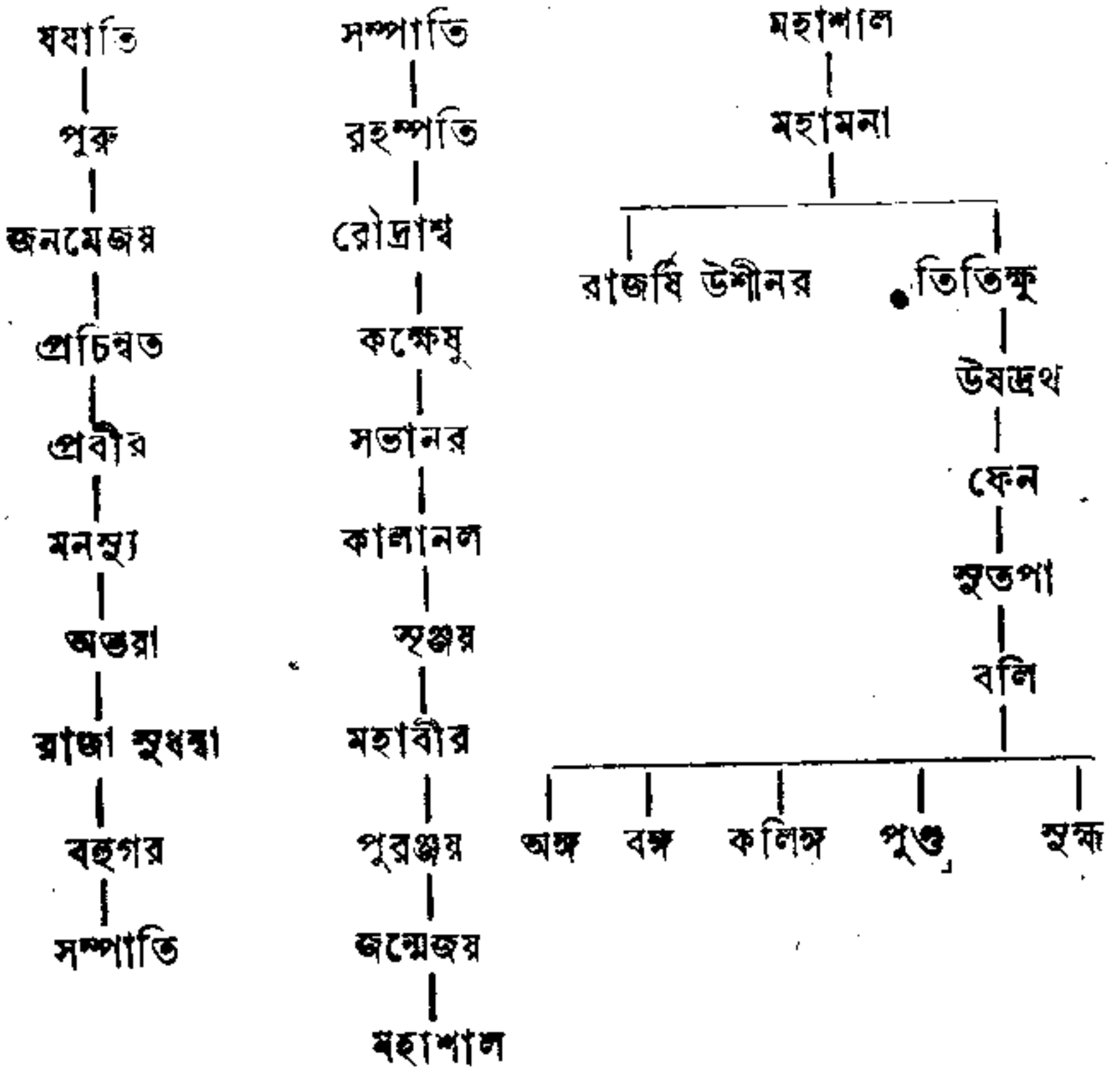

বলিরাজার ঔরসে পুত্র জন্মে নাই। রাজার প্রার্থনানুসারে অন্ধ দীর্ঘতমা ঋষির ঔরসে তদীয় রাণী সুদেষ্ণার গর্ভে পাঁচ পুত্র জন্মে; সেই পাঁচ জনের নামে পাঁচটী রাজ্য বিভক্ত হয়।

মহাযোগী সতু বলির্বভূব নৃপতিঃ পুরাঃ।
পুত্রানুৎপাদয়ামাস পঞ্চ বংশকরান্‌ভুবি॥
অঙ্গঃ প্রথমতো জজ্ঞে বঙ্গঃ সুহ্মস্তথৈবচ।
পুণ্ড্রঃ কলিঙ্গশ্চ তথা বালেয়ং ক্ষত্রমুচ্যতে॥

হরিবংশ।

অঙ্গোবঙ্গঃ কলিঙ্গাশ্চ পুণ্ড্রঃ সুহ্মশ্চেতে সুতাঃ।
তেষাং দেশাঃ সমাখ্যাতাঃ স্বনামপ্রথিতা ভুবি॥

মহাভারত আদিপর্ব্ব ১০৪। ৪৯ শ্লোক।

বলির জ্যেষ্ঠ পুত্র অঙ্গের বংশে দশরথ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনিই লোমপাদ নামে খ্যাত ছিলেন এবং সূর্য্যবংশীয় দশরথের সখা, ঋষ্য-শৃঙ্গের শ্বশুর ছিলেন; ইহা ত্রেতা যুগের কথা। এই লোমপাদের বংশে সুত অধিরথ জন্ম পরিগ্রহ করেন, এই অধিরথসুত কুন্তীর কানীন পুত্র কর্ণকে পালিত পুত্র করিয়াছিলেন। মহাবীর কর্ণই দ্বাপরযুগে অঙ্গাধিপতি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

অতএব হরিবংশ ও মহাভারত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ভারত-যুদ্ধের পূর্ব্বেও অর্থাৎ ত্রেতাযুগের সময়ে ক্ষত্রিয়-রাজগণ কর্ত্তৃক অঙ্গে বঙ্গে কলিঙ্গে চাতুর্ব্বর্ণ্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বিশ্বামিত্রের পুত্র পুণ্ড্রগণের উল্লেখ আছে। এই পুণ্ড্রগণের বাসভূমি পৌণ্ড্র নামে খ্যাত।

"স্কন্দ পুরাণীয় পৌণ্ড্রখণ্ডে করতোয়া মাহাত্ম্যে লিখিত আছে,—

করতোয়া নদীর জলে পৌণ্ড্রক্ষেত্র প্লাবিত হয়। গৌড়দেশের প্রাচীন নাম পুণ্ড্র। খৃষ্টাব্দারম্ভের ৭০০।৮০০ বৎসর পূর্ব্বে ভোজগৌড় নামা নৃপতি গৌড়নগর স্থাপন করেন।"—গৌড়ে ব্রাহ্মণ, ২৪ পৃঃ

প্রকৃতি বিবেকের ১১৩৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,—পুণ্ড্রক বা গৌড় প্রভৃতি পূর্ব্বদেশের নাম। "পুণ্ড্রাঃ স্যুর্বরেন্দ্রী গৌড়-নীবৃতি" ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ। "হর্ষচরিত" প্রণেতা বাণভট্ট, মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কর্ণ সুবর্ণের (কানসোণার) অধিপতি শৈব শশাঙ্ককে "গৌড়াধিপ" বলিয়াছেন।

দিনাজপুরের রাজবাটীতে পালবংশীয় রাজাদিগের যে কীর্ত্তিস্তম্ভ রক্ষিত আছে তাহাতে যে শ্লোক উৎকীর্ণ আছে, তাহা ৮৮৮ সংবতে অঙ্কিত হইয়াছে। যথা—

দুর্ব্বারারিবরূথিনীপ্রমথনে দানেচ বিদ্যাধরৈঃ
সানন্দং দিবি যস্য মার্গণগুণগ্রামোগ্রহো গীয়তে।
কাম্বোজান্বয়জেন গৌড়পতিনা তেনেন্দুমৌলেরয়ং
প্রাসাদো নিরমায়ি কুঞ্জরঘটবর্ষেণ ভূভূষণঃ।

আনন্দে বিদ্যাধরগণ স্বর্গলোকে যাঁহার দুর্দ্দমনীয় শত্রুসৈন্য দমনে দক্ষতা এবং দানকালে যাচকের গ্রাহিতার বিষয় গান করিতেছেন, কাম্বোজান্বয়জ সেই গৌড়পতি কুঞ্জরঘটা (৮৮৮) বর্ষে ইন্দুমৌলির (শিবের) এই পৃথিবীর ভূষণ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

রাজতরঙ্গিণীতে কবি কহ্লন কাশ্মীর-রাজ জয়াপীড়ের গৌড়বিজয় উপলক্ষে লিখিয়াছেন—

গৌড়রাজাশ্রয়ং গুপ্তং জয়ন্তাখ্যেন ভূভুজা।
প্রবিবেশ ক্রমেণাথনগরং পৌণ্ড্রবর্দ্ধনং॥

একাকী ছদ্মবেশে বহির্গত হইয়া ক্রমে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে উপস্থিত হইলেন। পৌণ্ড বর্দ্ধন তখন "গৌড়রাজাশ্রিত" এবং জয়ন্ত নামক রাজার অধীনে ছিল।

এই পৌণ্ড্রবর্দ্ধন মালদহ জেলার পেঁড়োকে বুঝায়। ঐ স্থানেই পাল-রাজাদিগের রাজধানী ছিল। এক্ষণে জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পেঁড়োর জঙ্গল নামে অভিহিত হইতেছে।

মনুসংহিতার টীকাকার কুল্লুকভট্ট আপনাকে "গৌড়নন্দনাবাসী" বলিয়া সাহঙ্কারে পরিচিত করিয়াছেন। যথা—

গৌড়ে নন্দনাবাসিনাম্নি সুজনৈর্বন্দ্যে বরেন্দ্রণাং কুলে
শ্রীমদ্ভট্টদিবাকরস্য তনয়ঃ কুল্লুকভট্টোঽভবৎ।

উত্তর বঙ্গই যে গৌড়মণ্ডল তাহা নিশ্চয় হইলেও দক্ষিণ বঙ্গে গঙ্গার পশ্চিম তীরে রাঢ়দেশটীও যে গৌড়মণ্ডল নামে অভিহিত তাহা দেখা-ইতেছি, যথা—

রাঢ়ে ৪০ গ্রাম মধ্যে পাণ্ডুবাসের (পেঁড়োর) নিকটবর্ত্তী ভূরিশ্রেষ্ঠ গ্রাম একতম।

প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটকের দম্ভের উক্তি স্থানটী দক্ষিণরাঢ় তাহা স্পষ্টরূপে কথিত হইয়াছে। যথা—

আঃ কথমস্মাকমপি কুলশীলাদিকং পরীক্ষিতব্যং নন্বুরে শ্রুয়তাং।

গৌড়ং রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরুপমাতত্রাপিরাঢ়াপুরী
ভূরিশ্রেষ্ঠিকনামধামপরমং তত্রোত্তমো নঃ পিতা।
তৎপুত্রাশ্চ মহাকুলা ন বিদিতাঃ কস্যাপি তেষামপি
প্রজ্ঞাশীলবিবেকধৈর্য্যবিনয়াচারৈ রহ নেতোত্তমঃ॥

উক্ত ভূরিশ্রেষ্ঠ গ্রাম অপভ্রংশে ভুরশিট্ হইয়াছে এবং উহা যে ভাগী-রথী তীরে দক্ষিণ রাঢ়ের মধ্যগত তাহাও দেখাইতেছি। যথা—

বিলোক্য কোঽয়ং ভাগীরথীতীরমুত্তীর্য্য ইঠ এবাভিবর্ত্ততে
জ্বলন্নিবাভিমানেন গ্রসন্নিব জগত্রয়ং রাগজালৈঃ
প্রাজ্ঞালোপঽসন্নিব তথাতু তর্কয়ামি নূনময়ং
দক্ষিণ রাঢ়প্রদেশাদাগতো ভবিষ্যতি।

ঘটকদিগের মতে কনৌজ হইতে আগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে কাশ্যপ-গোত্রীয় দক্ষ মহাশয়ের পুত্র শুভের আবাস জন্য মহারাজ আদিশূর ভূরিশ্রেষ্ঠ গ্রাম প্রদান করেন। যথা—

চট্টোঽম্বুলী তৈলবাটী পেড়ারির্হড়গুড়কৌ।
ভূরিশ্চ পালোধিশ্চৈব পর্কটিঃ পুষলী তথা॥

ভূরিশ্রেষ্ঠ গ্রামবাসী দ্বিজগণ সিদ্ধশ্রোত্রিয়। তাঁহারাই ভারতচন্দ্রের প্রপিতামহকে ফুলিয়া গ্রাম হইতে আনয়ন করিয়া কন্যাদানের যৌতুক স্বরূপ ভুরশিট্ গ্রাম প্রদান করেন। তজ্জন্যই ভারতচন্দ্রের পিতা বিষয়ী হইয়া ধনবান হয়েন এবং ভূরশিট্ পরগণা বাদসাহের নিকট করপ্রদ করিয়া লয়েন। বিষয়ী হওয়ায় তাঁহার ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইল এবং রৈ শব্দ স্থলে রায় উপাধি গ্রহণ করেন। অন্নদামঙ্গলে ভারতচন্দ্র রায় ভূরশিট্ গ্রামে নিজের বাসস্থান পরিচয় দিয়াছেন।

উত্তর বঙ্গ ও দক্ষিণ বঙ্গ এই উভয় অংশই গৌড়মণ্ডল নামে প্রখ্যাত। এতদ্দেশবাসী ব্রাহ্মণগণ স্কন্দপুরাণোক্ত গৌড় ব্রাহ্মণ প্রমাণীকৃত হইল।

অতি পুরাকালে বঙ্গের সমৃদ্ধি বাল্মীকি রামায়ণে বর্ণনা করিয়াছেনঃ—

দ্রাবিড়াঃ সিন্ধুসৌবীরাঃ সৌরাষ্ট্রাদক্ষিণাপথঃ।
বঙ্গাঙ্গমগধামৎস্যাঃ সমৃদ্ধঃ কাশীকোশলাঃ॥

রামায়ণ, ২য় কাণ্ড, ৬ষ্ঠ সর্গ।

মহাভারতের সময়েও বঙ্গভূমি কলিঙ্গভূমি আর্য্য ক্ষত্রিয়গণের অধিকারভুক্ত ছিল *। মহাভারত আদিপর্ব্বে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর প্রসঙ্গে লিখিত আছে :—

"কলিঙ্গস্তাম্রলিপ্তশ্চ পত্তনাধিপতিস্তথা।
মদ্ররাজস্তথা শল্যং সহপুত্রো মহারথঃ ॥২৩
* * * *
এতেচান্যে চ বহবো নানাজনপদেশ্বরাঃ।
ত্বদর্থমাগতা ভদ্রে ক্ষত্রিয়াঃ প্রথিতা ভুবি ॥
এতে ভেৎস্যন্তি বিক্রান্তাস্ত্বদর্থে লক্ষ্যমুত্তমম্।
বিধ্যেত য ইদং লক্ষ্যং বরয়েথাঃ শুভেঽদ্যতম্ ॥"২৪

অর্থাৎ "ধৃষ্টদ্যুম্ন কহিলেন, হে ভগিনি! দেখ * * কলিঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, পত্তনাধিপতি, মদ্ররাজ ও তৎপুত্র শল্য * * * ইহারা এবং এতদ্ভিন্ন অন্যান্য নানা জনপদেশ্বরেরা তোমার নিমিত্ত সমাগত হইয়াছেন। ইহাঁরা ত্বদীয় পাণি গ্রহণার্থ লক্ষ্য ভেদ করিবেন, হে ভদ্রে! যিনি এই লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারিবেন, তুমি তাঁহারি গলদেশে বরমাল্য প্রদান করিও"।

প্রাচীন কলিঙ্গরাজ্য বর্ত্তমান বাঙ্গালা দেশের মেদিনীপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সুহ্ম দেশের নামান্তর তাম্রলিপ্ত। তাম্রলিপ্ত রাজর্ষি ময়ূরধ্বজের রাজধানী। ময়ূরধ্বজের নিঃস্বার্থ আত্মোৎসর্গে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আজও পর্য্যন্ত নরনারায়ণ মূর্ত্তিতে তাম্রলিপ্তের (তমোলুকের) রাজবাটির দিকে সম্মুখ করিয়া বিরাজমান আছেন। রাজর্ষি ময়ূরধ্বজ হইতে অভগ্ন-

---

* "শিল্প ও সাহিত্য"—মাসিক পত্রিকা—১৩১৭ ভাদ্র সংখ্যায় "বাঙ্গালায় আর্য্য জাতির আগমন" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

শোনিত-ধারায় প্রবাহিত বংশলতার ৬০তম রাজা মাহিষ্য-ক্ষত্রিয়-শিরোমণি সুরেন্দ্রনারায়ণ রায় স্বীয় গড়ে হতশ্রীক অবস্থায় ক্ষীণ দীপবর্ত্তিকার ন্যায় জ্বলিতেছেন। তীর্থ যাত্রাকালে মহারাজ যুধিষ্ঠির গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে স্নান করিয়া কলিঙ্গদেশে বৈতরণীতীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মনুসংহিতা রচনার সময় যে স্থান আর্য্য জাতির বাসের অযোগ্য ছিল; মহারাজ যুধিষ্ঠির সেইস্থানে যজ্ঞিয় গিরিশোভিত সতত দ্বিজসেবিত পবিত্র আর্য্যভূমি দর্শন করিয়াছিলেন। মহাভারতের বনপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের তীর্থভ্রমণ প্রসঙ্গে লিখিত আছে ;—

এতে কলিঙ্গাঃ কৌন্তেয় যত্র বৈতরণী নদী।
যত্রাযজত ধর্ম্মোঽপি দেবাঞ্ছরণমেত্য বৈ॥
ঋষিভিঃ সমুপাযুক্তং যজ্ঞিয় গিরিশোভিতম্।
উত্তরং তীরমেতদ্ধি সততঃ দ্বিজসেবিতম্॥

অধিকন্তু মহাভারত সভাপর্ব্বে ভীমের দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে লিখিত আছে :—

ততঃ পুণ্ড্রাধিপং বীরং বাসুদেবং মহাবলম্।
কৌশিকীকচ্ছনিলয়ং রাজানঞ্চ মহৌজসম্॥২২
উভৌ বলভৃতৌ বীরাবুভৌ তীব্রপরাক্রমৌ।
নির্জ্জিত্যাজৌ মহারাজো বঙ্গরাজমুপাদ্রবৎ॥২৩
সমুদ্রসেনং নির্জ্জিত্য চন্দ্রসেনঞ্চ পার্থিবং।
তাম্রলিপ্তঞ্চ রাজানং কর্ব্বটাধিপতিং তথা॥২৩

তৎপরে মহাবল মহাবীর পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব ও কৌশিকীকচ্ছবাসী মহৌজা রাজা এই দুই মহাবল পরাক্রান্ত মহাবীরকে পরাজয় করিয়া বঙ্গরাজের প্রতি ধাবমান হইলেন। সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, তাম্রলিপ্ত,

কর্ব্বটাধিপতি প্রভৃতি বঙ্গদেশাধীশ্বরদিগকে পরাজয় করিয়াছিলেন। এই পৌণ্ড্রাধিপতি রাজা বাসুদেব মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে উপহার পাঠাইয়া সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন ;—

"বঙ্গাঃ কলিঙ্গা মগধস্তাম্রলিপ্তাঃ সপুণ্ড্রকাঃ।
দৌবালিকাঃ সাগরকাঃ পত্রোর্ণাঃ পৈশবাস্তথা ॥ ১৮
কর্ণপ্রাবরণশ্চৈব বহবস্তত্র ভারত।
তত্রস্থা দ্বারপালৈস্তে প্রোচ্যন্তে রাজ্যশাসনাৎ।
কৃতকালাঃ সুবলায়োস্ততো দ্বারমবাপ্স্যথ ।১৯
ঈপাদন্তান্ হেমকক্ষান্ পদ্মবর্ণান্ কুথাবৃতান্।
শৈলাভান্নিত্যমত্তাংশ্চাপ্যভিতঃ কাম্যকং সরঃ ॥২০
দন্তৈকৈকো দশশতান্ কুঞ্জরান্ কবচাবৃতান্।
ক্ষমাবতঃ কুলীনাংশ্চ দ্বারেণ প্রাবিশংস্তথা ॥২১

সভাপর্ব্বণি, দ্যূতপর্ব্বণি দুর্য্যোধন-সন্তাপে দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

অর্থাৎ বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ, তাম্রলিপ্ত, সপুণ্ড্রক, দৌবালিক, সাগরক, পত্রোর্ণ ও কর্ণাপ্রবরণ প্রভৃতি রাজগণ তথায় দণ্ডায়মান হইয়া কাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজার আজ্ঞানুসারে দ্বারপালেরা তাঁহাদিগকে কহিল, সময় উপস্থিত হইলে, আপনারা দ্বার প্রাপ্ত হইবেন। তাঁহারা প্রত্যেকে সুশিক্ষিত, পর্ব্বত-প্রতিম কবচাবৃত সহস্র কুঞ্জর প্রদানপূর্ব্বক দ্বারে প্রবিষ্ট হইলেন।

আবার ভারত যুদ্ধের কর্ণপর্ব্বের সঙ্কুল যুদ্ধের প্রসঙ্গে লিখিত আছে; —

"হস্তিভিস্তু মহামাত্রাস্তবপুত্রেণ চোদিতাঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নং জিঘাংসন্তঃ ক্রুদ্ধাঃ পার্ষতমভ্যয়ুঃ ॥ ১

প্রাচ্যাশ্চ দাক্ষিণাত্যাশ্চ প্রবরা গজযোধিনঃ।
অঙ্গাবঙ্গাশ্চ পুণ্ড্রাশ্চ মাগধাস্তাম্রলিপ্তকাঃ ॥ ২
মেকলাঃ কোশলা মদ্রা দশার্ণা নিষধাস্তথা।
গজযুদ্ধেষু কুশলাঃ কলিঙ্গৈঃ সহ ভারত ॥ ৩
শরতোমরনারাচৈর্বৃষ্টিমন্ত ইবাম্বুদাঃ।
সিষিচুস্তে ততঃ সর্ব্বে পাঞ্চালবলমাহবে ॥৪

* * * *

অথাঙ্গপুত্রে নিহতে হাস্তিশিক্ষাবিশারদে।
অঙ্গাঃ ক্রুদ্ধা মহামাত্রা নাগৈর্নকুলমভ্যয়ুঃ ॥ ১৯
চলৎপতাকৈঃ সুমুখৈর্হেমকক্ষাতনুচ্ছদৈঃ।
বিমর্দ্দিষন্তস্ত্বরিতাঃ প্রদীপ্তৈরিব পর্ব্বতৈঃ ॥ ২০
মেকলোৎকলকলিঙ্গা নিষধাস্তাম্রলিপ্তকাঃ।
শরতোমরবর্ষাণি বিমুঞ্চন্তো জিঘাংসবঃ ॥ ২১॥

হে মহারাজ! তখন দুর্য্যোধন-প্রেরিত প্রধান প্রধান মহামাত্রগণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে সংহার করিবার মানসে ক্রুদ্ধ ও জিঘাংসা-পরতন্ত্র হইয়া করিসৈন্য সমভিব্যাহারে রণস্থলে ধাবমান হইলেন। গজযুদ্ধ-বিশারদ প্রাচ্য দাক্ষিণাত্য এবং অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, মগধ, তাম্রলিপ্তক, মেকল, কোশল মদ্র, দশার্ণ, নিষধ ও কলিঙ্গদেশীয় বীরগণ একত্র মিলিত হইয়া জলধারাবর্ষী জলদের ন্যায় শর তোমর ও নারাচ বর্ষণকরতঃ পাঞ্চাল সৈন্যগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। * * হস্তিশিক্ষা বিশারদ অঙ্গরাজ-নন্দন নিহত হইলে, অঙ্গদেশীয় মহামাত্রগণ ক্রুদ্ধ হইয়া নকুলকে সংহার করিবার মানসে সুবর্ণরজ্জু ও তনুচ্ছদ সম্বলিত পতাকাযুক্ত পর্ব্বতাকার

গজযুথ লইয়া তাঁহার অভিমুখীন হইলেন। মেকল, উৎকল, কলিঙ্গ, নিষধ ও তাম্রলিপ্ত দেশীয় বীরগণ জিঘাংসাপরবশ হইয়া তাঁহার উপর অসংখ্য শর ও তোমর বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

মহাভারতের বনপর্ব্ব (১৪৪।১২) হইতেও অবগত হওয়া যায় যে, পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের মহাবেদী বহু প্রাচীন কাল হইতে একটী সিদ্ধ পীঠ বলিয়া গণ্য ছিল। উৎকলের যাজপুরও যে মহাভারতের বহু কাল পূর্ব্ব হইতে একটী পবিত্র তীর্থ রূপে বিবেচিত হইত, তাহাও বনপর্ব্ব পাঠে বুঝিতে পারা যায়। আর্য্য সভ্যতা মহাভারতের বহু পূর্ব্ব হইতেই যে ওড্র, কলিঙ্গ, তাম্রলিপ্ত বা সুহ্ম, অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, কৌশিকীকচ্ছ মেদোগিরি ও মগধ প্রভৃতি দেশে বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে বাঙ্গালা বলিয়া কোন দেশ ছিল না। প্রাগুক্ত ভিন্ন ভিন্ন জন পদগুলিই একত্রে এক্ষণে বাঙ্গালা নাম ধারণ করিয়াছে। মুসলমান অধিকারের পূর্ব্বে, বোধ হয়, এই সমস্ত দেশই গৌড় সাম্রাজ্য বলিয়া অভিহিত হইত। এই বাঙ্গালা দেশ মহাভারতীয় যুগের বহু পূর্ব্ব হইতেই আর্য্য জাতির আবাসভূমি হইয়াছে এবং এখানে বহু প্রাচীন কাল হইতেই চাতুর্ব্বর্ণাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়।

মহাভারতীয় যুগ।

এক্ষণে কুরুক্ষেত্রের সেই ভারতীয় রণযজ্ঞ কোন সময়ে ঘটিয়াছিল তাহা দেখা আবশ্যক। কারণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কাল নির্ণয় হইলে আমরা ক্ষত্রিয়রাজ বাসুদেবের ও তাম্রলিপ্তাধিপতির রাজত্বকাল মোটামুটি নির্ণয় করিতে পারিব। পঞ্জিকার মতে মহারাজ যুধিষ্ঠির কলির প্রথম রাজা ছিলেন। এক্ষণে কলের্গতাব্দ ৫০১৪ বৎসর; তাহা হইলে যুধিষ্ঠিরের সময় ৫০১৪ বৎসর হইতেছে। জ্যোতির্ব্বিদাভরণে লিখিত আছে :—

যুধিষ্ঠিরো বিক্রম-শালিবাহনৌ
নরাধিনাথৌ বিজয়াভিনন্দনঃ।
ইমেঽনু নাগার্জ্জুন মেদিনীবিভু-
র্বলিঃ ক্রমাৎ ষট্‌শককারকানৃপাঃ॥
যুধিষ্ঠিরাদ্বেদযুগাম্বরাগ্নয়ঃ ৩০৪৪
কলম্ববিশ্বে ১৩৫ ইভ্রখখাষ্টভূময়ঃ ১৮০০।
ততোঽযুতং ১০,০০০ লক্ষ চতুষ্টয়ং ৪০০০০০ ক্রমাৎ
ধরাদৃগষ্টা ৮২১ বিতি শাকবৎসরাঃ॥—(দশমোঽধ্যায়ঃ)

অর্থাৎ যুধিষ্ঠির, বিক্রমাদিত্য, শালিবাহান, বিজয়াভিনন্দন, নাগার্জ্জুন এবং বলি (অথবা কল্কী) এই ছয়জন রাজা যথাক্রমে শকাব্দ স্থাপক। তন্মধ্যে ৩০৪৪ বৎসর যুধিষ্ঠীরের, ১৩৫ বিক্রমাদিত্যের শকাব্দ প্রচলিত

ছিল। তদনন্তর ১৮০০ বৎসর শালিবাহনের শকাব্দ চলিতেছে এবং ইহার পর ক্রমে ১০০০০ বৎসর বিজয়াভিনন্দনের, ৪০০০০০ বৎসর নাগার্জ্জুনের এবং ৮২১ বৎসর বলির (বা কল্কীর) শকাব্দ প্রচলিত হইবে।

বোম্বে প্রদেশস্থ পঞ্জিকাকারগণও এই মতাবলম্বী। বর্ত্তমান সময়ে শালিবাহনের শকাব্দের পরিমাণ ১৮৩৫ বৎসর। তাহা হইলে জ্যোতির্ব্বিদাভরণের মতে যুধিষ্ঠিরের ১ম শকাব্দ (৩০৪৪+১৩৫+১৮৩৫)=৫০১৪ বৎসরকে আমরা বর্ত্তমান বর্ষ বলিয়া স্থির করিতেছি।

"নন্দাদ্রীন্দু গুণাস্তথা শকনৃপস্যান্তে কলের্বৎসরাঃ"।—ভাস্করাচার্য্য।

"শাকোনবাগেন্দুকৃশানযুক্তঃ কলের্ভবত্যব্দশকো যুগস্য"।—মকরন্দ।

ইহাদ্বারাও বুঝা যায়, ৩১৭৯ বৎসর কালির গতাব্দে শকাব্দ আরম্ভ হয়। অতএব ৩১৭৯+১৮৩৫=৫০১৪ বর্ষই স্থির হয়। তদনুসারে যুধিষ্ঠির-শক ও কল্যব্দের প্রারম্ভ একই বর্ষ বলিতে হয়। অর্থাৎ খৃষ্টের ৩১০১ বৎসর পূর্ব্বে হইতেছে। রাজতরাঙ্গণীতে লিখিত আছে;—

"শতেষু ষট্সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ॥"

এই প্রমানানুসারে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকাল কলিপ্রারম্ভের ৬৫৩ বৎসর পরে বলিয়া বোধ হয়, অর্থাৎ খৃষ্টের ২৪৪৮ বৎসর পূর্ব্বে হয়।

এই স্থানে আমরা পাণ্ডবদিগের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদান করিলাম।

এক সময়ে মহারাজ পাণ্ডু কুন্তী ও মাদ্রী নাম্নী মহিষীদ্বয়-সমভিব্যাহারে, হিমালয়ের প্রত্যন্ত পর্ব্বতস্থ কোন রমণীয় অরণ্যে মুনিগণ সমাবৃত হইয়া বাস করিতেছিলেন। ঐ সময়ে জ্যেষ্ঠা মহিষী কুন্তী গর্ভবতী হন; পরে কার্ত্তিক মাসের ১৬ই তারিখে সোমবার ধনুরাশি শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে বেলা দ্বিতীয় প্রহরের সময় প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যশ্লোক যুধিষ্ঠির জন্মগ্রহণ করেন (রাজতরঙ্গিণী মতে ৬৫৩ কল্যব্দ, ২৫২৩ শকাব্দ পূর্ব্বে, ২৩৯১

সম্বৎ পূর্ব্বে, ২৪৪৮ খৃষ্ট পূর্ব্বে), ক্রমে কুন্তীর গর্ভে ভীম তৎপরে অর্জ্জুন এবং মাদ্রীর গর্ভে নকুল ও সহদেব যুগপৎ জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে, যে দিবস মহাবল ভীমসেন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হন, সেই দিবসেই দুর্য্যোধন গান্ধারী-গর্ভ হইতে প্রসূত হন।

এইরূপে মহারাজ পাণ্ডু কিছুকাল সেই সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্ন দেবতুল্য কুমারগণকে পরমানন্দে লালন পালন করিয়া, পরিশেষে দৈব বিড়ম্বনা-বশতঃ করাল কাল-কবলে পতিত হইলেন। তদীয় কনিষ্ঠা মহিষী মাদ্রী যমজ পুত্রদ্বয়কে কুন্তীর হস্তে সমর্পণ করিয়া স্বামীর সহমৃতা হন।

অনন্তর কুন্তীদেবী মুনিগণ সমভিব্যাহারে কুমারগণকে হস্তিনাপুরীতে আনয়ন করিলেন। অন্ধ নৃপতি ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু রাজার অকাল মৃত্যু সংবাদে যারপরনাই শোকাকুল হইলেন। পৌরজন দ্বাদশ দিবস শোকে সন্তাপে কালযাপন করিতে লাগিলেন। ত্রয়োদশ দিবসে রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভ্রাতার শ্রাদ্ধাদি কার্য্য মহাসমারোহে সম্পন্ন করিয়া দুর্য্যোধনাদি শত পুত্রগণ ও যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডু-নন্দনগণকে গুরুসমীপে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা শীঘ্রই নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। দ্রোণাচার্য্যই কৌরব ও পাণ্ডবগণের যুদ্ধবিদ্যার শিক্ষাগুরু ছিলেন। ধনুর্ব্বেদে সকলেই সুপারগ হইলেও ভীম ও দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে, নকুল ও সহদেব খড়্গযুদ্ধে যুধিষ্ঠির রথে এবং অর্জ্জুন সকল বিষয়ে দক্ষতা লাভ করিলেন।

ভীমের সহিত দুর্য্যোধনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা জন্মিল। দুর্য্যোধন বাল্যকাল হইতেই ভীমের প্রতি হিংসা করিত। এক্ষণে আবার পাণ্ডবগণের গুণগ্রাম অবলোকনে—বিশেষতঃ, অস্ত্রশিক্ষা-প্রদর্শনী সভায় তাঁহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি দর্শনে প্রমুগ্ধ ও নিতান্ত আসক্ত পৌর ও জনপদবর্গের মুখে পাণ্ডবগণের ভূয়সী প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া ঈর্ষা কলুষিত হৃদয়ে দুর্য্যোধন, পাণ্ডবগণের বিনাশ সাধনের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনেক কৌশলে পিতা ধৃতরাষ্ট্রকে বিমোহিত করিয়া পাণ্ডবগণকে

বারণাবত নগরে নির্ব্বাসিত করিলেন। পাণ্ডবগণের মাতৃ-সমভিব্যাহারে বারণাবত নগরে আগমনের কিছুদিন পূর্ব্বেই ক্রূরমতি দুর্য্যোধন, পুরোচন নামক জনৈক যবন (গ্রীস দেশীয়) শিল্পী দ্বারা জতুময় গৃহ প্রস্তুত করাইয়া রাখিয়াছিলেন। যৎকালে পাণ্ডবেরা বারণাবত নগরে যাত্রা করেন, সেই সময় ঋষিকল্প বিদুর ম্লেচ্ছ ভাষায় পাণ্ডবগণকে দুর্য্যোধনের দুরভিসন্ধি বলিয়া দেন।

অনন্তর পাণ্ডবেরা ফাল্গুন মাসের ৮ই তারিখে বারণাবত নগরে উপস্থিত হইয়া, নাগরিকগণের সহিত আলাপ সম্ভাষণাদি করিতে লাগিলেন। নাগরিকগণ দশ দিবস পর্য্যন্ত নানা ভবনে পাণ্ডবগণের যথোচিত সম্মান পরিচর্য্যাদি করিলে পর, পুরোচন সেই জতুগৃহে বাসার্থ লইয়া গেলেন, মহামতি বিদুরের উপদেশানুযায়ী পাণ্ডবগণ পুরোচনের সহিত বাহ্য আনন্দে এক বৎসরকাল সেই গৃহে বাস করিলেন। পরে একদা কৃষ্ণ পক্ষীয় চতুর্দ্দশীর গাঢ় তমসাচ্ছন্ন নিশীথে অগ্রে পুরোচনের গৃহে এবং পশ্চাৎ সমস্ত ভবনে অগ্নি প্রদান করিয়া মাতৃসমভিব্যাহারে বিদুর-প্রেরিত খনক নির্ম্মিত সুড়ঙ্গপথে পলায়ন করতঃ তৎপ্রেরিত যন্ত্র-চালিত বাষ্পীয় নৌকাযোগে* গঙ্গাপার হইয়া দক্ষিণ দিকে প্রস্থান করিলেন।

অতঃপর পাণ্ডবগণ নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া দিনযাপন করিতে লাগিলেন। তথায় মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন হিড়িম্ব নামক এক নরশোণিত-লোলুপ দুর্দ্দান্ত অসুর বধ করিয়া, তদীয় ভগিনী হিড়িম্বার মায়াময়ী মোহিনী মূর্ত্তিতে মুগ্ধ হইয়া, কিছুদিন তাহার সহিত বিহার করতঃ ভ্রাতৃ-সমীপে সমাগত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা তপস্বিবেশে একচক্রা

---

* "যন্ত্রযুক্তাং পতাকিনীম্" মহাভারতে লিখিত আছে। পূর্ব্বে ভারতবাসীরা বাষ্পীয় যন্ত্রে নৌকাদি পরিচালনা করিত ইহা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে।

(মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত গড়বেতার সন্নিকট আধুনিক একচাকা বা একাড়া গ্রাম) নগরে উপস্থিত হইয়া এক ব্রাহ্মণভবনে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। মহাবল ভীমসেন মহাকায় বক রাক্ষসকে নিধন করিয়া উক্ত প্রদেশ নিরুপদ্রব করিয়াছিলেন। বকরাক্ষসের অধিকার বলিয়া ঐ প্রদেশকে বকদ্বীপ বলিত; তাহা হইতে বর্ত্তমানে বকুড়ী বা বগড়ী পরগণার নাম হইয়াছে। যে স্থলে বকরাক্ষসের সহিত ভীমসেনের যুদ্ধ হইয়াছিল, ঐস্থানে ভূমিতে খাদ উৎপন্ন হইয়াছিল,এখনও ঐ খাদকে বকার খাদ বলিয়া থাকে। মহাকায় বকরাক্ষসের অস্থি এখনও ঐ স্থলে গন-গনীর মাঠে পতিত রহিয়াছে, ঐ অস্থির কতকাংশ এসিয়াটিক মিউজিয়ামে আনয়ন করা হইয়াছে,কতকাংশ ওয়াট্‌সন কোম্পানির গড়বেতার কাছারি বাটিতে রক্ষিত হইয়াছে। গ্রন্থকার কর্ত্তৃক উক্ত অস্থির কিয়দংশ তাঁহার গৃহে আনীত হইয়াছে। গড়বেতা অঞ্চলের লোকেরা ভৌতিক উপদ্রবাদি নিবারণ কামনায় উক্ত অস্থি খণ্ড খণ্ড করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে।

অনন্তর পাণ্ডবগণ পাঞ্চালদেশে দ্রুপদ রাজকন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া দ্রুপদ-রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। ৩য় পাণ্ডব সব্যসাচী অর্জ্জুন লক্ষ্যভেদ করিয়া, যুদ্ধে সমাগত রাজন্যবর্গকে পরাজয়পূর্ব্বক পরম রূপবতী দ্রৌপদীকে লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে মাতৃ-আজ্ঞায় পঞ্চ-ভ্রাতায় দ্রৌপদীকে বিবাহ করিয়া এক বৎসর দ্রুপদ ভবনে পরম সুখে কালযাপন করিয়াছিলেন।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণকে জতুগৃহ-দাহ হইতে রক্ষিত দেখিয়া এবং তাঁহাদের দ্রৌপদীলাভের কথা শ্রবণ করিয়া মহাসমারোহে হস্তিনা-পুরীতে পাণ্ডবগণকে আনয়ন করিলেন। পাণ্ডবগণ বৃদ্ধ নরপতির বশীভূত থাকিয়া, অন্যান্য নরপতিগণকে বাহুবল দ্বারা জয় করতঃ হস্তিনাপুরীতে বহুকাল বাস করেন, পরে ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে ইন্দ্রপ্রস্থে (পুরাতন দিল্লী) রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার ৭৪ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত খাণ্ডবপ্রস্থাদি

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য শাসন করিয়া দ্বারকাধিপতি শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে এবং তাঁহার নেতৃত্বে রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। কলির ৭২৭ বৎসর গতে, ২৪৫২ শকাব্দ পূর্ব্বে, ২৩১৭ সংবৎ পূর্ব্বে এবং ২৩৭৪ খৃঃ অব্দ পূর্ব্বে এই মহাযজ্ঞ সম্পাদিত হইয়াছিল। এই রাজসূয় যজ্ঞে পৌণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব উপঢৌকন পাঠাইয়া যুধিষ্ঠিরের সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন।

দুর্য্যোধন রাজসূয় যজ্ঞে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বিষয় বৈভব দর্শনে ঈর্ষা-কলুষিত অন্তঃকণে দ্যূতক্রীড়ার জন্য মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে নিমন্ত্রণ করিলেন। যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিতে না পারিয়া সপরিবারে হস্তিনাপুরে আগমন পূর্ব্বক, ক্রূরমতি দুর্য্যোধনের নিয়োজিত শকুনির সহিত পাশাখেলায় সর্ব্বস্ব হারাইয়া, দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণসহ দ্বাদশবৎসর বনবাস ও একবৎসর বিরাট-রাজধানীতে অজ্ঞাতবাসে কালযাপন করিয়াছিলেন। উক্ত অক্ষক্রীড়ার সভায়, দুর্য্যোধনের কনিষ্ঠ দুর্ম্মতি দুঃশাসন, রজঃস্বলা এক-বস্ত্র-পরিধানা রাজকুলবধূ দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করিয়া বিবস্ত্রা করিতে উদ্যত হইয়াছিল। রাজসভায় কাহারও নিকট সাহায্য না পাইয়া লজ্জাভয়-কাতরা বিপন্না দ্রৌপদী বিপদভঞ্জন শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্না হন। ভক্তজীবন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা হইতে ভক্ত ক্রন্দনে ব্যথিত হইয়া, গরুড়-পৃষ্ঠে আরোহণ করতঃ তৎক্ষণাৎ কৌরব সভার অন্তরীক্ষে থাকিয়া, বিপন্না দ্রৌপদীকে বিপদ হইতে পরিত্রাণ করিলেন। দুর্ম্মতি দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ করিয়া শেষ করিতে পারিল না। তাহার আকর্ষণে রাশি রাশি বস্ত্র স্তূপীকৃত হইয়া গেল—শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের লজ্জা নিবারণ করিবার জন্য নিজেই অম্বর মূর্ত্তিতে শরণাগত ভক্তকে আচ্ছাদন করিয়া রহিলেন। এইরূপ ঐকান্তিক চিত্তে যিনি ভগবানকে ডাকিতে পারিয়াছেন, তিনিই তাঁহাকে পাইয়াছেন। আধুনিক পাশ্চাত্য বিদ্যাশিক্ষিত পণ্ডিতগণ ফুল্ল-কুসুমশোভিত, কুঞ্জ-বিহঙ্গম-কলকাকলি-কুজিত বৃন্দারণ্যে শারদীয় চন্দ্রিকায়

উদ্ভাসিত, স্বচ্ছ-শ্যামসলিলা কুলুনাদিনী কালিন্দীকুলে জড়প্রকৃতির মধ্যে সাক্ষাৎ মন্মথেরও দর্পহারী অনন্ত সুন্দরের অনন্ত সৌন্দর্য্যের বিকাশ, মধুর ব্রজলীলার বিশেষ তাৎপর্য্যার্থ গ্রহণ করিতে না পারিয়া, শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবনের গোপীগণের বস্ত্রহরণকারী লম্পট বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন। তাঁহারা এক্ষণে বুঝুন যে, গোপীদিগের বস্ত্রহরণকারী তাঁহাদের সেই লম্পট শ্রীকৃষ্ণ আজ কৌরব রাজসভায় বিপন্না রাজকুলবধুর সর্ব্বাঙ্গ অম্বর মুক্তিতে ঢাকিয়া কিরূপে তাঁহার লজ্জা নিবারণ করিলেন। ভাই কুট তার্কিক! ইহার রহস্য ভেদ করিতে কি কখনও সমর্থ হইয়াছ? যাঁহার দিবার ক্ষমতা আছে, তাঁহার লইবারও ক্ষমতা আছে বুঝিয়াছ কি? যদি সেই ক্ষমতাই তোমার না থাকে, তবে ভক্তি-বিনম্র-হৃদয়ে ধুল্যবলুণ্ঠিত মস্তকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রণত হও, দেখিবে, তাঁহার করুণার অমৃতসিঞ্চিত কণা তোমার মস্তকের উপরে বর্ষিত হইবে।

এই সুদীর্ঘ বনবাসের সময়ে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন ঘোর তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়া ভগবান শঙ্করের নিকট হইতে পাশুপত অস্ত্র লাভ করেন; পরে ইন্দ্রলোকে গমনপূর্ব্বক নানাপ্রকার দৈবাস্ত্র লাভ করিয়া ভাবী রণযজ্ঞের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ বর্ষ পরে রাজ্যাংশ পাইবার প্রার্থনা করিয়া দুর্য্যোধনের সহিত সন্ধির চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজে দৌত্য কার্য্য স্বীকার করিয়া পঞ্চভ্রাতার জন্য পঞ্চগ্রাম মাত্র *

---

* "ইন্দ্রপ্রস্থং তিলপ্রস্থং মাকুন্দং বারণাবতং
দেহি মে চতুরো গ্রামান্ পঞ্চমং হস্তিনাপুরং
পঞ্চগ্রামানিমান্ রাজন্ যাচ্যামানঃ সুযোধনঃ
শ্রুত্বা প্রোবাচ মন্দাত্মা তবপুত্রঃ দুরাত্মতিঃ
সূচ্যগ্রেণ সুতীক্ষ্ণেন ভিদ্যতে যাচ মেদিনী
তদর্দ্ধং নহি দাস্যামি বিনাযুদ্ধেন কেশব।

দুর্য্যোধনের নিকট ভিক্ষা করিলেও বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র ভূমি লাভের আশা না দেখিয়া বিফলমনোরথ হইয়া হস্তিনাপুরী হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। পাণ্ডবগণ অগত্যা যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এই উদ্যোগে প্রায় এক বৎসরকাল অতিবাহিত হইয়া যায়। দুর্য্যোধন প্রবল পরাক্রান্ত সসাগরা ধরিত্রীর অধিপতি, আর পাণ্ডব বনবাসী ভিখারী। রাজ্যভ্রষ্ট বনবাসী পথের কাঙ্গালের উপর কুরুক্ষেত্রের মহা রণযজ্ঞের আয়োজনের ভার পড়িল। স্বয়ং ভগবান ভক্তের ভার গ্রহণ করিয়া সারথিরূপে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন; কিন্তু ভারতযুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন না। এই মহাযজ্ঞে * রাজা যুধিষ্ঠির দীক্ষিত হইয়াছিলেন, শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সদস্য, যুধিষ্ঠির যজমান, অর্জ্জুন হোতা হইয়াছিলেন! বীরকেশরী অর্জ্জুন গাণ্ডীব ধনুকে ধ্রুব অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যকে পবিত্র (আহুতি যোগ্য কুশাগ্র) করিয়া নিত্য আহুতি প্রদান করিয়াছেন। কলির ৭৪২ বৎসর গতে, ২৪৩৭ শকাব্দ পূর্ব্বে, ২৩০২ সংবৎ পূর্ব্বে, ২৩৫৯ খৃঃ অব্দ পূর্ব্বে এই তুমুল লোকক্ষয়কর যুদ্ধ হইয়াছিল।

এই মহাযুদ্ধে ভারতবর্ষীয় হিন্দুরাজগণ এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় যবন ও ম্লেচ্ছ রাজগণ যোগদান করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধের প্রাক্কালে অর্জ্জুন জ্ঞাতিবান্ধব বধপূর্ব্বক ভারত সিংহাসন লাভ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া তাঁহার গাণ্ডীব ধনু পরিত্যাগ করিলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত যুক্তিযুক্ত

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ

যদা যদা দ্রক্ষ্যসি বানরধ্বজং ধনুর্দ্ধরং পাণ্ডব-মধ্যমং রণে।
গদাগ্রহস্তং ভ্রমতিং বৃকোদরং তদাতদা দাস্যসি সর্ব্বমেদিনীং॥

* যৎ সংগ্রামে মহাযজ্ঞে দীক্ষিতোঽয়ং যুধিষ্ঠিরঃ।
হোতারমর্জ্জুনং কৃত্বা যজমানো যুধিষ্ঠিরঃ॥
গাণ্ডিবঞ্চ ধ্রুবং কৃত্বা হুয়তে চাপি নিত্যশঃ।
যুদ্ধযজ্ঞে পবিত্রাণি ক্রিয়ন্তে তানি নিত্যশঃ॥

কথার অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহাই জগতে শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা নামে খ্যাত হইয়াছে। সমস্ত উপনিষৎ হইতে গোপালনন্দন এই গীতামৃত দোহন করিলেন। পার্থ বৎসরূপে তাহা পান করিয়া কৃতার্থ হইলেন, তাঁহার মোহ অপগত হইলে, দৃঢ় মুষ্টিতে গাণ্ডীব ধারণ করিলেন। তদবধি অনন্তকাল সুধীগণ গীতামৃতরূপ দুগ্ধ পান করিয়া আসিতেছেন। পাণ্ডব পক্ষে সপ্ত অক্ষৌহিণী ও কৌরবপক্ষে একাদশ অক্ষৌহিণী, মোট অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সমাগত হইয়াছিল। তাম্রলিপ্ত বঙ্গীয় বীরগণ এই যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

অগ্রহায়ণের প্রথম দিবস হইতে একাদিক্রমে অষ্টাদশ * দিবস ব্যাপী

---

* হেমন্তে প্রথমে মাসি শুক্লপক্ষে ত্রয়োদশী।
প্রবৃত্তং ভারতং যুদ্ধং নক্ষত্র যম দৈবতে॥

* * *

অর্জ্জুনেন হতো ভীষ্মো মাঘে মাসি সিতাষ্টম্যাং।
মার্গে মাসি সিতাষ্টম্যাং সায়ং শরশয়োহিসঃ॥
নবম্যাং ধৃষ্টকেতুশ্চ হতো রাজা মহাবলঃ।
দশম্যামথসৌভদ্র একাদশ্যাং জয়দ্রথঃ॥
দ্বাদশ্যাং মধ্যরাত্রেতু হতো বীরো ঘটোৎকচঃ।
আকর্ণ পলিতঃ শ্যামো বয়সাশিতিকোদ্বিজঃ।
রণে পর্য্যটতি দ্রোণঃ বৃদ্ধ ষোড়শবৎ॥
ত্রয়োদশ্যান্তু মধ্যাহ্নে ভারদ্বাজোনিপাতিতঃ।
কৃত্বা পঞ্চদিনং যুদ্ধং ধৃষ্টদ্যুম্নেন ভূমিপঃ॥
চতুর্দ্দশ্যান্তু সন্ধ্যায়াং কর্ণো বৈকর্ত্তনো হতঃ।
সূর্য্যপুত্রঃ যদাকর্ণঃ পার্থেন বিনিপাতিতঃ॥
তথাচোর্দ্ধোত্থিতা ভূমিরঙ্গুল্যোকবিংশতিঃ।
তস্যান্তিথাবর্দ্ধরাত্রে সেনাঃ সর্ব্বাঃ সমাহতাঃ॥

এই ভীষণ যুদ্ধে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, দুর্য্যোধনাদি কুরুপক্ষীয়, এবং দ্রুপদ, বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও অভিমন্যু প্রভৃতি পাণ্ডব পক্ষীয় মহা মহারথিগণ নিধন প্রাপ্ত হওয়ায় ভারতের গৌরব, শৌর্য্য, বীর্য্য, মান ও সম্পদ চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হয়। এই যুদ্ধে মহারাজ দুর্য্যোধন তদীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা 'মাহিষ্য-ক্ষত্রিয়' যুযুৎসুকে ভারতযুদ্ধে স্বীয় পক্ষে যোগদান করিতে না দেওয়ায়, মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। মহাবীর যুযুৎসু ভারত-যুদ্ধে অসীম শৌর্য্য ও বীর্য্য প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। এই যুদ্ধে পাণ্ডব পক্ষে ৭ জন (পঞ্চ পাণ্ডব, কৃষ্ণ ও সাত্যকি) এবঃ কৌরবপক্ষে ৩ জন মাত্র (কৃপাচার্য্য কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা) জীবিত ছিলেন।

মহারাজাধিরাজ যুধিষ্ঠির হস্তিনার সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া লব্ধ সাম্রাজ্যের সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিবার নিমিত্ত প্রায় এক বৎসর অতিবাহিত করিয়া ৩৬ বৎসর কাল সাম্রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।

ততঃ প্রভাতসময়ে বিরাটদ্রুপদৌ হতৌ ॥
ভূরিশ্রবাশ্চ বাহ্লীকঃ শকুনিশ্চ হতস্ততঃ
তস্যাঞ্চৈবার্দ্ধবেলায়াং নিহতঃ শল্য এবচ ॥
অমাবস্যান্তু সন্ধ্যায়াং রাজাদুর্য্যোধনোহতঃ।
ততঃ প্রত্যূষসময়ে দ্রৌণিনা সৌপ্তিকো হতঃ ॥
ধৃষ্টদ্যুম্নো হতো যত্র দ্রৌপদ্যা পঞ্চচাত্মজাঃ।
এবমষ্টাদশাহানি চাক্ষৌহিণ্যা দিনে দিনে ॥
অন্তেঽহনি ক্ষয়মাপুঃ পরস্পর জয়েপ্সবঃ ॥
দিনানি দশভীষ্মেন ভারদ্বাজেন পঞ্চমং।
দিনদ্বয়ন্তু কর্ণেন শল্যঃ সার্দ্ধদিনং তথা ॥
দিনার্দ্ধং তু গদাযুদ্ধমেতদ্ভারতমুচ্যতে ॥

তিনি সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াই অশ্বমেধ নামক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। দ্রৌপদী ব্যতীত পঞ্চ পাণ্ডবের অন্যান্য পত্নী ছিলেন; দ্রৌপদীর গর্ভে যুধিষ্ঠিরের প্রতিবিন্ধ্য, ভীমের সুতসোম, অর্জ্জুনের শ্রুতকর্ম্মা, নকুলের শতানীক এবং সহদেবের শ্রুতসেন নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন সুভদ্রার গর্ভে অর্জ্জুনের বীরকুমার অভিমন্যু জন্ম গ্রহণ করেন। নাগকন্যা ও মণিপুর রাজকন্যার গর্ভে অর্জ্জুনের ঔরসে যে সকল পুত্র জন্মেন, তাঁহারা মাতামহ আশ্রমে লালিত পালিত হন; তাঁহারা এই ভারত-যুদ্ধে নিহত হন নাই। ভীমসেনের ঔরসে হিড়িম্বার গর্ভে মহাবীর ঘটোৎকচ, অর্জ্জুনের বীরকুমার অভিমন্যু এই ভারত যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। যুদ্ধের শেষ দিনে যে কয়জন পাণ্ডবপক্ষে জীবিত ছিলেন, নিশীথ রাত্রে নিদ্রিত অবস্থায় শিবির মধ্যে মহাপাপ অশ্বত্থামা তাঁহাদিগকে হনন করিয়াছিলেন। তৎসঙ্গে পঞ্চপাণ্ডব ভ্রমে দ্রৌপদীর গর্ভজাত সন্তানগণ হত হইয়াছিলেন।

অনন্তর কালক্রমে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী, বিদুর প্রভৃতি গুরুজন কালপ্রাপ্ত হইলে এবং যদুবংশ ধ্বংশের পর প্রিয় সুহৃৎ শ্রীকৃষ্ণ বলরাম প্রভৃতি বন্ধুগণ দেহত্যাগ করিলে, দায়াদ-বন্ধু-বান্ধব-বধ-জনিত শোক-সন্তপ্ত-চিত্ত মহারাজ যুধিষ্ঠির নিঃসার নির্বীর সংসারভোগে বীতস্পৃহ হইয়া তৃতীয় সহোদর অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যু-কুমার পরীক্ষিৎকে হস্তিনার সিংহাসনে স্থাপিত করিয়া ১২৬ বৎসর বয়ঃক্রম কালে হিমালয় প্রদেশে দারানুজগণ সমভিব্যাহারে মহাপ্রস্থান করিাছিলেন; আর প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই; কলির ৭৭৯ বৎসর গতে ২৪০০ শকাব্দ পূর্ব্বে, ২২৬৫ সংবৎ পূর্ব্বে এবং ২৩২২ খৃষ্টাব্দ পূর্ব্বে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থান সংঘটিত হয়।—আর্য্যদর্শন, দশম খণ্ড।

সর্ব্বপ্রথমে বরাহ মিহিরের গ্রন্থে আমরা যুধিষ্ঠিরের কাল সম্বন্ধে এইরূপ উপদেশ পাই—

আসন্ মঘাসু মুনয়ঃশাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ,
ষড়্দ্বিক-পঞ্চ-দ্বিযুতঃ শককালস্তস্য রাজ্ঞশ্চ।"

সপ্তর্ষিচারোনাম ত্রয়োদশঽধ্যায়ঃ। ৫৬

অর্থাৎ যখন মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজ্য শাসন করেন, তখন সপ্তার্ষিমণ্ডল মঘা নক্ষত্রে ছিলেন। বৃহৎ-সংহিতার এই অংশ রচনার সময় যুধিষ্ঠিরাব্দ ২৫২৬ ছিল।

ভাস্করাচার্য্যের মতে—

"নন্দাদ্রীন্দু গুণাস্তথা শকনৃপস্যান্তে কলের্বৎসরাঃ।"

কলির ৩১৭৯ বৎসর গত হইলে শকাব্দ আরম্ভ হয়, অতএব ৩১৭৯—২৫২৬=৬৫৩। অর্থাৎ কলির ৬৫৩ বৎসর গত হইলে যুধিষ্ঠির আবির্ভূত হন। আবার কেহ কেহ বলেন,—

মহর্ষি গর্গ জ্যোতিঃশাস্ত্রের সঙ্কেতানুসারে রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্য কাল নির্দ্দেশার্থ বলিয়াছেন যে, রাজা যুধিষ্ঠির রাজ্য শাসন করিলে পর শকটাকৃতি সপ্তর্ষি মণ্ডল (অগস্ত্যাদি মুনি নামধেয় সপ্ত নক্ষত্র) মঘাদি নক্ষত্রে ছিল, অর্থাৎ মঘাগণের প্রত্যেক নক্ষত্রে একশত বৎসর ও পূর্ব্ব-ফাল্গুনী হইতে উত্তরাষাঢ়া পর্য্যন্ত একাদশটি নক্ষত্রে এক এক শত বৎসর ভোগ করিতে ২৪০০ বৎসর গত হয়। অতএব যুধিষ্ঠিরের রাজ্য কালের বা জীবনকালের পরে এবং শকাব্দ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ২৪০০ বৎসর গত হইয়া যায়।

আমরা রাত্রিকালে নভোমণ্ডলে কালপুরুষ সংজ্ঞক অধোঽধঃ অবস্থিত যে তিনটী দেদীপ্যমান নক্ষত্র দেখিতে পাই, ঐ গুলিতে ক্ষুদ্রাকারে ত্রয়োদশটী নক্ষত্র আছে; তাহাদিগকে মঘাগণ বলিয়া থাকে। ঐ মঘানক্ষত্র পুঞ্জের অনতিদূরেই শকটাকৃতি সপ্তর্ষিমণ্ডল দৃষ্ট হইয়া থাকে। উক্ত বচনটীর অপর পদের ব্যাখ্যা এইরূপ যে, যুধিষ্ঠিরের রাজ্যনাম প্রকাশের

পর (যুধিষ্ঠিরের জন্ম হইতেই যুধিষ্ঠিরের রাজ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে) ২৫২৬ বৎসর গত হইলে শকাব্দারম্ভ হইয়াছিল। গর্গমুনি এই শ্লোকটী দ্বারা রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্য কাল বা জীবন কাল এবং শকাব্দারম্ভের কাল এতদুভয়ই নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। রাজা যুধিষ্ঠিরের জন্মের পূর্ব্বগত ৬৫৩ বৎসরের সহিত তাঁহার জন্মের পরবর্ত্তী ২৫২৬ বৎসর যোগ করিলে ইহা জানা যায় যে, কলিযুগে ৩১৭৯ বৎসর গত হইলে বর্ত্তমান শকাব্দ আরম্ভ হইয়াছিল। বর্ত্তমান শকাব্দ ১৮৩৫ বৎসরের সহিত উক্ত ৩১৭৯ বৎসর যোগ করিলে ৫০১৪ বৎসর কলির গতাব্দ পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে যে, রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকাল বা জীবনকালের পরে ২৪০০ বৎসর গত হইলে শকাব্দারম্ভ হইয়াছিল, এবং তাঁহার জন্মকাল হইতে ২৫২৬ বৎসর অতীত হইলে, ঐ শকাব্দারম্ভ হয়; তাহা হইলে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকাল অর্থাৎ যুধিষ্ঠীরের জীবন কাল কত বৎসর, তাহা অনায়াসেই জানা যাইতেপারে। ২৫২৬—২৪০০=১২৬ বৎসর মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জীবন কাল।

এক্ষণে বেশ বুঝিতে পারা গেল, মহারাজ যুধিষ্ঠির ৪৩৬১ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হয়েন। কলির গতাব্দ ৫০১৪—৬৫৩=৪৩৬১। এই সময়ে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আদেশে ভীমসেন পৌণ্ড্রাধিপ বাসুদেবকে, বঙ্গাধিপ সমুদ্রসেনকে পরাজয় করিয়া রাজসূয় যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করিয়া আইসেন। অতএব ৪০০০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে অঙ্গে, বঙ্গে, কলিঙ্গে ক্ষত্রিয় রাজের প্রয়োজনযশতঃ ব্রাহ্মণাবাস হইয়াছিল। মনু মহারাজের নিষেধ বাক্যের প্রতিষেধ হইয়াছিল। ৪৩০০ বৎসর পূর্ব্বে মহারাজ যুধিষ্ঠির অঙ্গে, বঙ্গে, কলিঙ্গে যজ্ঞিয় গিরিশোভিত সতত দ্বিজসেবিত পূর্ণ আর্য্য ক্ষেত্র সন্দর্শন করিয়াছিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

গৌড়ে ব্রাহ্মণাধিকার।

ব্রাহ্মণগণের শ্রেণী বিভাগ।

সর্ব্বে দ্বিজাঃ কান্যকুব্জা মাথুরং মাগধং বিনা
মাগধো ব্রহ্মণা পূর্ব্বং কল্পিতো দ্বিজ এব চ
বরাহস্য তু ঘর্ম্মেণ মাথুরো জায়তে তথা॥

—ভৃগুসংহিতা।

মাগধ (গয়ালী) ও মাথুর (মথুরার চোবে) ভিন্ন সকল ব্রাহ্মণই কান্যকুব্জ। প্রজাপতি ব্রহ্মা পুরাকালে মাগধ ব্রাহ্মণকে সৃষ্টি করেন এবং মাথুরগণ বরাহের ঘর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন।

পৌণ্ড্র, উৎকল, দ্রাবিড়, এই তিন দেশীয় ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের অদর্শন নিবন্ধন শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন। মনু যখন এই কথা কহেন, তৎকালে এতদ্দেশে ব্রাহ্মণের বসতি হয় নাই। তাহার পরে স্কন্দপুরাণ রচনার পূর্ব্বে গৌড় উৎকল এবং দ্রাবিড় দেশে ব্রাহ্মণের বসতি হইয়াছিল।

সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড়া মৈথিল উৎকলাঃ।
পঞ্চগৌড়াঃ সমাখ্যাতা বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিণঃ॥
কর্ণাটাশ্চৈব তৈলঙ্গা গর্জ্জররাষ্ট্রবাসিনঃ।
অন্ধ্রাশ্চ দ্রাবিড়াঃ পঞ্চ বিন্ধ্যদক্ষিণবাসিনঃ॥

স্কন্দ পুরাণানুসারে ব্রাহ্মণেরা প্রথমতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন ;—(১ম) পঞ্চ গৌড়ীয়, (২য়) পঞ্চ দ্রাবিড়ী ;—সারস্বত, কান্যকুব্জ গৌড়, উৎকলী ও মৈথিল এইসকল ব্রাহ্মণেরা বিন্ধ্য পর্ব্বতের উত্তরদিকে বাস করায় তাঁহাদিগকে পঞ্চ গৌড়ীয় বলে, আর কর্ণাট, তৈলঙ্গ, গুজরাট্, অন্ধ এবং দ্রাবিড় দেশে যে সকল ব্রাহ্মণ বাস করেন, তাঁহাদিগকে পঞ্চ দ্রাবিড়ী কহে।

এই দশবিধ ব্রাহ্মণ ব্যতীত উল্লিখিত মাগধ ও মাথুর ব্রাহ্মণ আছে। সর্ব্বশুদ্ধ ১২শ প্রকার ব্রাহ্মণ ভারতে দেখা যায়—

"গৌড়ী আদি দশ দ্বিজ কান্যকুব্জ খ্যাত।
মঘী আর চোবে দুই বিধির কল্পিত॥
অব্রাহ্মণ্যের তীর্থে, কান্যকুব্জ নিয়োগ।
তথা তারা ব্রাহ্মণ্যের করয়ে প্রয়োগ॥
যে দেশে নাই ব্রাহ্মণ্য আচার প্রচার।
তাদের আছে তথায় গমনাধিকার॥
এদের মধ্যে কেবল যারা বেদ পড়ে।
তাহাদেরই মাত্র বৈদিক নাম গড়ে॥
গয়ার গয়ালী আর মথুরার চোবে।
কেবল আপন তীর্থে ব্রাহ্মণ্যেতে সেবে॥
তীর্থভ্রষ্ট মঘী আর চোবের দ্বিজত্ব।
নাহি মানে কান্যকুব্জ মত শুদ্ধ সত্ত্ব॥
কান্যকুব্জ স্পর্শমনি ধরয়ে যাহায়।
তাহারে করয়ে স্বর্ণ লৌহ রত্ন হয়॥

আদিশূরের যজ্ঞের পূর্ব্বাবধি যারা।
এদেশে বিরাজিল দশ শ্রেণীতে তারা॥
সে দেশের নাম শুন, শুদ্ধবুদ্ধি বল।
সারস্বত কান্যকুব্জ গৌড় উৎকল॥
মৈথিল বিন্ধ্য-উত্তর দেশবাসী দ্বিজ।
পঞ্চেরে গণিল বিধি পঞ্চগৌড়ী বীজ॥
কর্ণাট, তৈলঙ্গ, অন্ধ্র, দ্রাবিড়ী, গুর্জ্জর।
বিন্ধ্যের দক্ষিণে পঞ্চ বিপ্রের নির্ভর॥"

—গোষ্ঠীকথা।

গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ।

চন্দ্রগুপ্ত, মহামহোপাধ্যায় চাণক্য পণ্ডিতের মন্ত্রণায় আর্য্যাবর্ত্তের সম্রাট্ হন। এই চাণক্য পণ্ডিত গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে লিখিত আছে :—

"তস্য চাষ্টৌ ভবিষ্যন্তি সুমাল্যপ্রমুখাঃ সুতাঃ।
য ইমাং ভোক্ষ্যন্তি মহীং রাজানশ্চ শতং সমাঃ॥ ১০
নব নন্দান্ দ্বিজঃ কশ্চিৎ প্রপন্নানুদ্ধরিষ্যতি।
তেষামভাবে জগতীং মৌর্য্যা ভোক্ষ্যন্তে বৈ কলৌ॥ ১১
স এব চন্দ্রগুপ্তং বৈ দ্বিজো রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি।
তৎসুতো বারিসারস্তু ততশ্চাশোকবর্দ্ধনঃ॥ ১২

অর্থাৎ, নন্দ এবং তাহার সুমাল্যপ্রমুখ অষ্টপুত্র একশত বৎসর রাজত্ব করিলে পর, কৌটিল্য (বিখ্যাত চাণক্য) নন্দবংশীয়দিগকে উন্মূলিত

করিয়া মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তকে (খৃঃ পূর্ব্ব ৩১৫ অব্দে) রাজ্যাভিষিক্ত করেন। তদনন্তর তাঁহার পুত্র বারিসার ও তৎপরে অশোকবর্দ্ধন রাজা হন। এই মহারাজ অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ভারতে ও পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তার করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পালবংশীয় নৃপগণ যখন গৌড়ে রাজা ছিলেন, তখন শাণ্ডিল্য গোত্রীয় বেদ পারগ ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের মন্ত্রী ছিলেন। জেলা বগুড়া ও দিনাজপুরের সীমার সন্নিহিত জঙ্গলের নিকট দিনাজপুর হইতে ৪০ মাইল পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে, যমুনা নদীর পূর্ব্বপারে, গরুড়স্তম্ভ নামে একটী প্রস্তরস্তম্ভ আছে ; এই স্তম্ভকে বাদলস্তম্ভও বলে। স্তম্ভের উপরিভাগে গরুড়মূর্ত্তি ছিল, তজ্জন্য উহার গরুড়স্তম্ভ নাম হয়। বজ্রপতনে গরুড়মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং স্তম্ভটী অপেক্ষাকৃত পূর্ব্বদিকে হেলিয়া রহিয়াছে। গাঢ় ধূসর বর্ণের একখানি প্রস্তর দ্বারা স্তম্ভটী নির্ম্মিত। স্তম্ভগাত্রে কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোক লিখিত আছে। এসিয়াটিক রিসার্চের ১ ভলাম, ১৩০ পৃষ্ঠায় শ্লোকগুলির ইংরাজি অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। বিন্দুভদ্রনামা শিল্পিদ্বারা স্তম্ভটী নির্ম্মিত ও শ্লোকাঙ্কিত হয়। পালবংশীয় রাজাদিগের মন্ত্রিবংশের ক্ষমতা ও যশোবর্ণনা করিয়া শ্লোকগুলি রচিত হইয়াছে। নারায়ণ পালের রাজত্বকালে ঐ স্তম্ভ স্থাপিত হয়। শ্লোকগুলির মর্ম্ম এই—শাণ্ডিল্য বংশে বীরদেব নামে জনৈক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার বংশে পাঞ্চালের জন্ম হয়। তাঁহার পুত্র গর্গ, গর্গের স্ত্রী ইচ্ছা, ইহার গর্ভে দর্ভপাণি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার মন্ত্রণায় বৌদ্ধরাজ দেবপাল বিন্ধ্য হইতে হিমালয় পর্ব্বত পর্য্যন্ত দেশ জয় করেন। দর্ভের পুত্র সোমেশ্বর, তৎপুত্র কেদার মিশ্র। ইহার মন্ত্রণায় বৌদ্ধরাজ শূরপাল উৎকল, হূন, দ্রাবিড় ও গুজরাট দেশ জয় করেন। কেদার মিশ্রের পুত্র গুরব মিশ্র (রাম গুরব মিশ্র) ইনি বৌদ্ধ ভূপতি নারায়ণ পালের মন্ত্রী ছিলেন। ইঁহারা গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব ব্রাহ্মণ—রাঢ়ী বা বারেন্দ্র ছিলেন না।

পালবংশীয় নৃপতিগণ বৌদ্ধমতাবলম্বী হইলেও তখন বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষে হীনপ্রভ হইয়া আসিয়াছিল এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের আধিপত্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল; সুতরাং সে কালে ব্রাহ্মণগণকে নিজেদের পক্ষে না রাখিলে সুবিধা নহে বিবেচনা করিয়া, পালরাজগণ ব্রাহ্মণ্য শক্তি হস্তগত করিবার উদ্দেশ্যেই বংশপরম্পরাক্রমে ব্রাহ্মণ মন্ত্রিগণকে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। অন্যদিকে ব্রাহ্মণগণ বুদ্ধদেবকে শ্রীভগবানের দশ অবতারের মধ্যে অন্যতম অবতার স্বীকার করিয়া লইলেন। তাই আমরা জয়দেব গোস্বামী কৃত দশ অবতারের স্তোত্র মধ্যে দেখিতে পাই—

"নিন্দসি যজ্ঞবিধে রহহঃ ! শ্রুতিজাতং
সদয় হৃদয়-দর্শিত-পশুঘাতং
কেশব ধৃত-বুদ্ধ-শরীর
জয় জগদীশ হরে।"

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কবি সন্ধ্যাকর নন্দী বিরচিত 'রামচরিতম্' নামক এক খানি অত্যুৎকৃষ্ট সংস্কৃত কাব্য নেপাল হইতে সংগ্রহ করিয়া বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটীর সাহায্যে প্রকাশ করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন :—

"The family of the writer of the Buddal pillar inscription were the hereditary ministers to the Pala dynasty. They belonged to the Sandilya gotra and were very learned in the the Sa'stras. Garga was the minister of Dha'rmapala, and he boasted that his ni'ti made Dharma the lord of the world The Pa'las were shrewd

Hereditary Brahman Ministers.

enough to find that a purely Buddhist regime was impossible in their days when Buddhism was declining and Bra'hminism was rising into power in every quarter, and so they always tried to prop their empire by enlisting the power of the Brahmans on their side.

Garga's son Darbhapa'ni was the minister of Devapa'la. He was greatly respected by the king for his learning and his Niti. Kedar Misra, the grandson of the latter, was the minister of Vigrahapala, called Surapa'la, in the Buddal pillar inscription. The king attended his Vedic sacrifices. Kedar married Babba', whose father lived at Devagram in the Nadia district. So at that time the Ra'dhiya and Va'rendra Brahmans were not so exclusive as they are at present." (1)—*Introduction to Ramach'arita by Sandhyakara Nandi,—Memoirs of Asiatic Society of Bengal Vol. III No. 1. pp. 8—9.*

পালরাজ ১ম বিগ্রহপাল উক্ত স্তম্ভে শূরপাল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। কেদার মিশ্র এই ১ম বিগ্রহ পালের মন্ত্রী ছিলেন। ১ম বিগ্রহপাল কেদার মিশ্রকে যথেষ্ট ভক্তি করিতেন, তিনি কেদার মিশ্রের বৈদিক যজ্ঞে উপস্থিত থাকিতেন। নদীয়া জেলার অন্তর্গত দেবগ্রাম নিবাসী জনৈক গৌড়ীয় ব্রাহ্মণের ববা নাম্নী কন্যাকে কেদার মিশ্র বিবাহ করিয়াছিলেন। তখন এ প্রদেশে রাঢ়ী বা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের আগমন হয় নাই (শাস্ত্রী মহাশয় প্রকারান্তরে এই কথাই বলিয়াছেন)।

(1) Ind. Ant. Vol. XV, pp. 304—310.

এই রামচরিত কাব্যে দেখা যায়, রামপালের রাজধানীতে "অনূচান" সাঙ্গবেদে পারগ আরও বহু বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং পালরাজগণ ও মহারাজ ভীমও তাঁহাদের রক্ষক ছিলেন। রামপালের সাহায্যকারী শিবরাজ রাজা ভীমের হস্ত হইতে জয়লব্ধ গৌড়দেশের দেবতা ও ব্রাহ্মণ রক্ষার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন বলিয়া রামচরিত কাব্যের ১ম পরিচ্ছেদের ৪৮ শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায় :—

আপন্নভীমরক্ষা বিষয়গ্রামাকুলত্বদুস্থা যা।
ত্রস্তানুস্থতাবস্থমত্যমুনা সীতেনতেজসাভাজি ॥ ৪৮

টীকা।—অমুনা শিবরাজেনাসীতেনাসিগতেন তেজসা খড়্গদর্পেণ সা বসুমতী ভূমির্বরেন্দ্রী আপন্না ব্যস্তা ভীমস্য রক্ষা যস্যাং অতো বিষয়াণাং চ গ্রামাণাঞ্চাকুলতয়া দুঃস্থা ত্রস্তা দেবব্রাহ্মণাদিভূমিরক্ষানিমিত্তং কোঽয়ং বিষয়ঃ, ক্ব এষ গ্রামঃ, কস্য ভুক্তিরিয়মিতি প্রশ্নপুরঃসরং অনুস্থতা সতী অভাজি ভগ্না ॥ ৪৮ ॥

মহারাজ ভীম যে সকল দেবতাব্রাহ্মণ রক্ষা করিতেন, শিবরাজ খড়্গদর্পে গৌড়দেশ ব্যস্ত করিলেও সে সমূহ রক্ষা করিয়াছিলেন।

কবি সন্ধ্যাকর নন্দীকে শাস্ত্রী মহাশয় বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন। তখন বারেন্দ্র শ্রেণী ব্রাহ্মণের সৃষ্টি কোথা হইতে হইল? ইহা আলোচনার যোগ্য। পালরাজ্যের প্রতাপ বিনষ্ট হইবার পরে * গৌড়ীয়

---

* রামচরিতম্ কাব্যের মুখবন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, পালরাজগণ ৭৭০ হইতে ১১১৯ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১১১৯ খ্রীঃ অব্দেই বাঙ্গালায় সেন রাজগণের রাজত্ব আরম্ভ হয়।

মহাযুদ্ধাবসানে নির্বীর গৌড়সাম্রাজ্যে সেন-রাজগণ অতি সহজে আধিপত্য বিস্তার করিতে সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। 'সেথ শুভোদয়া' গ্রন্থে তাহার বিবরণ আছে। বারেন্দ্রগণের কুলপঞ্জিকাতে লিখিত হইয়াছে যে, ভট্টনারায়ণাদি পঞ্চমহর্ষি অযাজ্য আদিশূরের যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করিলে দেশস্থ ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে সমাজচ্যুত করিয়া দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। তাঁহারাও গৌড়দেশে আদিশূরের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া দুঃখের কথা অবগত করাইয়া রাঢ় দেশেই বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। পরে ভট্টনারায়ণাদি কালকবলে পতিত হইলে কান্যকুব্জস্থিত পূর্ব্ব পক্ষীয় পুত্রগণ পিতার শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দেশস্থ ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিলে ব্রাহ্মণগণ নিমন্ত্রণ রক্ষা না করিয়া পুত্রগণকেও সমাজচ্যুত করিয়া দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। তাঁহারাও গৌড়দেশে আদিশূরের নিকট আসিয়া রাঢ় দেশে বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণের নিকট না থাকিয়া বরেন্দ্র দেশে বসতিস্থাপন করিলেন। (স্থানান্তরে বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকা উদ্ধৃত হইল।) আদিশূর রাঢ়-দেশে প্রথমতঃ যজ্ঞকার্য্যের জন্য কান্যকুব্জ হইতে সভৃত্য ব্রাহ্মণপঞ্চকে আনয়ন করেন। তাহার পর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বপুরুষগণ গৌড়ে আসেন এবং সেনরাজ বল্লাল সেনের সময় রাঢ়ী বারেন্দ্র শ্রেণী বিভাগ করা হয়। অতএব তৎপূর্ব্ববর্ত্তী রামপালের পুত্র মদন পালের সভাসদ সন্ধ্যাকর নন্দী বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ কিরূপে হইবেন?

রামচরিত কাব্যের শেষভাগে "কবিপ্রশস্তি" নাম দিয়া চারিটী শ্লোকের রচনাকৌশলে কবি স্বল্পাক্ষরে আপনার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন :—

বসুধাশিরোবরেন্দ্রীমণ্ডলচূড়ামণিঃ কুলস্থানং।
শ্রীপৌণ্ড বর্দ্ধনপুরপ্রতিবদ্ধঃ পুণ্যভূঃ বৃহদ্ঘটুঃ ॥ ১ ॥

তত্র বিদিতে বিদ্যোতিনি নন্দিরত্নসন্তানে।
সমজনি পিনাকনন্দী নন্দীব নিধিগুণৌঘস্য ॥ ২ ॥
তস্য তনয়ো মতনয়ঃ করণ্যানামগ্রণী রনর্ঘগুণঃ।
সান্ধিশ্রীপদাসম্ভাবিতাভিধানতঃ প্রজাপতির্জাতঃ ॥ ৩ ॥
নন্দিকুলকুমুদকাননপূর্ণেন্দুর্নন্দনোঽভবত্তস্য।
শ্রীসন্ধ্যাকর নন্দী পি(প্ত)শুনাস্কন্দী সদানান্দী ॥ ৪ ॥

কবির ' পিতামহের নাম পিনাক নন্দী, পিতার নাম প্রজাপতি নন্দী। এই প্রজাপতি নন্দী রামপালের সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। কয়েকটী ছত্রে পিতার গুণগ্রাম বর্ণনা করিয়া নিজের বিদ্যাবত্তার পরিচয় দানার্থ কতকগুলি শ্লোক রচনা করিয়াছেন। ঐ সকল শ্লোকে তিনি রামচরিতকে "কলির রামায়ণ" এবং নিজেকে 'কলিকালের বাল্মীকি' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু কোথাও নিজগোত্র, জাতি বা বংশপরিচয় বলিয়া যান নাই। শাস্ত্রী মহাশয় নন্দী উপাধি নন্দনা গ্রাম হইতে হইয়াছে বলিয়া কবি সন্ধ্যাকরকে বারেন্দ্র-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন। *

পালবংশের মন্ত্রিগণ বংশপরম্পরায় গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহারা

---

* The author belonged to a very respectable family of Varendra Brahmans, who derived their name from their residence in the Varendra country, *i. e.*, North Bengal, the scene of the struggles of Rampala for Empire. The residential village from which Sandhyakara's family derived their cognomen is Nanda, perhaps a contraction of Nandana. The family is still well known.

Introduction—p. 1.

রাঢ়ী বা বারেন্দ্র ছিলেন না, এই কথা প্রমাণ করা নিষ্প্রয়োজন। সন্ধ্যাকরও যে গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নন্দী উপাধি দেখিয়া তাহাকে কায়স্থ ধারণা করা যাইতে পারে না। তিলি জাতিতেও নন্দী উপাধি আছে। এমন অনেক উপাধি আছে, যাহা দ্বারা ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, কায়স্থ, গোপ ও অন্যান্য জাতি পরিচিত হয়। যথা "কর" উপাধি গৌড়াদ্য-বৈদিক গণের মধ্যেও আছে, কায়স্থের মধ্যে ও অন্যান্য জাতির মধ্যেও আছে। অতএব নন্দী উপাধি দেখিয়া তাঁহাকে কায়স্থ বা তিলি বলাও যাইতে পারে না। সে যুগে কায়স্থ বা তিলি জাতীয় কেহই সংস্কৃতজ্ঞ হইতেন না। শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, নন্দী উপাধি নন্দনা গ্রাম হইতে হইয়াছে, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। বারেন্দ্র কুলবিবরণ মতে নন্দনাবাসী নামে একটী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ পরিবার আছেন। এই বংশেই ভারতবিখ্যাত মনু-টীকাকার কুল্লুকভট্ট জন্মগ্রহণ করেন এবং রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় এই প্রসিদ্ধ পরিবারের নেতা; কিন্তু নন্দনাবাসী শ্রেষ্ঠ বারেন্দ্র-শ্রোত্রিয়ের বংশে দিবাকর ভট্ট হইতে অদ্য পর্য্যন্ত কাহারও নন্দী উপাধি দেখা যায় না। কবির কাব্য সূচনায় "শ্রীঘনায় নমঃ সদা" হইতেই বুঝা যায়, তিনি বৌদ্ধ ছিলেন (১৯১৩ জানুয়ারী সংখ্যা ঢাকা-রিভিউ)। গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণের বৌদ্ধ ভাবাপন্ন হওয়ার একটা জনশ্রুতি আছে। মুঞ্জশ্রী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলিয়াও যেমন আদৃত ছিলেন, সেইরূপ বৌদ্ধগুরু বলিয়াও সম্মানিত হইতেন (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)। সিংহলের ইতিহাসে দেখা যায়, রামচন্দ্র কবিভারতী নামক জনৈক গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ তথায় যাইয়া পরাক্রমবাহুর রাজত্বকালে সমস্ত বৌদ্ধমঠের কর্ত্তা হইয়াছিলেন। বৌদ্ধভাবাপন্ন ব্রাহ্মণ কবি সন্ধ্যাকরও এইরূপ 'শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধন-প্রতিবদ্ধ' গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন।

খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ ভারত ভ্রমণে আসিয়া দেখিয়াছিলেন যে, দক্ষিণ বঙ্গের রাজধানী তমলুক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে আলোকিত ছিল—বৌদ্ধমঠ অপেক্ষা পঞ্চগুণাধিক হিন্দু দেবমন্দিরের উচ্চ-চূড়ায় সুশোভিত ছিল।

Hiouen Thasang travelled from the Punjab to the mouth of the Ganges and made journeys into southern India * * * * In the south-west, Orissa was a strong-hold of the faith. But at the seaport of Tamluk at the mouth of the Hugly the temples of the Brahmin Gods were five times more numerous than the Converts of the faithful.—*Imperial Gazetteer of India, Vol. IV. P. 258.*

হিউয়েন সাঙ্ পঞ্জাব হইতে গঙ্গার মোহানা পর্য্যন্ত এবং দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করেন, তৎকালে উড়িষ্যায় বৌদ্ধধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। কিন্তু গঙ্গার মোহানার নিকট সামুদ্রিক বন্দর তাম্রলিপ্তে বৌদ্ধমঠ অপেক্ষা পঞ্চগুণাধিক ব্রাহ্মণদিগের দেবমন্দির ছিল। ইহাঁরাও গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ।

এই তমলুক হইতেই গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য রাজন্য, বৈশ্যবণিকগণ সমগ্র ভারত সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া তথায় গৌড়ীয় হিন্দুধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন—বাঙ্গালী আর্য্য জাতির বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মান করিয়া জগতের বরেণ্য হইয়াছিলেন *। চীনদেশীয় পর্য্যটক ফাহিয়ান খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে যবদ্বীপে বৌদ্ধধর্ম্ম বিদ্বেষী বহু সংখ্যক হিন্দু ব্রাহ্মণ দেখিয়া যান †। ইহাঁরাও গৌড়ীয় ব্রাহ্মণের বংশধর।

---

* পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দেবানন্দ ভারতী সঙ্কলিত তমলুকের ইতিহাস।

† Elphinstone's History of India, Appendix IX.

গৌড়ে ব্রাহ্মণ্য শক্তি।

বঙ্গদেশে তখনও রাঢ়ীয় বারেন্দ্র ঠাকুরগণের পূর্ব্বপুরুষ পঞ্চ মহর্ষির শুভাগমন হয় নাই, তখনও বঙ্গের সামন্তরাজ শ্যামলবর্ম্মদেব তাঁহার শাকুন সত্র সম্পাদন করিবার জন্য শুনক গোত্রীয় পাশ্চাত্য বৈদিক ঠাকুরগণের আদিপুরুষ যশোধর মিশ্র মহাশয়কে আহ্বান করেন নাই, তখনও যবন অত্যাচারে বশিষ্ঠাদি গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ কান্যকুব্জ ত্যাগ করিয়া বঙ্গে পলায়ন করেন নাই, এমন কি তখনও যবনদুন্দুভি দিল্লীর দ্বারে প্রতিধ্বনিত হয় নাই এবং গজনির মামুদ ভারত আক্রমণ করিবার জন্য সিন্ধু নদী অতিক্রম করিতে সাহসী হন নাই। সেই সময়ের বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অবস্থা আলোচনা করিলে বিশেষ প্রতীয়মান হইবে যে, গৌড়ীয় বৈদিক ঠাকুরগণই তাৎকালিক আর্য্যসমাজের কর্ণধার ছিলেন।

পালবংশীয় রাজাধিরাজ গোপালদেব হইতে আরম্ভ করিয়া গোবিন্দ পাল পর্য্যন্ত গৌড়রাজ্যলক্ষ্মী পালবংশের অঙ্কশায়িনী ছিলেন। মধ্যে দিব্বোক, রুদোক ও ভীম পালবংশের হস্ত হইতে রাজসিংহাসন বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছিলেন। ৮ম শতাব্দীতে 'মাৎস্যন্যায়' অরাজকতা দূর করিবার জন্য জনসাধারণ বপ্যটতনয় গোপালদেবকে রাজ্যলক্ষ্মীর "কর গ্রহণ করাইয়াছিলেন"। খালিমপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে গোপালদেবের গৌড় রাজ্য লাভের কাহিনী বিবৃত আছে। গরুড়স্তম্ভের ১ম, ২য় শ্লোকে বর্ণিত আছে যে, গৌড়ীয় ব্রাহ্মণমন্ত্রী শাণ্ডিল্য গোত্রীয় বীরদেবের পুত্র গর্গের মন্ত্রণাবলে ধর্ম্মপালদেব মগধাদিদেশ জয় করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপালদেবের পুত্র শ্রীদেবপালদেব দর্ভপাণির "নীতিকৌশলে নৃপহস্তীর মদজলসিক্ত শিলাসংহতিপূর্ণ নর্ম্মদার জনক বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে আরম্ভ করিয়া, মহেশ-ললাট-শোভি-ইন্দুকিরণে উদ্ভাসিত হিমাচল পর্য্যন্ত, এবং সূর্য্যের উদয়াস্তকালে অরুণরাগরঞ্জিত জলরাশির আধার পূর্ব্বসমুদ্র এবং পশ্চিম

সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী সমগ্র ভূভাগ করপ্রদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন" (৫)। নানা-মদমত্ত-মাতঙ্গজমদবারি-নিষিক্ত ধরণিতল-বিসর্পি-ধুলিপটলে দিগ-ন্তরালসমাচ্ছন্ন করিয়া দিকচক্রাগত ভূপালবৃন্দের চির সঞ্চরমান সেনাসমূহ যাহাকে নিরন্তর দুর্ব্বিলোক করিয়া রাখিত। সেই দেবপাল (নামক) নরপাল (উপদেশ গ্রহণের জন্য) দর্ভ্ভপাণির অবসরের অপেক্ষায় তাঁহার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিতেন (৬)। সুররাজকল্প [দেবপাল] নরপতি [সেই মন্ত্রীবরকে] অগ্রে চন্দ্রবিম্বানুকারী [মহার্হ] আসন প্রদান করিয়া নানা নরেন্দ্রমুকুটাঙ্কিত পদপাংশু হইয়াও স্বয়ং সচকিত ভাবেই সিংহাসনে উপবেশন করিতেন" (৭)।

প্রবল পরাক্রান্ত দেবপাল দেব স্বীয় সচিবের সম্মুখে "সচকিত" ভাবে কি কারণে উপবেশন করিতেন, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে অবগত হইতে পারা যায় যে, প্রকৃতিপুঞ্জকর্ত্তৃক দেবপালের পিতামহ গোপালদেব সিংহাসনে অভিষিক্ত হইবার কথা আলোচনা করিলে জননায়ক মন্ত্রিগণকেই [King-maker] রাজনির্ব্বাচনকারী বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। সচকিত শব্দ প্রয়োগে [ইঙ্গিতে] সেই ঐতিহাসিক তত্ত্ব সূচিত হইয়া থাকিতে পারে। নচেৎ কেবল মন্ত্রিবরের প্রতি পদোচিত সম্মান প্রদর্শন বিজ্ঞাপনার্থ "সচকিত" শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে না। ইহাতে বৌদ্ধনরপালগণের শাসন সময়ে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণের সমুচিত পদ মর্য্যাদার অভাব না থাকিবারই প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় অধ্যাপক কিলহর্ণ "অগ্রে" শব্দের অর্থ করিয়াছেন first offiered him a Chair of State. ইহাতে মন্ত্রিবংশের কিরূপ প্রাধান্য ছিল তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অত্রি হইতে যেমন চন্দ্রের উৎপত্তি সেইরূপ তাঁহার এবং শর্করা দেবীর পরমেশ্বরবল্লভ শ্রীমান্ সোমেশ্বর [নামক] পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল (৮)।

শিব যেমন শিবার, হরি যেমন লক্ষ্মীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিও সেইরূপ গৃহাশ্রম প্রবেশ কামনায় রল্লা দেবীকে যথাশাস্ত্র [পত্নী রূপে] গ্রহণ করিয়াছিলেন (১০)।

"তাঁহাদিগের কেদার মিশ্র নামক তপ্তকাঞ্চন-বর্ণাভ কার্ত্তিকেয় তুল্য (এক) পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার [হোমকুণ্ডোত্থিত] অবক্র-ভাবে বিরাজিত সুপুষ্ট হোমাগ্নি-শিখাকে চুম্বন করিয়া দিকচক্রবাল যেন সন্নিহিত হইয়া পড়িত। তাঁহার বিস্ফারিত শক্তি দুর্দ্দমনীয় বলিয়া পরিচিত ছিল। আত্মানুরাগ-পরিণত অশেষ বিদ্যা [যোগ্যপাত্র পাইয়া] তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছিল। তিনি স্বকর্ম্মগুণে দেব-নরের হৃদয়-নন্দন হইয়াছিলেন।" *

"দর্ভপাণির পর তাঁহার পৌত্র কেদার মিশ্র দেবপালের মন্ত্রিত্ব পদ লাভ করিয়া "তাঁহার পরামর্শ মতে গৌড়েশ্বর উৎকলকুল উৎকলিত করিয়া হূনগর্ব্ব খর্ব্বীকৃত করিয়া এবং দ্রাবিড়-গুর্জ্জরনাথ-দর্প চূর্ণীকৃত করিয়া দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সমুদ্রমেখলাভরণা বসুন্ধরা উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন (১৩)"।

---

* এই শ্লোকে এক অর্থে কার্ত্তিকেয়কে অন্য অর্থে কেদারমিশ্রকে সূচিত করিবার জন্য অনেকগুলি দ্ব্যর্থ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। মিশ্রপক্ষে "শিখি শিখা" হোমাগ্নি শিখা, কার্ত্তিকেয় পক্ষে ময়ূরপুচ্ছ। মিশ্রপক্ষে স্ফারশক্তি বাহুবল, কার্ত্তিকেয়পক্ষে "শক্তি" নামক অস্ত্র। মিশ্রপক্ষে বিদ্যা, জ্ঞান, কার্ত্তিকেয় পক্ষে "মাতৃকাগণ" ; মিশ্রপক্ষে ক্রিয়া যাগযজ্ঞ, কর্ত্তিকেয় পক্ষে "অসুর-নিপাত"। মিশ্রপক্ষে 'জাতরূপ' প্রশান্তরূপ কার্ত্তিকেয় পক্ষে কাঞ্চন। কার্ত্তিকেয়ের ধ্যানের সঙ্গেও ইহার কিছু সম্পর্ক আছে—

কার্ত্তিকেয়ং মহাভাগং ময়ূরোপরি সংস্থিতং
তপ্তকাঞ্চন বর্ণাভং শক্তিহস্তং বরপ্রদং
দ্বিভুজং শত্রুহন্তারং নানালঙ্কারভূষিতং।

দশম শতাব্দের প্রারম্ভে দেবপালের মৃত্যুর পর, বিগ্রহপাল গৌড়সিংহাসনে আরোহণ করেন। মহম্মদ ঘোরী কর্ত্তৃক দিল্লী আক্রান্ত হইবার এখনও ২৫০ শত বৎসর বাকী। বাদলস্তম্ভে এই বিগ্রহপাল শূরপাল নামে অভিহিত হইয়াছেন। "সেই বৃহস্পতি তুল্য কেদার মিশ্রের যজ্ঞ স্থলে, সাক্ষাৎ ইন্দ্রতুল্য শত্রু-সংহারকারী নানাসাগর-মেখলাভরণা বসুন্ধরার চিরকল্যাণকামী শ্রীশূরপাল নরপাল স্বয়ং উপস্থিত হইয়া অনেকবার শ্রদ্ধাসলিলাপ্লুত হৃদয়ে, নতশিরে পবিত্র [শান্তি] বারি গ্রহণ করিয়াছিলেন (১৫)।"

অর্থাৎ গরুড়স্তম্ভের ১৫ শ্লোক দ্বারা অনুমতি হয় যে, কেদার মিশ্রের শাসন কৌশলে যুদ্ধবিগ্রহ দূরীভূত হইয়াছিল, বৌদ্ধরাজশাসনকালেও সনাতন বেদযজ্ঞে পূজা অর্চ্চনায় পবিত্র শান্তিতে শূরপাল ওরফে বিগ্রহ-পাল রাজ্য করিয়াছিলেন।

বিগ্রহপালের পত্নী মহারাণী লজ্জার গর্ভজাত নারায়ণ পাল পিতার মৃত্যুর পর গৌড় সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন! সচিবশ্রেষ্ঠ কেদার মিশ্রের পুত্র গরুড়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠাতা রামগুরব মিশ্র নারায়ণ পালের মন্ত্রী ছিলেন। গরুড়স্তম্ভে অঙ্কিত ১৯ শ্লোক দ্বারা "বিজিগীষু" নারায়ণ পাল তাঁহাকে মাননীয় মনে করিতেন সূচিত হইয়াছে। গরুড়স্তম্ভের ১৯ হইতে ২৮ শ্লোক পর্য্যন্ত সচিবপ্রধান রামগুরব মিশ্রের নীতিকুশলতায় বেদ-বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ প্রভৃতি বিদ্যাবত্তার ভূয়সী প্রশংসা কীর্ত্তিত হইয়াছে। ভাগলপুরের তাম্রশাসন নারায়ণ পালের রাজত্বের ১৬শ বৎসরে সম্পাদিত হইয়াছিল। এই শাসনের আটটি শ্লোকে নারায়ণ পালের ন্যায়নিষ্ঠা দানশীলতা ও সাধু চরিত্রের ভূয়সী প্রশংসা করা হইয়াছে।

গৌড়রাজমালা, ৩৩ পৃঃ।

পরিশিষ্টে গরুড়স্তম্ভের সমুদয় শ্লোকগুলি ও তাহার অনুবাদ অর্থ উদ্ধৃত করা হইল।

নারায়ণ পালের পুত্র রাজ্যপালও শান্তিপ্রিয় ছিলেন। দিনাজপুর জেলায় বাণনগরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে লিখিত হইয়াছে, রাজ্যপাল "জলধিমূল-গভীরগর্ত্ত" জলাশয়ে এবং "কুলপর্ব্বত তুল্য কক্ষবিশিষ্ট দেবালয়" নির্ম্মাণ করিয়া কীর্ত্তিলাভ করিয়াছিলেন। রাজ্যপালের পুত্র ২য় গোপাল পিতার পরলোক গমনের পর, সিংহাসনে আরোহণ করিয়া "চিরতরে" "অবনীর একমাত্র ভর্ত্তা" ছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে (গৌড়রাজমালা ৩৪ পৃঃ)। ২য় গোপালের পুত্র ২য় বিগ্রহ পাল গৌড়-সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই ২য় বিগ্রহপাল হইতে তাঁহার পুত্র শ্রীমহীপাল দেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনিই আনুমানিক ৯৮০ খ্রীঃ অব্দে পিতৃ সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া 'অনধিকারী' কর্ত্তৃক বিলুপ্ত পিতৃরাজ্যের উদ্ধার সাধন করিয়া ভূপালগণের মস্তকে চরণপদ্ম স্থাপন করিয়াছিলেন। লামা-তারানাথ লিখিয়া গিয়াছেন যে, মহীপাল ৫২ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। সারনাথের শিললিপি হইতে জানা যায় যে, গৌড়াধিপ মহীপাল ১০৮৩ সম্বতে (১০২৬ খ্রীঃ অব্দে) জীবিত ছিলেন। মহীপালদেব যখন গৌড়ের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়া পুণ্যতীর্থ কাশীপর্য্যন্ত রাজদণ্ড চালনা করিতে ছিলেন, তখন গজনীর মামুদ কান্যকুব্জের দ্বারে সাহি জয়পালকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিলেন। উক্ত কান্যকুব্জাধিপতি, পুত্র আনন্দপাল, পৌত্র ত্রিলোচন পাল মামুদের গতিরোধ করিতে গিয়া নিহত হইয়াছিলেন। মামুদ রাজ্য অধিকার করিতে আইসেন নাই ; তিনি হিন্দুধর্ম্মের লোপসাধন কামনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া থানেশ্বর, মথুরা, কান্যকুব্জ, গোয়ালিয়র, কালেঞ্জর, সোমনাথ প্রভৃতি স্থানের দেবমন্দির লুণ্ঠন ও বিগ্রহ পদদলিত করিয়াছিলেন; কিন্তু পুণ্যধাম কাশীধামের দিকে অগ্রসর হইতে সাহসী হন নাই। মহীপালের সুব্যবস্থায় বারাণসী সুরক্ষিত ছিল বলিয়াই মামুদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিল। 'কাম্বোজান্বয়জ' গৌড়পতির কবল হইতে বরেন্দ্রী উদ্ধার করিয়া গৌড়াধিপ মহীপালদেব অশোকের ন্যায় যুদ্ধবিগ্রহ

পরিত্যাগ করিয়া পরহিতকর এবং পারত্রিক মঙ্গলজনক কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। রাঢ়দেশে (মুর্শিদাবাদ জেলায়) "সাগরদীঘি", বরেন্দ্রে (দিনাজপুর জেলায়) "মহীপালদাঘি" তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। মহীপালের পুত্র নয়পালও বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে উদ্ধার করিয়া গৌড়রাজ্য অখণ্ড রাখিয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নয়পালের পুত্র ৩য় বিগ্রহপাল গৌড়ের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন এবং মহীপাল, শূরপাল ও রামপাল এই তিন পুত্র বর্ত্তমান রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছিলেন। "রামচরিত" কাব্যে তৃতীয় বিগ্রহপালের পুত্রের এবং পৌত্রগণের রাজত্বের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় বিগ্রহপালের পুত্র দ্বিতীয় মহীপাল সিংহাসন লাভ করিয়া দুষ্কার্য্যরত [অনীতিকারস্তরত] হইয়াছিলেন এবং কনিষ্ঠ শূরপাল ও রামপালকে লৌহ-নিগড়ে নিবদ্ধ করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় মহীপালের অত্যাচারে প্রজাবর্গ ও সামন্ত রাজগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। তখনকার জননায়ক রাষ্ট্রনীতিবিশারদ দিব্য বা দিব্বোক যুদ্ধে মহীপালকে নিহত করিয়া জনকভূ বা পালরাজগণের জন্মভূমি বরেন্দ্রী অধিকার করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুজ রুদোকের পুত্র ভীম বরেন্দ্রীর রাজপদে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। মহীপালের ভ্রাতা রামপাল গৌড় পরিত্যাগ করিয়া সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত পরিভ্রমণ পূর্ব্বক সামন্ত রাজগণকে বশীভূত করতঃ মাতুল মহন দেবের আশ্রয়ে তৎপুত্র শিবরাজের কৌশলে মহাবল রাজা ভীমকে যুদ্ধে নিহত করিয়া পালরাজ্যের পুনরুদ্ধার করেন। এই গৌড়ীয় মহাযুদ্ধে উভয় পক্ষে বহু লোকক্ষয় হইয়াছিল। বাঙ্গালা দেশের এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অভিনয়ে সামন্ত রাজগণ বলহীন হইয়াছিলেন। এই রামপালের বিজয়-কাহিনী রামচরিতে তাৎকালিক কবি সন্ধ্যাকর নন্দী বর্ণনা করিয়াছেন। রাম পালের পর তৎপুত্র মদনপাল সিংহাসন লাভ করেন।

"প্রজাপুঞ্জের নির্ব্বাচনক্রমে এই রাজবংশ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া প্রজা-শক্তির সাহায্যে সমগ্র উত্তরাপথ-ব্যাপী বিপুল সাম্রাজ্য সংস্থাপিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল।" এই রাজবংশের প্রবল পরাক্রমশালী নরপাল দেবপাল দেবও, তদীয় ব্রাহ্মণ মন্ত্রিবর্গের সম্মুখে সচকিতভাবে সিংহাসনে উপবেশন করিতেন বলিয়া বরেন্দ্রমণ্ডলের গরুড়স্তম্ভ লিপিতে উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়! ইহা গৌড়ায় ব্রাহ্মণ্যশক্তির শ্রেষ্ঠতার পরিচায়ক নহে কি? সমগ্র গৌড়ীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্ম্মাবলম্বী প্রজাগণই গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ গণকে পূজা করিতেন। রামপালচরিতেও ভীমপাল ও তাঁহার পরাভব কারী ব্রাহ্মণ্য রক্ষার জন্য ব্যস্ত ছিলেন দেখিতে পাওয়া যায়।

অতএব সেনবংশের অভ্যুদয়ের বহুপূর্ব্ব হইতেই যে গৌড়াগ্ত-বৈদিক ব্রাহ্মণগণ সতেজে স্বসম্মানে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহার আর অধিক প্রমাণ দিতে হইবে না। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সময়ের বহু পূর্ব্বকাল হইতে গৌড়বঙ্গে ব্রাহ্মণাবাস হইয়াছিল। সেই সমস্ত ব্রাহ্মণবংশ এক্ষণে কোথায়? রাঢ়ী বারেন্দ্র, পাশ্চাত্য বা দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণ গৌড়ের আদি বৈদিক ব্রাহ্মণ বংশ সম্ভূত—এই কথা তাঁহারা কিছুতেই স্বীকার করিতে পারিবেন না; কারণ তাঁহারা কয়েকশত বৎসর মাত্র বঙ্গে বাস করিয়াছেন। গৌড়ের আদি ব্রাহ্মণ বংশ যে একেবারে নির্ব্বংশ হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদের চিহ্নমাত্র নাই, এই কথাও সম্ভবপর নহে। পাঁচজন মাত্র ব্রাহ্মণ দ্বারা ৯০০ শত বৎসরের মধ্যে যদি সমগ্র বাঙ্গালা ভারাক্রান্ত হইতে পারে সম্ভব হয়, তাহা হইলে মহাভারতীয় যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া পালবংশীয় রাজগণের শাসনকাল পর্য্যন্ত যে গৌড়ীয় বৈদিক ব্রাহ্মণগণ সতেজে সসম্মানে বিদ্যমান ছিলেন, তাঁহাদের একটী অঙ্কুরমাত্র বর্ত্তমানে জীবিত নাই, ইহা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানবিরুদ্ধ এবং অসম্ভব। মহাভারতে দেখা যায়, ভগবান পরশুরাম, ভারতসম্রাট্ ক্ষত্রিয়রাজ কার্ত্তবীর্জ্জার্জ্জুন কর্ত্তৃক স্বীয় পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য, একবিংশতি বার ক্ষত্রিয় বংশকে

ধ্বংশ করিয়াছিলেন, তথাপি পৃথিবী ক্ষত্রিয়শূন্য করিতে পারেন নাই। কিন্তু কেহ কি বলিতে পারেন যে, পরশুরামের ন্যায় কোন তেজস্বী মহাপুরুষ বঙ্গের আদি বৈদিক ব্রাহ্মণ বংশকে নির্ব্বংশ করিয়াছিলেন ? কেহ কি পুরাণ ইতিহাসে এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন ? কখনই না। আদি বৈদিক ব্রাহ্মণগণ বংশপরম্পরায় এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছেন। এক্ষণে প্রশ্ন, গৌড়ের আদি বৈদিক ব্রাহ্মণ কাহারা ? পরবর্ত্তী অধ্যায় গুলিতে এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

সপ্তম অধ্যায়।

ব্রাহ্মণের গোত্র প্রবর।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে প্রশ্ন উত্থাপন করা হইয়াছে, তাহার মীমাংসা করিতে হইলে, প্রথমে দেখিতে হইবে যে, গৌড়ের আদি বৈদিক ব্রাহ্মণগণের কোন্ কোন্ গোত্র ও প্রবর ছিল? গোত্র ও প্রবরের ইতিবৃত্তই বা কি? এই সকল বিষয় নিম্নে লিখিত হইতেছে।

মন্ত্রকৃৎ বা বেদস্তোতা ঋষিগণই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হন। পরিচয় স্থলে ব্রাহ্মণের কোন্ বেদ, কোন্ গোত্র ও কোন্ প্রবর বলিতে হয়। মদীয় পিতৃদেব সন্ধ্যার পর আমাকে কুলপরিচয় শিক্ষা দিতেন। ব্রাহ্মণের লক্ষণ কি, কত কালের ব্রাহ্মণ? প্রশ্ন করিয়া ভৃগুভারতসংহিতার শ্লোক মুখস্থ করাইয়া দিতেন:—

যাবন্মেরৌ স্থিতা দেবা যাবদ্ গঙ্গা মহীতলে।
চন্দ্রার্কৌ গগনে যাবৎ তাবদ্বিপ্রকুলে বয়ম্॥

সৃষ্টির পর ক্রমশঃ জন সংখ্যার বৃদ্ধি দেখিয়া, ঋষিগণ নৈকট্য-বিবাহ নিষেধ উদ্দেশ্যে বংশের পরিচয় নিমিত্ত গোত্র কল্পনা করিয়া সগোত্র বিবাহ নিষেধ করিয়া দিলেন।

অসপিণ্ডা তু যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে॥

ভৃগুপ্রোক্ত মনুসংহিতা।

আর্য্য ঋষিগণ হোমধেনু পালন করিতেন। তাঁহাদের সন্তান ও শিষ্যগণ এই হোমধেনু রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। ব্যাঘ্রভল্লুকাদি হিংস্র জন্তু হইতে নিজ নিজ গোধেনু সকলের ত্রাণ করিবার জন্য আশ্রমের নিকটেই গোচারণ ক্ষেত্র থাকিত। এই গোচারণ ক্ষেত্রের নামই গোত্র ছিল অর্থাৎ যাহা দ্বারা গরু ত্রাণ পায়। কালক্রমে একস্থানে বহু ঋষির গোচরণ স্থান থাকিত। প্রত্যেক ঋষির নামানুসারে গোচরণ ক্ষেত্রের নামকরণ হইত। পরবর্ত্তী কালে ঐ সকল ঋষি হইতে যত সন্তান বা শিষ্য জন্মিল, তাঁহারা নিজ নিজ গোত্রকারক পূর্ব্ব ঋষির নামে পরিচিত হইতে লাগিলেন। এই গোত্র পরিচয় দ্বারা কোন্ ঋষির বংশ-জাত বা কোন্ ঋষির শিষ্যসম্প্রদায়ভুক্ত তাহা অনায়াসে অবগত হইতে পারা যাইত। ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রগণ নিজ নিজ গুরু বা পুরোহিতের গোত্রানুসারে পরিচিত হইয়া থাকেন। বিশ্বামিত্রাদি ঋষিগণ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া গোত্র প্রবর্ত্তন করেন। তজ্জন্য ক্ষত্রিয়কুলজাত ঋষিকেও গোত্রসংস্থাপক দেখা যায়। আশ্বলায়ন-শ্রৌত সূত্রানুসারে পুরোহিতের গোত্রই ক্ষত্রিয়ের গোত্র স্থির হইয়াছে যথা—পুরোহিতপ্রবরোরাজ্ঞাং।

ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রাণাম্ গোত্রঞ্চ প্রবরাদিকং।
তথান্যবর্ণসঙ্করাণাং যেষাং বিপ্রাশ্চ যাজকাঃ॥

অগ্নিপুরাণ।

এই জন্য অনুলোম-বিবাহ-সঞ্জাত বর্ণসঙ্কর ও শূদ্রগণের সগোত্র বিবাহ নিষিদ্ধ নহে। কিন্তু ব্রাহ্মণগণের সমান গোত্র ও সমান প্রবর সঞ্জাত বংশে বিবাহ নিষেধ ; যথা ঃ—

"ইতি আচার মাধবীয় মদন পারিজাতয়োরাপস্তম্বঃ। সমানগোত্র-প্রবরাং সমুদ্বাহ্যোপগম্য চ। অস্যামুৎপাদ্য চাণ্ডালং ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে॥

সমান প্রবরত্বং সংজ্ঞা সংখ্যয়োরন্যূনাতিরিক্তত্বেন, ভিন্নগোত্রত্বেঽপি সমানপ্রবরত্বম্। যথা বাৎস্যসাবর্ণিগোত্রয়োরৌর্ব্বচ্যবনভার্গবজামদগ্ন্যাপ্নুবৎ

প্রবরাঃ। একগোত্রেঽপি প্রবরান্যত্বং তথাচ ঘৃতকৌশিকগোত্রস্য কুশিক-কৌশিক-ঘৃতকৌশিক-প্রবরাঃ কৌশিক-কুশিক-বন্ধুলাশ্চেতি প্রবরাঃ। অতো গোত্র প্রবরয়োপৃথক্ নির্দ্দেশঃ।

গোত্রাণি তু তত্তন্নামক গোত্রভাগীনি, বংশপরম্পরা-প্রসিদ্ধমাদিপুরুষ-ব্রাহ্মণরূপং গোত্রং তেন কাশ্যপঃ গোত্রং যস্য স কাশ্যপ গোত্রঃ। প্রবরস্তু গোত্র প্রবর্ত্তকস্য মুনের্ব্যাবর্ত্তকো মুনিগণ ইতি মাধবাচার্য্যঃ।"

উদ্বাহতত্ত্বম্।

মনুতে চতুর্বিংশতি গোত্রের উল্লেখ আছে যথা :—

"শাণ্ডিল্যঃ কাশ্যপশ্চৈব বাৎস্যঃ সাবর্ণকস্তথা
ভরদ্বাজোগৌতমশ্চ সৌকালীনস্তথাপরঃ।
কল্বিষশ্চাগ্নিবেশ্যশ্চ কৃষ্ণাত্রেয়বশিষ্ঠকৌ।
বিশ্বামিত্রঃ কুশিকশ্চ কৌশিকশ্চ তথাপরঃ।
ঘৃতকৌশিকমৌদ্গাল্যৌ অ্যালম্যানঃ পরাশরঃ।
সৌপায়নস্তথাত্রিশ্চ বাসুকীরৌহিতস্তথা।
বৈরাঘ্রপদ্যকশ্চৈব জামদগ্ন্যস্তথাপরঃ।
চতুর্ব্বিংশতির্বৈ গোত্রাঃ কথিতাঃ পূর্ব্বপণ্ডিতৈঃ॥

মনুর শেষ অবস্থায় ১৮ জন ঋষি উক্ত ২৪ শ গোত্র হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথক্ বংশ সৃষ্টি করেন। বৃহন্মনুর সময়ে সর্ব্বশুদ্ধ ৪২টী গোত্র গণিত হয়। যথা :—

জমদগ্নির্ভরদ্বাজোবিশ্বামিত্রাত্রিগৌতমাঃ।
বশিষ্ঠকাশ্যপাগস্ত্যা মুনয়ো গোত্রকারিণঃ॥
এতেষাং যান্যপত্যানি তানি গোত্রাণি মন্যতে।
সৌকালীনকমৌদ্গাল্যৌ পরাশর বৃহস্পতী॥

কাঞ্চনোবিষ্ণুকৌশিক্যৌ কাত্যায়নাত্রেয়ঃ কাণ্বকাঃ।
কৃষ্ণাত্রেয়ঃ সাঙ্কৃতিশ্চ কৌণ্ডিন্যোগর্গসংজ্ঞকঃ॥
আঙ্গিরস ইতি খ্যাতঃ অনাবৃকাখ্য সংজ্ঞিতঃ।
অব্য জৈমিনি বৃদ্ধ্যাখ্যাঃ শাণ্ডিল্যো বাৎস্য এবচ।
সাবর্ণালম্যানৌ বৈরাঘ্রপদ্যশ্চ ঘৃতকৌশিকঃ॥
শক্ত্রিঃ কাণ্বায়নশ্চৈব বাসুকির্গৌতমস্তথা
শুনকঃ সৌপায়নশ্চৈব মুনয়ো গোত্রকারিণঃ
এতেষাং যান্যপত্যানি তানি গোত্রাণি মন্যতে।

ইতি কুলদীপিকাধৃত ধনঞ্জয়কৃত ধর্ম্মপ্রদীপে।

সর্ব্বে দ্বিচত্বারিংশদ্গোত্রাঃ।

বাৎস্য কাশ্যপ সাবর্ণাঃ শাণ্ডিল্যাগ্নিস্তথাপরঃ।
দাল্‌ভ্য গোতমৌ কর্ম্ম্যঃ রঘুঃ পুণ্ডরিকস্তথা।
আলম্যানোবশিষ্ঠশ্চ পরাশরস্তথাপরঃ।
শক্ত্রিঃ কাঞ্চনোবিষ্ণুশ্চ কৃষ্ণাত্রেয়মহাতপাঃ।
আঙ্গিরসঃ কৌশিকশ্চ পৈণ্ডবস্তদনন্তরঃ।
ভরদ্বাজোমৌদ্গল্যশ্চ কাত্যায়নোমহাব্রতঃ।
হংসোসৌপায়নশ্চৈব কৌণ্ডিন্য গোত্রকারিণঃ
এতেষাং যান্যপত্যানি তানি গোত্রাণি মন্যতে॥

ধারাবাহিক ঐ সকল গোত্রপ্রবর-সঞ্জাত পুত্রগণ ঋষিযুগের অবসানে আদর্শপুরুষ শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও ধর্ম্মপ্রাণ ধর্ম্মরাজ মহারাজ যুধি-

ষ্টির পৃথিবী পরিত্যাগ করিলে সকলেই 'জাতি ব্রাহ্মণ' হইয়া পূর্ব্বস্মৃতি রক্ষার্থ স্ব স্ব আদি পুরুষ ও ঐ বংশীয় আর কতকগুলি প্রবর্ত্তক অর্থাৎ নিকট সম্বন্ধীয় ব্যক্তিগণকে নিত্য স্মরণার্থ আদি পুরুষকে গোত্র ও প্রবর্ত্তকগণকে প্রবর স্বরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। বিবাহ, শ্রাদ্ধ, তর্পণাদিতে গোত্রপ্রবর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন্ গোত্রের কোন্ প্রবর এবং তাহাদের পরিচয় নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

গোত্র	প্রবর	পরিচয়।
১। শাণ্ডিল্য	১ শাণ্ডিল্য, অসিত, দেবল ২ কাশ্যপ, অসিত, দৈবল	—শাণ্ডিল্য কশ্যপের পৌত্র অসিত দেবল কশ্যপ-বংশীয়
২। কাশ্যপ	কাশ্যপ, অপসার, নৈধ্রুব।	—মরীচির পুত্র কশ্যপ, কশ্যপ সন্তানেরা কাশ্যপ। অপসার, নৈধ্রুব; ইঁহারা উভয়েই কশ্যপ বংশীয় মন্ত্রকৃৎ ঋষি।
৩। বাৎস্য ও ৪। সাবর্ণ	ঔর্ব্ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য ও আপ্নবৎ	বাৎস্য সাবর্ণ উভয়েই ভৃগুবংশীয়। ভৃগুপত্নী পুলোমার গর্ভে চ্যবন ও আপ্নুবানের জন্ম হয়। আপ্নুবানের পুত্র ঔর্ব্ব্য, তদাত্মজ জমদগ্নি। ভার্গব শুক্রের অপর নাম।
৫ ভরদ্বাজ।	ভরদ্বাজ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য।	—অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি তৎপুত্র ভরদ্বাজ। অঙ্গিরার পুত্র আঙ্গিরস। বৃহস্পতির পুত্র বার্হস্পত্য।

গোত্র	প্রবর	পরিচয়।
৬। গৌতম।	গৌতম অপসার, আঙ্গিরস বার্হস্পত্য, নৈধ্রুব।	অঙ্গিরাবংশীয় গৌতমাপত্য।
৭। সৌকালিন।	সৌকালিন, আঙ্গিরস বার্হস্পত্য, অপসার, নৈধ্রুব।	সৌকালিনের পরিচয়, অজ্ঞাত
৮। কশ্বিষ	(প্রবর অজ্ঞাত)	(পরিচয় অজ্ঞাত)
৯। অগ্নিবেশ্য	ঐ	শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের ২য় অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, চন্দ্রবংশীয় নরিষ্যন্তের বংশে অগ্নিবেশ্যের জন্ম হয়। নবদ্বীপ নিবাসী রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত এই গোত্রে জন্ম গ্রহণ করেন।
১০। কৃষ্ণাত্রেয়।	কৃষ্ণাত্রেয়, আত্রেয়, আবাস	(পরিচয় অজ্ঞাত)।
১১। বশিষ্ঠ।	বশিষ্ঠ, অত্রি, সাঙ্কৃতি।—বশিষ্ঠ এবং অত্রি ব্রহ্মার মানসপুত্র। সাঙ্কৃতি অঙ্গিরাবংশীয় মন্ত্রকৃৎ ঋষি।	
১২। বিশ্বামিত্র।	বিশ্বামিত্র, মরীচি কৌশিক।—বিশ্বামিত্র চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন, তপস্যাবলে ব্রাহ্মণ হইয়া গোত্র প্রবর্ত্তন করেন। মরীচি ব্রহ্মার মানসপুত্র। বিশ্বামিত্র সন্তানেরা কৌশিক নামে খ্যাত।	
১৩। কুশিক।	কুশিক, কৌশিক, বিশ্বামিত্র।	

	গোত্র	প্রবর	পরিচয়।
১৪।	কৌশিক	কৌশিক, অত্রি, জামদগ্ন্য।	
১৫।	ঘৃতকৌশিক	কুশিক, কৌশিক, ঘৃতকৌশিক। ঐ ঐ ঐ বন্ধুল। ঘৃতকৌশিক, বিশ্বামিত্র, দেবরাট।	
১৬।	মৌদ্গল্য।	ঔর্ব্ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য আপ্নুবৎ	মৌদ্গল্য অঙ্গিরাবংশীয়। চন্দ্রবংশীয় হর্য্যাশ্বের পুত্র মুদ্গল হইতে মৌদ্গল্য হয়। ঐ গোত্রে কৃপাচার্য্যের জন্ম হয়।
১৭।	আলম্যান।	আলম্যান, শালঙ্কায়ণ, শাকটায়ণ। (পরিচয় অজ্ঞাত)	
১৮।	পরাশর।	বশিষ্ঠ, শক্তি, পরাশর—মিত্রাবরুণের যজ্ঞে কলস হইতে বশিষ্ঠ, বশিষ্ঠের পুত্র শক্তি, তৎপুত্র পরাশর।	
১৯।	সৌপায়ন।	ঔর্ব্ব্য চ্যবন ভার্গব জামদগ্ন্য আপ্নুবৎ	পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে।
২০।	অত্রি।	অত্রি, আত্রেয়, শাতাতপ।	অত্রি ব্রহ্মার মানসপুত্র, তৎপুত্র আত্রেয়। শাতাতপের পরিচয় অজ্ঞাত।
২১।	বাসুকি।	অক্ষোভ্য, অনন্ত, বাসুকি।	
২২।	রোহিত।	ভার্গব, নীললোহিত, রোহিত।—পরিচয় অজ্ঞাত।	
২৩।	বৈয়াঘ্রপদ্য।	সাঙ্কৃতি ঐ	
২৪।	জামদগ্ন্য।	জামদগ্ন্য, ঔর্ব্ব্য, বশিষ্ঠ।—জমদগ্নির পুত্র জামদগ্ন্য।	

	গোত্র	প্রবর	পরিচয়।
১।	অগস্ত্য	অগস্ত্য, দধীচি, জৈমিনি।	
২।	বৃহস্পতি	(প্রবর অজ্ঞাত)	অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি
৩।	কাঞ্চন	অশ্বত্থ, দেবল দেবরাজ।	
৪।	বিষ্ণু	বিষ্ণু, বৃদ্ধি, কৌরব।	
৫।	কাত্যায়ন	অত্রি, ভৃগু, বশিষ্ঠ।—কাত্যায়ন কশ্যপ বংশজ অত্রি, ভৃগু, বশিষ্ঠ, ইহারা ব্রহ্মার মানস পুত্র।	
৬।	আত্রেয়,	আত্রেয়, শাতাতপ, সাংখ্য।	
৭।	কাণ্ব	কাণ্ব, অশ্বত্থ, দেবল। পুরুবংশে অপ্রতিরথ জন্মে। 'তস্যপুত্র কণ্ব, তস্যপুত্র মেধাতিথি, যতঃ কাণ্বায়না দ্বিজা বভুবুঃ' (বিষ্ণুপুরাণং ৪ অংশঃ ১৯ অধ্যায়ঃ)। মেধাতিথি ঋগ্বেদ ভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। ইহার বংশে মৃত জয়নারায়ণ তর্ক-পঞ্চানন জন্ম গ্রহণ করেন।	
৮।	সাঙ্কৃতি	অব্যাহ, আরাত্রি, সাঙ্কৃতি।	মন্ত্রকৃৎঋষি ক্ষত্রবংশ।
৯।	কৌণ্ডিন্য	কৌণ্ডিন্য, স্তিমিক, কৌৎস্য।	
১০।	গর্গ	গর্গ, কৌস্তভ, মাণ্ডব্য।	
১১।	আঙ্গিরস	আঙ্গিরস বশিষ্ঠ, বার্হস্পত্য।	
১২।	অনাবৃক	গার্গ্য, গৌতম, বশিষ্ঠ।	
১৩।	অব্য	অব্য, বলি, সারস্বত।	
১৪।	জৈমিনি	জৈমিনি, উতথ্য, সাঙ্কৃতি।	
১৫।	বৃদ্ধি	কুরু, বৃদ্ধাঙ্গির, বার্হস্পত্য।	
১৬।	শক্তি	শক্তি, পরাশর, বশিষ্ঠ।	
১৭।	কাণ্বায়ন	কাণ্বায়ন, আঙ্গিরস বার্হস্পত্য, অপসার, আজমীঢ়।	

গোত্র	প্রবর	পরিচয়।
১৮। শুনক	শুনক, শৌনক, গৃৎসমদ।	ঔর্ব্বের পুত্র প্রমতি, তৎপুত্র রুরু, তৎপুত্র শুন, তৎপুত্র শৌনক, আয়ুর বংশে গৃৎসমদ, তৎপুত্র শৌনক ক্ষত্রবংশ।
১৯। রঘূ ২০। হংসঋষি ২১। কর্ম্ম্য ২২। পুণ্ডরিক।	ঔর্ব্ব্য চ্যবনেত্যাদি।	
২৩। গৌতম গৌতম	গৌতম, আঙ্গিরস বার্হস্পত্য, নৈধ্রুব গৌতম, বশিষ্ঠ, বার্হস্পত্য	গৌতম অঙ্গিরার পুত্র ক্ষত্রবংশ।
২৪। গর্গ	মাণ্ডব্য, কৌস্তভ, গর্গ এবং (মৎস্যপুরাণে) অঙ্গিরা, বৃহস্পতি, শিনি, গর্গ, ভরদ্বাজ।	

"অঙ্গিরাশ্চ মহাতেজা, দেবচার্য্যো বৃহস্পতিঃ।
ভরদ্বাজস্তথা গর্গঃ শিনিশ্চ ভগবান্ ঋষিঃ॥
ঋষয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।"—মৎস্যপুরাণং ১৯৫ অধ্যায়ঃ।

২৫। শৌনক — সুনহোত্র, গৃৎসমেদ।—চন্দ্রবংশীয় পুরূরবার আয়ু নামাপুত্রের ক্ষত্রবৃদ্ধ নামে সন্তান জন্মে, তৎপুত্র সুনহোত্র, তৎপুত্র গৃৎসমেদ, তৎপুত্র শৌনক।

"গৃৎসমদস্য শৌনকশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যপ্রবর্ত্তয়িতাবভূব॥
—বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ অংশ, ৮ম অধ্যায়ঃ

গোত্র	প্রবর	পরিচয়।
২৬। গর্গ ...	...	—গর্গের পুত্র শিনি। শিনি হইতে গার্গ্য ও শৌন্য নামে বিখ্যাত ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণগণ উৎপন্ন হইয়াছেন।

"গর্গাচ্ছিনিঃ ততোগার্গ্যাঃ শৌন্যাঃ ক্ষত্রোপেতা
দ্বিজাতয়ো বভুবুঃ ॥"—বিষ্ণুপুরাণং।

২৭।	কৌশল্য	কৌশল্য, অসিত, দেবল।	
১৮।	দালভ্য		
২৯।	ঋষ্যশৃঙ্গ	ঔর্ব্বচ্যবনেত্যাদি	বিভাণ্ডকঋষির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ। অঙ্গরাজ্যে অনাবৃষ্টিবশতঃ দুর্ভিক্ষ হইলে অঙ্গরাজ লোমপাদ ঋষির আশ্রম হইতে ঋষ্যশৃঙ্গকে ঋষির অজ্ঞাতে অঙ্গরাজ্যে আনয়ন করিবামাত্র ইন্দ্রদেব বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া অনাবৃষ্টি নিবারণ করেন।
৩০।	দেব		
৩১।	ঋষি অলক	ঔর্ব্ব্য চ্যবনেত্যাদি।	
৩২।	হংসল	গোয়েল, হংসল, বাসল, দেবল।	
৩৩।	আলাদাস	ঔর্ব্ব্য চ্যবনেত্যাদি।	
৩৪।	কর্ণঋষি।	ঐ	

মৎস্যপুরাণেও ৯২ জন মন্ত্রকৃৎ গোত্রকারক ঋষির নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথা—

এবং মন্ত্রকৃতঃ সর্ব্বে ঋৎশ চ নিবোধত।
ভৃগু কাশ্যপ প্রচেতা দধীচো হাত্মবানপি ॥

ঔর্ব্বোঽথ জমদগ্নিশ্চ বেদঃ সারস্বতস্তথা।
আষ্টিষেণশ্চ্যবনশ্চ বীতহব্যঃ সুবেধসঃ॥

* * * *

অসিতো দেবলশ্চৈব ষড়েতে ব্রহ্মবাদিনঃ।
অত্রিরর্চ্চনানাশ্চৈব শ্যাবশ্বোঽথ গবিষ্টরঃ।

* * * *

ব্রহ্মিষ্ঠা গন্তয়ো হ্যেতো বিজ্ঞেয়ৌ মন্ত্রবাদিনৌ।
ভলন্দনশ্চ বৎসশ্চ সঙ্কীলশ্চৈব তেত্রয়ঃ॥
এতে মন্ত্রকৃতো জ্ঞেয়া বৈশ্যানাং প্রবরাঃ সদা।
ইতি দ্বিনবতিঃ প্রোক্তা মন্ত্রায়ৈশ্চ বহিষ্কৃতাঃ॥

মৎস্যপুরাণম্ ১৪৫।৯৮-১১৭।

আশ্বলায়ন বৌধায়ন কাত্যায়ন আপস্তম্ব প্রভৃতি শ্রৌতসূত্রকারগণ ৭।৯ গোত্রকারক ব্রাহ্মণের উল্লেখ করিয়াছেন। বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, গৌতম, অত্রি, বশিষ্ঠ ও কশ্যপ এই সাতজন ঋষিই যে আদি গোত্রকারক তাহা বৌধায়ন সূত্রে লিখিত হইয়াছে।

পালবংশীয় নৃপতিগণের মন্ত্রিবংশের গোত্র যে শাণ্ডিল্য, তাহা পূর্ব্ব অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে এবং তাঁহারা যে বঙ্গের রাঢ়ী বা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ নহেন, তাহাও আলোচিত হইয়াছে। মহাভারতীয় যুগে অঙ্গে বঙ্গে কলিঙ্গে ব্রাহ্মণাবাস হইয়াছে, তাহাও ৪র্থ অধ্যায়ে প্রমাণিত হইয়াছে। যে সমস্ত গোত্রকারক ঋষির কথা এই অধ্যায়ে লিখিত হইল, সেই সমস্ত ঋষিসঞ্জাত ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক বঙ্গ কলিঙ্গ সনাতন আর্য্যধর্ম্মে আলোকিত ছিল, তাহা মহারাজ যুধিষ্ঠির প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সন্তানসন্ততিগণ আজও বাঙ্গালাদেশে বাস করিতেছেন। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে ইহা বিশেষ-রূপে আলোচনা করা যাইতেছে।

অষ্টম অধ্যায়।

রাঢ়ীকুলজ্ঞ মুলো পঞ্চাননের ব্রাহ্মণ-বিচার।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে সকল গোত্র প্রবর ও মন্ত্রকৃৎ ঋষির উল্লেখ করা হইয়াছে তাঁহাদের বংশসম্ভূত ব্রাহ্মণগণ জনশ্রুতিমূলক আদিশূরের জন্ম গ্রহণের সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান থাকিয়া বঙ্গভূমির গগনমণ্ডল যজ্ঞিয় হোমধূমে আচ্ছাদিত করিতেন। তান-লয়-যুক্ত উদাত্ত ও অনুদাত্ত স্বরে বেদধ্বনিতে বঙ্গভূমি মুখরিত করিতেন; তাই মহারাজ যুধিষ্ঠিরের তীর্থ-ভ্রমণ প্রসঙ্গে মহাভারতের বনপর্ব্বে লিখিত হইয়াছে—

"এতে কলিঙ্গাঃ কৌন্তেয় যত্র বৈতরণী নদী।
যত্রাযজত ধর্ম্মোঽপি দেবাঞ্ছরণমেত্য বৈ॥
ঋষিভিঃ সমুপায়ুক্তং যজ্ঞিয়ং গিরিশোভিতম্।
উত্তরং তীরমেতদ্ধি সততং দ্বিজ সেবিতম্॥ ১১৪।৪-৫

বহুগোত্রের ব্রাহ্মণ, কেবল মাত্র পাশ্চাত্য বৈদিক ও গৌড়াদ্য বৈদিক এই দুই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় মধ্যে দেখা যায়। রাঢ়ী ও বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে পঞ্চগোত্রের ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য গোত্রের ব্রাহ্মণ নাই। কান্যকুব্জ হইতে যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম লইয়া বিশেষ মতভেদ আছে। "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" নামক পুস্তকের ৪৩ ও ৪৪ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে,—রাঢ়ীয় ঘটক বাচস্পতি মিশ্রের মতে

শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণ, কাশ্যপ গোত্রীয় দক্ষ, বাৎস্য গোত্রীয় ছান্দড়, ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীহর্ষ এবং সাবর্ণ গোত্রীয় বেদগর্ভ আগমন করেন।

শাণ্ডিল্য গোত্রজঃ শ্রেষ্ঠো ভট্টনারায়ণঃ কবিঃ।
দক্ষোঽপি কাশ্যপ শ্রেষ্ঠো বাৎস্য শ্রেষ্ঠোঽপি ছান্দড়ঃ।
ভারদ্বাজিক গোত্রে চ শ্রীহর্ষো হর্ষবর্দ্ধনঃ।
বেদগর্ভোঽপি সাবর্ণে যথাবেদ প্রসিদ্ধকঃ।—কুলরাম।

দেবীবর ঘটকের মতে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ক্ষিতীশ, কাশ্যপ গোত্রীয় সুধানিধি, বাৎস্য গোত্রীয় বীতারাগ, ভরদ্বাজ গোত্রীয় মেধাতিথি, সাবর্ণ গোত্রীয় সৌভরি গৌড়ে আইসেন :—

শ্রীক্ষিতীশস্তিথিমেধা বীতরাগঃ সুধানিধিঃ।
সৌভরিঃ পঞ্চ ধর্ম্মাত্মা স্বাগতো গৌড়মণ্ডলে॥

আবার বারেন্দ্র-কুলজ্ঞেরা বলেন—শাণ্ডিল্য গোত্রীয় নারায়ণ, কাশ্যপ গোত্রীয় সুষেণ, বাৎস্য গোত্রীয় ধরাধর, ভরদ্বাজ গোত্রীয় গৌতম, সাবর্ণ গোত্রীয় পরাশর, এই পাঁচজন ব্রাহ্মণ গৌড়ে আইসেন :—

"নারায়ণস্তু শাণ্ডিল্যঃ সুষেণঃ কাশ্যপস্তথা।
বাৎস্যো ধরাধরো জ্ঞেয়ো ভরদ্বাজস্তু গৌতমঃ।
পরাশরশ্চ সাবর্ণঃ।"—গৌড়ে ব্রাহ্মণ ৪৩ পৃঃ।

ব্রাহ্মণপঞ্চকের নাম লইয়া মতভেদের কথা লিখিত হইল। আবার বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি হইতে প্রকাশিত গৌড়রাজমালায় আদিশূরের অনৈতিহাসিকতার কথা আলোচিত হইয়াছে। আদিশূরের নামে সত্য-সত্যই কোন একজন রাজা বর্ত্তমান ছিলেন কি না, তাহা বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণের গবেষণার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। আদিশূরের অস্তিত্ব

সম্বন্ধে দৃঢ়প্রমাণ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। যদি আদিশূরের অস্তিত্ব না থাকে, তাহা হইলে তাঁহার পুত্রেষ্টি যজ্ঞ অপ্রমাণ্য, প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিরোধী জনশ্রুতি মাত্র। সুতরাং তাঁহার ব্রাহ্মণানয়ন কাহিনী "বুড়া-ঠাম্‌দিদির রূপ কথায়" পরিণত হয়। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে এই বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। এক্ষণে রাঢ়ীয় ঘটক ঠাকুরগণের কুলপঞ্জিকা অবলম্বনে "ব্রাহ্মণ বিচার" অধ্যায় আলোচিত হউক।

এই ব্রাহ্মণ আনয়নের ব্যাপার ৯৫৪ শকাব্দায় ঘটিয়াছিল।

"বেদবাণাঙ্ক শাকে তু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ।"

বংশীবদন বিদ্যারত্ন ঘটকদত্ত প্রমাণং।

অতএব প্রায় ৮৮১ বৎসর হইল, বঙ্গে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্ব পুরুষের আগমন হইয়াছিল। আবার ১০০১ শকে অর্থাৎ ৪৭ বৎসর পরে পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণ আসিয়াছিলেন। অতএব রাঢ়ী বারেন্দ্র,পাশ্চাত্য দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণ বঙ্গের আদি-ব্রাহ্মণ নহেন। তাঁহাদিগের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় বঙ্গের ব্যাস বৈদিক ব্রাহ্মণ গৌড়ীয় সৎ ব্রাহ্মণ কি না। এই প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রমাণ রাঢ়ীয় ঘটকদিগের কুলকারিকা হইতে উদ্ধৃত করিলাম। কারণ বাদীর তরফ (Prosecution side) হইতে আসামীর সাফাএর (Defence) সন্তোষজনক প্রমাণ দিতে পারিলেই আসামী নির্দ্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। আসামীকে আর পৃথক্ সাফাই দিতে হয় না।

প্রাচীন কুলজ্ঞ নুলো পঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের গোষ্ঠী কথা হইতে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহার সম্বন্ধ-নির্ণয়ের পরিশিষ্টে নিম্নোদ্ধৃত কারিকাগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"পঞ্চ গোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই, তা'ছাড়া বামন নাই
যদি থাকে দুই এক ঘর, সাতশতী আর পরাশর।"

পঞ্চানন নুলো কয়, কান্যকুব্জ পরিচয়,
উভয় কুলে শতাধিক উনষাটি।
তাদের যাজ্য সুদ্বিজ, কদাচ নহে একজ,
সাতশতী যাজে যে অন্ত্যজ খাঁটি॥
অবৈদিক, নামে দ্বিজ, সৎকার্য্যে অসার,
অন্ত্যজ-যাজী কৌণ্ডিন্য, ব্যাস, পরাশর॥
এব বাঁশে জন্ম ডাকে, ব্যজন আর ধনুকে,
প্রাণ দানে আর নাশে, ত্যাজ্য, গ্রাহ্য, গুণ দোষে॥
তাই পিতৃ উপদেশে, ক্ষুধাতেও না বিনাশে,
নিষাদীরত ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট দ্বিজে।
গরুড় কহিল উঠ, ব্রহ্ম-বংশে জন্ম বট,
গলা জলে লয়ে সে প্রিয়া অন্ত্যজে।"—৩৮৭।৩৮৮পৃষ্ঠা।

সেন-রাজানুগৃহীত পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ বসবাস করিবার জন্য বঙ্গ-দেশে ৫৬ খানি গ্রাম পাইয়াছিলেন। সেই ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কোন ব্রাহ্মণ নাই ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা, অন্যত্র প্রদর্শিত হইয়াছে।

পাঠক মহাশয় মনোযোগের সহিত উদ্ধৃত কবিতার মর্ম্ম পরিগ্রহণ করুন, অনেক সত্য দেখিতে পাইবেন। নুলোপঞ্চানন উভয় কুল অর্থাৎ রাঢ়ী-বারেন্দ্রকুলে একশত উনষাটি গাঁই স্বীকার করিলেন। আর রাঢ়ী বারেন্দ্রগণ মাত্র সুদ্বিজ যাজন করিতেন, কদাচ একজ অর্থাৎ শূদ্র যাজন করিতেন না। আবার নুলো স্বীয় কবিতার মধ্যে—

"পঞ্চ গোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই। তা ছাড়া বামন নাই॥
যদি থাকে দুই এক ঘর। সাতশতী আর পরাশর"॥

এই প্রাচীন গাথা তুলিয়াছেন। ইহাতে "পঞ্চ গোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই" অর্থাৎ রাঢ়ী ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্য স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু শত গাঁই বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্য স্বীকৃত হয় নাই। সমাজ-তত্ত্বজ্ঞ নুলো পঞ্চানন মহাশয়

এক বাঁশ হইতেই প্রাণদাতা ব্যজন ও প্রাণনাশক ধনুকের উৎপত্তি ও গুণে গ্রাহ্য, দোষে ত্যাজ্য, যুক্তি দেখাইয়া গুণী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগকে কান্যকুব্জীয় সৎ ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন। মহাভারতের উক্তি মত নিষাদী কন্যার উপরত ধর্ম্মভ্রষ্ট ব্রাহ্মণকে গরুড় গলাধঃকরণ করিলে, ব্রহ্মহত্যা পাতকের কারণ গরুড়ের গলা জ্বলার কথা তুলিয়া, নীচ ব্রাহ্মণেরও ব্রাহ্মণ্য স্বীকার করিয়া লইলেন।

উল্লিখিত কারিকায় বিশুদ্ধ কনোজিয়া বারেন্দ্রদিগকে ব্রাহ্মণ হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। এইজন্য পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহার সম্বন্ধ-নির্ণয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

"এই কারিকা রাঢ়ীয়দিগের বিদ্বেষ ও ক্রোধের কথা।"—২১-২২ পৃষ্ঠা।
"ইহা রাঢ়ী বারেন্দ্র বিভাগকালে বল্লালের সময় সৃষ্ট।"—২৭৬-২৭৮ পৃষ্ঠা।

অতএব দেখা যাইতেছে, বল্লালের সময় বা তৎপূর্ব্ব হইতেই কনৌজ ব্রাহ্মণ, সাতশতী ও পরাশর ব্রাহ্মণগণ বর্ত্তমান ছিলেন। যে রাঢ়ীগণ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্য স্বীকার করেন নাই, তাঁহারাই সাতশতী ও পরাশর ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্য স্বীকার করিয়াছেন। এক্ষণে প্রশ্ন—পরাশর ব্রাহ্মণ কাহারা ?

উত্তর—পরাশর ব্রাহ্মণই বঙ্গীয় মাহিষ্য যাজী ব্রাহ্মণ। কারণ ঢাকা, পাবনা, ফরিদপুর, যশোহরের কিয়দংশ অঞ্চলে মাহিষ্যগণের নাম "পরাশর দাস"। এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণের নাম পরাশর ও লালমোহন বিদ্যানিধির মতে একটী " সচ্ছূদ্র সদৃশ" "অনুপনীত মাহিষ্য" জাতির নামান্তর "পরাশর দাস"। এই উভয় কথার সামঞ্জস্য করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, পরাশর ব্রাহ্মণই বঙ্গীয় মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ। পূর্ব্ব বঙ্গের আর্য্য কৈবর্ত্ত গণ, ঐ অঞ্চলের অনার্য্য অন্ত্যজ জালিক কৈবর্ত্তগণ হইতে আপনাদের পার্থক্যনির্ণয় জন্য এবং আপনাদের পুরোহিতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ 'পরাশর ব্রাহ্মণের দাস' এই অর্থে 'পরাশর-দাস' নাম ব্যবহার করেন।

পূর্ব্বাঞ্চলে পরাশর নাম প্রাপ্তির সম্বন্ধে কথিত আছে যে, "আদিশূরের বহুপূর্ব্বে পরাশর গোত্রীয় একজন সমাজপতি আপন স্বশ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ-গণকে লইয়া একটি দল গঠিত করেন এবং স্বীয় গোত্রের নামানুসারে ঐ দলকে পরাশর নামে অভিহিত করেন"। মাননীয় রিজলি সাহেবও "পরাশর দাস" ও "পরাশর ব্রাহ্মণের" কথা লিখিয়াছেন। ইঁহারাই পূর্ব্ববঙ্গে মাহিষ্য কৈবর্ত্ত ও তৎপুরোধা ব্রাহ্মণ। ৺ যাদবচন্দ্র লাহিড়ী তাঁহার "কুলকালিমা" গ্রন্থের ৩৬শ পৃষ্ঠায় মাহিষ্যগণের আশ্রয়ে অত্যাচারী রাজা বল্লাল সেনের অত্যাচারপ্রপীড়িত পরাশর ব্রাহ্মণগণের পৃথক্ সমাজ গঠনের ইতিবৃত্ত বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব প্রমাণ হইল যে, পরাশর ব্রাহ্মণ বঙ্গের আদিব্রাহ্মণ। ভুবনেশ্বর-প্রশস্তি ও হরিবর্ম্মার তাম্রশাসন সম্পর্কে 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস'-প্রণেতা বালবলভী-ভুজঙ্গ ভবদেব ভট্টের যে বিবরণ উদ্ধার করিয়াছেন, তাহাও এই পরাশর ব্রাহ্মণগণের প্রাচীন ইতিবৃত্ত সংগ্রহে অস্ফুট আলোক প্রদান করে। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তাহার আলোচনা করা হইয়াছে।

বিশ্বনিন্দক নুলো পঞ্চানন ইঁহাদিগকে অবৈদিক, নামে মাত্র দ্বিজ, সৎকার্য্যে অসার, বিশেষণ দিয়া নিন্দা করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু কখন কৃত্রিম ব্রাহ্মণ এই পাপ কথা মুখে আনিতে সাহসী হন নাই। তাঁহার কারিকাতেই ইহা সুব্যক্ত হইয়াছে। যথা—

"তাদের যাজ্য সুদ্বিজ, কদাচ নহে একজ,
সাতশতী যাজে যে অন্ত্যজ খাঁটি।
অবৈদিক, নামে দ্বিজ, সৎকার্য্যে অসার,
অন্ত্যজ-যাজী, কৌণ্ডিন্য, ব্যাস, পরাশর।"

সম্বন্ধ-নির্ণয়, পরিশিষ্ট, ৩৮৭।৩৮৮ পৃষ্ঠা।

অন্ত্যজযাজী (সাতশতী), কৌণ্ডিন্য (বর্ত্তমানে অপরিচিত), ব্যাস (হাওড়া মেদিনীপুর অঞ্চলে চাষী কৈবর্ত্তের পুরোহিত ব্রাহ্মণ ব্যাসোক্ত

নামে অপরের নিকট পরিচিত ; ঐ ব্যাসোক্ত শব্দই সংক্ষেপে পদ্যে "ব্যাস" নামে লিখিত হইয়াছে), পরাশর (পূর্ব্ব বঙ্গের কৃষি কৈবর্ত্তযাজী ব্রাহ্মণের নাম) ব্রাহ্মণকে নুলোপঞ্চানন, মাত্র অবৈদিক, নামে দ্বিজ, সৎকার্য্যে অসার বলিয়াছেন। তিনি এই ব্রাহ্মণের সামাজিক অমর্য্যাদা সম্বন্ধেও বলিয়াছেন—"ব্যাস আর সাতশতী বেদজ্ঞান হীন।

তাই তারা সমাজে এতাদৃশ ক্ষীণ॥"

ব্যাস ও সাতশতী বেদজ্ঞান হীন বলিয়া সামাজিক মর্য্যাদাহীন হইয়াছেন। বিশ্বনিন্দকের নিন্দা সম্পূর্ণ সত্য নহে, কিন্তু তাঁহার প্রচারিত সত্য অধিকতর মূল্যবান্। নুলোপঞ্চানন অনেকেরই অযথা নিন্দা করিয়াছেন। জগৎপূজ্য চৈতন্য দেব, স্মার্ত্ত রঘুনন্দন, নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি নুলোর হাত হইতে নিস্তার পান নাই, তা মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণের কথা ত দূরের কথা। নুলোর কারিকা :—

"চেয়ে ছোঁড়া বড় দুষ্ট নিমে তার নাম।
রঘো বেটা মোটাবুদ্ধি ঘটে করে থাম॥
কাণা ছোঁড়া বুদ্ধে দড় নাম রঘুনাথ।
মিথিলার পক্ষধর যারে করে মাথ॥
তিন জনে তিন পথে কাঁটা দিল শেষ।
ন্যায় স্মৃতি ব্রহ্মচর্য্য হইল নিঃশেষ॥
কাণার সিদ্ধান্তে ন্যায় গৌতমাদি হত।
প্রাচীন স্মৃতির মত নন্দা হাতে গত॥
শচী ছেলে নিমে বেটা নষ্ট মতি বড়।
মাতাপত্নী দুই ত্যাগী সন্ন্যাসেতে দড়॥"

মাহিষ্য-ক্ষত্রিয়-যাজী ব্রাহ্মণ যে বঙ্গের আদি-ব্রাহ্মণ, তাহার অন্যতম প্রমাণ, এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের গোত্র প্রবরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই অবগত হওয়া যায়। গ্রামে গ্রামে অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাদের নিম্ন

লিখিত গোত্র গুলি পাওয়া গিয়াছে। যথা—১ শাণ্ডিল্য, ২ গৌতম, ৩ হংসঋষি, ৪ ঘৃতকৌশিক, ৫ কর্ণঋষি, ৬ রঘুঋষি, ৭ দালভ্য, ৮ পুণ্ডরীক, ৯ কাত্যায়ন, ১০ আলম্যান, ১১ মৌদ্গল্য, ১২ সাবর্ণি, ১৩ ভরদ্বাজ, ১৪ কাশ্যপ ১৫ বাৎস্য। এই সকল গোত্র ছাড়া পূর্ব্ববঙ্গে আরও কতিপয় গোত্রের অনুসন্ধান প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, যথা—বশিষ্ঠ, পরাশর কাঞ্চন, বিষ্ণু, কৃষ্ণাত্রেয়, আঙ্গিরস, শক্তি, কৌণ্ডিল্য ও সৌপায়ন। বঙ্গীয়মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণের অমর্য্যাদার কারণ কেবল মাত্র ঈর্ষা ও দলা-দলি। সেনরাজগণ বাহুবলে মাহিষ্য রাজাদের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াও সহজে বশীভূত করিতে পারেন নাই। তদবধি জেতা ও জিত এই দুই জাতির মধ্যে দলাদলির সূত্রপাত হয়। সেনরাজগণ ও তাঁহাদের অনুগত জাতিগণ ঈর্ষা-পরতন্ত্র হইয়া ইঁহাদিগকে ও ইঁহাদিগের পুরোহিত-বর্গকে অপদস্থ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। জলবিম্বের ন্যায় সেন-রাজগণের অভ্যুদয় ও পতন হইয়াছে। কালের অনন্তগর্ভে সেনবংশ বিলীন হইয়া গিয়াছে। এখন আর বঙ্গে তাহাদের চিহ্ন মাত্র নাই; কিন্তু মাহিষ্য জাতির রাজ-চিহ্ন-ধ্বজা অদ্যাপি স্থানে স্থানে উড্ডীন হইতেছে। শাস্ত্রীয় ঐতিহাসিক ও ব্যবহারানুরূপ ভূরি ভূরি প্রমাণসত্ত্বেও কতকগুলি স্বার্থপর ব্যক্তি ইহাঁদিগকে ও তৎপুরোহিতগণকে সমাজের চক্ষে নীচ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করে।

মাহিষ্য জাতি, সেনবংশের পূর্ব্বে বাঙ্গালায় অতিশয় প্রবল ছিল, তাহা ইতিহাসেই বর্ণিত আছে; ইংরাজরাজদপ্তরে তাহার কাহিনী বিবৃত আছে। সেনগণের অভ্যুদয়ে মাহিষ্যগণ অভিভূত হইয়া পড়েন, তথাপি তাঁহারা পূর্ব্বযাজক পরিত্যাগ করেন নাই নূতন যাজকও গ্রহণ করেন নাই; এই তেজস্বিতাটুকু মাহিষ্য জাতির মহাগ্লানির কারণ হইয়া উঠিয়াছে। কনৌজাগত পঞ্চ যাজ্ঞিকের সন্তানগণ সপ্তশতীকে স্বদলে স্থানদিয়া, রাঢ়ীয় চিহ্নে চিহ্নিত করিয়া, নবশাখ জাতির পৌরোহিত্য

করিতে লাগিলেন। এমন কি, খাঁটি শত শত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও নবশাখের যাজকতা করিয়া শূদ্রযাজক নামে পরিচিত হইয়া উচ্চতম সমাজে নিগৃহীত হইতে লাগিলেন অর্থাৎ অশূদ্র-প্রতিগ্রাহী কনোজ ব্রাহ্মণের নিকট অপাঙ্‌ক্তেয় হইতে লাগিলেন, তখনও মাহিষ্য জাতি প্রাচীন যাজক পরিত্যাগ করিল না। কনৌজাগত ব্রাহ্মণ পঞ্চকের সন্তানগণ প্রথমে শূদ্রযাজন করেন নাই, যথা—

"তাদের যাজ্য সুদ্বিজ, কদাচ নহে একজ,
সাতশতী যাজে যে অন্ত্যজ খাঁটি।"—সম্বন্ধ-নির্ণয়।

নুলোর সময় পর্য্যন্ত অর্থাৎ ৪০০ শত বৎসর পূর্ব্বেও বৈদ্য, কায়স্থ ও নবশাখ জাতি বিশুদ্ধ কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণের যাজ্য ছিল না, কারণ বৈদ্য, কায়স্থ নবশাখ কেহই সুদ্বিজ নহেন।

যদি বলেন, কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ বৈদ্যজাতির পৌরোহিত্য লইয়াই বঙ্গদেশে আইসেন; বৈদ্যজাতি প্রথম হইতে তাঁহাদের যাজ্য ছিলেন, তবে এখন না থাকার কোন হেতু নাই। তদুত্তরে দেখা যায়, বৈদ্যজাতি প্রথম হইতে কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণের যাজ্য থাকিলেও পরবর্ত্তিকালে কান্যকুব্জীয়গণের অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হন, যথা—

"একদিন রাজা (মাধব) জিজ্ঞাসিলেন পঞ্চগোত্রীরে
মহাবংশ কুলীন আদি সিদ্ধ শ্রোত্রিয়ে।
কহ সভাসদ আছ যতেক পণ্ডিত
কি হেতু তোজিলে বৈদ্য, ছিলে পুরোহিত।
তখন—উত্তরিলা মহেশাদি যতেক সুকৃতি
(উত্তর)—বৈদ্য ক্রমশঃ বৃষলে গণ্য অত্রত্য তত্রত্য
তাই কান্যকুব্জি বৈদ্য না করে যাজন
সবন্ধু বল্লাল পতিত বৃষলে গণ্য
বৈদ্যকুল শূদ্রবৎ.....অধন্য।

(অতএব)—সৎ শ্রোত্রিয়ে আর কুলীন তনয়ে।
যাজন ত্যাজে রাজার, শূদ্র ব'লে ভয়ে॥
সম্বন্ধ নির্ণয় ৫৮৪—৫৮৯ পৃষ্ঠা।

অর্থাৎ পঞ্চগোত্রীয়গণ বৈদ্যকে পতিত জানিয়া তাহাদের যাজন ত্যাগ করেন। কিন্তু রাজার ভয়ে বৈদ্যকে পতিত না বলিয়া শূদ্র বলিয়া প্রকাশ করতঃ চতুরতাক্রমে বল্লালের যাজকতা ত্যাগ করেন। পাঠকগণ দেখুন, ঘটকের কথা মত সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন বল্লালকে পতিত জ্ঞানে পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তানগণ ত্যাগ করিলেন। বিশুদ্ধ কনোজিয়াগণ যখন বাঙ্গলার সার্ব্বভৌম রাজরাজেশ্বর বল্লালসেনকে যাজন করেন নাই, তখন কায়স্থ নবশাখের কথা ত সুদূর-পরাহত। তবে এই প্রশ্ন করিতে পারেন যে, কনোজিয়াগণ আদিশূরকে কেন যাজন করেন? নুলোপঞ্চানন এই প্রশ্নেরও সুন্দর মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন :—

" আদিশূর বৈদ্য বটে ক্ষত্রকন্যা পত্নী
উচ্চ মাতা নীচ পিতা অপকৃষ্ট ভাতি "।

অর্থাৎ আদিশূর জাতিতে বৈদ্য ছিলেন, কিন্তু বৈদ্য অপেক্ষা উচ্চজাতি যে ক্ষত্রিয়, তাহার কন্যাকে বিবাহ করেন। নীচজাতীয় পুরুষ হইতে প্রতিলোম-ভাবে উচ্চজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান, নিকৃষ্ট বর্ণ-সঙ্কর হয়।

সমানবর্ণাসু পুত্রাঃ সমানবর্ণা ভবন্তি।
অনুলোমাসু মাতৃবর্ণাঃ প্রতিলোমাস্বার্য্যধর্ম্ম-বিগর্হিতাঃ॥
বিষ্ণুসংহিতা।

"আনুলোম্যেন বর্ণানাং যজ্জন্ম স বিধিঃ স্মৃতঃ
প্রাতিলোম্যেন যজ্জন্ম সজ্ঞেয়ো বর্ণসঙ্করঃ।
নারদ সংহিতা।

অতএব আদিশূরের সন্তান প্রভৃতি বৈদ্য হইতে নীচ বর্ণ-সঙ্কর জাতি

হইয়া যান ; সুতরাং তাঁহারা সদ্‌ব্রাহ্মণের অযাজ্য হন, ইহাই রাঢ়ীয় ঘটক ঠাকুরগণের মত। আমরাও বলি, আদিশূর যে জাতীয় লোক ঐ জাতীয় লোক বাঙ্গালায় আর নাই, সুতরাং বিশুদ্ধ কনোজিয়ার যাজ্য ব্রাহ্মণ ভিন্ন বাঙ্গালায় আর কোন জাতি নাই ; থাকিলে অবশ্য তাহার অস্তিত্ব থাকিত। কিন্তু তাহা নাই কেন, কেহ বলিয়া দিতে পারেন কি ?

কায়স্থ-কুলভূষণ শিশিরকুমার ঘোষ তাঁহার অমিয় নিমাই-চরিত গ্রন্থের ৶৹ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে—"চৈতন্য মহাপ্রভুর সমকালে নবশাখের অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল, ব্রাহ্মণগণ তাহাদের জল পান করিলে কৃতার্থ মনে করিত। তাহাদিগকে মন্ত্রদীক্ষা দিলে কি আমন্ত্রিত হইয়া তাহাদের বাটীতে গেলে ব্রাহ্মণগণ পতিত হইতেন।" অতএব শিশির বাবুর মতে চারিশত বৎসর পূর্ব্বে নবশাখগণ সমাজে অচল ছিল ও সদ্‌ব্রাহ্মণ তাহাদের বাটীতে যাওয়া মাত্র পতিত হইতেন। রঙ্গপুর জেলার অনেকস্থানে ও শ্রীহট্টে নবশাখের মধ্যে মালাকার, তাঁতি, মোদক ও কুম্ভকারের পুরোহিত এক নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, যথা—

"The following castes of the Nobashakha group do not enjoy the ministration of Srotria Brahmin..... Mali, Tanti, Modak, Kulal (Kumar)".

Gait's Account of Sylhet 1891.

পূর্ব্বেই প্রমাণ করিয়াছি যে, বিশুদ্ধ কনোজিয়াগণ রাজা বল্লালের পৌরোহিত্য ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের সন্তানগণ নবশাখ জাতির যাজন করিয়া গ্রামযাজী বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন, ইহা অপেক্ষা বিস্ময়কর আর কি হইতে পারে ? অতএব যাঁহারা ধীরে ধীরে বৈদ্য ও কায়স্থের যাজন করিয়া একটু সাহস পাইয়াছিলেন, তাঁহারাই পরে ক্রমশঃ নবশাখদিগের পর্য্যন্ত যাজন আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। পূর্ব্বে নবশাখযাজী নিকৃষ্ট বলিয়া, ধনী নবশাখগণ বিশুদ্ধ কনোজিয়ার বাটীতে গিয়া পূজা দিয়া

অল্পে অল্পে ঘনিষ্ঠতার বীজ রোপণ করিতেন। পরে কনোজিয়াগণও নবশাখের বাটীতে যজ্ঞাদি বৈদিক কার্য্যে উপদেষ্টা স্বরূপে উপস্থিত থাকিয়া ঘনিষ্ঠতার ভিত্তি ক্রমশঃ দৃঢ়তর করিতে লাগিলেন; শেষে তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরোহিতকে ছাড়াইয়া তাঁহাদের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছেন। কিন্তু এখন যে সমস্ত বিশুদ্ধ কনোজিয়া তাঁহাদের ব্রাহ্মণ্য বজায় রাখিয়াছেন, তাঁহারা, বৈদ্য, কায়স্থের যাজনা করা দূরের কথা, যে সকল ব্রাহ্মণ বৈদ্য, কায়স্থের ও নবশাখের যাজন করিতেছেন, তাঁহাদের সহিত আদান প্রদান করেন না, তাঁহাদের বাটীতে ভোজনও করেন না। অতএব কায়স্থ-নবশাখ কনোজিয়া-যাজক পাইরা তাঁহাদের মান বজায় করিতে পারেন না এবং নিজেরাও তজ্জন্য অত্যুচ্চ জাতি বলিয়া অহঙ্কার করিতে পারেন না। বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহার সম্বন্ধ-নির্ণয়ের ১৫৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

"কায়স্থের পুরোহিত ও নবশাখের পুরোহিত এক। যাঁহারা শূদ্র যাজক, শূদ্র শিষ্য রাখেন ও শূদ্রের দান গ্রহণ করেন, তাঁহারা বিশিষ্টবংশ-সম্ভূত হইলেও অশূদ্র-প্রতিগ্রাহীর নিকট মর্য্যাদা-সম্পন্ন নহেন, সামান্য কুলব্যক্তির কথা সুদূর-পরাহত।"

দেখুন,বৈদ্য কায়স্থ ও নবশাখ ইঁহারা কেহই বিশুদ্ধ কনোজিয়ার যাজ্য হইলেন না, সকলকেই নূতন পুরোহিত গ্রহণ করিতে হইল। কিন্তু মাহিষ্য জাতি প্রাচীন যাজক পরিত্যাগ করিলনা। ইঁহাদের পুরোহিত ব্রাহ্মণগণ যে বল্লালসেনের পূর্ব্ব হইতেই ছিলেন, তাহা পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়াছেন এবং ইঁহারা যে নবাগত নহেন, তাহা কনোজিয়ার গাঁই মেল দেখিলেই জানা যায়। মাহিষ্য জাতির যেরূপ নিজের পুরোহিত ছিল, বাঙ্গলার অন্য কোন জাতির সেরূপ ছিল না। যাহাদের ছিল তাহারা নিকৃষ্ট বলিয়া ত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু মাহিষ্যজাতির যাহা ছিল, তাহা নিকৃষ্ট ছিল না, সুতরাং তাঁহারা ত্যাগ করেন নাই। এক্ষণে প্রশ্ন—এই

মাহিষ্য জাতিতে শত শত স্বাধীন ভূপাল ছিলেন, যাঁহারা চারিশত বৎসর পূর্ব্বেও "আধিপত্যকারী" (রিজলি সাহেবের মতে had commanding position) জাতি ছিলেন বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন, বলবীর্য্যে যে জাতির প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য কোন বাঙ্গালী জাতি সে সময় ছিল না, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—যাঁহারা এখনও বঙ্গের প্রদেশ বিশেষে "উচ্চতম স্তরের" (নবদ্বীপের পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য স্মার্ত্ত শিরোমণি এম, এ, ডি, এল, মহাশয়ের মতে "forms upper layer of the population") হিন্দু সম্প্রদায় বলিয়া গণ্য, যাঁহাদের বিশালকীর্ত্তি আসমুদ্রহিমাদ্রি গৌড় সাম্রাজ্য, ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং তাম্রলিপ্ত কলিঙ্গ ও দাক্ষিণাত্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তাঁহারা কি যত্ন করিলে নূতন যাজক গ্রহণ করিতে পারিতেন না? যাহা চর্ম্মকার, ধীবর, শৌণ্ডিকাদির সুসাধ্য হইয়াছে, তাহা কি পরাক্রান্ত মাহিষ্য জাতির অসাধ্য হইয়াছিল? যখন তাঁহারা রাঢ়ী বৈদিকের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লইতে সমর্থ হইয়া তাঁহাদিগকে গুরুরূপে পাইয়াছেন, তখন তাঁহারা কি চেষ্টা করিলে বৈদিক গুরুরূপে অর্থাৎ পুরোহিতরূপে পাইতে পারিতেন না? যে বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ কায়স্থ ও নবশাখ জাতিকে মন্ত্রদীক্ষা দিতে সঙ্কুচিত, সেই বৈদিক শ্রেণীর ঠাকুরগণ অসঙ্কোচে মাহিষ্যজাতিকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়াছেন। ফলতঃ অনাবশ্যক বিধায় মাহিষ্যজাতি প্রাচীন যাজক ত্যাগ করেন নাই এবং নূতন যাজকও গ্রহণ করেন নাই।

দশম অধ্যায়।

বাঙ্গালায় কনৌজ ব্রাহ্মণ পঞ্চকের আগমন কাল।

জনশ্রুতি মূলক গৌড়সম্রাট আদিশূর ঐতিহাসিক ব্যক্তি কি না, এই বিষয় লইয়া বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণ বিশেষ আলোচনা করিতেছেন। গৌড়রাজমালায় স্পষ্টই লিখিত হইয়াছে যে—

"কুলপঞ্জিকা বা ঐ শ্রেণীর গ্রন্থ ভিন্ন আর কোথাও আদিশূরের পরিচয় পাওয়া যায় না। এখন যে সকল কুলপঞ্জিকা দেখা যায়, তাহা আদিশূরের আনুমানিক আবির্ভাব কালের অনেক পরে রচিত। পরবর্ত্তী কালের রচনা হইতে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করিতে হইলে বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক। যে পরবর্ত্তী কালের গ্রন্থে তুল্যকালীন গ্রন্থোক্ত প্রমাণ উদ্ধৃত থাকে, তাহাই কেবল ইতিহাসের ভাণ্ডার রূপে গৃহীত হইতে পারে। কুলগ্রন্থ নিচয়ে উল্লিখিত আদিশূর রাজার বিবরণ যে সেরূপ প্রমাণ অবলম্বনে সঙ্কলিত, তাহা এ যাবৎ কেহই প্রতিপাদন করিতে পারেন নাই। কারণ, আদিশূরের সময়ের কোন চিহ্নই এখনও পাওয়া যায় নাই।"

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রবাবু আদিশূরের ঐতিহাসিক প্রমাণ না পাইয়া কহ্লণোক্ত ৮ম শতাব্দীর গৌড়াধিপ জয়ন্তকে আদিশূর বলিয়া প্রমাণ করিতে অনর্থক চেষ্টা করিয়াছেন। ৭৫৩ হইতে ৭৫৫ খৃ অব্দের মধ্যে জয়ন্ত ওরফে আদিশূর কর্ত্তৃক গৌড়ে ব্রাহ্মণ-পঞ্চকের আনয়ন সিদ্ধান্ত করিয়া বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে ১০২ পৃষ্ঠায় তিনি আলোচনা

করিয়াছেন। রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্যের পৌত্র জয়াপীড়ের শ্বশুর পুণ্ড্রবর্দ্ধনরাজ জয়ন্ত* যে আদিশূর নহে, তাহা রাঢ়ীয় সমাজের পঞ্চ গোত্রের ব্রাহ্মণ বংশাবলী হিসাব করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। রাঢ়ীয় সমাজে ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি পঞ্চব্রাহ্মণ হইতে ৩৪।৩৫ পুরুষের ঊর্দ্ধতন পর্য্যায়ের লোক নাই। প্রতি পুরুষে ২৫ বৎসর ধরিয়া লইলে, ৮৭৫ বৎসর পূর্ব্বে [১০৩৮ খ্রীঃ অব্দে] আদিশূর বর্ত্তমান ছিলেন অনুমান হয়। এই অনুমান "বেদ বাণাঙ্ক শাকেতু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ। (৯৫৪ শাকে বা ১০৩২ খ্রীঃ অব্দে গৌড় ব্রাহ্মণগণ আসিয়াছিলেন) এই প্রমাণের বিরোধী নহে। বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, ব্রাহ্মণগণ ১ম বার যজ্ঞ কার্য্যে আইসেন, ২য় বার দেশ প্রত্যাগমনের পর আদিশূরের নিকট পুনরাগমন করেন। হয়ত ১০৩২ খ্রীঃ অব্দে প্রথম আগমন করেন, আর ১০৩৮ খৃঃ অব্দে ২য় বার আগমন করেন। কোথায় ১০৩২ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১০৩৮ খৃঃ অব্দ; আর কোথায় ৭৫৩ হইতে ৭৫৫ খৃঃ অব্দ!!—তিন শত বৎসরের তফাৎ।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আদিশূরের ঐতিহাসিকত্বের প্রমাণ না পাইয়া ১০৩৩ খ্রীঃ অব্দে রাজেন্দ্র চোলের প্রতিদ্বন্দ্বী দক্ষিণ রাঢ়ের অধিপতি রণশূরকেই ব্রাহ্মণ আনয়নের কর্ত্তা বলিয়া রাম চরিত কাব্যের ভূমিকার ২০ পৃষ্ঠায় ইঙ্গিত করিয়াছেন, কিন্তু তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণের উপকরণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন নাই। রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় পাহাড়ে উৎকীর্ণ তামিল ভাষার লিপিতে লিখিত হইয়াছে—

পরকেশরীবর্ম্মা বা শ্রীরাজেন্দ্র-চোলদেবের (রাজত্বের) ত্রয়োদশ বৎসরে—যিনি……তাঁহার মহান্ সমরপটু সেনাদ্বারা (নিম্নোক্ত দেশ

---

*যত দিন না সমসাময়িক লিপিতে বা সাহিত্যে জয়ন্তের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়, তত দিন জয়ন্ত প্রকৃত ঐতিহাসিক ব্যক্তি, কিম্বা জয়াপীড়ের অজ্ঞাতবাস-উপন্যাসের উপনায়ক মাত্র, তাহা বলা কঠিন।—গৌড়রাজমালা ১৮ পৃঃ।

সকল) অধিকার করিয়াছেন—তুর্গম ওড্ড-বিষয়, (যাহা তিনি) প্রবল যুদ্ধে (পদানত করিয়াছিলেন), মনোরম কোশল-নাড়ু, যেখানে ব্রাহ্মণগণ মিলিত হইয়াছিল ; মধুকরনিকরপরিপূর্ণ উদ্যানবিশিষ্ট তন্দবৃত্তি, ভীষণ যুদ্ধে ধর্ম্মপালকে নিহত করিয়া তিনি যে দেশ অধিকার করিয়া ছিলেন; সকলদিকে প্রসিদ্ধ তক্কন্-লাড়ম, সবেগে রণশূরকে আক্রমণ করিয়া তিনি যে দেশ অধিকার করিয়াছিলেন ; "বঙ্গাল" দেশ, যেখানে ঝড় বৃষ্টির কখনও বিরাম নাই, এবং গজ পৃষ্ঠ হইতে নামিয়া যেখান হইতে গোবিন্দ-চন্দ্র পলায়ন করিয়াছিলেন, কর্ণভূষণ, চর্ম্মপাদুকা এবং বলয় বিভূষিত মহীপালকে ভীষণ রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়া যিনি তাহার অদ্ভুত বলশালী করিসমূহ এবং রম্ভোপমা রমণীগণকে হস্তগত করিয়াছিলেন ; সাগরের ন্যায় রত্নসম্পন্ন উত্তিরলাড়ম্ ; বালুকাময়-তীর্থধৌতকারিণী গঙ্গা"।

প্রথম রাজেন্দ্রচোলদেব ১০১২ খৃঃ অব্দে চোলসিংহাসন আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বের ১৩শ বৎসরে (১০২৪ খ্রীঃ অব্দে) তিরুমলয় পাহাড়ে তাঁহার লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ১০১২ হইতে ১০২৪ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে ওড্ড্ বিষয়, কোশলনাড়ু "বঙ্গালদেশ" প্রভৃতি আক্রমণ করিয়াছিলেন। ওড্ড্ বিষয় বা উড়িষ্যা "তক্কন্ লাড়ম্" দক্ষিণরাঢ় এবং বঙ্গালদেশ আক্রমণ করিতে গিয়া যে মহীপালের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন সেই মহীপাল অবশ্যই পালবংশীয় গৌড়াধিপ মহীপাল। অতএব কাঞ্চী অধিপতি রাজেন্দ্র চোলের বঙ্গদেশ আক্রমণ ১০২৪ খ্রীঃ অব্দের পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল, কারণ গৌড়াধিপ মহীপাল দেব ১০২৬ খৃঃ অব্দের অব্যবহিতপূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন ইহা সারনাথে আবিষ্কৃত ১ম মহীপালদেবের খোদিত লিপি হইতে জানা যায়। অতএব ১০৩৩ খৃঃ অব্দে রাজেন্দ্র চোল বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন নাই। এই সময়ে দক্ষিণ রাঢ়ের রণশূর যে পাল সম্রাট্ গণের একজন সামন্ত রাজা

ছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। দক্ষিণ রাঢ়ের সার্ব্বভৌম অধিপতি কোন্ বংশীয় রাজা এবং কাহার আতপত্র ছায়ায় দক্ষিণ বঙ্গবাসী ১৪ শত বৎসর সুখে কাল কাটাইয়া ছিল, এবং কোন্ বংশীয় বীরগণ তমলুক অঞ্চল হইতে বহির্গত হইয়া উৎকল বিজয় করিয়া প্রলয় পর্য্যন্ত স্থায়ি কীর্ত্তি-মন্দিরপ্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন তাহা পরে আলোচিত হইবে।

বিজয়সেনই সেন বংশের ১ম রাজা। বিজয়-সেনের সুদীর্ঘ প্রশস্তি রাজসাহী জেলার অন্তর্গত দেবপাড়া গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহা হইতেই জানা যায় যে, বিজয়সেন গৌড়েন্দ্রকে সবলে আক্রমণ করিয়াছিলেন। রামচরিত গ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যায় যে গাহড়বাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রদেব, মদনপালের সমসাময়িক ব্যক্তি ও সুহৃৎ ছিলেন।

"সিংহীসুত বিক্রান্তেনার্জ্জুনধাম্না ভুব-প্রদীপেন। কমলা বিকাশ ভেষজ ভিষজাচন্দ্রেণ বন্ধুনোপেতম॥ চণ্ডীচরণ সরোজ প্রসাদসম্পন্নবিগ্রহশ্রীকং নথলু মদনং সাঙ্গেশ মীশমগাদ্ জগদ্বিজয়লক্ষ্মীঃ"।

Memoirs of the Asiatic Society of Bengal Vol. III. P. 52

কান্তকুব্জাধিপতি চন্দ্রদেব ১১৪৮ বিক্রম সম্বৎসরে (১১৯২ খ্রীঃ অব্দ) একখানি তাম্রশাসন প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে কাশীর নিকট চন্দ্রাবতী গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১১৯৭ খৃঃ অব্দে চন্দ্রদেব বারাণসীতে ত্রিলোচন ঘট্টায় স্নান করিয়া বামন স্বামী শর্ম্মাকে যে গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার তাম্রশাসন তৎপুত্র মদন পাল কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল। ১১০৪ খৃঃ অব্দে মহারাজ পুত্র গোবিন্দ চন্দ্র গঙ্গাতীরবর্ত্তী বিষ্ণুপুর হইতে একখানি তাম্রশাসন প্রদান করিয়াছিলেন, সুতরাং সে সময়ে তাঁহার পিতা মদনপাল দেব নিশ্চয়ই সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন ও তাঁহার পিতামহ চন্দ্রদেব স্বর্গ গমন করিয়াছেন অতএব গৌড়ীয় মদন পাল দেব ১০৯০ হইতে ১১০৪ খৃঃ অব্দের কোন সময়ে সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন। অতএব বিজয়সেন দ্বাদশ

শতাব্দীর ২য় পাদে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া গৌড় রাজমালায় উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ১৩১৯ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসের প্রবাসী পত্রিকায় শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রকাশিত প্রতিবাদ প্রবন্ধে প্রমাণিত হইয়াছে যে বিজয় সেন ১২শ শতাব্দীর ১ম পাদে বর্ত্তমান ছিলেন।

সম্বন্ধনির্ণয়কার শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় জনশ্রুতিমূলক রাজা আদিশূরকে ১৩৬ বৎসর অগ্রবর্ত্তী করিয়া তাঁহার রাজ্যকাল ৯০০ খৃঃ অব্দ হইতে ৯৫২ খৃঃ অব্দ লিখিয়াছেন। তিনি ক্ষিতিশ-বংশাবলীর দোহাই দিয়া "আদিশূরোনবনবত্যধিকশতশতাব্দে পঞ্চ ব্রাহ্মণানানয়ামাস" শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার সম্বন্ধনির্ণয়ের ২৫৬ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন যে, "ক্ষিতীশবংশাবলীর বচন দ্বারা আদিশূরের সময় নিরূপণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছি। সুতরাং ঐ অব্দ শব্দ পদের শক্তি শক এবং সংবৎ এই উভয়েই যাইতে পারে, কিন্তু সংবৎ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া "শক" এই অর্থ ধরিলে সপাদ-শতাধিক বৎসর কালের ন্যূনতা ঘটে, এজন্য সংবৎ অবশ্য গ্রহণ করিতে হয়। ঐ অর্থ গ্রহণ না করিলে বল্লালী কৌলীন্য মর্য্যাদা সংস্থাপনের কালের সঙ্গে বিশেষ অনৈক্য ঘটে। এমন কি ১৩৬ বৎসরের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে হয়"।

এদিকে বল্লালসেনের "দানসাগর" রচনার কাল ১০৯১ শকাব্দে (১১৬৯ খৃঃ অব্দ)—নিখিলচক্রতিলক শ্রীমদ্বল্লালসেনেন পূর্ণে-শশি-নবদ-শনিতে শক-বর্ষে দানসাগরো-রচিতঃ।

J. A. S. B. 1896 Part I, P. 23

বিদ্যানিধি মহাশয় ২৬২ পৃষ্ঠায় ১০৯১ কে ১০১৯ শকাব্দ কেন ধরিলেন তিনিই জানেন। দানসাগরের রচনা কাল দেখিয়া বিদ্যানিধি মহাশয়কে কাজে কাজেই ১৩৬ বৎসর যে উপায়ে হউক অগ্রবর্ত্তী না হইলে আদিশূরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারেন না। তজ্জন্য শকাব্দকে সংবৎ ধরিয়া সুধীজনের চক্ষে ধুলি প্রদান করিয়াছেন। তিনি তাঁহার

গ্রন্থের ৩৭৫ পৃষ্ঠায় বল্লাল সেনের রাজ্যকাল ১০৬৬ খৃঃ—১১০১ খৃঃ লিখিয়া বল্লালকে প্রায় ১০০ বৎসরে অগ্রবর্ত্তী করিতেছেন। কিন্তু বল্লালের "দানসাগর" রচনাকাল ১১৬৯ খৃঃ অব্দ তাঁহার স্বকপোল কল্পিত যুক্তি ব্যর্থ করিয়া দিতেছে।

নবদ্বীপের বর্ত্তমান মহারাজ শ্রীযুক্ত ক্ষৌনীশচন্দ্র বাহাদুরের নিকট হইতে "ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত" পুস্তক আনয়ন করিয়াছি। ঐ পুস্তকের অষ্টম অধ্যায়ের ৬৮—৬৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে "১০৭৭ খৃঃ অব্দ (শক ৯৯৯) বঙ্গদেশের রাজা আদিশূর কোন যাগের অনুষ্ঠান করেন। সেই যজ্ঞ-সম্পাদনে এ দেশস্থ ব্রাহ্মণগণকে অসমর্থ দেখিয়া কান্যকুব্জ রাজের নিকট প্রার্থনা করিয়া ভট্টনারায়ণ দক্ষ, শ্রীহর্ষ ছান্দড় এবং বেদগর্ভ নামে শাস্ত্রজ্ঞ সদাচারী ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন করেন। তাঁহারা স্ব স্ব সহ-ধর্ম্মিণীকে সমভিব্যাহারে লইয়া আসেন এবং যাগ সমাপনান্তে রাজের নির্ব্বন্ধানুসারে বঙ্গদেশে সপরিবারে উপনিবেশ করেন।" ইহার পাদ-টীকায় লিখিত হইয়াছে—

ইতি শ্রুত্বা তেন ব্রাহ্মণেন সার্দ্ধং দূতানপ্রেষ্য বহুমানপুরঃসরং ভট্ট-নারায়ণ-দক্ষ-শ্রীহর্ষ-ছান্দড়-বেদগর্ভ-সংজ্ঞকান্ পত্নীভিঃ সহিতান্ সাগ্নিকান্ যজ্ঞোপকরণ-সামগ্রী-সংভৃত্যাননীয় নবনবত্যধিক-নবশতী-শকাব্দে প্রাগুপ-কল্পিত-বাসে নিবেশয়ামাস।

ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতম্।

ইহাতে স্পষ্ট "নবনবত্যধিক-নবশতী-শকাব্দে" লিখিত হইয়াছে। সম্বন্ধনির্ণয়ে উক্ত পাদটীকার শকাব্দকে শতাব্দ লিখিত হইয়াছে। অতএব বিদ্যানিধি মহাশয় ৯৯৯ শকাব্দকে কিরূপে সংবতে পরিণত করিতে পারেন তাহা সুধীগণের বিবেচ্য। তিনি "সম্বন্ধ নির্ণয়ে"র ৩৬৯ পৃষ্ঠার শেষ ছত্রে "শকাব্দে" কে "শতাব্দে" লিখিয়া স্বেচ্ছাচারিতা প্রকাশ করিয়াছেন।

সম্বন্ধ নির্ণয়ের ক্রোড় পত্রের ৪৪ পৃষ্ঠায় বিদ্যানিধি মহাশয় আবার নগেন্দ্র বাবুর মত সমর্থন করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী সিদ্ধান্তের ভ্রম স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। আদিশূর ও জয়ন্তের অভিন্নত্ব যে ভিত্তিহীন তাহা বিদ্যানিধি মহাশয় কি জানেন না? তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সিদ্ধান্ত ও ভ্রম-পূর্ণ এবং পরবর্ত্তী ক্রোড় পত্রের সমর্থিত সিদ্ধান্ত আরও অধিকতর ভ্রমপূর্ণ। কোনটীই ঠিক নহে। আদিশূর বলিয়া কোন ঐতিহাসিক রাজাই যখন ছিলেন না তখন তাঁহার আবির্ভাব কাল ঠিক করা শূন্যে সৌধ নির্ম্মাণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। বিদ্যানিধি মহাশয়ই বলুন আর প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবই বলুন কেহই আদিশূরের সংশয় শূন্য প্রমাণ দিতে পারেন নাই কনৌজ ব্রাহ্মণ পঞ্চকের আগমন কাল নির্দ্ধারণও করিতে পারেন নাই।

হরিবর্ম্মদেবের তাম্রশাসন ও ভবদেব ভট্টের কুলপ্রশস্তি আলোচনা করিলে প্রতীয়মান হইবে যে বঙ্গদেশে তখন যাজ্ঞিক বৈদিক ব্রাহ্মণগণ বর্ত্তমান ছিলেন। আদিশূরের নামে কোন ব্যক্তিরই অস্তিত্ব ছিল না; তখন তাঁহার পুত্রেষ্টি যজ্ঞই বা কোথায়! আর তাঁহার কর্ত্তৃক কান্য-কুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ পঞ্চকের আনয়ন বৃত্তান্তই বা কোথায়? এমন কি বল্লাল কর্ত্তৃক কৌলীন্য মর্য্যাদা স্থাপনের কথা সত্য নহে বলিয়া বাদ প্রতিবাদ চলিতেছে। গৌড়রাজমালায় লিখিত হইয়াছে যে "বর্ম্মরাজকে পদচ্যুত বা পদানত করিয়া বল্লালসেন বঙ্গে বা রাঢ়ে স্বীয় আধিপত্য বিস্তৃত করিয়া-ছিলেন"। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন যে ইহা সম্পূর্ণ অসত্য। পাঠকগণের অবগতির জন্য ১৩১৯ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যা প্রবাসী হইতে রাখাল বাবুর "লক্ষণসেনের সময়" শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে এক্ষণে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

"বিজয়সেন যে বঙ্গ অধিকার করিয়াছিলেন তাঁহার নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনই তাহার প্রমাণ। বর্ম্মবংশীয় হরিবর্ম্মদেব ইহার বহু পূর্ব্বে

স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, তাঁহার তাম্রশাসন ও ভবদেব ভট্টের খোদিত লিপি তাহার সাক্ষ্যদান করিতেছে। * * বল্লালসেন সম্বন্ধে এক মাত্র বিশ্বাসযোগ্য কথা এই যে বর্দ্ধমান ভুক্তির উত্তর রাঢ়মণ্ডল তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল এবং তিনি অন্যূন একাদশবর্ষ কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা বিজয়সেন ৩১ বা ৩৬ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহার কিয়দংশকাল রাঢ়ে সামান্য ভূস্বামীর ন্যায় অতিবাহিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ রামপালের মৃত্যুর পর পালসাম্রাজ্যের বন্ধন শিথিল হইলে বিজয়সেন বরেন্দ্রে পদক্ষেপ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। লক্ষ্মণ সংবৎ হইতে ইহা প্রমাণিত হইতেছে যে বল্লালসেনের রাজত্বকাল ১১১৯ খৃঃ অব্দে শেষ হইয়াছিল। বল্লালসেন সত্যই কৌলীন্য প্রথার প্রতিষ্ঠাতা কি না তাহার সত্য প্রমাণ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। কৌলীন্য প্রথা সম্ভবতঃ মুসলমান বিজয়ের বহুশতাব্দী পরে কয়েকজন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিল। যদি কোন দিন প্রমাণ হয় যে, সত্য সত্যই বল্লালসেনের সময়ে কৌলীন্য প্রথার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে প্রাচীন অভিজাত সম্প্রদায় বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী ও প্রাচীন পালরাজ বংশের পক্ষপাতী দেখিয়া বিজয়সেন ব্রাহ্মণ বৈদ্য ও কায়স্থ জাতির মধ্যে আভিজাত্য সৃষ্টি করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তৎপুত্র বল্লালসেনের সময়ে আদিশূর ও পঞ্চ ব্রাহ্মণাদি সম্বন্ধীয় উপাখ্যান সৃষ্টি করিয়া নূতন আভিজাত্য প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। মুসলমান আক্রমণে বৌদ্ধধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় না হইলে এই নবজাত সম্প্রদায় টিকিত কি না সন্দেহ। দৈববলে শত্রুপক্ষ নিহত হইলে পাদপহীন দেশে আভিজাত্যের নবজাত বৃক্ষ বৃহদাকার প্রাপ্ত হইয়া দেশকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, ইহাই বোধ হয় ঐতিহাসিক সত্যরূপে প্রমাণিত হইবে। সম্প্রতি বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া সাবডিভিজনের অন্তর্গত সীতাহাটী গ্রামে আবিষ্কৃত বল্লালসেনের নূতন তাম্রশাসনে বল্লালসেন সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথাই পাওয়া যায় না, যাহা পাওয়া

যায় তাহা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।” কেশবসেনের, বিশ্বরূপসেনের, লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনে সমাজ বিপ্লব, কৌলীন্যপ্রথার নাম গন্ধ নাই কেন ?

যশোধর মিশ্র শ্যামল বর্ম্মদেবের শাকুন সত্র সম্পাদন করিবার জন্য ১০০১ শকের বৈশাখী দশমীর দিন গৌড়ের রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হন। অথ গোত্রেষ্টিযাগানুষ্ঠাতৃতয়া সার্থক-গোত্র-প্রবর-শুনকান্বয়ঃ, ঋগ্বেদান্তার্গতাশ্বালয়নশাখৈকদেশাধ্যায়ী শুনক-শৌনক-গৃৎসমদ প্রবরঃ প্রবরো বেদবিদাং যশোধরঃ শশধরসুরবস্ম শূন্য বিধুমানে শাকে বৈশাখমাসীয় শুক্লদশম্যামাগমং গৌড়ে শ্যামলবর্ম্মরাজধানীম্।

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ২য় ভাগ ২৪ পৃঃ।

রাজা শ্যামল বর্ম্মদেব অথবা যশোধর মিশ্রের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে কান্যকুব্জ হইতে গঙ্গাগতিমিশ্র যবনভয়ে ভীত হইয়া হরিবর্ম্মদেবের রাজসভায় আসিয়া দেখিয়া ছিলেন “রাজা নানা শাস্ত্র ও অস্ত্র বিদ্যায় বিলক্ষণ সুদক্ষ অসাধারণ বিচক্ষণতাসম্পন্ন বালভট্ট, গর্গ, ভট্টাচার্য্য ও বাচস্পতি প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত সাতজন সচিবের সাহায্যে স্বীয় এবং পরকীয় রাষ্ট্রের সর্ব্ব কার্য্য সুসম্পন্ন করিতেন।”

“রাজ্যপ্রণাশং যবনাগমঞ্চ দাবানলং দস্যুভয়ং বিভাব্য।
এতদ্ধিযুক্তং ধনধর্ম্মাদেহপ্রাণাদিরক্ষার্থমিতঃ প্রয়াণম্॥

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ২য় ভাগ ভূমিকা—

গঙ্গাগতি বৈষ্ণব মিশ্র, নিজপুত্র প্রজাপতি কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীপতিরত্ন মিশ্র, ও বন্ধু যাদবানন্দ মিশ্র এই তিন জনের সহিত কান্যকুব্জ পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গে পলায়ন করিয়া আইসেন।

অতএব পাশ্চাত্য বৈদিক গণের ন্যায় যবনভয়ে কান্যকুব্জ হইতে রাঢ়ীয় ঠাকুরগণের পঞ্চ মহাপুরুষগণও বঙ্গে ১১শ শতাব্দীতে আসিয়া-

ছিলেন প্রতীয়মান হয়। আদিশূরের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ কার্য্যের কথা অলীক বলিয়াই অনুমান হয়।

দেওপাড়ায় আবিষ্কৃত বিজয়সেনের প্রশস্তি লিপিতে আদিশূরের কথা বা আদিশূর কর্ত্তৃক কনৌজ হইতে ব্রাহ্মণ পঞ্চকের আনয়নের কোন কথার উল্লেখ নাই। বিজয়সেন পদ্মানদীর তীরস্থ বিজয়পুরে (দেওপাড়ায়) প্রদ্যুম্নেশ্বর নামক শিবমন্দির স্থাপন করেন। উক্ত মন্দির মধ্যে যে শিলালিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহার শ্লোকগুলি উমাপতি ধর কর্ত্তৃক রচিত। ইনি লক্ষণ সেনের সভাসদ ছিলেন।

গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ।
কবিরাজশ্চ রত্নানি পঞ্চৈতে লক্ষণস্যচ॥

রূপ সনাতনের উক্তি।

জয়দেবের "গীত গোবিন্দে" আছে "বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধর"। বাস্তবিক শিলালিপির রচনা-মাধুর্য্য দেখিলেই জয়দেবের উক্তি সত্য বলিয়াই বোধ হয়। শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে যে সেনবংশের আদি পুরুষ বীরসেন, তিনি দক্ষিণাত্য-ক্ষৌণীন্দ্র ছিলেন।

"বংশে তস্যামরস্ত্রী বিততরতকলা সাক্ষিণো দাক্ষিণাত্য"
ক্ষৌণীন্দ্রৈর্বীরসেন প্রভৃতিভিরভিতঃ কীর্ত্তিমদ্ভির্বভূবে।"

বীরসেনের বংশে সামন্ত সেন জন্মগ্রহণ করেন।

"তস্মিন্ সেনান্ববায়ে প্রতিসুভটশতোৎসাদনো ব্রহ্মবাদী।
সব্রহ্মক্ষত্রিয়ানামজনি:কুলশিরোদামসামন্তসেনঃ॥"

সামন্তসেনের সময়ে কর্ণাটলক্ষ্মী অরিকুলাকীর্ণ ছিল। তিনি অন্তর্বিদ্রোহে উত্যক্ত হইয়া কর্ণাট ত্যাগ করেন।

"দুর্ব্বৃত্তানাময়মরিকুলাকীর্ণ কর্ণাটলক্ষ্মী-
লুণ্ঠকানাং কদনমতনোত্তাদৃগেকাঙ্গবীরঃ।"

সামন্ত সেন হইতে হেমন্ত সেনের আবির্ভাব হয় (১০৭৫ খৃঃ অব্দ হইতে ১০৭৯ খৃঃ অব্দ) তৎপুত্র বিজয় সেন ১০৭৯ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১১১৯ খৃঃ অব্দ রাজত্ব করেন (গৌড়ের ইতিহাস)। এই বিজয় সেনই রাজ্য বিস্তার করেন ইনিই পালবংশের শিথিল হস্ত হইতে বরেন্দ্রীর শাসন দণ্ড অধিকার করেন। বিজয় সেনের প্রশস্তি ৩৬টি শ্লোকে শেষ হইয়াছে; কোন শ্লোকের মধ্যে আদিশূরের অথবা ভট্ট নারায়ণাদির নাম গন্ধ পর্য্যন্ত নাই।

বিজয় সেনের পুত্রই বল্লাল সেন। বিজয় সেনকে বিশ্বক সেন বলিত। বল্লালকৃত সম্পূর্ণ দানসাগর দেখিবার সুবিধা ঘটে নাই; যতটুকু দেখিয়াছি তাহাতে সেনবংশের তালিকায় আদিশূরের উল্লেখ নাই। যথা --

হেমন্তঃ পরিপন্থিপঙ্কজসরঃ সর্গস্য নৈসর্গিকৈ-
রুদ্‌গীতস্বগুণৈরুদাত্তমহিমা হেমন্তসেনোঽজনি।
তদনু বিজয়সেনঃ প্রাদুরাসীন্নরেন্দ্রো
দিশি বিদিশি ভজন্তে যস্য বীরধ্বজত্বং।
শিখরবিনিহিতাজ্ঞাবৈজয়ন্তীং বহন্তঃ
প্রণতিপরিগৃহীতাঃ প্রাংশবো রাজবংশ্যাঃ॥"

যদি বিদ্যানিধি মহাশয়ের স্বকপোল-কল্পিত ৯৯৯ সংবৎ গৌড়ে আদিশূর কর্ত্তৃক পুত্রেষ্টি যজ্ঞে কনৌজ ব্রাহ্মণ পঞ্চকের আগমন কাল ধরা হয় তাহা হইলে তখন (৯৪২ খ্রীঃ অব্দে) গৌড়ে কোন্ বংশের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ ছিল তাহা দেখিতে হইবে।

খালিমপুরে আবিষ্কৃত তাম্রশাসন হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি যে—

"ভোজৈর্ম্মৎস্যৈঃ সমদ্রৈঃ কুরু-যদু-যবনাবন্তিগন্ধার-কীরৈ-
ভূ'পৈর্ব্যালোলমৌলি প্রণতিপরিণতৈঃ সাধুসংগীর্য্যমাণঃ ॥
হৃষ্যৎ-পাঞ্চালবৃদ্ধোদ্ধৃত-কনকময়স্বাভিষেকোদকুম্ভো-
দত্তঃ শ্রীকণ্যকুব্জঃ * সললিতভলিতোভ্রূলতা-লক্ষ্মযেন ॥

১২শ শ্লোকঃ।

তিনি [ধর্ম্মপাল] মনোহর ভ্রূভঙ্গি-বিকাশে (ইঙ্গিতমাত্রে) ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তি, গান্ধার এবং কীর প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদের নরপালগণকে প্রণতিপরায়ণ-চঞ্চলাকনত-মস্তকে সাধু সাধু বলিয়া কীর্ত্তন করাইতে করাইতে, হৃষ্টচিত্তপাঞ্চালবৃদ্ধ কর্ত্তৃক মস্তকোপরি আত্মাভিষেকের স্বর্ণকলস উদ্ধৃত করাইয়া, কণ্যকুব্জকে [অভিষিক্ত করাইয়া] রাজশ্রী প্রদান করিয়াছিলেন।"

ধর্ম্মপাল দেব কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ অধিকারের বিষয় ভাগলপুরে আবিষ্কৃত নারায়ণ পালের তাম্রশাসনেও লিখিত আছে, ইন্দ্ররাজ প্রভৃতি শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া পরাক্রান্ত [ধর্ম্মপাল] মহোদয়শ্রী (কান্যকুব্জের) রাজশ্রী উপার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং পুনরায় উহা প্রণত এবং প্রার্থী চক্রায়ুধকে প্রদান করিয়াছিলেন।

"জিত্বেন্দ্ররাজ-প্রভৃতী-নরাতী-
নুপার্জ্জিতা যেন মহোদয়শ্রীঃ।

---

*। মুঙ্গী লিপিতে 'কণ্ডকুব্জ' শব্দ আছে। এই 'কণ্ডকুব্জ' হইতেই "কনোজ" হইয়া পড়িয়াছে।

"ভক্তাপুনঃ সা বলিনাধপিত্রে চক্রায়ুধায়ানতি বামনায় ॥"

ধর্ম্মপালদেবের আবির্ভাবকাল ৮১৫ খৃঃ ৮৬৫ খৃঃঅব্দ পর্য্যন্ত ছিল।

গৌড়রাজমালা ২৪পৃঃ।

তাহার পর দেবপাল দেব ধর্ম্মপালের ন্যায় তুল্য আসন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দেবপাল দেবের মন্ত্রী দর্ভপাণি মিশ্র সম্বন্ধে তাহার পৌত্রকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাদলস্তম্ভে লিখিত হইয়াছে—"তাহার নীতিকৌশলে শ্রীদেবপাল নৃপ হস্তীর মদজলসিক্ত শিলাসংহতিপূর্ণ নর্ম্মদার জনক বিন্ধ্য-পর্ব্বত হইতে আরম্ভ করিয়া মহেশ-ললাট-শোভি-ইন্দুকিরণে উদ্ভাসিত হিমাচল পর্য্যন্ত এবং সূর্য্যের উদয়াস্তকালে অরুণরাগ-রঞ্জিত জল-রাশির আধার পূর্ব্ব সমুদ্র এবং পশ্চিম সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী সমগ্র ভূভাগ করপ্রদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। (৫)

১০ম শতাব্দীর প্রারম্ভে দেবপাল দেবের মৃত্যু হইলে অর্দ্ধ শতাব্দী-কাল গৌড়রাজ্য উন্নতিহীন শান্তির অবস্থায় ছিল। বিগ্রহপাল দিনাজ-পুরের গরুড়স্তম্ভে শূরপাল নামে কথিত হইয়াছেন। উক্ত স্তম্ভের ১৫শ শ্লোকে তাঁহাকে "সাক্ষাৎ ইন্দ্র-তুল্য শত্রু-সংহারকারী নানা-সাগর-মেখলা-ভরণা বসুন্ধরার চিরকল্যাণকামী" বলা হইয়াছে। অর্থাৎ তাঁহার সময়ে কোন যুদ্ধবিগ্রহে অশান্তির উদয় হয় নাই। তিনি যে বসুন্ধরার শান্তি-প্রিয় ছিলেন তাহাই সূচিত হইয়াছে।

পালবংশীয় নবম নরপাল মহীপাল দেব পিতার অনধিকৃত ও বিলুপ্ত রাজ্যগুলি উদ্ধার করিয়াছিলেন। পিতা ২য় বিগ্রহপাল বিশেষ পরাক্রম-শালী ছিলেন না। যথা—

"হতসকলবিপক্ষঃসঙ্গরে বাহুদর্পা-
দনধিকৃত বিলুপ্তং রাজ্যমাসাদ্যপিত্র্যং।

নিহিত চরণ-পদ্মোদ্ভূতাং মুর্দ্ধি তস্মা-
দভবদবনিপালঃ শ্রীমহীপালদেবঃ ॥ ১২শশ্লোক।

মহীপালদেব ১০২৬ খৃঃঅব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

শ্রীমহীপালদেব রণক্ষেত্রে বাহুদর্প প্রকাশে সকল বিপক্ষ পক্ষ নিহত করিয়া, "অনধিকৃতবিলুপ্ত" পিতৃরাজ্যের উদ্ধার সাধন করিয়া রাজগণের মস্তকে চরণপদ্ম সংস্থাপিত করিয়া অবনিপাল হইয়াছিলেন।

পালবংশীয় নরপালগণের মধ্যে ধর্ম্মপাল, দেবপাল ও মহীপাল প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন। একাদশ শতাব্দীর ১ম ভাগে মহীপালদেব আর্য্যাবর্ত্তের কাশী পর্য্যন্ত পূর্ব্বার্দ্ধভাগ দখলে রাখিয়া মামুদের হস্ত হইতে কাশীধাম রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অতএব ৮ম শতাব্দী হইতে একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল পর্য্যন্ত যজ্ঞকারী বেদজ্ঞ গৌড়ীয় ব্রাহ্মণমন্ত্রিপরিচালিত প্রবল নরপালগণের গৌরব মার্ত্তণ্ডের মধ্যাহ্ন-মযুখমালায় আচট্টল-গান্ধার সমূহ আর্য্যাবর্ত্ত আলোকিত ছিল। বিদ্যানিধি মহাশয়ের কল্পিত ৯৯৯ সংবতে (৯৪২ খৃঃঅব্দে) আদিশূরের শৌর্য্যবীর্য্য ও প্রতিপত্তির খদ্যোতচ্ছটা মানবচক্ষুর অন্তরালেই ছিল বলিতে হইবে এবং সেই সময়ে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাববশতঃ আদিশূর কর্ত্তৃক কণৌজ হইতে ব্রাহ্মণপঞ্চক আনীত হইয়া বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজের প্রতিষ্ঠার গল্পে আস্থা স্থাপন করিতে পারা যায় কিনা তাহা পাঠকগণের বিবেচ্য।

ভুবনেশ্বর ক্ষেত্রে বিন্দু সরোবরের পূর্ব্বতীরে অনন্ত বাসুদেবের মন্দির প্রাঙ্গণে ভবদেব ভট্টের কুল-প্রশস্তিতে উক্ত হইয়াছে,—সাবর্ণ মুনির বংশধর শ্রোত্রিয়গণ যে সকল গ্রামে বাস করিতেন, তন্মধ্যে রাঢ়দেশের অলঙ্কার সিদ্ধল গ্রাম সর্ব্বাগ্রগণ্য। এই গ্রামের একটি সমুন্নত বংশে প্রথম ভবদেব জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি গৌড়নৃপ হইতে হস্তিনীভিট্ট নামক গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই ভবদেবের পুত্র রথাঙ্গ। রথাঙ্গের পুত্র অত্যঙ্গ। অত্যঙ্গের পুত্র স্ফুরিতবুধ। স্ফুরিতবুধের পুত্র আদিদেব

বঙ্গরাজের মহামন্ত্রী মহাপাত্র-সন্ধি-বিগ্রহী ছিলেন। আদিদেবের পুত্র গোবর্দ্ধন। গোবর্দ্ধন জনৈক বন্দ্যঘটীয় ব্রাহ্মণের দুহিতার [সাঙ্গোকার] পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। গোবর্দ্ধন এবং সাঙ্গোকার পুত্র ভবদেব বালবলভীভুজঙ্গ দীর্ঘকাল হরিবর্ম্ম দেবের মন্ত্রী ছিলেন এবং পরে হরিবর্ম্ম দেবের পুত্রেরও মন্ত্রিপদারূঢ় ছিলেন। এই ২য় ভবদেব রাঢ়দেশে একটি জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন; এবং ভুবনেশ্বরে মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া সেই মন্দিরে নারায়ণ অনন্ত এবং নৃসিংহ মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন। ভবদেব ভট্টের কুলপ্রশস্তির সারমর্ম্ম "গৌড়রাজমালার" ৫৬ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে। ঐ পুস্তকের ৫৯ পৃষ্ঠায় আরও উক্ত হইয়াছে যে, ভবদেব ভট্টের বংশবৃত্তান্তের সহিত আদিশূর কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণানয়ন বৃত্তান্তের সামঞ্জস্য অসম্ভব। ভবদেব সাবর্ণগোত্রীয়, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ সিদ্ধলগ্রামবাসী এবং তাহার জননী বন্দ্যঘটী-বংশীয়া ছিলেন। প্রশস্তির রচয়িতা ভবদেবের সুহৃদ বাচস্পতি ভবদেবের পূর্ব্বপুরুষগণের সংবাদ রাখিতেন। প্রশস্তিতে ভবদেব বাল-বলভী ভুজঙ্গকে ধরিয়া সাত পুরুষের বিবরণ আছে। প্রশস্তিতে উল্লিখিত প্রথম ভবদেব খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর শেষপাদে বর্ত্তমান ছিলেন, এবং এই প্রথম ভবদেব যে গৌড়নৃপ হইতে হস্তিনীভিট্ট গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তিনি সম্ভবত প্রথম মহীপাল। বাচস্পতি মিশ্র যে ভাবে প্রশস্তির প্রারম্ভে সিদ্ধলগ্রামবাসী সাবর্ণ গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, স্মরণাতীত কাল হইতে সাবর্ণ গোত্রীয় শ্রোত্রিয়েরা তথায় বাস করিতেছিলেন। এখন যেমন সাবর্ণগোত্রীয় রাঢ়ীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ মাত্রেই আদিশূরানীত বেদগর্ভ বা পরাশর হইতে বংশ পরিচয় দিয়া থাকেন তখন এই প্রবাদ প্রচলিত থাকিলে, বাচস্পতি বোধ হয় প্রিয় সুহৃদের প্রশস্তিতে তাহার উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হইতেন না। ভবদেবের ভুবনেশ্বরের প্রশস্তিতে আদিশূর কর্ত্তৃক সাবর্ণ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ আনয়নের প্রতিকূল প্রমাণ দেখিয়া

গৌড়রাজমালায় আদিশূরের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে ঘোর সংশয়ের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। সাবর্ণ গোত্রীয় ভবদেবকে রাঢ়ী শ্রেণী-ভুক্ত করা হইলে অন্য চারি গোত্রের রাঢ়ী শ্রেণীয় ব্রাহ্মণগণ তখন কোথায় এই প্রশ্নের মীমাংসার আবশ্যক। গৌড় রাজমালা-গ্রন্থকারের সহিত প্রায় সকল বিষয়ে আমাদের মত মিলিয়াছে, কিন্তু ভবদেবের জননী বন্দ্যঘটী রাঢ়ীয় বংশীয়া ছিলেন বলিয়া ভবদেবের পিতা গোবর্দ্ধন এবং ভবদেব যে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন এ কথা হইতে পারে না। ভবদেব বাল-বলভী-ভুজঙ্গের অতিবৃদ্ধ বৃদ্ধ-প্রপিতামহ ১ম ভবদেব ১০ম শতাব্দীর শেষপাদে বর্ত্তমান ছিলেন; তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ সাবর্ণগোত্রীয় শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ছিলেন স্মরণাতীত কাল হইতে তাঁহারা রাঢ়দেশে সিদ্ধলগ্রামবাসী ছিলেন এবং ১ম ভবদেব গৌড় নৃপ হইতে যে হস্তিনীভিট্ট গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা রাঢ়ীয় ঠাকুরগণের গাঁই তালিকার অন্তর্ভুক্ত নহে। অতএব ভবদেবকে কিরূপে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বলা যায়। প্রশস্তিকার কেবল মাত্র ২য় ভবদেবের মাতৃবংশের পরিচয়ে রাঢ়ীয় বন্দ্যঘটী-বংশীয়া বলিয়াছেন কিন্তু ঊর্দ্ধতন অন্য ছয় পুরুষের মাতৃ পরিচয় দেন নাই এবং ভবদেবের পিতা গোবর্দ্ধনেরও সেরূপ ভাবের কোন পরিচয় দেন নাই, যাহা দ্বারা তাঁহাকে রাঢ়ী শ্রেণী বলিয়া চিনিতে পারা যায়। যদি তাঁহারা রাঢ়ী শ্রেণী হইতেন প্রশস্তিকার নিশ্চয়ই তাহার উল্লেখ করিতেন। ভবদেব যে গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন তাহার আর সংশয় নাই। হরিবর্ম্ম দেবের রাজধানী পূর্ব্ববঙ্গে ছিল এবং তাঁহার সভাতেই পাশ্চাত্য বৈদিকগণের আদিপুরুষ গঙ্গাগতি, ভবদেব প্রভৃতি গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণকে সচীবরূপে দেখিয়াছিলেন। * পূর্ব্ববঙ্গে গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণ আজ পর্য্যন্ত সাবর্ণ গোত্রীয় পরাশর ব্রাহ্মণ বলিয়া পৃথক সমাজের সৃষ্টি করিয়াছেন। ৺যাদব চন্দ্র লাহিড়ী মহাশয় তাঁহার কুলকালিমা গ্রন্থের ৩৬পৃষ্ঠায় সাবর্ণ গোত্রীয় পরাশর

*বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাণ্ড ২য় ভাগ, ভূমিকা ৬৵০

ব্রাহ্মণের ইতিবৃত্ত লিখিয়াছেন। প্রশস্তিকার ২য় ভবদেবের পিতা গোবর্দ্ধন রাঢ়ীয়শ্রেণী ব্রাহ্মণের কন্যা সাঙ্গোকারকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া ছিলেন এই মাত্র লিখিয়াছেন। তাহাদ্বারা রাঢ়ীয় বংশীয়া একমাত্র কন্যা সাঙ্গোকারের জন্য ভবদেবের পিতৃবংশ রাঢ়ীয় শ্রেণী হইয়া যাইবেন ইহা সম্ভব নহে। অন্যদিকে পূর্ব্ববঙ্গে এখনও গৌড়ীয় বৈদিক ব্রাহ্মণগণের কন্যা-গণকে রাঢ়ীয় ঠাকুরগণ পত্নীরূপে গ্রহণ করিতেছেন। তাহাতে কি সেই পত্নীর গর্ভজাত সন্তান গৌড়ীয় বৈদিক হইতেছেন? রাঢ়ীয় ঠাকুরগণের সহিত গৌড়ীয় বৈদিকগণের যৌন সম্বন্ধে আদান প্রদান পূর্ব্বকালে চলিতেছিল ইহাতে তাহাই প্রতীয়মান হয়। ভবদেবের পদ্ধতি অনুসারেই গৌড়ীয় বৈদিক ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের দশ সংস্কারের কার্য্য সম্পাদন করিতে-ছেন, ইহাও অন্যতম প্রমাণ। ভবদেবকে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ প্রতিপন্ন করিয়া নিজেদের প্রাচীনত্ব ও আভিজাত্য প্রমাণ করিবার জন্য নগেন্দ্র বাবু বঙ্গের সামন্তরাজ জয়ন্তকে আদিশূর এবং রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের আগমনের কাল ৭৫৫ খ্রীঃ অব্দ বলিয়া স্থির করিবার জন্য নানাপ্রকার স্বকপোল-কল্পিত তর্কজালের অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু রাঢ়ীয় ঠাকুরগণের বংশ-তালিকা তাঁহার এই সমস্ত বৃথা চেষ্টার প্রতিকূল প্রমাণ হইয়া রহিয়াছে। রাঢ়দেশের সিদ্ধল গ্রামে বাস করিলেই শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ রাঢ়ী হয় না। এইরূপে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের টীকাকার স্বীয় পূর্ব্বপুরুষ গোয়ীচন্দ্রকে বিদ্যানিধি মহাশয় রাঢ়ী বলিয়া কাড়িয়া লইতেছেন।

সম্বন্ধনির্ণয়-প্রণেতা বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহার মূল পুস্তকের ক্রোড়-পত্রে আদিশূরের আবির্ভাব কাল তথা কনৌজ ব্রাহ্মণ পঞ্চকের আগমনকাল সম্বন্ধে পরস্পর বিরোধী সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা যে সমীচীন নহে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এক্ষণে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্র বাবুর ন্যায় তিনিও ভবদেব ভট্টকে সাবর্ণ গোত্রীয় রাঢ়ী শ্রেণী প্রতিপন্ন করিবার জন্য তথা-কথিত কুলাচার্য্য কুলচন্দ্র ঘটক সংগৃহীত মহাবংশাবলী উদ্ধৃত করিয়া

দেখাইয়াছেন যে, ভট্টনারায়ণাদি সহ আগত সাবর্ণ গোত্রীয় বেদগর্ভ হইতেই তদ্‌বংশে ৭ম পুরুষ ১ম ভট্ট ভবদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ভুবনেশ্বর-প্রশস্তিকার কিন্তু সে কথা জানিতেন না, তৎপরবর্ত্তী ঘটকঠাকুরগণ তাহা বিশেষ জানিলেন কিরূপে? বাল-বলভী-ভুজঙ্গ ভট্ট ভবদেব যদি বেদগর্ভের সন্তান হইতেন তবে তাঁহার প্রিয়সুহৃৎ প্রশস্তিতে সে কথার উল্লেখ করিতে অবশ্য ভুলিতেন না। ঘটক মহাশয় লিখিছেন ১ম ভট্ট ভবদেব ধর্ম্মপালের অমাত্য ছিলেন। ধর্ম্মপালের রাজ্যকাল ৯ম শতাব্দীর মধ্যভাগে (৮১৫—৮৬৫, গৌড়রাজমালা) গড়পড়তায় প্রত্যেকের ২৫ বৎসর হিসাবে ৮ পুরুষে ২০০ বৎসর লাগে। অতএব ৮১৫ হইতে ২০০ বাদ দিলে ৬১৫ খৃঃঅব্দ বেদগর্ভের আগমনকাল ধরিতে হয়। কিন্তু তিনি নিজেই তাঁহার "সম্বন্ধ নির্ণয়ে"র ২৫৭ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন যে "অনেকেই জানেন যে পালবংশীয়েরা গৌড়রাজ্য সার্ব্বভৌম আদিশূরের অনেক পূর্ব্বে রাজত্ব করেন।" অতএব বিদ্যানিধি মহাশয়ের উদ্ধৃত বংশাবলী বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না এবং 'পঞ্চ মহর্ষির' আগমন কালের সহিত উহার সামঞ্জস্যও হইতে পারে না। তাহা হইলে ভট্ট নারায়ণাদির আসিবার কালের বহু পূর্ব্বে বেদগর্ভ বঙ্গে আসিয়াছিলেন বলিতে হয়। বিদ্যানিধি মহাশয় নিজেই ক্রোড়পত্রের ৬১ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন যে, "বারেন্দ্র কুলগ্রন্থে কাশ্যপ গোত্রীয় সুসেনের অধস্তন দশম পুরুষ স্বর্ণরেখ ও ভবদেব ভট্টকে লইয়া যথাক্রমে বারেন্দ্র ও রাঢ়ী সংজ্ঞা বিভাগ হইয়াছে। বস্তুতঃ কাশ্যপ গোত্রীয় ভবদেব রাঢ়দেশে আসিয়া রাঢ়ী হইবার কথা অসম্ভব নহে"। কাশ্যপ গোত্রীয় ভবদেব ও সাবর্ণ গোত্রীয় ভবদেব যে পৃথক্ তাহা সহজেই বোধ হইতেছে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ভবদেবই রাঢ়ী ও শেষোক্ত ভবদেব রাঢ়ী নহেন তাহা বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন না। সম্বন্ধনির্ণয়ের মূল পুস্তকে এ সম্বন্ধে কোন কথা নাই। নগেন্দ্র বাবুর বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস প্রকাশের পর, জয়ন্ত

ও আদিশূরের হাস্যজনক একত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা দেখিয়া, বাল-বলভী-ভুজঙ্গ ভবদেব ভট্টের বংশধারা যে বেদগর্ভ হইতে প্রবাহিত তাহা ক্রোড়-পত্রে সংগৃহীত হইয়া গেল। প্রশস্তিকার কিন্তু বেদগর্ভের সন্তান বলিয়া ভবদেবকে পরিচিত করেন নাই।

গঙ্গাগতি প্রভৃতি পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্ব পুরুষগণ যখন বর্ম্মরাজ * সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন তখন তাঁহার সভায় ৭ জন বেদজ্ঞ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দেখিয়া ছিলেন। ভট্ট ভবদেব তাহার অন্যতম। তখন এদেশে রাঢ়ী বা বারেন্দ্র শ্রেণী বিভাগ হয় নাই; তখন সকল সম্প্রদায়ে অবাধ যৌন সম্বন্ধ চলিত। পাশ্চাত্য বৈদিক কুলগ্রন্থ, হরিবর্ম্মার তাম্রশাসন ও ভুবনেশ্বর-প্রশস্তির পরস্পর ঐক্য আছে। কিন্তু সেনবংশের ইতিবৃত্ত, তাম্রশাসন শিলালিপি প্রভৃতির সহিত ও রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থোক্ত আদিশূরের বিবরণের সামঞ্জস্য নাই।

কুলগ্রন্থের আদিশূরের অস্তিত্বই যখন ঐতিহাসিকগণের নিকট সংশয় শূন্য নহে তখন তাঁহার রাজধানী, রাজ্যকাল ও ব্রাহ্মণানয়ন ব্যাপার প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা কি না তাহাও এখন সংশয়শূন্য নহে। মহাভারতীয় যুগের পূর্ব্ব হইতে যে সকল বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ গৌড় সাম্রাজ্যে বাস করিতে-ছিলেন তাঁহারা যে বিদ্যা ব্রাহ্মণাহীন হইয়াছিলেন বলিয়া পরবর্ত্তী কালে বাঙ্গালার হিন্দুরাজগণ কর্ত্তৃক রাঢ়ী বারেন্দ্র বৈদিক ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বপুরুষ-

---

* "দেশনিবাস-নিখিলশাস্ত্রাস্ত্রনিপুনপরিজ্ঞান লব্ধানল্পবৈচক্ষণ্য-বালভট্ট ভট্টাচার্য্য গর্গবাচস্পতি-প্রমুখ বিশ্ববিশ্রুত সপ্তসচিব-সাহচর্য্য নির্ব্বর্ত্তিত সম্যক্-স্বপররাষ্ট্রসর্ব্বব্যাপারো বারানসীশ্বরবিশ্বেশ্বরপদারবিন্দসন্দর্শনার্থ সমুদ্ভূতস্বজননী-স্বচ্ছন্দপরিচার-কৃতে প্রবর্ত্তিত প্রশস্তবর্ত্মসদনুমং প্রতি নিয়ত সন্নীতি পরিসেবন সম্প্রাপ্ত পরম শর্ম্মা বঙ্গাঙ্গকলিঙ্গাদ্য-শেষ জনপদ বহুমহাদ্ভুতকর্ম্মা ধর্ম্মানুগতাখিলকর্ম্মাদিগন্তসঞ্চত-কীর্ত্তি-সন্ততিরতস্ত দয়ার্দ্র-চেতা ভূদেব ভুবনার্জ্জিতাশেষধর্ম্মাক্ষয়তাচ্চিরং রাজাধিরাজো দেব শ্রীহরিবর্ম্মা।"

রাঘবেন্দ্র কবিশেখর কর্ত্তৃক শ্রীহরিবর্ম্মা দেবের কুলপ্রশস্তি বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ২য় ভাগের ভূমিকা।

গণ এদেশে আনীত হইয়াছিলেন তাহার ইতিহাসও যথার্থ নহে। ৯৫৪ শকাব্দের পরে বা প্রায় সমকালে রাঢ়ী বারেন্দ্র, পাশ্চাত্য বৈদিকগণের পূর্ব্বপুরুষগণ এদেশে আসিয়াছিলেন তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের হিন্দু রাজগণ যবন অত্যাচারে হীনবল হইতেছিলেন এবং যবনাধিকার হিন্দুস্থানে ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতেছিল দেখিয়াই যে তথাকার ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেহ কেহ গৌড়সাম্রাজ্যে আসিয়াছিলেন তাহাই অনুমিত হইতে পারে। এই ঘটনা অবশ্য দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে হইয়াছিল; তাহার পূর্ব্বে কোন মতেই হইতে পারে না। একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ১২শ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত গজনির নামুদ ও মহম্মদ ঘোরী পুনঃপুনঃ দিল্লি আক্রমণ করিয়া পৃথ্বীরাজকে নিহত করিলে ব্রাহ্মণগণ সনাতন ধর্ম্ম-রক্ষী রাজার অভাবে বঙ্গে আসিয়াছিলেন অনুমান হয়। তখন পালরাজ-গণ শিথিল হস্তে রাজদণ্ড ধারণ করিয়া পূর্ব্ব বঙ্গের ও দক্ষিণ রাঢ়ের আধিপত্য হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন এবং বিজয়সেন কর্ত্তৃক গৌড়ের সিংহাসনও অধিকারের উদ্যোগ চলিতেছিল বোধ হয়। যাহা হউক সেন বংশের গৌড়বিজয়ের সময়ের সমকালেই কনৌজ ব্রাহ্মণ পঞ্চকের বাঙ্গালায় আগমন কাল নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

দশম অধ্যায়।

কনৌজ হইতে গৌড়ে ব্রাহ্মণ আগমনের প্রকৃত কারণ।

বর্ত্তমান কালে বঙ্গদেশে গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ ব্যতীত নিম্নলিখিত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়গুলি দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—১ রাঢ়ী, ২ বারেন্দ্র, ৩ বৈদিক-পাশ্চাত্য, ৪ বৈদিক-দাক্ষিণাত্য, ৫ শাকদ্বীপি (গ্রহ বিপ্র), ৬ পশ্চিমা ব্রাহ্মণ ভূমিহার। কেবলমাত্র মেদিনীপুর অঞ্চলে মধ্যশ্রেণী নামে পরিচিত আর এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ দেখা যায়, তাঁহারা রাঢ়ী হইতে তাঁহাদের বংশ পরিচয় দিয়া থাকেন। নীচ পতিত অন্ত্যজজাতির পুরোহিত ব্রাহ্মণ মাত্রেই রাঢ়ী শ্রেণী হইতে বহির্গত হইয়া অনাচরণীয় জাতির যাজকতা করিয়া পতিতরূপে কালযাপন করিতেছেন। সাধ্যমত প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরে প্রদত্ত হইবে। রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের আগমন বৃত্তান্তও পরে আলোচিত হইবে। এক্ষণে পাশ্চাত্য বৈদিক ঠাকুরগণের আগমনের কারণ প্রদর্শন করা হইতেছে। পূর্ব্ব অধ্যায়ে ইহার কিঞ্চিন্মাত্র আভাস প্রদান করা হইয়াছে। দৃঢ় প্রমাণ এ পর্য্যন্ত উপস্থিত করা হয় নাই। যজ্ঞকারী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাববশতঃ কনৌজ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন করিতে হইয়াছিল, ইহাই আমরা বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি এবং আদিশূরের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদন কার্য্য তাহার মূলীভূত কারণ, ইহাই বঙ্গীয় ছাত্রগণকে সমাজ শিক্ষা দিয়া আসিতেছে। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্র নাথ বসু তাঁহার বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের ব্রাহ্মণ কাণ্ড ২য় ভাগে

রাঘবেন্দ্র কবিশেখরের ভবভূমি বার্ত্তা প্রকাশ করিয়া উক্ত অন্ধ বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন শ্যামল বর্ম্মদেবের সময়ে শুনক গোত্রীয় যশোধর মিশ্র মহাশয়ের আগমনের পূর্ব্বেই সাম বেদের কৌথুম শাখাধ্যায়ী বেদাচার্য্য আগমনিগমে তৎপর বৈষ্ণবমিশ্র গঙ্গাগতি কাণ্যকুব্জে যবনগণের আগমন, রাজ্যনাশ,চারিদিকে দস্যুভয়, সর্ব্বত্র দাবানলের প্রকোপ দেখিয়া ধন ধর্ম্ম, দেহ প্রাণাদি রক্ষা করিবার জন্য অতি দুঃখে জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া পুত্র প্রজাপতি, ভ্রাতা শ্রীপতিরত্ন মিশ্র, কাণ্বশাখাধ্যায়ী গৌতম গোত্রীয় বন্ধুবর যাদবানন্দ মিশ্র সহ বঙ্গে পলায়ন করিয়া আইসেন। যাদবানন্দ মিশ্র কাশীধামে রহিয়া গেলেন। গঙ্গাগতি গয়ায় গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ডদান করিয়া বঙ্গদেশাভিমুখে আসিলেন। পথিমধ্যে নকুলেশ শিব ও মহাপীঠগতা কালীকা দেবী দর্শন ও পূজা করিয়া যশোহরে আসিয়া উপনীত হইলেন। তথায় কিছুদিন থাকিয়া সেই দেশের নানাপ্রকার দোষ দর্শন করিলেন এবং তথায় থাকিতে অনিচ্ছুক হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করিয়া কোটালিপাড়ে উপস্থিত হইলেন। শস্যপূর্ণ উপদ্রবশূন্য সেইস্থান অতীব রমণীয় দর্শন করিয়া তথায় বাস করিতে অভিলাষ করিলেন। কিয়দ্দিন তথায় বাস করিয়া গর্ভবতী স্ত্রী ও পুত্রকে বাটীতে রাখিয়া চন্দ্রনাথ দর্শনে গমন করিলেন। তথায় শঙ্কর শঙ্করীর পূজা করিয়া ক্রমে ব্রহ্মপুত্রে আগমন করিলেন। চৈত্রমাসে বুধাষ্টমী যোগ প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মপুত্র জলে স্নান তর্পণাদি শেষ করিয়া সুবর্ণগ্রাম হইয়া নিজবাটী কোটালিপাড়ে প্রত্যাগমন করিলেন। গৃহে আসিয়া একটী কন্যা সন্তান জন্মিয়াছে দেখিলেন। ব্রহ্মপুত্রে বাস করিবার সময় কন্যা জন্মিয়াছে বলিয়া কন্যার নাম রাখিলেন ব্রহ্মাণী। এই কন্যা বিবাহযোগ্যা হইলে পাত্র অনুসন্ধানের জন্য পুনর্ব্বার কান্যকুব্জে প্রত্যাগমন করিয়া শুনক গোত্রীয় অগ্নিহোত্রী যশোধর মিশ্র মহাশয়কে বর পাত্র স্থির করিয়া বাটী প্রত্যাগমনের পথে রাজা হরিবর্ম্ম দেবের রাজসভায় রাজসভাপতি বাচস্পতি মিশ্রের সহ

প্রবেশ করিয়াছিলেন। রাজাকে আশীর্বাদবাক্যে সম্বর্দ্ধিত করিয়া তাঁহারই রাজ্যমধ্যে কোটালিপাড়ে বাস করিয়াছেন তাহা রাজাকে অবগত করিলেন এবং কর নির্দ্দেশ করিতে অনুরোধ করিলেন। রাজা ব্রাহ্মণের নিকট কর না লইয়া তাঁহার বাসস্থান এবং তাহার চতুঃপার্শ্বে সমস্ত ভূমি তাঁহাকে বৃত্তিস্বরূপ দান করিলেন। এ দিকে যশোধর কান্যকুব্জ হইতে আত্মীয়, পুরোহিত, ভৃত্যাদি সহ গঙ্গাপতির বাটীতে আসিয়া ব্রহ্মাণীকে বিবাহ করিলেন এবং শ্বশুরালয়ে এক মাস থাকিয়া কান্যকুব্জে প্রত্যাগমন করিলেন। ৫ বৎসর পরে আত্মীয় স্বজন সহ কান্য-কুব্জ পরিত্যাগ করিয়া কোটালিপাড়ে আসিয়া বাস করিলেন।

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের ভূমিকা হইতে আদি পাশ্চাত্য-বৈদিক ব্রাহ্মণগণের আগমন বৃত্তান্ত সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইল। যিনি রাঘবেন্দ্র কবি শেখরের শ্লোকাবলিসহ আমূল বৃত্তান্ত জানিতে ইচ্ছা করেন তিনি বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাণ্ড ২য় ভাগ পাঠ করিবেন।

উক্ত ইতিহাসে লিখিত হইয়াছে যে, "কান্যকুব্জে "যবনাগম" ও রাজ্যনাশ দেখিয়া গঙ্গাগতি প্রভৃতি বহু ব্রাহ্মণ জন্মভূমি পরিত্যাগ করাই যুক্তিযুক্ত মনে করেন। আমরা ইতিহাস হইতে জানিতে পারি যে দেব-দ্বেষী ভারতবিজেতা সুলতান মামুদ ১০১৯ খৃঃ অব্দে অর্থাৎ ৯৪১ শকাব্দে কনৌজ জয়ে অগ্রসর হন। প্রায় ৯৪২ শকে মহাসমৃদ্ধিশালী কনৌজ রাজ্য তৎকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। তৎকালে জয়পাল (কুল গ্রন্থোক্ত জয়চন্দ্র) কনোজের অধিপতি। সেই যবনবিপ্লব কালেই গঙ্গাগতি প্রাণ ও মানসম্ভ্রম রক্ষার জন্য পরিবারসহ বঙ্গে পলাইয়া আসিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এরূপ স্থলে ৯৩৩ শকে গঙ্গাগতি বৈদ্যনাথ মিশ্র বঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।"

এদিকে কুল গ্রন্থকারগণ সকলে একবাক্যে বলিতেছেন যে শ্যামল বর্ম্মার সময়ে ১০০১ শকে পাশ্চাত্য বৈদিকগণের আদিপুরুষ যশোধর মিশ্র

বঙ্গে আগমন করেন। যদি ৯৪৩ শকাব্দ হইতে ১০০১ শকাব্দ পর্য্যন্ত বেদজ্ঞ পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণের আগমন সূচিত হয়, তাহা হইলে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাব বশতঃ ৯৫৪ শকাব্দায় আদিশূরের যজ্ঞে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ গণের বীজপুরুষ ব্রাহ্মণ পঞ্চকের আগমনের কারণ বিশ্বাস-যোগ্য হইতে পারে না। যদি ৯৫৪ শকাব্দায় কনৌজ হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজের প্রতিষ্ঠা করা আদিশূরের পক্ষে সম্ভব হইয়া থাকে, তাহা হইলে ১০০১ শকাব্দায় অর্থাৎ ৪৭ বৎসর পরে বৈদিক ব্রাহ্মণের অভাবপ্রযুক্ত শ্যামল বর্ম্মদেব কর্তৃক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়ন ব্যাপারও সম্ভব হইতে পারে না।

আবার মহাদেব শাণ্ডিল্য লিখিয়াছেন—শুনক গোত্রীয় যশোধর কনৌজে যবনাধিকার দেখিয়া (নিজ দেশ) ছাড়িয়া বঙ্গদেশ ঘুরিয়া পূর্ব্ব আত্মীয়গণকে স্মরণ করিয়া নবদ্বীপে আসিলেন। এখানে তিনি সামবেদী ভরদ্বাজ গোত্রীয় কার্ত্তিকের আশ্রয় লইলেন। ধর্ম্মাত্মা কার্ত্তিক তাঁহার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে নবদ্বীপে বাস করাইলেন। তখনও তাঁহার বিবাহ হয় নাই জানিয়া কার্ত্তিকের কথায় যজুর্ব্বেদী ভরদ্বাজ-গোত্রজ রত্নগর্ভ শুনক যশোধরকে নিজ কন্যা সম্প্রদান করেন। তাঁহার হরিরামাদি বহু পুত্র হইয়াছিল। হরির পুত্র বৎসরাজ, তৎপুত্র দিনকর, তৎপুত্র পশুপতি আচার্য্য, পশুপতির পুত্র শ্রীপতি, ইনিই নবদ্বীপ হইতে কোটালী-পাড়ায় গিয়া বাস করেন।

"শুনকগোত্রসম্ভূতো যশোধরো মহামতিঃ।
যবনাক্রান্তমালোক্য কনৃজং ত্যক্তুমুদ্যতঃ॥
পরিভ্রম্য বহূন্ দেশান্ পূর্ব্ববন্ধুং পরিস্মরন্।
নবদ্বীপং সমাগত্য কার্ত্তিকশরণং গতঃ॥

কার্ত্তিকোঽপি ততো জ্ঞাত্বা নামধেয়াদিতত্ত্বতঃ।
নবদ্বীপান্তরে তংহি স্থাপয়ামাস ধর্ম্মবিৎ॥”

* * * * *

মহাদেব শাণ্ডিল্যের সম্বন্ধ তত্ত্বার্ণব—বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ২য় ভাগের ৪৩ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত।

সেন বংশের আভ্যুদয়িক কালের পূর্ব্বেই পাল বংশের ক্ষমতা বঙ্গে অব্যাহত ছিল। তাঁহারা বেদজ্ঞ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ মন্ত্রিবর্গ দ্বারা পরিচালিত হইতেন। তাঁহারা সাক্ষাৎ ইন্দ্রতুল্য-শত্রুসংহারকারী নানা সাগর-মেখলাভরণা বসুন্ধরার চিরকল্যাণকামী নরপাল হইলেও তাঁহাদের “বৃহস্পতি প্রতিকৃতি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ মন্ত্রিমহাশয়ের যজ্ঞস্থলে স্বয়ং বারম্বার শ্রদ্ধা-সলিলা-প্লুত হৃদয়ে নতশিরে পবিত্র শান্তিবারি গ্রহণ করিয়াছিলেন।” (দিনাজপুরের গরুড়স্তম্ভে উৎকীর্ণ ১৫শ শ্লোক) পাল বংশীয় রাজা নয়পালদেবের সময়ে “বেদাভ্যাস পরায়ণ দ্বিজগণের কণ্ঠনিঃসৃত [শিক্ষা-স্বর-সমাজুষ্ট] পাঠ পদ্ধতি ক্রমে উচ্চৈঃস্বরে উচ্চরিত পাঠধ্বনির সংমিশ্রণে [অন্য বাক্যালাপ সযত্নে বোধগম্য হইয়া থাকিত] কিন্তু সেখানে নিরন্তর হোমধূমরাশি উদ্গত হইত, তাহার তিমিরাবরণের মধ্যেই ধর্ম্ম, কলি-কালের মহাভয়ে আত্মগোপন করিয়া অবস্থিতি করিত।” তখন “প্রচুর ভস্ম ভূষণে বা অষ্ট বৈভবে অলঙ্কৃত চন্দ্র শেখরের ন্যায় ব্রাহ্মণগণ [সমন্ততো ভূরি-বিভূতি-ভূষণঃ] সর্ব্বতোভাবে প্রচুর ঐশ্বর্য্য ভূষণে অলঙ্কৃত থাকিতেন। শরচ্চন্দ্র সুধা [সমুদ্ভাসিত] সুদূরপ্রস্থিত নয়নাভিরাম কুন্দকুসুমশোভন প্রতিবিম্ব বিশিষ্ট তাঁহাদের যশোরাশিতে ত্রিলোকীতল আচ্ছন্ন হইয়াছিল বলিয়া তাহা যেন কপূর-পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, শ্বেত-চন্দন-চূর্ণ-চর্চ্চিত হইয়া গিয়াছিল, ক্ষুব্ধ-ক্ষীর সমুদ্রোত্থিত সমুচ্চ-লহরী-লেহে প্লাবিত হইয়া যাইত।

চতুঃষষ্ঠি কলা-সম্পন্ন বলিয়া, [লোক সমাজের] তাপান্তকর ছিলেন। তখন তাঁহারা সমুন্নত শৈলশিখরারূঢ়, প্রখর-কিরণ প্রকাশক মার্ত্তণ্ড-দেবের ন্যায় অত্যুচ্চ সমুন্নতি লাভ করিয়া প্রবল প্রতাপান্বিত হইয়াছিলেন' (গয়াধামে আবিষ্কৃত নয়পালদেবের কৃষ্ণদ্বারিকামন্দির-লিপি) তখন তাঁহারা তীর্থ ভ্রমণে, বেদাধ্যয়নে, দানাধ্যাপনায়, যজ্ঞানুষ্ঠানে, ব্রতাচরণে, সর্ব্ব-শ্রোত্রিয়শ্রেষ্ঠ প্রাতঃনক্ত, অযাচিত এবং উপবসন নামক বিবিধ কৃচ্ছ্র সাধন যজ্ঞ সম্পাদন করিতেন। তখন তাঁহারা কর্ম্মকাণ্ড-জ্ঞানকাণ্ড-বিৎ পণ্ডিত-গণের অগ্রগণ্য, সর্ব্বাকার-তপোনিধি এবং শ্রৌত-স্মার্ত্ত-শাস্ত্রের গুপ্তার্থবিৎ বাগীশ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন'। (বারাণসিধামের নিকটবর্ত্তী কমৌলি গ্রামে আবিষ্কৃত বৈদ্যদেবের কমৌলি লিপি ২৬, ২৭ শ্লোক)।

তখন তাঁহারা বেদব্যাসের পুণ্যকাহিনী মহাভারতের অমৃত কথা (রসভাবসমন্বিতং কলস্বরসমাযুক্তং) পালবংশের শেষ নরপতির পট্ট মহিষী চিত্রমতিকা দেবীকে শ্রবণ করাইয়া শাসনী ভূমি ব্রহ্মোত্ররূপে লাভ করিয়াছিলেন। *

অতএব বেদজ্ঞ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাব ঘটে নাই বেদজ্ঞ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণাভাবে কনৌজ হইতে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণগণকে আগমন করিতে হয় নাই।

এদিকে ইতিহাসে অবগত হওয়া যাইতেছে যে ৭১১ খ্রীঅব্দে মহম্মদ কাসিম আরবদেশ হইতে সসৈন্যে সিন্ধুদেশ আক্রমণ করিয়া হিন্দুরাজ

---

* শাণ্ডিল্যাসিত-দেবল-প্রবরায় পণ্ডিত শ্রীভুবণ-সব্রহ্মচারিণে সামবেদান্তর্গত কৌথুম শাখধ্যায়িনে চম্পাহিট্টি বাস্তব্যায় বৎসস্বামি প্রপৌত্রায় প্রজাপতি স্বামি পৌত্রায় শৌনক-স্বামি পুত্রায় পণ্ডিত ভট্টপুত্র শ্রীবটেশ্বর স্বামি-শর্ম্মণে পট্টমহাদেবী-চিত্রমতিকয়া বেদব্যাস-প্রোক্ত-প্রপাঠিত মহাভারত সমুৎসর্পিত দক্ষিণাদ্বেন ভগবন্তং বুদ্ধভট্টারকমুদ্দিশ্য শাসনী-কৃত্য প্রদত্তোঽস্মাভিঃ। দিনাজপুরের অন্তর্গত মনহলি গ্রামে আবিষ্কৃত মদনপাল দেবের তাম্রশাসন। J. A. S. B. 100

ডাহিরকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত করিলে তদীয় বীরপত্নী শত্রুর সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াও রাজধানী রক্ষা করিতে সমর্থা না হইয়া সপরিবার জ্বলন্ত অনলে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। কাসিম ৩৮ বৎসর মাত্র সিন্ধুদেশ বশীভূত করিয়া রাখিতে পারিয়াছিলেন। ৭৫০ খৃঃ অব্দে রাজপুতগণ মুসলমানগণকে সিন্ধুদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। যদিও কিয়ৎকাল কোন উপদ্রব করিতে সমর্থ হয় নাই কিন্তু ১০০১ খৃঃ অব্দ হইতে ১১৯৩ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত গজনির মামুদ ও মহম্মদ ঘোরীর উপর্য্যুপরি অত্যাচারে কাশ্মীর হইতে সোমনাথ, কালিঞ্জর হইতে সিন্ধুদেশ পর্য্যন্ত ভারতের পশ্চিম অংশ বিধ্বস্ত হইলে সনাতন আর্য্যধর্ম্ম ম্লান হইয়া পড়িয়াছিল। কুরুক্ষেত্র, মথুরা, ইন্দ্রপ্রস্থ, গুজরাট সোমনাথ পত্তনের পবিত্র দেবমন্দির লুণ্ঠিত হইয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইল। ম্লেচ্ছের হস্তে দেবতা লাঞ্ছিত হইলেন। ১০০৮ খ্রীঃ অব্দে মামুদের সহিত সাহি আনন্দ পালের লোমহর্ষণ যুদ্ধ ভারত-ইতিহাসে জলন্ত অক্ষরে বর্ণিত আছে। সমস্ত ভারতবর্ষের সমবেত হিন্দুশক্তি মুসলমানের দ্বারা বিধ্বস্ত হইয়াছিল। হিন্দুমহিলাগণ গাত্রের স্বর্ণালঙ্কার বিক্রয় করিয়া যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতের দুরদৃষ্ট বশতঃ আনন্দপাল নিহত হইলেন। ২০০০০ সহস্র হিন্দু সৈন্যের রক্তে যুদ্ধ-ক্ষেত্র রঞ্জিত হইল। যবনরাজ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া নাগরকোটের প্রসিদ্ধ মন্দির লুণ্ঠন করিয়া অসংখ্য অর্থ সংগ্রহ করিয়া গজনিতে প্রত্যাগত হইয়াছিলেন। তিনি ১০১৮—১০১৯ খ্রীঃ অব্দে পুনর্ব্বার কাণ্যকুব্জে আসিলে রাজা তাহার শরণাপন্ন হন। কিন্তু যবনরাজ মথুরার দিকে আসিয়া ২০ দিন ধরিয়া মন্দির ধ্বংশ করিয়া নগর উৎসন্ন দিয়া গিয়াছিলেন।

কিয়ৎকাল মুসলমানগণ কোন অত্যাচার না করিলেও হিন্দুগণ মামুদের আঘাতে হীনবল হইয়া গিয়াছিল। তাঁহারা প্রনষ্ট বল লাভ করিতে না

করিতে মহম্মদ ঘোরী ১১৮৪ খ্রীঃ অব্দে পাঞ্জাব আক্রমণ করেন। ১১৯১ খৃঃ অব্দে যবনরাজ থানেশ্বরের যুদ্ধে পৃথ্বীরাজের নিকট পরাস্ত হইলেও বৈরনির্য্যাতন মানসে যত্নবান হইতে লাগিলেন। এ দিকে গৃহবিবাদে হিন্দুশক্তি ক্ষীণ হইতেছিল। কান্যকুব্জরাজ জয়চাঁদ যবনের সহিত মিলিত হইলেন। নারায়ণের যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ বন্দী হইয়া যবন হস্তে নিহত হইলেন। এতদিনের পর ভারতের ভাগ্যে ভগবান যে ভীষণ বজ্রাঘাত করিলেন, সে আঘাতে সনাতন আর্য্যশক্তি চিরতরে অন্তর্হিত হইল। যে গৃহবিবাদের ফলে কুরুক্ষেত্রের রণযজ্ঞের হোমাগ্নিতে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অভিমন্যু ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি মহারথিগণ ভস্মীভূত হইয়াছিলেন, সেই গৃহবিবাদে পৃথ্বীরাজ, রাণা সঙ্গ প্রভৃতি শত শত হিন্দুবীরগণ নারায়ণের যুদ্ধক্ষেত্রে ভারতের শৌর্য্যবীর্য্য হারাইয়া গিয়াছেন। সেই যুদ্ধের বিবরণ ইতিহাসে যেভাবে বর্ণিত আছে, তাহা পাঠ করিলে হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে, অশ্রুনীরে লেখনীর কালি ভাসিয়া যায়। হিন্দু সূর্য্য চন্দ্র পৃথ্বীরাজ ও রাণা সঙ্গ অস্তমিত হইলে সনাতন আর্য্যধর্ম্মকর্ম্ম কালস্রোতে যবন অত্যাচারে পরিম্লান হইয়া গেল। কত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় সন্তান মুসলমান হইয়া গেলেন, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় প্রভৃতি কত হিন্দুপরিবার দেশচ্যুত হইল তাহার সংখ্যা নাই। সেই অত্যাচারেই ব্রাহ্মণগণ পশ্চিম দেশ হইতে ধনধর্ম্মপ্রাণাদি রক্ষার জন্য ভারতের চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিয়াছিলেন। গৌড়-বঙ্গে কনৌজ ব্রাহ্মণাগমনের কারণ যে যবনাত্যাচার তাহা নিসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

একাদশ অধ্যায়।

নবাগত কনোজিয়াগণের সহিত গৌড়ের আদি ব্রাহ্মণগণের সংঘর্ষ।

সমূহ গৌড় রাজ্য বৌদ্ধ ধর্ম্মাক্রান্ত হয় নাই এবং সনাতন আর্য্যধর্ম্মের আলোকের ছটা অন্তর্হিত হইয়া সমগ্র বঙ্গদেশ অন্ধকারচ্ছন্ন হইয়া যায় নাই। অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন পাল-নরপালগণ বৌদ্ধধর্ম্মী হইলেও আর্য্যধর্ম্মের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থাবান ছিলেন। খালিমপুরে আবিষ্কৃত পালবংশের ২য় রাজ ধর্ম্ম পাল দেবের তাম্রশাসনে বর্ণিত আছে যে তাঁহার মহাসামন্তাধিপতি নারায়ণ বর্ম্মা নারায়ণ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন। বিগ্রহ সেবার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ "শুভস্থলীতে" ভূমিদান করিয়াছিলেন। পালবংশের শেষ নরপতি মদনপাল দেব ভগবান বুদ্ধদেবের প্রীতির উদ্দেশ্যে তাঁহার পট্টমহিষীকে মহাভারত শ্রবণ করাইয়া দক্ষিণা দানের জন্য পাঠককে ভূমিদান করিয়াছিলেন, অতএব বৌদ্ধ আমলেও ব্রাহ্মণের প্রাধান্য দূরীভূত হয় নাই বরং বৌদ্ধক্রিয়া কলাপ হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সংস্কৃত আকারে হিন্দু রীতিনীতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। বুদ্ধদেব দেবতারূপে পূজিত হইতেছেন উৎকলে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ মূর্ত্তি জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছে। রাজা যযাতিকেশরী বৌদ্ধ ক্ষেত্রকে বৈষ্ণব ক্ষেত্র করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য দেব জগন্নাথের প্রসাদের মান বাড়াইয়াছেন। বৌদ্ধদের শূন্যবাদের উপর ধর্ম্ম দেবের উৎপত্তির আখ্যান প্রতিষ্ঠিত। বুদ্ধদেবের জন্ম তিথি বৈশাখী পূর্ণিমায় বঙ্গদেশে ধর্ম্মোৎসব হইয়া থাকে। গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপালের সময় ময়নাগড়ে লাউসেনের আবির্ভাব হয়। লাউসেনের মাতা রঞ্জাবতী রমাই পণ্ডিতের উপদেশে ধর্ম্ম পূজা করিয়া লাউসেনকে পুত্র

লাভ করেন। লাউসেন গৌড়েশ্বরের সেনাপতি ছিলেন। ময়নাগড়ের নিকটবর্ত্তী হাকন্দে ধর্ম্মের তপস্যায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন, বুদ্ধদেব পশ্চিম বাঙ্গালায় ধর্ম্মনামে পূজিত হইতেছেন। মুরশিদাবাদ জেলায় ক্রিরীটেশ্বরীর ভৈরব মূর্ত্তি ধ্যানী বুদ্ধের মূর্ত্তি বলিয়া ঐতিহাসিকগণের ধারণা। রাঢ়দেশের বৌদ্ধমূর্ত্তি গুলি পরিবর্ত্তিত আকারে বাঁকুড়ারায়, শ্যামরায়, ভৈরবরায় নামে হিন্দু দেবশ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। নেপালের বৌদ্ধ হারীতী দেবী বঙ্গদেশে শীতলা হইয়াছেন। ভগবান শঙ্করাচার্য্যের অকাট্য অদ্বৈতবাদের যুক্তিতর্কে ভগবান বুদ্ধদেবের শূন্যবাদ শূন্যে মিশাইয়া সনাতন আর্য্যধর্ম্মের পুনরুত্থান হইয়াছিল। ভারতের অন্যান্য অঞ্চল বৌদ্ধাক্রান্ত হইলেও বঙ্গদেশে বৌদ্ধ প্রভাবের প্রবল বেগ মন্দীভূত হইয়া গিয়াছিল। গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণ স্বতেজে সসম্মানেই বর্ত্তমান ছিলেন এবং পালবংশীয় বৌদ্ধ নরপালগণ তাঁহাদিগকে কিরূপ ভক্তির চক্ষে দর্শন করিতেন তাহা পূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে। গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণই গৌড় দেশের ক্ষত্রিয় রাজগণের বৈদিক কার্য্যগুলি সম্পন্ন করিতেন। পালবংশীয় ১২শ রাজ ২য় মহীপাল প্রজাপীড়ক হইলে যে লোকনায়ক মহাপুরুষ তাঁহাকে সম্মুখ সমরে নিহত করিয়া গৌড়ের শাসনদণ্ড কাড়িয়া লইয়াছিলেন, তিনি সনাতন আর্য্যধর্ম্ম-সংরক্ষক, চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ-সম্বন্ধ সঙ্কীর্ণক্ষত্রিয় কৈবর্ত্ত জাতীয় ছিলেন। পালবংশীয়গণও সঙ্কীর্ণ ক্ষত্রিয় ছিলেন। সেই ছত্রপতি দিব্বোক, রূদক ও ভীম পরম শৈব হিন্দু নরপতি ছিলেন, পাল বংশীয়গণ বৌদ্ধ ছিলেন। ধর্ম্মভাবে পৃথক থাকিলেও জাতিতে যে তাঁহারা এক ছিলেন তাহা পরে আলোচিত হইবে। কিন্তু গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণ উভয় সম্প্রদায়েরই উপদেষ্টা ছিলেন, তাঁহারা শূদ্র যাজন করিতেন না।

কোন বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ শূদ্র যাজন করিবেন না। যিনি শূদ্রযাজন করিবেন, তিনি মহর্ষিতুল্য হইলেও বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট ঘৃণ্য ও অপাঙ্

জ্ঞেয়। মনু সংহিতার মতে বহু জাতির যাজক অপাঙ্‌ক্তেয় অর্থাৎ পতিত। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে এক শূদ্রের অতিরিক্ত শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণগণ গ্রামযাজী এবং মহাপাপী বলিয়া গণ্য হইয়াছে, যথা—

শূদ্রাতিরিক্তযাজী যো গ্রামযাজী চ কীর্ত্তিতঃ।
দেবোপদ্রব্যজীবী চ দেবলঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। ২০২
শূদ্রপাকোপজীবী যঃ সূপকার ইতি স্মৃতঃ।
সন্ধ্যাপূজাবিহীনশ্চ প্রমত্তঃ পতিতঃ স্মৃতঃ। ২০৩
উক্ত পূর্ব্ব প্রকরণে লক্ষণং বৃষলীপতেঃ।
এতে মহাপাতকিনঃ কুম্ভীপাকং প্রযান্তিতে। ২০৪

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ; ৩০ অধ্যায়ঃ।

শ্বক্রীড়ীশ্যেনজীবীচ কন্যা দূষক এব চ।
হিংস্রো বৃষল বৃত্তিশ্চ গণানাঞ্চৈব যাজকঃ॥

* * *

এতান বিগর্হিতাচারানপঙ্‌ক্তেয়ান দ্বিজাধমান্।
দ্বিজাতি প্রবরো বিদ্বানুভয়ত্র বিবর্জ্জয়েৎ॥

মনু, ৩য় অধ্যায় ১৬৪-১৬৭।

যথা—অব্রাহ্মণাস্তু যট্ প্রোক্তা শাতাতপ মহর্ষিনা।
আদ্যোরাজভৃতস্তেষাং দ্বিতীয়ঃ ক্রয় বিক্রয়ী॥
তৃতীয়ো বহুযাজ্যশ্চ চতুর্থো গ্রামযাজকঃ।
পঞ্চমস্তু ভৃতস্তেষাং গ্রামস্য নগরস্য চ
অনাগতাস্তু যঃ সন্ধ্যাং সাদিত্যাঞ্চৈব পশ্চিমাম্।

---

*. মনুসংহিতায় গণযাজক অর্থাৎ বহুজাতির পুরোহিত অপাঙক্তেয় অর্থাৎ পতিত। এই সকল নিন্দিতাচারী পঙক্তি প্রবেশের অযোগ্য দ্বিজাধমদিগকে দ্বিজপ্রবর বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণ দৈব ও পৈত্র উভয় কর্ম্মেই পরিত্যাগ করিবেন।

নোপাসীতা দ্বিজঃ সন্ধ্যাং স ষষ্ঠোঽব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ ॥

ইতি শাতাতপঃ—শব্দকল্পদ্রুমঃ।

গ্রামযাজী ব্রাহ্মণ মহাপাপী এবং শূদ্রবৎ :—

অসিজীবি-মসীজীবি-দেবল-গ্রামযাজকাঃ
পাচকো ধাবকশ্চৈব ষড়েতে শূদ্রবৎ দ্বিজাঃ।

শাস্ত্রে মহাপাতকীর সংসর্গকারী পতিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গ্রামযাজীব্রাহ্মণ কাহাদিগকে বুঝায়, তাহা আমি ৩১৮ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত কবিকঙ্কণ চণ্ডী হইতে প্রদর্শন করিব। কালকেতুর গুজরাট নগরে প্রজাপত্তন প্রস্তাবে লিখিত হইয়াছে :—

"মূর্খ বিপ্র ব'সে পুরে নগরে যাজন করে
শিখায় পূজার অনুষ্ঠান।
চন্দন তিলক পরে দেবপূজা ঘরে ঘরে
চা'লের বোচকা বান্ধি টান ॥
ময়রাঘরে পায় খণ্ড গোপঘরে দধি ভাণ্ড
তেলি ঘরে তৈলকুপি ভরি।
কোথাও মাসড়া কড়ি কেহ দেয় ডাল বড়ি
গ্রামযাজী আনন্দে সাঁতারি ॥
গুজরাট নগরে নাগরিয়া শ্রাদ্ধ করে
গ্রামযাজী করে অধিষ্ঠান।
সঙ্গে করি দ্বিজ কয় কাহন দক্ষিণা হয়।
হাতে কুশা দক্ষিণা ফুরণ ॥"

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের এই কবিতায় প্রমাণ পাওয়া যায় যে, নবশাখ জাতীয় ময়রা, গোপ, তেলি (রাঢ় দেশে আচরণীয় তেলি আছে) ইত্যাদির যাজক গ্রামযাজী। ঐ গ্রামযাজী ব্রাহ্মণ যে পতিত, তাহা শাস্ত্রে

ও সামাজিক পণ্ডিতগণের অনুমোদিত। সত্য বটে, এই সমস্ত পতিত ব্রাহ্মণ কাল ধর্ম্মে সমাজে সৎব্রাহ্মণরূপে গণ্য হইয়াছেন, এমন কি অনেকের নৈকষ্য কুলীনের সহিতও যৌন সম্বন্ধ ঘটিয়াছে। তাই বলিয়া তাঁহারা যে পতিত নন, ইহা গায়ের জোরে, বলিলে চলিবে না। যদি অশূদ্র প্রতিগ্রাহী বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের সংখ্যা অধিক হইত এবং তাঁহাদের আধিপত্য থাকিত এবং যদি তাঁহারা ধর্ম্মরক্ষক সমাজপতির শাসনাধীনে থাকিতেন, তাহা হইলে কি ঐ সমস্ত ব্রাহ্মণ মাহিষ্যযাজী গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিন্দনীয় ও পৃথক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সর্ব্বতোভাবে পতিত ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইতেন না? কারণ মনু বলিয়াছেন ;—

বেদবিচ্চাপি বিপ্রোঽস্য লোভাৎ কৃত্বা প্রতিগ্রহম্
বিনাশং ব্রজতি ক্ষিপ্রমামপাত্রমিবাম্ভসি।-মনু ৩য় অধ্যায় ১৭৯

পুনশ্চ—যাবতঃ সংস্পৃশেদঙ্গৈর্ব্রাহ্মণান্ শূদ্রযাজকাঃ।
তাবতাং ন ভবেদ্দাতুঃ ফলং দানস্যপৌর্ত্তিকম্। ৩।১৭৮
দাসী সুতৈর্দত্তং শ্রাদ্ধং বন্ধ্যাসু মৈথুনম্।
নিষ্ফলং চ তথা দানমপাত্রে বেদবর্জিতে॥

এক্ষণে যদি দুর্ব্বল অশূদ্র-প্রতিগ্রাহিগণ শূদ্রযাজীকে পতিতরূপে ব্যবহার করিতে যান, তাহা হইলে তাঁহারা নিজেই পতিত হইবেন কারণ বৈদ্য, কায়স্থ, নাপিত মালী, গোয়ালা, বারুই, কুম্ভকার, কর্ম্মকার প্রভৃতি ব্যবহার্য্য সকল জাতিই শূদ্রযাজীর হস্তে রহিয়াছেন। ইহারা সকলে মিলিয়া চক্রান্ত করিলে অশূদ্র-প্রতিগ্রাহী নিশ্চয়ই পতিত রূপে গণ্য হইবেন। বহুপূর্ব্বে নবশাখ যাজীর সহিত মাহিষ্য যাজীর এইরূপ সংঘর্ষ নিশ্চয়ই হইয়াছিল তাহারই ফলে অদ্য মাহিষ্যযাজী তাহাদিগের নিকট পতিতরূপে গণ্য।

যাঁহারা বঙ্গের বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ, তাঁহারা একমাত্র ব্রাহ্মণযাজন করেন।

সারস্বত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় যাজন করেন। সেইরূপ গৌড়ীয় বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ একমাত্র মাহিষ্য-ক্ষত্রিয় যাজন করিতেন ও এখনও করিতেছেন কালবর্ম্মে রাজবিপ্লবে ও গ্রামযাজীর দৌরাত্ম্যে এই সৎ ব্রাহ্মণ পতিত রূপে পরিণত হইয়াছেন। যদি ন্যায়বান্ সমাজপতি থাকিতেন, তাহা হইলে এ বিষয়ের সুবিচার হইত।

বঙ্গীয় মাহিষ্যগণের যখন দ্বিজধর্ম্মিত্ব পূর্ণমাত্রায় ছিল, তখনও যে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহাদের যাজক ছিলেন, এখনও তাঁহাদের বংশধরগণই মাহিষ্যদিগের যাজন করিতেছেন। মধ্যে বৌদ্ধাধিকারে কালধর্ম্মে তাঁহারাই ম্লানভাবে মাহিষ্যদিগের যাজকতা করিতেছিলেন। এই সময়ে কনোজ ব্রাহ্মণের আগমন হইল। ইঁহাদের সহিত মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণদিগের ফাঁক চলিতে লাগিল। কারণ কনোজিয়াগণ রাজানুগৃহীত আর গৌড়ীয় বৈদিক রাজনিগৃহীত বিজিত মাহিষ্যজাতির পুরোহিত। কিন্তু তথাপি ইঁহাদের একটী প্রবল সমাজ ছিল, তাহা ইঁহাদের সংখ্যাধিক্যেই প্রমাণ হয়। অন্যান্য বর্ণ ব্রাহ্মণের সংখ্যা এত অল্প যে তাঁহারা যজমানের ষাট্ শুভচনি (ষষ্ঠী ও শুভচণ্ডী) করিতেই পারেন না। অনেক স্থলে ঐ সকল বর্ণ প্রায়ই রাঢ়ী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের বাটীতে বা নবশাখাদির বাটীতে পূজা দিয়া আইসে। ষষ্ঠ্যাদির পূজা দিয়া আইসে নবশাখাদির পূজার সঙ্গে একত্র পূজা হয়। বঙ্গদেশের গ্রামে গ্রামে যে বারওয়ারি চৈত্র মাসে শিবের গাজন, চড়ক পর্ব্বাদির উৎসব হইয়া থাকে, তাহার পুরোহিত রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ হয়েন। রজক, মুচী, হাড়ী, চণ্ডালাদি প্রদত্ত ভোজ্য ও দক্ষিণার পয়সা কনোজাগত ব্রাহ্মণগণের করুণাময় বংশধরগণ গ্রহণ করিয়া করুণার মোহানা খুলিয়া দিয়াছেন; প্রকারান্তরে প্রকাশ্যরূপে অন্ত্যজ জাতির যাজকতা করিতেছেন। প্রমাণের জন্য কেহ দেখিতে ইচ্ছা করিলে আমি দেখাইতে প্রস্তুত আছি।

যাহা হউক পাশ্চাত্য বা গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ ও কনোজিয়া ব্রাহ্মণ

উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে পরস্পরের সহানুভূতির অভাব ছিল তাহার আর সন্দেহ নাই। পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণা করিতেন। সেই ঘৃণার স্রোত এখনও স্থানে স্থানে প্রবল বেগে চলিয়াছে। ইহার কারণ কুলগ্রন্থোক্ত আদিশূর অযাজ্যরূপেই গণ্য হইয়াছিল; তজ্জন্য তাঁহার যাজনকারী কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ-দিগের সহিত সপ্তশতী ও পরাশর ব্রাহ্মণদিগের সদ্ভাব ছিল না, পরিশেষে নিস্তেজ দুর্ব্বল সপ্তশতীগণ স্বভাবে থাকিতে পারেন নাই। রাঢ়ীর সহিত মিলিয়া, তাঁহাদিগকে কন্যা দিয়া নিজেদের অস্তিত্ব হারাইয়াছেন; এক্ষণে বঙ্গে আর তাঁহাদের চিহ্নমাত্র নাই; কিন্তু মাহিষ্যযাজী পরাশর গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণ স্বতেজে স্বভাবে বর্ত্তমান থাকিয়া আজিও ম্লানভাবে নিজেদের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছেন।

আদিশূরের নামোল্লেখ করিবার আবশ্যকতা ছিল না। কিন্তু এক্ষণে একে একে ইতিহাসের রাজ্য ছাড়িয়া কুলগ্রন্থ পরিচালিত সামাজিক শাসন রাজ্যে আমাদিগকে প্রবেশ করিতে হইতেছে। নানা সরস বিরস গল্পগুলির উপর আমাদিগকে ভাসিয়া যাইতে হইবে, দেখি, কূল কিনারা পাই কিনা। ভিন্ন ভিন্ন রুচির পাঠক আছেন, কেহ ঐতিহাসিক তত্ত্বে আস্থাবান, কেহ ঘটকের কুল কথায় ভাসমান।

কুলগ্রন্থোক্ত আদিশূরকে হারাইতে যদি কাহারও ক্লেশ অনুভব হয়, আদিশূরের পুত্রেষ্টিযজ্ঞের কুল কথা যদি কেহ রামায়ণ মহাভারতের ন্যায় অমৃত কথা বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাহা হইলেও কুলগ্রন্থ অনুসারেই প্রমাণ করিব যে কণোজাগত ব্রাহ্মণ পঞ্চক শূদ্র যাজন করিতে আইসেন নাই। এক্ষণে যেরূপ প্রায় কোন শূদ্রজাতিই রাঢ়ী বারেন্দ্র ঠাকুরগণের করুণা হইতে বঞ্চিত নহেন তখন কিন্তু সমাজের বজ্রবন্ধন এইভাবে শিথিল হয় নাই। এমন কি আদিশূর অযাজ্যরূপেই পরিগণিত হইয়াছিলেন। ভট্টনারায়ণাদি ব্রাহ্মণপঞ্চক আদিশূরের যজ্ঞ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া

দেশে প্রত্যাগমন করিলে দেশে স্থান প্রাপ্ত হন নাই, পতিত রূপেই গণ্য হইয়াছিলেন। দেশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া পুনরায় গৌড়দেশে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন; যথা—

"তেপক্ষ বিপ্রাঃ সুবিধায় রাজ্ঞো যজ্ঞং স্বদেশে গমনোৎসুকাশ্চ।
ধনেন মানেন চ তেন পূজিতা গতা যথাদেশমিতাশ্বযানৈঃ॥
গৌড়ং গতা মাগধ বর্ত্মনা বোঽপ্যযাজ্যযাজ্যং কৃতবন্তএব।
যদীচ্ছতাস্মাকমপক্তি ভোজ্যং তদা কুরুধ্বং খলু পাপ নিষ্কৃতিং॥"

অর্থাৎ পঞ্চ ব্রাহ্মণেরা গৌড়ে আসিয়া আদিশূরের যজ্ঞ সমাধা করিয়া স্বদেশে গিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেরা মগধদেশের মধ্য দিয়া গৌড় রাজ্যে আসিয়াছিলেন এবং আদিশূর নৃপতির যজ্ঞ সম্পন্ন করেন, ইহাতে দেশীয় ব্রাহ্মণেরা কহিলেন, যদি আমাদের সহিত আহারাদি করিতে চাহ তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত কর।" গৌড়ে ব্রাহ্মণে ধৃত কুল পঞ্জিকা—৫২ পৃষ্ঠা।

এদিকে আদিশূরের পুত্রেষ্টিযজ্ঞের কথা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, আদিশূর কান্যকুব্জের রাজা চন্দ্রকেতুর চন্দ্রমুখী নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। চন্দ্রমুখী চান্দ্রায়ণ ব্রতানুষ্ঠান করেন। দেশীয় ব্রাহ্মণেরা বেদজ্ঞান-বিমূঢ়তা নিবন্ধন রাজ্ঞীর অভিলাষানুরূপ যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে না পারায়, রাজ্ঞীর অনুরোধক্রমে আদিশূর স্বীয় শ্বশুরকে পত্র লিখিয়া সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়নপূর্ব্বক ব্রত সম্পন্ন করেন :—

"নাম্না চন্দ্রমুখী নৃপেন্দ্রতিলক শ্রীচন্দ্রকেতোঃ পুরা।
সৎপুণ্যাশ্রয় কান্যকুব্জবসতেঃ কন্যাচ পূণ্যার্থিনী॥
পত্নী গাঢ়তম প্রতাপনিবহখ্যাতাদিশূরস্য চ।
ক্ষৌণীন্দ্রস্য বভূব সাপি চতুরা চান্দ্রায়ণাচারিণী॥
তত্রাদাবগতঃ কশ্চিদ্‌ব্রাহ্মণঃ স্বর্ণকৌশিকঃ।
ততঃ সমাহূতস্তত্র বিপ্রোরজতকৌশিকঃ॥

কৌণ্ডিন্য কৌশিকঃ পশ্চাৎ ঘৃতকৌশিককৌশিকৌ।
এতে পঞ্চ সমায়াতাঃ পঞ্চগোত্রধরামরাঃ॥

চন্দ্রমুখী উবাচ।

গায়ত বেদং পূরয়তেদং মদ্‌ব্রতমগ্নিং জ্বালয়ত।
বরুণাবাহনপূর্ব্বকং কুম্ভাগতং কুরুতাবনীদেবাঃ॥

বিপ্রাঃ উচুঃ।

বয়ং নৈব জানীমহে বেদবাণী
মিদানীং দ্বিজাস্যোদ্ভবো ন শ্রুতোগ্নিঃ।

এতচ্ছ্রুত্বা নরপতিরোষা বচনমবোচৎ বহুতর রোষা।
ব্রাহ্মণহীনে দেশে বাসো কিমিহ করিষ্যে পিতুরভিলাষঃ।”

বারেন্দ্র কুলপঞ্জী।

আবার রাঢ়ীয় ঠাকুর বংশীবদন বিদ্যারত্ন ঘটক বলেন যে আদিশূর, মন্ত্রী পুরোহিত প্রভৃতির সহিত সভামণ্ডপে উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন :—

“অহং ক্ষত্রকুলে জাতো ন কুর্য্যাদ্‌ব্রতযজ্ঞকং।
অগ্নিহোত্রীয় যজ্ঞঞ্চ করিষ্যামি দ্বিজোত্তম॥
কুত্র কুত্র স্থিতা বিপ্রা বেদপারগসাগ্নিকাঃ।
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি কৃপয়া কথয় প্রভো॥

বিপ্র উবাচ।

কান্যকুব্জস্থিতা বিপ্রাঃ সাগ্নিকা বেদপারগাঃ।
তস্মাৎ পঞ্চ সমানীয় যজ্ঞ নিষ্পন্নতাং কুরু॥”

কেহ বলেন গৌড়দেশে অনাবৃষ্টি হওয়াতে, কেহ কহেন আদিশূর

আপন. স্ত্রীর ব্রত নির্ব্বাহ জন্য ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন। (১৮৫৭।২০ শে মার্চ্চের এডুকেশন গেজেট)।

বৈদ্য কুলজীমতে আদিশূর অপুত্রক ছিলেন, এবং পুত্রোৎপাদনার্থ যজ্ঞ করিবার জন্য ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন।

রাঢ়ীয় ঘটক বাচস্পতি মিশ্র স্বকৃত কুলরাম গ্রন্থে লিখিয়াছেন, আদিশূর কাশীর অধিপতির নিকট হইতে বেদপারগ ব্রাহ্মণ চাহিয়া পাঠান কাশীর রাজা ব্রাহ্মণ দিতে অস্বীকার করাতে আদিশূর তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া করস্বরূপ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হন।" গৌড়ে ব্রাহ্মণ ৩৯ পৃষ্ঠা।

পাঠকগণ দেখুন, এক ব্রাহ্মণ আনয়ন লইয়া কতপ্রকার গল্প চলিয়াছে। ইহার কোন্‌টী সত্য, কোন্‌টী মিথ্যা, কিছুই নির্ণয় করিবার উপায় নাই।

নুলোপঞ্চাননের উক্তির সাতশতীগণের প্রত্যুক্তিতে প্রকাশ আছে যে কান্যকুব্জায়গণ আদিশূরের যজ্ঞ করিয়া পতিত হন :—

"গৌড়দেশে যজ্ঞ করে হইল অধোগতি।
কান্যকুব্জ ঠেলে ফেলে তোলে সাতশতী॥
আদিশূর যজ্ঞে হল অযাজ্য যাজন।
সাতশতী হ'তে দোষ হইল মার্জ্জন॥

(১৩০৫ সালের ৩রা বৈশাখের এডুকেশন গেজেটে কুলশাস্ত্র প্রবন্ধধৃত।)

নিস্তেজ সাতশতীগণ কিরূপ স্পর্দ্ধার সহিত প্রত্যুত্তর করিয়াছেন, পাঠকগণ! মনোযোগের সহিত পাঠ করুন; তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, আদিশূরের যাজন করিয়া কান্যকুব্জীয় পঞ্চগোত্রীয় ভট্টনারায়ণাদির কি দুর্দ্দশাই না হইয়াছিল? শেষে স্থান পাইলেন না, কান্যকুব্জাধিপতিও কিছুই করিতে পারিলেন না, দেষে বঙ্গদেশের সাতশতীর কন্যা গ্রহণ করিয়া সংসারলীলার শেষ করিতে হইল। তাঁহাদের জীবনলীলার শেষ হইলেও তাঁহাদের শ্রাদ্ধকার্য্যে তাঁহাদের পূর্ব্বপক্ষীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রগণকে

কান্যকুব্জীয় ব্রাহ্মণগণ কিছুমাত্র সাহায্য করেন নাই, বরং পুত্রগণকেও পতিত জ্ঞান করিয়া তাঁহাদের সংস্রব ত্যাগ করিলেন। অগত্যা তাঁহারা বঙ্গদেশে আসিয়া রাজার কৃপায় বারেন্দ্রদেশে বসতি করিয়া বারেন্দ্র আখ্যায় পরিচিত হইলেন।

সাতশতীগণ যখন আদিশূরকে অযাজ্য বলিতে সাহসী হইয়াছিলেন, তখন "পরাশর"গণ যে আদিশূরের পৌরহিত্য অস্বীকার করিবেন, ইহা আশ্চর্য্য নহে। কারণ পরাশরগণ সাতশতী অপেক্ষা তেজস্বী ও মর্য্যাদা সম্পন্ন ছিলেন। আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে সকলকেই এই মত সমর্থন করিতে হইবে। "অম্বষ্ঠ-দর্পণ"-প্রণেতা এই সমস্ত ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া লিখিয়াছেন :—

"কৈবর্ত্তজাতি আবহমান কাল অবধি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা যাজিত হইয়া আসিতেছেন। দাসের ব্রাহ্মণ অন্যজাতির যাজন করিতেন না, এমন কি অম্বষ্ঠ (বৈদ্য) জাতি সমগ্র দেশের উপর প্রভুত্ব করিলেও দাসের ব্রাহ্মণ অজ্ঞানিত অপরিজ্ঞাত বৈদ্য জাতির যাজন করিতে অসম্মত হন।"

(অম্বষ্ঠদর্পণ ৭৮।৭৯ পৃষ্ঠা।)

পরাশরগণ যে সপ্তশতী অপেক্ষা অধিকতর তেজস্বী ছিলেন, তাহার প্রমাণ—"সাতশতীগণ কনোজ-সংঘর্ষে একবারে অন্তর্হিত হইয়াছেন। কেহ বা আত্মগোপন করিয়া নূতন বারেন্দ্ররূপে কল্পিত হইয়াছেন; কেহ বা রাঢ়ী-শ্রেণীর মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে আছেন; কেহ পাঁই ছাপাইয়া বৈদিক দলে মিশিয়াছেন"। (সম্বন্ধ-নির্ণয় ৫১ পৃষ্ঠা ও ২৪২ পৃষ্ঠা।)

---

* বাস্তবিক অজ্ঞাত-কুলশীল জাতি ব্রাহ্মণের অযাজ্য। সেনরাজগণ দাক্ষিণাত্য হইতে বঙ্গদেশে উপনিবিষ্ট হন। সুতরাং গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের পৌরহিত্য অস্বীকার করেন। শাস্ত্রে লিখিত আছে—না পরীক্ষিতং যাজয়েৎ, নাধ্যাপয়েৎ নোপনয়েৎ" মনু সংহিতা।

আবার কেহ খুলো পঞ্চাননের সময় "অন্ত্যজ যাজক" রূপে গণ্য হইয়াছেন মাত্র—"সাতশতী যাজে যে অন্ত্যজ খাঁটি"।

(গোষ্টিকথা—খুলোপঞ্চানন।)

"পরাশরগণ" আজিও নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া "সঙ্কীর্ণ ক্ষত্রিয়' মাহিষ্যযাজনে ব্রতী আছেন। যাঁহারা দুর্ব্বল, তাঁহারাই প্রবলের সংঘর্ষে বিলীন হয়। সবলগণ আত্মরক্ষা করিতে পারেন। পরাশরগণ সবল ছিলেন বলিয়া অদ্যাপি জীবন্মৃত হইয়াও অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছেন; সাতশতীগণের আর খোঁজ-খবরও নাই। নিজেরা প্রবল ও প্রবল মাহিষ্য জাতির যাজক বলিয়াই পরাশরগণ আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং উদরান্নের জন্য কোন অন্ত্যজযাজনে প্রবৃত্ত হন নাই।

যাহা হউক, কান্যকুব্জীয়গণ সাতশতী ও পরাশরদিগকে বেদানভিজ্ঞ দেখিয়া, অথবা সেন বংশের পৌরোহিত্য অস্বীকার করাতেই হউক, ঘৃণা করিতে লাগিলেন। ফলতঃ, উভয় দলের মধ্যে যে বিবাদ বিসম্বাদ ঘটিয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই বিবাদ হেতু দুইটী দলের মধ্যে কনোজদলের প্রাধান্য অনিবার্য্য। কারণ, এই দলে রাজা রাজ-কর্ম্মচারি কায়স্থগণ থাকিলেন; পরে নবশাখগণও আসিয়া যোগ দিলেন; কাজেই নবাগত কনোজগণ সমাজের নেতা ও পরিচালক হইয়া দাঁড়াই-লেন। সাতশতী ও পরাশর নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন। কান্যকুব্জীয়গণ এই উভয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া চলিতে লাগি-লেন। এই ঘৃণা ও বিবাদ হইতে পরবর্ত্তী কল্পনাপটু গল্পপ্রিয় লোক সকল নানা প্রকার কুৎসিত গল্প প্রচারপূর্ব্বক এই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের প্রতি অযথা দোষারোপ করিয়া থাকেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

জনশ্রুতি মিথ্যা।

যে দেশের কাণ্ডজ্ঞানশূন্য ভ্রান্ত মূর্খ লোকে ব্রহ্মপুত্র নদের ঔরসে বল্লাল সেনের জন্ম, প্লেগের টীকা ছলনায় গবর্ণমেণ্টের লক্ষ নরবলি দান, সেন্সাসের অছিলায় নূতন ট্যাক্‌স্ বসাইবার গবর্ণমেণ্টের ছলনা বলিয়া বিশ্বাস করে তাহারা ধীবর হাড়ী ব্রাহ্মণ হইতে পারে, একথাইবা বিশ্বাস না করিবে কেন? এই সকল মিথ্যা কিম্বদন্তীর মূল অনুসন্ধান করিলে হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। তাহার দুই একটী নমুনা এস্থলে প্রদর্শিত হইতেছে। যথা—

"বাঙ্গাল মনুষ্য নয় উড়ে এক জন্তু।
লাফ দিয়ে গাছে উঠে লেজ নাই কিন্তু॥"

অর্থাৎ Bangals are not human beings the Uriyas are beasts they are without tails, yet they jump on a tree. হিংসার কেমন সুন্দর নমুনা। বাঙ্গালী যেমন উড়িয়াদিগকে ঘৃণা করে, উড়িয়ারাও সেইরূপ বাঙ্গালীকে লক্ষ্য করিয়া বলে।

"বাঙ্গালী যদি মনুষ্য হরিহরি প্রেতাস্তদাকীদৃশাঃ,
আহারে বক কাক শূকর সমাঃ।

অর্থাৎ If the Bengalees be human beings, what are the Ghosts? They eat like the herons crows and hogs. বিদ্বেষের কেমন সুন্দর চিত্র!

বৈদিক ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ রাঢ়ীয় ও উৎকল ব্রাহ্মণদিগকে বিদ্রূপ করিয়া বলেন যে,—

"উৎকল ভূতকলশ্চৈব, রাঢ়ী হাড়ী তথৈব চ"

অর্থাৎ The Uriya Brahmins are the engines of ghosts and Rarhi Brahmins are *Haris* or sweepers. আর এক কিম্বদন্তী এই যে কৈবর্ত্ত জাতির পুরোহিত ছিল না! বল্লালসেন কৈবর্ত্তের পুরোহিত সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন।

এই সকল অসার কিম্বদন্তীর মূল অনুসন্ধান করিলে হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা ব্যতীত আর কিছুই নাই। বাঙ্গাল মনুষ্য বটে, উড়িয়া জন্তু নহে, উৎকল ব্রাহ্মণ ভূতকল নহেন, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ হাড়ী নহেন, বিশুদ্ধ কৈবর্ত্ত বা মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ বল্লাল-সৃষ্ট পতিত বা অব্রাহ্মণ নহেন।

বিরুদ্ধবাদিগণ আপনাদের অকার্য্যকে মন্দচক্ষে দৃষ্টি না করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী মাহিষ্যযাজীকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। এরূপ ভ্রম-তিমির কত দিন থাকিবে? শাস্ত্ররূপ রবিরশ্মি সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া ভ্রমান্ধকার দূর করিয়া থাকে; বেদ, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থানুসারে পূর্ব্ববর্ত্তী মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণগণ পরবর্ত্তী শূদ্রযাজীদিগের অপেক্ষা কত উচ্চ, জ্বলন্ত অক্ষরে প্রকাশ পাইতেছে। পরবর্ত্তী শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণগণ এরূপ কোন অমোঘ যুক্তি দেখাইতে পারেন না, যাহার বলে পূর্ব্ববর্ত্তী মাহিষ্য কৈবর্ত্তযাজী ব্রাহ্মণগণ তাহাদিগের অপেক্ষা ঘৃণিত হইতে পারেন। গোপাল ভাঁড়ের মত শাস্ত্রজ্ঞ বিচক্ষণ পুরুষগণ একটী উদ্ভট গল্প বলিয়া থাকেন যে, ব্যাসদেব প্রাতঃকালে একজন জালিয়ার গলায় জালের সূতা দেখিয়া ব্রাহ্মণভ্রমে নমস্কার করিলেন। ধীবর পুত্র কাঁপিতে কাঁপিতে আত্মপরিচয় দিয়া পদতলে লুটাইয়া পড়িল। ব্যাস কহিলেন, 'ভ্রমক্রমে যাহা কহিয়াছি, তাহা সত্য হইবে।' তদবধি ধীবরের পুত্র ব্রাহ্মণ হইল। এই ব্যক্তি কৈবর্ত্ত কুলের পুরোহিত। অতএব বেদে, পুরাণে এ গল্পের মূল নাই, আর ইহা

যুক্তিতেও দাঁড়ায় না। কেননা, স্বয়ং ব্রহ্মা দ্বিজধর্ম্মী ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণ করিবার সময়ে যেন বিষম দায়ে ঠেকিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্রের কঠোর তপস্যা, দীর্ঘ সমাধি প্রভৃতি কার্য্যে কুলাইল না, আর স্বয়ং ভগবান নারায়ণের অংশাবতার বেদবিধিকর্ত্তা ব্যাসদেব একটী নীচাদপি নীচ ধীবরকে ব্রাহ্মণ করিয়া ফেলিলেন। এরূপ হুজুক ও গল্প যাঁহারা রচনা করেন, তাঁহারা সমাজে এক একটী মহাপাত্র বিশেষ। তবে এই সমস্ত কুৎসাগুলির মূলে যেন দ্বেষ-হিংসা ফুটিয়া উঠিতেছে। ভগবান্ নারায়ণের অবতার ত্রিকালজ্ঞ স্বয়ং ব্যাসদেবের যদি এরূপ গুরুতর ভুল হইয়া থাকে তবে তাঁহার কৃত বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবৎ সমস্তই ভুলে পরিপূর্ণ, স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে হিন্দু-জগতে কিছুই নাই, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। ব্যাসদেবের এই ভুলটী কোন্ পুরাণে, কোন্ উপনিষদে আছে, তাহা বিরুদ্ধবাদিগণ দেখাইয়া দিলে ধূল্যবলুণ্ঠিত-মস্তকে তাঁহাদের পদধূলি গ্রহণ করিব। নতুবা—

"বেদাঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃ প্রমাণং
ধর্ম্মার্থযুক্তং বচনং প্রমাণং
যস্য প্রমাণং ন ভবেৎ প্রমাণং
কস্তস্য কুর্য্যাৎ বচনং প্রমাণং।"—প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বং

তাই স্বর্ণ বড়ই দুঃখের সহিত নিতান্ত অভিমানে কবির ভাষায় কহিয়াছেন—

অগ্নিদাহে ন মে দুঃখং, ন দুঃখং লৌহতাড়নে
ইদমেব মহদ্দুঃখং গুঞ্জয়া সহ তোলনং।

অজ্ঞলোকে দৈবজ্ঞ গ্রহবিপ্রকে ব্রাহ্মণের লক্ষণাক্রান্ত অর্থাৎ যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান ও প্রতিগ্রহ এই ষট্‌কর্ম্মশীল দেখে, কিন্তু

তাহার জলচল দেখেনা ; শেষে অদ্ভুত কারণ নির্ণয় করিতেও ছাড়ে নাই ; যথা:—

"দৈবজ্ঞের কথা শুন কিবা পরিপাটী।
বলে পিতা চর্ম্মকার মাতা ব্রহ্মনটী॥
সহোদর বৃত্তি বাদ্যের বাজন।
নিজবৃত্তি জ্যোতির্ব্বিদ্যা গ্রহাদি গণন॥
পাইয়া সদ্বৃত্তি লয় দ্বিজের লক্ষণ।
ফলিত সিদ্ধান্তগণে মুনির মতন॥

সম্বন্ধ-নির্ণয়। ৬ষ্ঠ পৃঃ।

বিদ্বেষীগণের কল্পনা মূর্খ মহলে প্রবাদরূপে প্রচারিত হইল। সমাজ-তত্ত্বজ্ঞ মুলোপঞ্চানন সত্যের মর্য্যাদা বজায় করিবার জন্য পরেই লিখিলেন—

"মুচিসুত অপবাদ অকথ্য অশ্রাব্য"।

নবাগত কনৌজ সম্প্রদায় রাজনীতির কৌশলে কাহারও প্রতিষ্ঠা স্বীকার করিতে চাহে নাই। নূতনের কাছে পুরাতনের আদর নাই।

রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের পণ্ডিতরত্নী সম্প্রদায়ের কুলীন সর্ব্ব-প্রকারে পবিত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। ফুলিয়া, খড়দহ প্রভৃতি প্রধান চারিমেল হইতেই এই শ্রেণীর কুলীনেরা বাহির হইয়াছেন। পরিশেষে ভিন্ন ভিন্ন মেলের কুলীনগণ পরস্পরের ছিদ্র অনুসন্ধান করিয়া সমাজে পরস্পরকে ছোট করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পণ্ডিতরত্নী থাককে নীচ প্রতিপন্ন করিবার জন্য একটী জঘন্য প্রবাদ রটাইলেন যে, কামদেব পণ্ডিত একজন শ্রেষ্ঠ কুলীন ছিলেন আর রত্নী নামে তাঁহার উপপত্নী ছিল। রত্নীর গর্ভজাত সন্তান, মহারথী কুলীন পণ্ডিত ঠাকুরের খাতিরে কুলীন হইয়া পড়িলেন। তাহাতেই পণ্ডিতরত্নী নাম হইয়াছে।

এরূপ জঘন্য কথা মুখে আনিলেও পাপ হয়। আজকাল সমাজের বড় দুরবস্থা বলিয়াই কোন কোন মহাপাতকী এই কুৎসিত গল্প শুনিবার সময়ে কাণে হাত দেয় না। ব্রহ্মর্ষি কামদেব পণ্ডিত জিতেন্দ্রিয় পুরুষ ছিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে এরূপ জঘন্য কথা মুখে আনিলেও পাপ হয়। পাপিষ্ঠেরা যখন ইঁহাদিগকে ছাড়ে নাই, তখন মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণকে অতি জঘন্য প্রবাদে অপদস্থ করিবে, তাহার আর বিচিত্র কি ?

গৌড়ের আদি বৈদিক ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্ববঙ্গে "পরাশর", মধ্যবঙ্গে "গৌড়াদ্য-বৈদিক", পশ্চিমবঙ্গে "দ্রাবিড়" দক্ষিণবঙ্গে "ব্যাসোক্ত" নামে পরিচিত। বিরুদ্ধবাদিগণ "ব্যাসোক্ত" শব্দের অসঙ্গত ব্যাখ্যা করিয়া এই পবিত্র ব্রাহ্মণ সমাজকে অশ্রদ্ধা করিয়া থাকেন; কিন্তু ন্যায়চক্ষে শাস্ত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাঁহাদিগের অযথা ভ্রান্তি দূর হইবে। পুরাকালে যাঁহারা বিদ্যাব্রাহ্মণ্যে ভারতে পূজিত ও প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন তাঁহারাই ব্যাস ব্রাহ্মণ।

"বিস্পষ্টমদ্রুতং শান্তং স্পষ্টাক্ষরপদং তথা
কলস্বর-সমাযুক্তং রসভাব-সমন্বিতং
বুধ্যমানঃ সদর্থং বৈ গ্রন্থার্থং কৃৎস্নশোনৃপ
ব্রাহ্মণাদিষু সর্ব্বেষু গ্রন্থার্থঞ্চার্পয়েন্নৃপ
ষ এবং বাচয়েৎ ব্রহ্মণ স বিপ্রো ব্যাস উচ্যতে ॥

শুদ্ধিতত্ত্ব ধৃত বচন।

স্পষ্ট স্পষ্ট পদপাঠ, তাড়াতাড়ি নয়,
শান্ত মিষ্ট উচ্চারণ, রসভাবময়,
বুঝিয়া গ্রন্থের অর্থ, সরলভাষায়,
ব্রাহ্মণাদি বর্ণগণে, যে জন বুঝায়;

পবিত্র-আচারনিষ্ঠ তাদৃশ ব্রাহ্মণ,
ব্যাস + উক্ত হ'ন্ ইহা শাস্ত্রের বচন।
ব্যাস উক্ত পদদ্বয় হইয়া মিলিত।
'ব্যাসোক্ত' আখ্যায় ক্রমে হয় অভিহিত॥

অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণ শাস্ত্রাদি ব্যাখ্যা ও বিভাগ করেন, রাজসভায় মধুর স্বরে শাস্ত্র গীত করেন এবং শাস্ত্রীয়-বিষয়-সমন্বিত গ্রন্থ সমূহের সদর্থ করেন তাঁহারাই ব্যাস ইতি উক্ত অর্থাৎ "ব্যাসোক্ত" ব্রাহ্মণ। এরূপ অত্যুত্তম সদর্থ পবিত্র বিশেষণ পদ অধুনা নিন্দুকের অপবিত্র জিহ্বায় কলঙ্কিত হইয়া অপবাদ্রূপে পরিণত হইতেছে।

দেবী ভাগবতে, গরুড়পুরাণে, কুর্ম্মপুরাণে, বিষ্ণুপুরাণে, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণাদিতে অষ্টাবিংশতি মহাত্মা বেদ বিভাগ করিয়া ব্যাস আখ্যায় আখ্যাত হইয়াছিলেন। যথা, দেবী ভাগবতে—

"দ্বাপরে দ্বাপরে বিষ্ণুর্ব্যাসরূপেণ সর্ব্বদা
বেদমেকং সবহুধা কুরুতে হিতকাম্যয়া।
অল্পায়ুষোঽল্পবুদ্ধীংশ্চ বিপ্রান্ জ্ঞাত্বাকলাবথ।
পুরাণ সংহিতাং পুণ্যাং কুরুতেঽসৌ যুগে যুগে॥
স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধুনাং নবেদ শ্রবণং মতম্।
তেষামেব হিতার্থায় পুরাণানি কৃতানি চ॥
মন্বন্তরে সপ্তমেঽত্র শুভে বৈবস্বতাভিধে।
অষ্টাবিংশতিমে প্রাপ্তে দ্বাপরে মুনিসত্তমাঃ॥
ব্যাসঃ সত্যবতীসূনুর্গুরুর্ম্মে ধর্ম্মা ধৃত্তমঃ।
একোনত্রিংশৎসংপ্রাপ্তে দ্রৌণির্ব্যাসো ভবিষ্যতি॥

অতীতাস্তু তথা ব্যাসঃ সপ্তবিংশতিরেব চ।
পুরাণ সংহিতাস্তৈস্তু কথিতাস্তু যুগে যুগে॥
ঋষয় ঊচুঃ—ব্রুহি সূত! মহাভাগা ব্যাসাঃ পূর্ব্বযুগোদ্ভবাঃ।
বক্তারস্তু পুরাণানাং দ্বাপরে দ্বাপরে যুগে॥
সূত উবাচ—দ্বাপরে প্রথমে ব্যস্তাঃ স্বয়ং বেদাঃ স্বয়ম্ভুবা।
প্রজাপতি দ্বিতীয়ে দ্বাপরে ব্যাস কার্য্যকৃৎ॥
তৃতীয়ে চোশনা ব্যাসশ্চতুর্থে তু বৃহস্পতিঃ।
পঞ্চমে সবিতা ব্যাসঃ ষষ্ঠে মৃত্যুস্তথাপরে॥
মঘবা সপ্তমে প্রাপ্তে বশিষ্ঠস্ত্বষ্টমে স্মৃতঃ।
সারস্বতস্তু নবমে ত্রিধামা দশমে তথা॥
একদশেঽথ ত্রিবৃষো ভরদ্বাজস্ততঃপরম্।
ত্রয়োদশে চান্তরীক্ষো ধর্ম্মশ্চাপি চতুর্দ্দশে॥
ত্রয়্যারুণিঃ পঞ্চদশে ষোড়শে তু ধনঞ্জয়ঃ।
মেধাতিথিঃ সপ্তদশে ব্রতীহ্যষ্টাদশে তথা।
অত্রিরেকোনবিংশেঽথ গৌতমস্তু ততঃ পরম্।
উত্তমশ্চৈকবিংশেঽথ হর্য্যাত্মা পরিকীর্ত্তিতঃ॥
বেণো বাজশ্রবাশ্চৈব সোমোঽমূষ্যায়নস্তথা।
তৃণবিন্দুস্তথা ব্যাসো ভার্গবস্তু ততঃ পরম্॥
ততঃ শক্তির্জাতুকর্ণ্যঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্ততঃ।
অষ্টাবিংশতি সংখ্যেয়ং কথিতা যা ময়াশ্রুতা॥”

দেবীভাগবতম্ ১মঃ স্কন্ধঃ ৩য় অধ্যায়ঃ।

ব্রাহ্মণোৎপত্তি মার্ত্তণ্ডাধ্যায়ে কত শত ব্রাহ্মণের 'ব্যাস' উপাধি লিখিত আছে ; বিরুদ্ধবাদিগণ উক্ত পুস্তক পাঠ করিলেই সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারিবেন। অধ্যাত্ম রামায়ণে ও স্কন্দ পুরাণে ব্যাস ব্রাহ্মণের মহিমা বর্ণিত আছে :—

"বিপ্রেভ্যো ব্যাসমুখ্যেভ্যোদত্ত্বা যৎ ফলমশ্নুতে।
তৎফলং সম্ভবেত্তস্য সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ।"

অধ্যাত্ম রামায়ণ, ১ম সর্গ, ৪০শ শ্লোক।

তদ্ ব্যাসেভ্যঃ পণ্ডিতেভ্যঃ কর্ম্মনিষ্ঠেভ্য, এবচ।

স্কন্দপুরাণ।

"দ্বৈপায়নোঽস্মি ব্যাসানাং কবীনাং কাব্য আত্মবান॥"

শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্দ ২৭।

"আমি ব্যাসগণের অর্থাৎ বেদ বিভাগ কর্ত্তাগণের মধ্যে দ্বৈপায়ন" পরম ভাগবৎ উদ্ধবকে শ্রীভগবান নিজে ঐ কথা বলিয়াছিলেন। অতএব ব্যাস শব্দ ব্যক্তি বিশেষের নাম নহে আখ্যা মাত্র।

মাহিষ্য-যাজী (গৌড়ান্ত-বৈদিক) ব্যাস ব্রাহ্মণগণ যে পূর্ব্বে বিদ্যা ব্রাহ্মণ্যে দেশপূজ্য ছিলেন, নিম্নোক্ত দুইখানি প্রাচীন সনন্দ পত্র তহার একতম নিদর্শন। বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে অনুসন্ধান করিলে এইরূপ প্রাচীন দলিল, সনন্দ পত্র তাম্রশাসন ইত্যাদি আবিষ্কৃত হইতে পারে। প্রত্ন-তত্ত্ব অলোচনায় জাতীয় ইতিহাসের অন্যান্য কত বিশিষ্ট উপকরণও এইরূপে আবিষ্কৃত হইতে পারে। পূজনীয় ভূদেবগণের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকৃষ্ট হইবে কি ? দ্বারিবেড়ে নিবাসী পণ্ডিত সতীশচন্দ্র মাইতি মহাশয় স্বচক্ষে দেখিয়া এই দুইখানি প্রাচীন সনন্দের নকল পাঠাইয়াছেন। মূল সনন্দ যাঁহাদিগকে প্রদত্ত হইয়াছিল, তাঁহাদের উত্তরাধিকারিগণের নিকট উহা রক্ষিত আছে।

(১)

তমলুক পরগণার তালুক-গোপালপুরের জমিদার পরম ভাগবত লালা বাবুর বংশধরগণ 'ব্যাস-বৈদিক' শ্রেণী ব্রাহ্মণ শিবনারায়ণ ভট্টাচার্য্যকে উক্ত পরগণার কয়েকটী গ্রামের সকল জাতির সমূহ ধর্ম্মকর্ম্মের শাস্ত্রসঙ্গত বিধি-ব্যবস্থা-প্রদান জন্য যে সনন্দ দান করেন, নিম্নে তাহারই প্রতিলিপি মুদ্রিত হইতেছে। ইহাতে মাহিষ্য-যাজী 'ব্যাসোক্ত' ব্রাহ্মণকে "ব্যাসবৈদিক" ব্রাহ্মণ বলিয়া আখ্যাত করা হইয়াছে। দেখুন প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে "ব্যাস বৈদিক" আখ্যা প্রচলিত ছিল।—৪০০ বৎসর পূর্ব্বেও মুলো পঞ্চানন তাঁহার কারিকায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন;—

ব্যাস আর সাতশতী বেদজ্ঞানহীন
তাই তারা সমাজে এতাদৃশ ক্ষীণ ॥

সম্বন্ধ নির্ণয়ের পরিশিষ্ট ৩৮৭।৮৮ পৃঃ।

এই "ব্যাস-বৈদিক" শ্রেণী ব্রাহ্মণ যে বিদ্যাবলে পূজনীয় ছিলেন, এক্ষণে সেই ব্রাহ্মণ সন্তানগণ বিদ্যাহীনতা প্রযুক্তই অবজ্ঞার পাত্র হইয়া পড়িয়াছেন! কি পরিতাপের বিষয়!

এই "প্রাচীন সনন্দ খানি জাতীয় ইতিহাসের জীর্ণ গৃহে অস্পষ্ট আলোক বর্ত্তিকা।

(পরপৃষ্ঠায় প্রতিলিপি দেখুন)

(প্রতিলিপি)

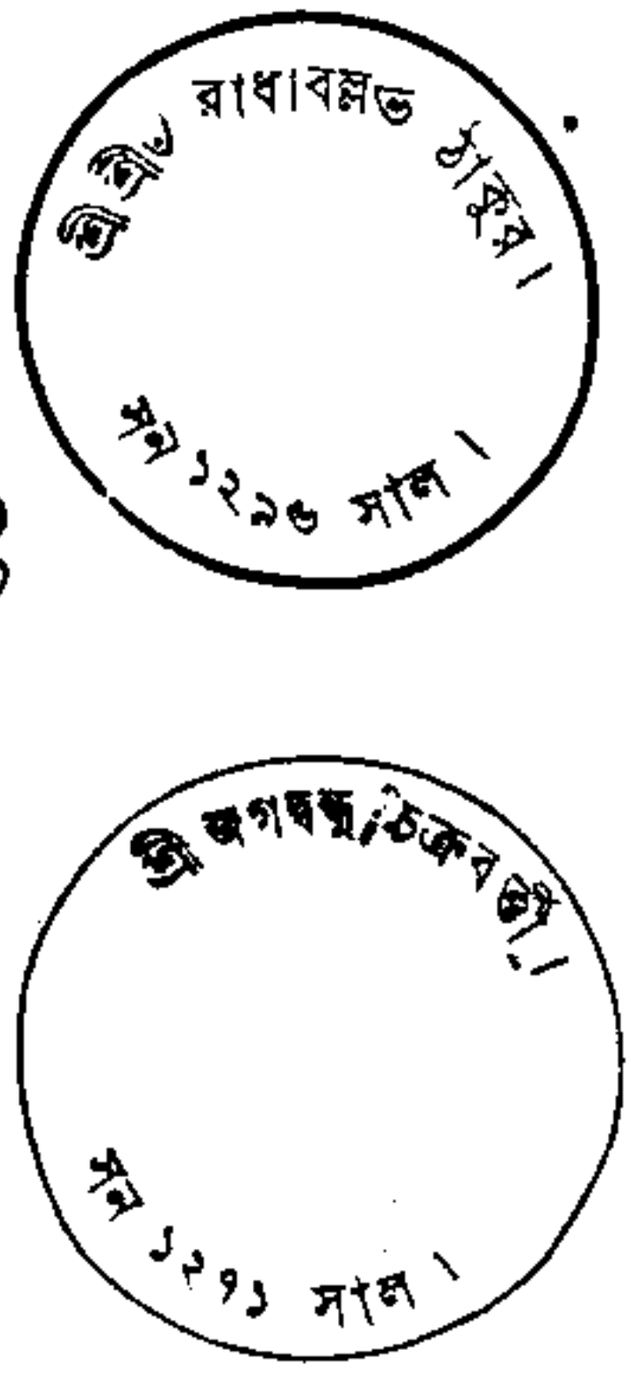

শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ ঠাকুর। সন ১২৯৬ সাল।

শ্রীশ্রীজগবন্ধু চক্রবর্ত্তী। সন ১২৭১ সাল।

শ্রীশ্রীপ্রসন্ন [illegible]

শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ জীউ।

সেবাইত শ্রীযুক্ত কুমার গিরীশচন্দ্র সিংহ বাহাদুর ও
শ্রীযুক্ত কুমার পূর্ণচন্দ্র সিংহ বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত কুমার
কালিচন্দ্র সিংহ বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত কুমার শরৎচন্দ্র সিংহ
বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত কুমার হেমচন্দ্র সিংহ বাহাদুর পক্ষে
জেনেরেল মেনেজার শ্রীযুক্ত [illegible] সিঃ বায়ট হাবরি সাহেব বঃ
শ্রীজগবন্ধু চক্রবর্ত্তী, নাএব।

তমলুক পরগণার সামিল তালুক গোপালপুরের অন্তঃপাতী মৌজে গোপালপুর ও বাসুল্য ও কমলপুর ও বামনপুর ও ঘাশীপুর ও রাউতোড়ীর আসীলাল ওহরকচমে প্রজাবর্গানাং প্রতি আগে মালুম করিবা তোমাদের উক্ত ছয়গ্রামের প্রজা সমূহের উপস্থিত মত ক্রিয়াকালাপাদির ধর্ম্মশাস্ত্র মতে বিধিব্যবস্থাদি প্রদানের ভট্টাচার্য্যগিরি কার্য্যে সন ১১৫১ সাল হইতে পর পর রাজদত্তা সনন্দ ক্রমে ব্যাস বৈদিকশ্রেণী ব্রাহ্মণেই এযাবৎকাল পর্য্যন্ত নিযুক্ত থাকিয়া প্রজাবর্গের শাস্ত্র উক্ত মতে বিধি ব্যবস্থা আদান প্রদান করিয়া আসিতেছেন গত সন ১২৮০ সালে বর্ত্তমান ব্যাস বৈদিক শ্রেণী ব্রাহ্মণ শ্রীযুত শিবনারায়ণ ভট্টাচার্য্য সহিত অত্র তালুকের নিজ গোপালপুর গ্রামের গোয়ালা জাতিরা মনোবাদ করিয়া উহার নিকট বিধি-

ব্যবস্থাদি না লওয়াতে উক্ত শিবনারায়ণ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক অত্র সরকারে যে নালিশ উপস্থিত হইয়াছিল তাহা নিষ্পত্তি হইলে পরে উক্ত শিবনারায়ণ হুজুরে দরখাস্ত করাতে শ্রীযুত ম্যানেজারি সাহেবের পূর্ব্বাপরের নিয়মতে কার্য্য সম্পাদন হওয়ার পক্ষে বিশেষ কোন নিষেধ হুকুম নাই। অতএব তোমাদের ছয় গ্রামের আমিন মুখ্য প্রজাবর্গানের প্রতি অত্র হুকুমনামা প্রচার করা যাইতেছে যে তোমরা চিরপ্রথামতে সকল বর্ণ প্রজাতে যেমতে উক্ত শিব ভট্টাচার্য্যের নিকটে বিধিব্যবস্থা গ্রহণে পূর্ব্বকার রাজদত্তা সনন্দের লিখিত দানভোজ্য তৈলবট যেমত দেন নেন করিয়া আসিতেছ, সেইমত করিতে থাকিবা পূর্ব্বকার বহুদিনের রাজদত্তা সনন্দের লিখিত হুকুম অন্যথা হইতে পারিবেক না কেহ অন্যথা কর তাহার সর্ব্বতোভাবে দায়িক হইবা আর এক কথা এই প্রকাশ করা যায় এই হুকুমনামা শিবনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের হস্তে থাকিবেক তোমরা দৃষ্ট করিয়া গ্রামে গ্রামে একখানি করিয়া নকল রাখিবা। ইতি সন ১২৮১ বার শত একাশী সাল তাং ১১ এগারই চৈত্র।

(২)

তমলুক পরগণার অন্তর্গত গোপালপুর নিবাসী শিবরাম উথাসনী ব্যাস ব্রাহ্মণকে রাজা প্রতাপসিংহ ও রাজা ঈশ্বর সিংহ বাহাদুর শাসনী ও ভট্টাচার্য্য গিরি সনন্দ দিয়াছিলেন। ইহা ১২৬৪।৬৫সালের সনন্দ। অন্য একখানিতে প্রজাগণের প্রতি নায়েব হুকুম দিয়াছেন যে শিবরাম ভট্টাচার্য্যের নিকট যাবৎ ধর্ম্ম কর্ম্মের বিধি ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। ব্যাস-বৈদিক ব্রাহ্মণ সদ্-ব্রাহ্মণ না হইলে দেশের ধর্ম্ম-সংরক্ষক রাজা জমিদারগণ এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণকে যাবতীয় হিন্দু প্রজাগণের ব্যবস্থাদাতৃ ধর্ম্মশাসক-রূপে নিযুক্ত করিবেন কেন?

[পরপৃষ্ঠায় প্রতিলিপি দেখুন]

(প্রতিলিপি)

অস্পষ্টের জন্য
পড়া গেল না।
রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ
ও
রাজা ঈশ্বর চন্দ্র সিংহ
মিদারগণ মহাশয়।
ক্ষুকিশোর মজুমদার
না এর।

মৌজে নিজ গোপালপুর নিবাসী শ্রীশিবরাম উথাসিনী প্রতি শাসনী ও ভট্টাচার্য্য অর্থাৎ ধর্ম্ম সাস্তাহ বিধি ব্যবস্থা প্রদানী ও সনন্দ পত্রমিদং কার্য্যানঞ্চাগে আমাদের জমিদারী তমলুক পরগণার মধ্যে তালুক গোপালপুর ওগায়রহ ছয় মৌজার বিধি ব্যবস্থা ইত্যাদি সাবেক ভট্টাচার্য্যের পুত্র ৺ধর্ম্মদাস চক্রবর্ত্তী ব্যবস্থাদি দিয়া আসিতেছিলেন এক্ষণে উক্ত চক্রবর্ত্তীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরাধাকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী শাস্ত্রানুসারে ব্যবস্থাদি দেওনে অপারগ জানিয়া এবং সর্ব্বদা মাহাল মজকুরে উপস্থিত না থাকায় উপরুক্ত ভট্টাচার্য্যের পরিবর্ত্তে বিধি-ব্যবস্থাদি প্রদান ও বিষয় শাসনীয় ভট্টাচার্য্য কর্ম্মে তোমাকে বাহাল করা গেল তুমি সর্ব্বদা তালুক মজকুরায় উপস্থিত থাকিয়া প্রজাহারের ক্রিয়াকর্ম্ম প্রায়শ্চিত্ত ওগেরহ রীতিমত শাস্ত্রানুযায়ী বিধি ব্যবস্থাদি দিবা ও সরকারের ডিহির কাছারীর নিয়মিত যখন যে কর্ম্মে উপস্থিত হইয়া আপন হাওদার কর্ম্মনির্ব্বাহ করিবা আর এই সনন্দে তালুকমজকুরার ষোল আনা প্রজার প্রতি অনুমতি করিয়া লেখা যায় যে তোমাদের ক্রিয়াকর্ম্ম যখন যে উপস্থিত হইবেক ধর্ম্ম-শাস্ত্রানুযায়ী ব্যবস্থা এই ভট্টাচার্য্যের নিকট রীতিমত তৈলবট দাখিল করিয়া ব্যবস্থা লইবা ও ক্রিয়াকর্ম্মাদির শাসনীয় ভট্টাচার্য্যের রীতিমত যে

পাওনা তাহা ভট্টাচার্য্যের নিকট দিবা—ইতি সন ১২৬৪ সাল বাঙ্গলা ও সন ১২৬৫ সাল ফসলী তাঃ—২৯শে ভাদ্র।”

পাঠক মহাশয়! ‘ব্যাস’ আখ্যার গরিমা কি বুঝিলেন? ‘ব্যাস’ ব্রাহ্মণ যে ব্যাসের জ্ঞাতি নহে, নূলো পঞ্চানন তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু ‘ব্যাস’ আখ্যার যথার্থ শাস্ত্রার্থ গোপন করিয়াছেন। ‘ব্যাস’ ব্রাহ্মণ যে কল্পিত অপব্রাহ্মণ নহেন, তাহা পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহার সম্বন্ধনির্ণয়ের পরিশিষ্টে স্বীকার করিয়াও মাহিষ্যগণের পুরোধাগণকে বর্ণবিপ্রের শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত বিদ্যানিধি মহাশয় বহু বিতণ্ডার পর কৃষিকৈবর্ত্তকে ‘সচ্ছূদ্র অনুপনীত মাহিষ্য’ স্বীকার করিয়াছেন এবং তাঁহারা ‘আদিশূরের বহুপূর্ব্বেও ভূম্যধিকারী’ বলিয়া লিখিয়াছেন। আদিশূরের পূর্ব্বে, যে মাহিষ্যগণ বঙ্গদেশের একমাত্র আশাভরসার স্থল ছিলেন, যাঁহারা তপোবীজ-প্রভাবে বৈজিক শক্তিতে প্রবল হইয়া বঙ্গদেশে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা বঙ্গদেশের “ভূম্যধিকারী” ছিলেন, কি ‘রাজরাজেশ্বর’ ছিলেন, তাহা পাঠকগণ পরে দেখিতে পাইবেন। কালপ্রভাবে সেনবংশের আধিপত্য জলবিম্বের ন্যায় অদৃশ্য হইলে মুসলমান নবাব ও বাদ্‌শাগণের আমলেও বঙ্গদেশের ভূম্যধিকারিগণ কিরূপ প্রবল প্রতাপ-সম্পন্ন ছিলেন, তাহা ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি বিশেষ অবগত আছেন। আদিশূরের বহুকাল পরে বল্লালের আমলে, অথবা শিশির বাবুর মতে বহুদিন পরে, শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণগণই কলু বাগ্দী তীয়র ধীবরাদি জাতির দান গ্রহণ করিয়া পতিত বর্ণবিপ্র হইয়াছেন। বিদ্যানিধি মহাশয় আদিশূরের বহুপূর্ব্বে কৃষি-কৈবর্ত্ত জাতির অস্তিত্ব এবং তাঁহাদের আভিজাত্য স্বীকার করিয়া তাঁহাদিগকে বিশুদ্ধ “অনুপনীত মাহিষ্য” ও “ভূম্যধিকারী” বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। বাজ্য জাতির পবিত্রতা ঘোষণা করিয়া যাজক পুরোধাগণের

বিশুদ্ধতা স্বীকার করিলে বিদ্যানিধি মহাশয়ের ব্রহ্মহত্যার পাতক হইত না।

বড়ই আক্ষেপের বিষয়, এই সমস্ত প্রমাণসত্ত্বেও মূঢ়ব্যক্তিগণ ব্যাসোক্ত নাম শুনিলেই কর্ণে হস্তক্ষেপ করিয়া ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকেন। এরূপ ভ্রমপূর্ণ ঘৃণা আজকালের দিনে শিক্ষিত লোকের মধ্যে থাকিতে পারে না; কারণ শাস্ত্ররূপ রবিরশ্মি সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া ভ্রমান্ধকার দূর করতঃ সত্যের জয় ঘোষণা করিয়া দেয়। বৈশ্যবর্ণান্তর্গত কৃষিজীবি-মাহিষ্যযাজী গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণ অদ্যাপি উক্ত মাহিষ্য ছাড়া অনাচারী বা বহুজাতীর যাজন করেন না। অম্বষ্ঠদর্পণ-প্রণেতা লিখিয়াছেন যে,—

"এমন কি বৈদ্যজাতি সমগ্র বঙ্গদেশের উপর প্রভুত্ব লাভ করিলেও উক্ত ব্রাহ্মণগণ অজানিত অপরিচিত বৈদ্যজাতির পৌরোহিত্য করিতে অসম্মত হন, সুতরাং আদিশূরের সময় পর্য্যন্ত বৈদ্য ও কায়স্থ জাতি পুরোহিতবিহীন ছিলেন। তখন আদিশূর অনন্যোপায় হইয়া কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। সেই পঞ্চব্রাহ্মণ স্বদেশ প্রত্যাগমন করিলে অষাজ্যজাতির যাজন করিয়া পতিত হইয়াছেন, বলিয়া তাঁহাদের আত্মীয়েরা তাঁহাদিগকে সমাজচ্যুত করেন। তখন তাঁহারা নিরুপায় হইয়া পুনরায় বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসিলেন এবং অদ্যাবধি তাঁহারা পুরুষানুক্রমে বঙ্গদেশে বাস করিতেছেন্। ইহাঁরাই কুলীন শ্রোত্রীয় ও গৌণ নামে খ্যাত। এই পতিত ব্রাহ্মণগণই বৈদ্য ও কায়স্থের পুরোহিত বা যাজক।"

"কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণগণ বহুকাল পর্য্যন্ত এই পতিত ব্রাহ্মণদিগকে কন্যা দান করেন নাই। ইদানীং তাঁহারা জাতীয় গৌরব ত্যাগ করিয়া বিগত দেড়শত বৎসরের মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গদেশে মাত্র শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণের সহিত কন্যা আদান প্রদান করিতেছেন।"—অম্বষ্ঠ দর্পণ।

পাঠক মহাশয়! উপরের উক্তি আমার কথা নহে। বৈদ্য কুলাবতংস অম্বষ্ঠ-দর্পণ-প্রণেতা জলন্ত অক্ষরে ঐ সকল কথা লিখিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে সত্য ও ন্যায়ের মর্য্যাদা বজায় রাখিয়া বিচার করিয়া বলুন, মাহিষ্য-যাজী পতিত কি নবশাখ-যাজী পতিত?

ফলতঃ পরাশরগণ স্বভাবে থাকিয়াই অপদস্থ হইতেছেন, ইহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কান্যকুব্জীয় ব্রাহ্মণগণ পরাশর ব্রাহ্মণের সহিত মেলামেশা করেন নাই; পক্ষান্তরে পরাশর ব্রাহ্মণগণও কান্যকুব্জীয়দিগের সহিত মেশেন নাই। কনোজব্রাহ্মণের জিদ্ বজায় রহিয়াছে। পরাশরগণ পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া তাঁহাদের বিদ্বেষ্টার জলপান আরম্ভ করিয়াছেন। কনোজ-ব্রাহ্মণদিগের দেখাদেখি তাঁহাদের আধুনিক যাজ্যজাতিগণ স্থানে স্থানে এই বিবাদে যোগ দিতেছেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, যে গৌড়াদ্য বৈদিকগণ পাতিত্যভয়ে সেনরাজগণের পৌরোহিত্য স্বীকার করেন নাই, আজি তাঁহারই পতিত হইতে বসিয়াছেন। অহো! কালমাহাত্ম্য!!

—:০:—

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

মাহিষ্যযাজী-ব্রাহ্মণ সদ্‌ব্রাহ্মণ।

মাহিষ্যযাজী বৈদিক ব্রাহ্মণ যে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ, তাহা নিম্নলিখিত কতিপয় ঘটনা পাঠ করিলেই সম্যক্ অবগত হওয়া যাইবে।

১। হুগলি-জেলায় প্রসিদ্ধ বাবা ৺তারকনাথের মঠের অধীন অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মঠ বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে সন্তোষপুরের ৺বিশালাক্ষী ও দশভুজা দেবীর বিগ্রহের সেবক মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ। তাঁহারা স্মরণাতীত কাল হইতে পুরুষানুক্রমে দেবীর সেবাকার্য্য চালাইয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের হস্তে প্রস্তুত ও নিবেদিত প্রসাদান্ন গিরিপুরী ভারতী দশনামী মোহান্তগণ এবং সাধারণ সর্ব্বজাতিতে অম্লানবদনে গ্রহণ করিতেছেন। সম্প্রদায়বিশেষের প্ররোচনায় বর্ত্তমান মোহান্ত শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্রপুরী দ্রাবিড় বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণহস্তে প্রস্তুত এবং তাঁহার নিবেদিত প্রসাদান্ন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পরে কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত হইলে জগন্মাতার স্বপ্নাদেশে পুনর্ব্বার প্রসাদগ্রহণ করাতে ব্যাধিমুক্ত হইয়াছেন।

২। হাওড়া জেলার আম্‌তা থানার সন্নিকট রসপুরগ্রামের জাগ্রত ৺গড়চণ্ডী মাতার সেবাইত গৌড়াদ্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। এই বিগ্রহ স্থানীয় কায়স্থ রায়বংশীয় জমীদারগণের প্রতিষ্ঠিত হইতেছেন। মাহিষ্য-যাজী ব্রাহ্মণের হস্তে নিবেদিত প্রসাদ কায়স্থগণ অম্লানবদনে গ্রহণ করিতেছেন। এমন কি, রায়বাবুদিগের বাটীতে যে কোন ক্রিয়া কার্য্যোপলক্ষে ৺গড়চণ্ডী মাতার সেবক ব্রাহ্মণগণের অনুমতি সর্ব্বাগ্রে গ্রহণ করিয়া কার্য্যে ব্রতী হন।

৩। জেলা রঙ্গপুর থানার সাহুল্যাপুরের অন্তর্গত ব্রাহ্মণডাঙ্গার সুপ্রসিদ্ধ জমীদার শ্রীযুক্ত রাজা শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী মহোদয়ের নাম বিশিষ্ট ভদ্রসমাজে পরিচিত। স্মরণাতীত কালে এই জমীদার মহাশয়ের এক পূর্ব্বপুরুষ গৌড়ান্ত-বৈদিকশ্রেণী ব্রাহ্মণ ৺বলরাম চক্রবর্ত্তী মহাশয় দ্বারা একটী কালীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন। সেই বিগ্রহ এখনও বর্ত্তমান আছেন। বাগটী গ্রাম নিবাসী মাহিষ্যযাজী শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ও শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়েরা অদ্যাপি উক্ত দেবীর পূজা করিয়া আসিতেছেন। উক্ত জমীদার মহাশয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ, গৌড়ান্ত বৈদিক সেবক ব্রাহ্মণ প্রাগুক্ত জমীদার মহোদয়ের নামেই পূজার সময় সংকল্প করিয়া তাঁহার পৌরোহিত্য করিতেছেন।

৪। রাজসাহী জেলার অন্তর্গত সতীরহাট নামক গ্রামে ৺সিদ্ধেশ্বরী নাম্নী জাগ্রত দেবী বিদ্যমান আছেন। বলিহারের মহারাজ ঐ দেবীর সেবাইত। পুরুষানুক্রমে ঐ দেবীর অর্চ্চনা ও ভোগাদির জন্য মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ নিযুক্ত আছেন, সকল জাতি এবং স্বয়ং মহারাজ ঐ দেবীর প্রসাদ গ্রহণ করিয়া থাকেন। কোন সময় রাজবাটীর অন্যান্য ব্রাহ্মণের উত্তেজনায় মহারাজ কৃষ্ণেন্দ্র রায় বাহাদুর মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণকে অপসারিত করেন। তৎপরে জগন্মাতা রাজা বাহদুরকে স্বপ্নাদেশ করেন,—"রে বৃথাজাত্যভিমানী কৃষ্ণেন্দ্র, তুই আমাকে দুই দিন উপবাসী রাখিয়াছিস্ অন্যের প্রদত্ত পূজা ও ভোগে আমার অর্চ্চনা ও ভোগ হয় না।" তদবধি মহারাজা অনুতপ্ত হইয়া পূর্ব্বব্রাহ্মণকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

৫। মহারাজ মুকুটচন্দ্র রায় চৌধুরী যশোহর জেলার পূর্ব্বভাগে রাজত্ব করিতেন। ইনি রাঢ়ীয় শ্রেণীর প্রবল প্রতাপান্বিত ব্রাহ্মণ রাজা ছিলেন। তিনি অনেক ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মোত্তর দান করিয়াছিলেন অনেক দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন অনেক বাপি সরোবর খনন করাইয়া সাধারণের জলকষ্ট নিবারণ করিয়াছিলেন। জামতলার

দীঘি, বারবাজারের দীঘি, বালিয়াড়াঙ্গার দীঘি তাঁহার অক্ষয়-কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। বালিয়াড়াঙ্গার দীঘির তীরে কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণকে সেবক রাখিয়া ব্রহ্মত্র প্রদান করিয়াছেন; বর্ত্তমান সেবকের নাম শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য। উক্ত রাজার বর্ত্তমান বংশধর রাজা সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী জয়দিয়াতে বাস করিতেছেন। বালিয়াড়াঙ্গা নড়ালের জমিদারদিগের অধীন হওয়ায় তাঁহারা মহারাজ মুকুটচন্দ্র রায় চৌধুরীর দেবোত্তরের ও ব্রহ্মত্তোরের সব বজায় রাখিয়াছেন।

৬। নলডাঙ্গার মহারাজ মহেশ চন্দ্র দেবরায় গন্নারে মাহিষ্যযাজী ৺নফরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দ্বারা ৺কালীমন্দির ও দেবতা প্রতিষ্ঠা করাইয়া ৫০৲ বিঘা ভূমি প্রদান করিয়াছেন। উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বংশধরগণ অদ্যাপি উক্ত দেবীর সেবক থাকিয়া দেবোত্তর ভোগ করিতেছেন। নলডাঙ্গার রাজা বাহাদুরগণ রাঢ়ীয় শ্রেণী আখণ্ডল বংশ।

৭। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের মগরা ষ্টেশন হইতে ২৷৷০ ক্রোশ দূরে বগা নামক গ্রামে হুগলি জেলার কাশ্যপ গোত্রীয় গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণ বংশের আদি বাস। আচার, বিনয়, বিদ্যা প্রভৃতি সদ্‌গুণবিভূষিত উক্ত কাশ্যপ গোত্রীয় ৺কল্যাণ চন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় ৺তারকেশ্বরের নিকট গুড়িয়া গ্রামে প্রসিদ্ধ জাগ্রত দেবতা শ্রীশ্রী৺বিশালাক্ষী দেবীর সেবক নিযুক্ত হইয়া বর্দ্ধমানাধিপতি প্রদত্ত ১৪৲০ বিঘা দেবোত্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রতি বৈশাখীয় পূর্ণিমায় ও শারদীয় নবমী পূজার দিবস উক্ত দেবীর পূজার জন্য বর্দ্ধমান রাজবাটী হইতে পূজার প্রচুর দ্রব্যাদি ও বলির জন্য একটী করিয়া ছাগপশু প্রেরিত হইত। সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইল মহারাজাধিরাজের ভারার্পিত বাবা ৺তারকনাথের মঠাধিপতি মোহান্ত মহারাজ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গিরি মহোদয়ের নিকট হইতে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বর্ত্তমান বংশধর শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীবিপিন বিহারী ভট্টাচার্য্য

প্রভৃতি ভূদেবগণ উক্ত দেবীর পূজার উপকরণ ও দক্ষিণাদি গ্রহণ করিয়া মহারাজাধিরাজের নামোল্লেখ পূর্ব্বক সংকল্প করত পুরোধার কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। উক্ত দেবোত্তর সম্পত্তির পুরাতন তায়দাদ নং ৫।৫৪৬ নূতন নং ৫।৭৪৩।

৮। জেলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত কাশীযোড়া পরগণার সিদ্ধা গ্রামে ৺সিদ্ধেশ্বরী দেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন।' কাশীযোড়ার দানবীর ক্ষত্রিয় রাজা দেবোত্তর প্রদান করিয়া গৌড়াদ্য-বৈদিক শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ৺চিরঞ্জীব উত্থাসনী মহাশয়কে সেবক নিযুক্ত করেন। প্রতি বৎসর শারদীয়া পূজার সময় অষ্টাহ উৎসব এবং ৭মী হইতে দিবসত্রয় দেশদেশান্তর হইতে বহুযাত্রীর সমাগম হয়। উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণাদি বর্ণ উক্ত জাগ্রত দেবীর পূজা দিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিয়া থাকেন। উত্থাসনী বংশধরগণ অদ্যাপি উক্ত দেবীর সেবক বর্ত্তমান আছেন। রাজবংশের অবস্থা শোচনীয় হওয়ায় দেওয়ান মাইতি বংশের তত্ত্বাবধানে উক্ত দেবীর মন্দিরের কার্য্য চলিতেছে।

৯। উক্ত রাজবংশের হরি নারায়ণ দেববর্ম্মা নিজবাটীতে ৺মদন গোপাল জিউ প্রতিষ্ঠিত করিয়া ৪৸৵০ বিঘা দেবোত্তর প্রদান করত উক্ত উত্থাসনি মহাশয়কে সেবক নিযুক্ত করেন। উক্ত উত্থাসনী বংশে ৺গোপাল চন্দ্র স্মৃতিরত্ন, ভ্রাতা ভবানীশঙ্কর আগমবাগীশ, ৺গুরুপ্রসাদ সরস্বতী, ৺পূর্ণানন্দ ন্যায়রত্ন, ৺রামধন শিরোমণি, ৺অশ্বত্থামা ন্যায়পঞ্চানন, শ্রীধর কাব্যতীর্থ প্রভৃতি অনেক পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীপার্ব্বতী চরণ রাজপণ্ডিত, শ্রীচন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ সেবা কার্য্য চালাইতেছেন।

১০। উক্ত কাশীযোড়া পরগণার দানবীর ক্ষত্রিয় রাজা ৺জিতনারায়ণ বাহাদুর সিদ্ধ পুরুষ মাহিষ্য মোহান্ত কুচিল দাসের আনীত শ্রীবিগ্রহ ৺গোবর্দ্ধনধারী জিউকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সন ১১৪৪ সালে প্রায় ৫০০ বিঘা দেবোত্তর জমি প্রদান করিয়া গৌড়াদ্য-বৈদিক শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ৺ধনঞ্জয়

অধিকারী মহাশয়কে সেবক নিযুক্ত করেন। উক্ত পরগণার যে কোন মহোৎসবে উক্ত শ্রীবিগ্রহ আনীত হইয়া কার্য্য সম্পন্ন হয়। উক্ত অধিকারী মহাশয়ের বর্ত্তমান বংশধরগণ বিভূতি ভূষণ, গোবর্দ্ধন, প্রমথ নাথ, যশোদা-নন্দন প্রভৃতি ভূদেবগণ উক্ত শ্রীবিগ্রহের সেবা কার্য্য চালাইতেছেন।

১১। উক্ত কাশীযোড়া পরগণার মৈশালি গ্রামে জাগ্রত প্রসিদ্ধ শীতলা মাতার সেবক গৌড়াদ্য বৈদিক শ্রেণী শ্রীযুক্ত রামেশ্বর অধিকারী সেবকের হস্তে প্রস্তুত এবং নিবেদিত প্রসাদান্ন কেলোমাল প্রভৃতি স্থানীয় সকল জাতিই গ্রহণ করিয়া থাকেন। দেবীর পূজার বন্দোবস্ত না করিলে স্থানীয় কোন কায়স্থ ও অন্যান্য উচ্চবর্ণের বাটীতে শুভ বিবাহাদি কার্য্য সম্পন্ন করিতে কেহ সাহস করে না।

এইরূপ বহুল ঘটনা দ্বারা গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্যতেজের জলন্ত প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। বাহুল্যভয়ে তাহা উদ্ধৃত করিলাম না।

প্রথম অধ্যায়ে ব্রাহ্মণ-নির্ণয় প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে? ব্রাহ্মণের লক্ষণ কি? সদ্‌ব্রাহ্মণ হইতে হইলে কি কি গুণ থাকা আবশ্যক, তাহা আলোচিত হইয়াছে। মাহিষ্যযাজী গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সেই সকল লক্ষণ ও গুণ পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান আছে; সুতরাং তাঁহারা সদ্‌-ব্রাহ্মণ। মহাভারতীয় যুগের পূর্ব্ব হইতে যে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গে অর্থাৎ গৌড়দেশে যে আর্য্যধর্ম্ম বিস্তৃত হইয়াছিল ও বেদ পারগ ব্রাহ্মণগণের আগমন হইয়াছিল এবং তাঁহাদের বংশধরগণ যে শত সহস্র বিপ্লবের মধ্য দিয়া এখনও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম পূর্ণরূপে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন, তাহা ইতিপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে।

গৌড়াদ্য-বৈদিকগণের নিষ্ঠা আচারব্যবহার বিশেষ প্রশংসনীয়। বর্ণাশ্রম-বিধ্বংসী পাশ্চাত্য বিদ্যার আলোক এখনও অতি অল্পমাত্রায় ইঁহাদিগের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। রাঢ়ী বারেন্দ্র সমাজের অনেকেই

পাশ্চাত্যদেশে গমনপূর্ব্বক ম্লেচ্ছান্ন গ্রহণ করিয়া আর্য্য সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন, অনেকেই কলিকাতার উইলসনের হোটেলে সাহেবের পরিত্যক্ত প্রসাদে উদরপূর্ণ করিয়া বাহিরে সমাজের মহামহোপাধ্যায় কর্ণধার হইয়াছেন, কিন্তু গৌড়াদ্য-বৈদিক সমাজের একজনও সনাতন আর্য্যধর্ম্মভ্রষ্ট হন নাই। ইঁহারা নিত্যব্রতী ও সত্যবাদী। উকীল মোক্তার দারোগা প্রভৃতি সতত অনৃতসেবী ইহাদের মধ্যে নাই বলিলেও চলে। হিন্দুর নিত্য নৈমিত্তিক দোল দুর্গোৎসব প্রভৃতি আর্য্য ধর্ম্মানুষ্ঠান ইহাঁরা অতি যত্ন ও নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিয়া থাকেন। ইহাঁরা দশ সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া থাকেন। তিলক যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়া ত্রিসন্ধ্যোপাসনা গায়ত্রীজপ বিষ্ণু পূজা প্রভৃতি ব্রাহ্মণোচিত অনুষ্ঠানে নিত্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া থাকেন।* ইহাঁরা টোল বা চতুষ্পাঠী রক্ষা করিয়া অধ্যাপনা এবং যত্নের সহিত বেদাদি অধ্যয়ন করিয়া থাকেন।† যজন যাজন ইহাদের নিত্যকর্ম্ম, দানধর্ম্মে মুক্তহস্ত। প্রতিগ্রহ অর্থাৎ ব্রহ্মোত্তর দেবোত্তর প্রাপ্তিরও বহুল নিদর্শন আছে।

গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণ বিভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় মহারাজা রাজা ও জমিদারগণের নিকট হইতে যে ব্রহ্মোত্তর ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার কতিপয় বিবরণ প্রদত্ত হইল। শাস্ত্রীয় বিধি ও ফলশ্রুতি অনুসারে এতদ্দেশীয় মহারাজা রাজা যাঁহারা জাত্যংশে মাহিষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ নাটোরের ব্রাহ্মণ রাজা, মহিষাদলের কনোজিয়া ব্রাহ্মণ রাজা, বর্দ্ধমানের ক্ষত্রিয় মহারাজ, নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ মহারাজ, কাশীযোড়ার ক্ষত্রিয়

---

* তিলকং যজ্ঞসূত্রঞ্চ ত্রিসন্ধ্যা বিষ্ণুপূজনং।
গায়ত্র্যাদি জপেন্নিত্যমিতি ব্রাহ্মণ লক্ষণং ॥—প্রায়শ্চিত্ত বিবেক।

† অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ ॥—মনু।

মহারাজা, মুড়াগাছার ক্ষত্রিয় জমীদারগণ প্রভৃতি এবং অন্যান্য স্থানের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় রাজগণ মাহিষ্যযাজী গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণকে ব্রহ্মোত্তর দ্বারা পূজা করিয়াছেন ; তাঁহারা পতিত হইলে কখনই এইরূপ সম্মান ও পূজা পাইবার অধিকারী হইতেন না। নিম্নে কতিপয় ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্তির কথা বলা যাইতেছে।

১। নদীয়া জেলার অন্তর্গত ধানাঘরা গ্রাম নিবাসী অচ্যুতানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয় নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দুর্গোৎসবে ব্রতী ব্রাহ্মণগণের চণ্ডীপাঠের অশুদ্ধতা প্রদর্শন করিয়া মহারাজের প্রসন্নতা লাভ করেন যে দিবসের প্রাতঃকালে এই ঘটনা ঘটে, সেই দিন অপরাহ্নে নদীয়া রাজসভার পণ্ডিতগণের সহিত শাস্ত্র বিচারে জয়লাভ করিয়া পরদিবস হইতে মহারাজ তাঁহাকে চণ্ডীপাঠে ব্রতী রাখিলেন এবং প্রচুর দক্ষিণা এবং ৫০/০ বিঘা ভূমি ব্রহ্মোত্তর দান করেন। বৎসর বৎসর শারদীয়া পূজায় তাঁহাকে চণ্ডীপাঠ করিতে স্বীকার করাইলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তিনিই চণ্ডীপাঠ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি ঐ ব্রহ্মোত্তর জমি ভোগ করিতেছেন।

২। নদীয়ার মহারাজ শিবনিবাসে ১০৮ শিবমন্দির ও রাম সীতার মন্দির স্থাপন করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। উক্ত মন্দির গুলিতে দেবসেবায় গঙ্গোদক চন্দন, পুষ্প, প্রভৃতি আয়োজনের ভার মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণগণের উপর ন্যস্ত ছিল, পূজার আরম্ভকাল হইতে শেষ পর্য্যন্ত উক্ত ব্রাহ্মণকে মন্দিরে বসিয়াই শঙ্খধ্বনি করিতে হইত তজ্জন্য তাহাদিগকে শঙ্খচুড় ব্রাহ্মণ বলিত। উক্ত কার্য্যগুলি নির্ব্বাহ করিবার জন্য মহারাজা তাঁহাদিগকে ১০০/০ বিঘা ব্রহ্মোত্তর প্রদান করেন। কালক্রমে উক্ত ব্রাহ্মণ বংশধরগণ শঙ্খ বাজাইতে শিথিলতা করিলে মহারাজ ক্ষিতীশচন্দ্র উক্ত ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন। অনেক অনুনয় বিনয় প্রার্থনার পর অতি সামান্য করে উক্ত ব্রহ্মোত্তর জমি উক্ত ব্রাহ্মণগণের সহিত

বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, এক্ষণে আর তাঁহাদিগকে শঙ্খ বাজাইতে যাইতে হয় না।

৩। নবদ্বীপের মহারাজ কৃষ্ণ চন্দ্র রায় পারকুল্লানিবাসী আত্মারাম চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে ৫৫/০, রাজাপুরনিবাসী গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে ৬১৷৷০ বিঘা, জগাইপুর নিবাসী রামদুলাল চৌধুরী মহাশয়কে ৩২/০ বিঘা, সমুদ্দীয়া নিবাসী রাম রাম উকীল মহাশয়কে ৫২/০ বিঘা, সুলতানপুর নিবাসী কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহাশয়কে ৩০/০ বিঘা, ব্রহ্মোত্তর দান করিয়া বিশেষ সম্মানিত করিয়াছিলেন। এইরূপে আরও কত গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়াছিলেন।

৪। নাটোরের মহারাণী ভবানী দেবী সাকোয়া নিবাসী রামহরি চক্রবর্ত্তীকে নিষ্কর জমি দান করিয়া পূজা করিয়াছেন। এইরূপে সাকিম সাদুল্ল্যাপুর, পাবনার যুগলকৃষ্ণ অধিকারী, মহারাণীর নিকট হইতে ৫৫/০ বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমি দান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বঙ্গদহ সাকিমের জয় কৃষ্ণ দেবশর্ম্মা পণ্ডিত মহাশয় ১১৫০ সালে কালেক্টরী মোহর সহি ১২০৮ সালে ৩১৷৷০ বিঘা ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্ত হইয়া মহারাণী কর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত জগাইপুরনিবাসী হারাধন ও মণিরাম দেবশর্ম্মা সুবরাজপুরনিবাসী গৌরাঙ্গ মজুমদার, আন্দাবদহনিবাসী মুক্তারাম দেবশর্ম্মা প্রভৃতি অনেক মাহিষ্যযাজী গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণ উক্ত মহারাণীর নিকট হইতে নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমি দান প্রাপ্ত হইয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন। লোকনাথপুর (নদীয়া) নিবাসী ৺হারাণ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী নাটোরাধিপতি মহারাজা রামজীবনের নিকট ১৬/০ বিঘা জমি ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্ত হয়েন। এক্ষণে হারাণচন্দ্রের বংশধর শ্রীযুক্ত দীননাথ চক্রবর্ত্তী (সম্পাদক—গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ সমিতি) দখলীকার আছেন।

৫। হাওড়া জেলার পাঁচলা থানার অধীন গোগুলপাড়ার হংসঋষি-গোত্রসম্ভূত প্রসিদ্ধ ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণের পূর্ব্বপুরুষ, বর্দ্ধমানের মহারাজ

কর্ত্তৃক বিশেষ সম্মানিত হইয়া বহুতর নিষ্কর জমি দান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এখনও উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ এই সমস্ত জমি ভোগ করিতেছেন।

৬। হুগলী জেলায় সিঙ্গুর থানার অন্তর্গত বলরামবাটী গ্রামনিবাসী রঘুঋষি-গোত্রসম্ভূত ৺শক্তিচরণ বেদান্তবাগীশ ও ৺কার্ত্তিক চন্দ্র তর্কবাগীশ ভ্রাতৃদ্বয় বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজা ৺কীর্ত্তিচন্দ্র বাহাদুরের সভাপণ্ডিত পদে নিযুক্ত ছিলেন; ইহাঁরা বিদ্যা ও প্রতিভাবলে প্রতিপূজ্য হইয়া উক্ত মহারাজের নিকট ৭৫/০ বিঘা নিষ্কর ভূমি ব্রহ্মোত্তর স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার বর্ত্তমান তায়দাদ নং ২০৬৮৫। উক্ত বংশে ৺বেচারাম, বিদ্যালঙ্কার, ৺তিলকরাম বিদ্যালঙ্কার, ৺তপস্বীরাম বিদ্যাবাগীশ, ৺ভোলানাথ সার্ব্বভৌম ৺ঈশ্বরচন্দ্র চূড়ামণি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ জন্ম গ্রহণ করিয়া এই ব্রাহ্মণ সমাজকে অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র চূড়ামণি মহাশয়, কলিকাতা জানবাজারস্থ ভূম্যধিকারিণী পুণ্যবতী রাণী রাসমণির দক্ষিণেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠার সময়, ভিন্ন সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণদিগের সহিত নানাবিধ শাস্ত্রীয় তর্ক বিতর্কের পর বিদ্যাবলে প্রতিপূজ্য হইয়া, উক্ত রাণীর জামাতা মহামান্য ৺মথুরানাথ বিশ্বাস মহাশয় কর্ত্তৃক আচার্য্য পদে বৃত হইয়া, যথেষ্ট সম্মানিত ও প্রংশাসার্হ হইয়াছিলেন এবং ভিন্ন শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণগণ হোতৃপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। উক্ত চূড়ামণি মহাশেয়র সুযোগ্য পুত্র, গ্রন্থকারের নিকট-আত্মীয় মাননীয় পূজ্যপাদ ডাক্তার শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত কৃত্তিবাস ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহোদয়গণ অদ্যাবধি উক্ত নিষ্কর সম্পত্তির উপস্বত্ব ভোগ করিতেছেন।

৭। হুগলি জেলার অন্তর্গত থানা আমতার অধীন খোশালপুর গ্রামনিবাসী কর্ণঋষি গোত্র সম্ভূত ৺রামকান্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয় মহিষাদলের কনোজ ব্রাহ্মণরাজ কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া ১০০ শতাধিক বিঘা নিষ্কর জমি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বর্দ্ধমানের ক্ষত্রিয় মহারাজ উক্ত

বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে যথেষ্ট নিষ্কর জমি দান করিয়াছিলেন। গ্রন্থকারের জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র শ্রীযুক্ত হরনারায়ণ চক্রবর্ত্তী উক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পৌত্র ৺শম্ভুচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দৌহিত্র বিধায় ঐ সকল নিষ্কর জমি ভোগ করিতেছেন। মৌদ্গল্য গোত্রসম্ভূত প্রসিদ্ধ ৺রামজীবন স্মার্ত্তবাগীশ গড়ভবানীপুরের বিখ্যাত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া বিস্তর নিষ্কর জমি ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৮। ক্ষত্রিয়কুলধুরন্ধর ৺কেশবচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় মুসলমান নবাবী আমলে মুড়াগাছা পরগণায় স্বাধীন রাজার ন্যায় ক্ষমতা পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন, বন জঙ্গল কাটাইয়া বহুতর দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন; এখনও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অনেক দেবমন্দির এ প্রদেশে বর্ত্তমান রহিয়াছে। তিনি বহুতর দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর জমি দান করিয়া দেব সেবার ও ব্রাহ্মণ্যরক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পরবর্ত্তী কালে ১১৯১ সালে (১৭৯৮ খৃঃ অব্দঃ) যখন ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার বংশধরের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন, তখন গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর ভূমির তালিকা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, ব্রহ্মোত্তর ভূমির অধিকাংশই গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণগণকে দান করা হইয়াছিল। মহিষ-গোঠের কাশ্যপগোত্রীয় পণ্ডিতপ্রবর ৺মহাদেব ভট্টাচার্য্য উথাসনী মহাশয়কে তিনি যথেষ্ট ব্রহ্মোত্তর দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বংশধর উথাসনী শ্রীযুক্ত হীরালাল চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত অমৃতলাল চক্রবর্ত্তী এক্ষণে ডায়মণ্ডহারবারের নিকট পার্ব্বতিপুর গ্রামে এবং শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী উথাসনী চক্রবর্ত্তী আমিড়াগ্রামে, শ্রীযুক্ত তারাপদ চক্রবর্ত্তী বেনাপুর গ্রামে, ও শ্রীযুক্ত রমানাথ চক্রবর্ত্তী সরিষাগ্রামে বাস করিতেছেন। ৺কেশবচন্দ্র চৌধূরী মহাশয়ের সুযোগ্য বংশধর শ্রীযুক্ত বাবু বরদা রায়প্রসাদ চৌধুরী জমিদার কলিকাতা ভবানীপুরে বাস করিতেছেন।

৯। হুগলী জেলার অন্তর্গত অনন্তরামপুর গ্রামে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় মহামহোপাধ্যায় গৌরীচন্দ্র বংশের উজ্জ্বলতম শাখাসম্ভূত ৺রূপনারায়ণ বিদ্যাভূষণের পৌত্র ও ৺রামকল্প বাচস্পতির পুত্র ৺কার্ত্তিকচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। বর্দ্ধমানের ক্ষত্রিয় মহারাজ কর্ত্তৃক ইহারা বিশেষরূপে সম্মানিত হইয়াছিলেন এবং শতাধিক বিঘা নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর ভূমি দান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গৌরীচন্দ্র বংশের কৌস্তুভমণি স্বরূপ এই ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পুত্রদ্বয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর শ্রী৺ভবতারণ স্মৃতিরত্ন, পণ্ডিত শ্রীনিতাতারণ স্মৃতিরত্ন; ভবতারণ স্মৃতিরত্নের পুত্র শ্রীপ্রফুল্লকুমার ভট্টাচার্য্য। ইঁহারা এখনও উক্ত ব্রহ্মোত্তর ভূমির উপস্বত্ব ভোগ করিতেছেন।

১০। নাটোরের ব্রাহ্মণরাজবংশসম্ভূতা রাণী সত্যবতী রঙ্গপুর জেলার বাক্‌চি গ্রামবাসী ৺দধিরাম চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে উক্ত জেলার বাহারবন্দ পরগণার অন্তর্গত খোলাহাটী গ্রামে ১০ বিঘা ব্রহ্মোত্তর দান করিয়া গিয়াছেন। এই সংবাদ খোলাহাটীর জমিদার ৺ফটিকচন্দ্র চৌধুরী মহোদয়ের প্রেরিত মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণডাইরেক্টরী হইতে সঙ্কলিত।

১১। মহাত্মা রাজা সীতারাম রায় জেলা যশোহরের অন্তর্গত কালীয়া গ্রামনিবাসী লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে ১২০৯সালের অগ্রহায়ণ মাসে যে ব্রহ্মোত্তর ভূমি দান করিয়াছেন, তাহার তৌজী নম্বর ১৬৬২৭। দলিল খানি স্থানে স্থানে কীটদষ্ট হওয়ায় তারিখ দিতে পারা গেল না। মহাত্মা রাজা রামজীবন রায় উক্ত গ্রামের অধিবাসী ৺রামচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে ভূমি দান করিয়াছেন, তাহার সাবেক নম্বর ১৫৫৫৫ কালেক্টরী তৌজী নম্বর ৮৪৭৪। মহাত্মা রাজা সীতারামের নিকট ইনি ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার কালেক্টরী হাল নং ৯০৮১। ইহাদের বংশধর শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত আদিত্যচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত

উপেন্দ্রলাল চক্রবর্ত্তী মহোদয়েরা অদ্যাপি উক্ত ব্রহ্মোত্তর ভোগদখল করিয়া আসিতেছেন। যশোহর—কালিয়ানিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহোদয়-প্রেরিত মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ-ডাইরেক্টরী হইতে এই বিবরণ সঙ্কলিত হইল।

১২। নবদ্বীপের সুবিখ্যাত মহারাজা খাঁটুরা গ্রামে ৺শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ২০০ শত বিঘা ব্রহ্মোত্তর ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন। তদীয় বংশধরগণ এক্ষণে দুই বিঘা মাত্র ভোগ দখল করিতেছেন। প্রাগুক্ত মহারাজা উক্ত গ্রামে ৺পদ্মলোচন ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ৬০/০ ষাট বিঘা ভূমি দান করিয়াছেন। নিধিরপোতা গ্রামে "নিধিরপোতার" প্রসিদ্ধ দীঘি অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা রাজা শিবচন্দ্র এই সুবিশাল সরোবরের প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে স্বর্গীয় মহাত্মা শিবচন্দ্র নাইকুড়া ডহরপোতা নিবাসী মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ স্বর্গীয় দ্বীপচাঁদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে যে ভূমি দান করিয়াছেন, তাহার পরিমাণ সামান্য নহে। এক ঘোড়ার দৌড়ের পরিমাণ যত হইয়াছিল, উক্ত ভূমির দৈর্ঘ প্রস্থে পরিমাণ তাহাই। যশোহর মালবেড়িয়ানিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বিশ্বাস মহোদয় প্রেরিত মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ সম্বন্ধীয় বিবরণ হইতে এই সংবাদ সঙ্কলিত হইল।

আরও কত শত মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ মহোদয় বর্দ্ধমানের মহারাজ কর্ত্তৃক এইরূপে বহুতর নিষ্কর জমি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ এত ব্রহ্মোত্তর জমি দান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে, তাহার সমূহ তালিকা প্রদান করিলে এইরূপ আর একখানি পুস্তকের পূর্ণ কলেবর হইয়া যায়। বাহুল্যভয়ে সমস্তগুলি উদ্ধৃত হইল না।

মদীয় শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত আনন্দগোপাল কণ্ঠাভরণের পূজনীয় মাতৃদেবীর নিকট শুনিয়াছি যে, জগৎবিখ্যাত পণ্ডিত প্রবর ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত কলিকাতা—ইটালীনিবাসী আনন্দবাবুর পিতা

৺যদুগোপাল কণ্ঠাভরণ মহাশয় বিশেষ পরিচিত ছিলেন। যদুগোপাল বাবুর বাস্তু-ভিটা ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাস্তু-ভিটা একত্রে ছিল এবং উভয়ে তুল্যাংশে ভোগ করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে উহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৌহিত্র "সাহিত্য" সম্পাদক স্বনাম ধন্য সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় ভোগ করিতেছেন। যদিও সুরেশ বাবু এক্ষণে ঐ ভিটায় বাস করেন নাই, তথাপি সময়ে সময়ে আসিয়া খাজনা সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতেছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরিবারবর্গ গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণবংশকে কখনও ঘৃণা করেন নাই, বরং অতি সম্মানের চক্ষে দেখিতেন! এমন কি পূজনীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গুণবতী পত্নী আনন্দ বাবুদের বাটীতে আসিয়া আনন্দ বাবুর মাতার হস্ত হইতে অন্নের পাত্র কাড়িয়া লইয়া অন্ন পরিবেশন করিয়াছেন। সে যুগ যেন চলিয়া গিয়াছে, এখন বাঙ্গালীরা পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছেন, আচার-ব্যবহারে অন্তরঙ্গকে বহিরঙ্গ করিতেছেন, সমাজকে উৎসন্ন দিতেছেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত সাদুল্লাপুর থানার অধীন ব্রাহ্মণডাঙ্গার সুপ্রসিদ্ধ রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ জমিদার এবং বলি-হারের বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ রাজা এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণের দ্বারাই শ্রীশ্রী৺ দেবীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অদ্যাপি তাঁহাদের বংশধরগণের নামে সঙ্কল্প করিয়া গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণ দেবীর পূজাকার্য্য সমাধা করিয়া আসিতেছেন। এইরূপ নানাস্থানের বহুতর ঘটনা এই গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের বিশুদ্ধতা সপ্রমাণ করিতেছে; বাহুল্য ভয়ে, সকল ঘটনা বিবৃত করিতে ক্ষান্ত হইলাম।

স্মার্ত্তচূড়ামণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ব্যবস্থা অনুসারে বঙ্গদেশীয় হিন্দুমাত্রেরই তাবৎ ক্রিয়াকলাপ সুসম্পন্ন হইতেছে। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, "প্রতিষ্ঠা ব্রাহ্মণদ্বারৈব কর্ত্তব্যা" অর্থাৎ দেবতার

প্রতিষ্ঠা ব্রাহ্মণ দ্বারাই করাইবে। কালিকাপুরাণে দেবী স্বয়ং বলিয়াছেনঃ—

"কর্ত্তুমিচ্ছতি যঃ পুণ্যং মম মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠয়া,
অন্বেষণীয়স্ত্বাচার্য্যস্তেন লক্ষণসংযুতঃ ॥"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পুণ্য অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করে, সেই ব্যক্তি লক্ষণযুক্ত আচার্য্যের অন্বেষণ করিবে। ব্রাহ্মণ আচার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তদভাবে ক্ষত্রিয়, তদভাবে বৈশ্য, কিন্তু "কদাচিদপি শূদ্রস্তু নাচার্য্যত্বমর্হতি" অর্থাৎ শূদ্র কদাপি আচার্য্যের কার্য্য করিবার যোগ্য নহে। শূদ্র সংস্পৃষ্ট দেবতার প্রণামের ফলশ্রুতি বৃহন্নারদীয় পুরাণে বর্ণিত আছে—"নমেদ্ যঃ শূদ্রসংস্পৃষ্টং লিঙ্গং বা হরিমেববা। স সর্ব্বযাতনা ভোগী যাবদাভূত-সংপ্লবম্ ॥"—শূদ্রসংস্পৃষ্ট দেবতাকে প্রণাম করিলে, যতকাল না প্রলয় হইতেছে ততকাল পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার যাতনা ভোগ করিতে হয়। এই সকল শাস্ত্র-অনুশাসন সত্ত্বেও রঙ্গপুরের একজন রাঢ়ীর ব্রাহ্মণ জমিদার, বলিহারের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ রাজা কি পতিত ব্রাহ্মণকে দেবীর প্রতিষ্ঠা ও পূজাকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন? এতদপেক্ষা চমৎকার কথা আর কি আছে! উক্ত স্বর্গীয় চক্রবর্ত্তী নীচাদপি নীচ জাতি হইলে কখনই এইরূপ ঘটনা সংঘটিত হইতে পারিত না। বিরুদ্ধবাদিগণ হয় ত বলিতে পারেন যে, উক্ত ব্রাহ্মণগণ যে নীচজাতীয় ছিলেন, তাহা ব্রাহ্মণডাঙ্গার বা বলিহারের রাজা জানিতেন না, তাহা জানিলে কখনই এরূপ হইত না। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, উক্ত ব্রাহ্মণ জমিদার মহাশয় এবং তৎসময়ের তৎ স্থানের কোন ব্যক্তি যে সমাচার অবগত ছিলেন না, তাঁহারা তাহা কোথায় অবগত হইলেন? অভিমন্যু মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে নাকি ধনুর্ব্বেদের দুই চারিটি মন্ত্র বা ব্যূহভেদ করিবার বিদ্যা শিক্ষা করিয়া ফেলিয়াছিলেন, ইহা একদিন

বরং সম্ভবপর, কেননা তদীয় পিতা সে বিদ্যা জানিতেন, কিন্তু যাঁহারা বর্ত্তমানকালে প্রাগুক্ত তর্কব্যূহ রচনা করিতেছেন এবং যে বিদ্যার বলে এইরূপ কহিতেছেন, সে বিদ্যার আবির্ভাব কোথা হইতে হইল? উক্ত বিদ্যা ত তাঁহাদের পিতৃপুরুষ অবগত ছিলেন না; তাহা অবগত থাকিলে উল্লিখিত রাজা ও জমিদারপুঙ্গব সতর্কতা অবলম্বন করিতে পারিতেন। তিনি নীচ সংস্পৃষ্ট স্বীয় অভীষ্ট দেবতার নিকট প্রণত হইয়া যত প্রকার যন্ত্রণা আছে, তাহা ভোগ করিতে কিছুতেই রাজি হইতেন না। "সর্ব্বযাতনাভোগী যাবদাভূত সংপ্লবম্" এই শাস্ত্রীয় অনুশাসন এখনও যেমন বর্ত্তমান আছে, তখনও সেইরূপ ছিল! অধিকন্তু বিশ্ব-নিন্দুক-দলের অস্তিত্ব ও প্রভাব এখনও যেমন, তখনও তেমনই ছিল।

বিরুদ্ধবাদিগণ এস্থলে এরূপ আর একটি আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন যে, গৌড়াদ্য-বৈদিকগণ যে ব্রাহ্মণ তাহা না হয় স্বীকার করিলাম, কিন্তু তাঁহারা যে পতিত ব্রাহ্মণ নহেন, তাহার প্রমাণ কি? তদুত্তরে বলিতেছি যে, এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ যদি পতিত হইতেন, তাহা হইলে রাঢ়ী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ—রাজগণ ও জগৎপূজ্য শঙ্করাচার্য্যের আশ্রমের গিরিপুরী ভারতী প্রভৃতি দশনামী মোহান্তগণ তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত দেবতার পূজা অর্চ্চনা ভোগ রাগ করিতে দেওয়া দূরে থাকুক, স্পর্শ করিতেও দিতেন না। কেননা পতিত ব্যক্তি যদি দেবদেবীর প্রতিমা স্পর্শ করে, তবে শাস্ত্রে তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিধি আছে। বৌধায়ন স্পষ্টাক্ষরে ব্যবস্থা দিতেছেন যে "দ্রব্যবৎকৃতশৌচনাং দেবার্চ্চনাং ভূয়ঃ প্রতিষ্ঠাপনমিতি"। আদিপুরাণে উক্ত হইয়াছে;—

"খণ্ডিতে স্ফুটিতে দগ্ধে ভ্রষ্টে স্থানবিবর্জ্জিতে।
যাগহীনে পশুস্পৃষ্টে পতিত দুষ্টভূমিষু॥
অন্যমন্ত্রার্চ্চিতে চৈব পতিতস্পর্শ-দূষিতে।"

দেবতার মূর্ত্তি "পতিতস্পর্শ-দূষিত হইলে পুনঃ প্রতিষ্ঠাপনের ব্যবস্থা স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়, প্রাগুক্ত শাস্ত্রবচন সকল উদ্ধৃত করিয়া, এই বঙ্গ-দেশে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। অতএব বিশুদ্ধ গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ কিছুতেই পতিত হইতে পারেন না। ইহাঁরা যেমন একদিকে অব্রাহ্মণ নহেন, অন্যদিকে পতিতও নহেন। বরং উল্লিখিত প্রমাণনিচয়ে তাঁহাদের সদ্‌ব্রাহ্মণ্যের সাক্ষ্যদান করিতেছে।

পরস্পর বিবাদের বিষময় ফলে গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণগণ সমাজে অপদস্থ। বিবাদের বিষয়ে ৺অদ্বৈতচন্দ্র সিদ্ধান্ত প্রণীত "দাসোৎকর্ষ" নামক সংস্কৃত কুলজী গ্রন্থে "দোষাবলী" প্রভৃতি গ্রন্থ মতে এমন ভীষণভাবে কনোজ ব্রাহ্মণের আক্রমণ দেখা যায় যে, সেই সময়ে যে উভয়দলের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ চলিয়াছিল, তাহার সুস্পষ্ট প্রতীতি হয়। সেই পুস্তকের বচন উদ্ধৃত করিলে পুরাতন বিবাদ নবীভূত হইবে মাত্র।

বারেন্দ্রকুলতিলক ৺যাদবচন্দ্র লাহিড়ী বি, এল মহোদয় তাঁহার কুল-কালিমা গ্রন্থের ৩৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে—"বঙ্গদেশে গৌড় ও সুবর্ণ গ্রাম দুইটী স্থান সুপ্রসিদ্ধ দুইটী রাজ্যের রাজধানী ছিল, তথাপি তখন বঙ্গ-দেশে ছোট বড় কয়েকটী রাজ্য ছিল, তাহাদের মধ্যে মাহিষ্যজাতীয় লাট ওকঙ্কদ্বীপের রাজারা সেন বংশের রাজত্ব কালে অনেকাংশে হীনপ্রভ হইলেও নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ছিলেন না। বল্লালের দুরভিসন্ধি আংশিক বুঝিতে পারিয়া সাবর্ণি গোত্রজ পরাশর ব্রাহ্মণগণ বল্লালের আশ্রয় পরিহার পূর্ব্বক ঐ দুই স্থানের রাজাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঐ স্থানের রাজগণ সাদরে তাঁহাদিগকে আশ্রয় দান করেন। এই কারণেই জাতক্রোধ-বশতঃ অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের সহিত কিছুকালের জন্য সম্বন্ধ ত্যাগ করেন, কিন্তু শেষে এই অনৈক্য চিরস্থায়ী হয় নাই। পুনরায় অন্যান্য কৌলিন্য প্রাপ্ত ব্রাহ্মণগণের সহিত যৌন সম্বন্ধ দ্বারা সম্বদ্ধ হন। কিন্তু প্রথমে

বল্লালের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়াতে কৌলিন্যাংশে কিঞ্চিৎ পশ্চাৎপদ হন। বল্লাল লাট ও কঙ্কদ্বীপের রাজাদিগকে তাঁহাদিগের শরণাগত ব্রাহ্মণদিগকে তাড়াইয়া দিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তাঁহারা তাহা না করায় তাঁহাদের প্রতি বিরক্ত হন, এবং তাঁহাদিগকে যথোচিত শাস্তি বিধান করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু প্রকাশ্য শাস্তিবিধানে অসমর্থ বিধায় কৌশলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেন। মাহিষ্যজাতীয় অধিকাংশ লোক কৃষি-জীবী ছিলেন। হলকর্ষণ সময়ে অজ্ঞাতসারে অনেক প্রাণীহত্যা হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের মতে প্রাণীহত্যা মহাপাপ। বল্লাল এই অছিলায় কৃষিকার্য্য ও কৃষিজীবীদিগকে সাধারণের নিকট হেয় প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পান। পালরাজারা বৌদ্ধ ছিলেন, এবং তাঁহাদের সময় এবং প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ বল্লালের সময় লোকের অজ্ঞাতসারে বৌদ্ধধর্ম্ম অনেকাংশে হিন্দুদিগের মধ্যে সংক্রমিত হইয়াছিল; এই কারণে সাধারণে তাহা কতক কতক বিশ্বাস করিল এবং হেয় কর্ম্ম বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস জন্মিল। এই হইতেই কৃষিকার্য্যের প্রতি লোকের অনাস্থা দেখা যায়, ইহার পূর্ব্বে ছিল না। বল্লাল পূর্ব্ববঙ্গবাসী, পূর্ব্ববঙ্গে তাঁহার রাজধানী ছিল, তাহার রাজধানীর নিকটবর্ত্তী স্থান সকলেই তাঁহার এই গূঢ় নীতি অধিক কার্য্য-কারিণী হইয়াছিল। এই জন্যই, পূর্ব্ববঙ্গে অন্যান্য স্থানের অপেক্ষা কৃষিকার্য্যে অধিক অনাস্থা দেখা যায়।"

কুলকালিমা গ্রন্থ প্রণেতা বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ কুলতিলক। তিনি বহুবৎসর পূর্ব্বে স্বাধীনভাবে কুলকালিমা গ্রন্থে বল্লালচরিত্র সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন। বল্লাল পরাশর ব্রাহ্মণের প্রতি কিরূপ অত্যাচার করিয়াছিলেন এবং লাট ও কঙ্কদ্বীপের রাজগণ বল্লালের আদেশমত নিজ পুরোহিত ব্রাহ্মণগণকে পরিত্যাগ না করায়, তাঁহাদিগকে ক্ষমতার কিছু করিতে না পারায়, মাহিষ্যজাতির বৈশ্যোচিত কৃষিকার্য্য নিন্দনীয় কার্য্য বলিয়া প্রচার করতঃ মাহিষ্যজাতি পতিত ইহা প্রকারান্তরে সাধারণের

নিকট প্রতিপন্ন করিতে বিশেষ চেষ্টা পান—সত্য ইতিহাসের ঘোষণায় অলীক কিম্বদন্তী দূরীভূত হইবে না কি ?

নুলো-পঞ্চানন তাঁহার গোষ্ঠী কথায় লিখিয়াছেন :—

"সাগর হইতে উত্থিত মেদিনীপুর নাম
কৃষিকার্য্যে সুপ্রশস্ত কৈবর্ত্তের ধাম।"—সঃ নিঃ ৫৩৩ পৃ।

রাজা দনৌজ মাধবের সভায় ব্রাহ্মণগণের প্রার্থনা অনুসরে গুড়ীশরণ যোগীন্দ্র দ্বীপ বা সূর্য্যদ্বীপের আধিপত্য পান, যথা:—

"অঙ্গ দ্বীপে মহিষ্ঠা শ্রীমাধব রায়
গুড়ীশরণ যোগীন্দ্র সূর্য্যদ্বীপ পায়।"—সঃ নিঃ ৫৬৫ পৃষ্ঠা।

ঐ সূর্য্যদ্বীপই পুরস্কারস্বরূপ বল্লালের আমলে সূর্য্যমাঝী পাইয়াছিল ;—

"সূর্য্যদ্বীপ জালিক সূর্য্যের পুরস্কার।
যারা লক্ষণে আনে অনুদিতে ভাস্কর॥
সূর্য্যদ্বীপের কিছু হালিক রাজ্যে খ্যাত।
অন্যাংশে লাট আর কঙ্কদ্বীপে বিবৃত॥—সঃ নিঃ ৫৬৬ পৃষ্ঠা।

"সূর্য্যদ্বীপ স্ত্রিভির্ভাগৈ সরিদ্গত্যা বিভাজ্যতে,
তে লাট কঙ্ক যোগীন্দ্র ভৈরবেচ্ছাদি যোগতঃ,
যোগীন্দ্র ধীবরপ্রাপ্তো লাট দাসস্য রাজ্যকম্।"

এড়ু মিশ্র—সঃ নিঃ ৫৬৬ পৃষ্ঠা।

বল্লালের রাজত্বের ২১ বৎসর পরে এড়ু মিশ্র লিখিতেছেন, মেদিনীপুর কৃষি ব্যবসায়ী কৈবর্ত্তের বাস। জালিক ও হালিক উভয় জাতিই সমকালে

বিদ্যমান ছিল। সূর্য্যমাঝি বল্লালের পুত্র লক্ষ্মণ সেনকে তাঁহার পত্নীর নিকট রাত্রির মধ্যে দ্রুতগামী নৌকাযোগে আনয়ন করায় জায়গীর স্বরূপ সূর্য্যদ্বীপ পায়*। যশোহর জেলায় মহেশপুরে উক্ত জালিয়ার গড় বর্ত্তমান আছে। তৎকালে হালিক কৈবর্ত্তের রাজ্য লাটদ্বীপ ও কঙ্কদ্বীপ ছিল, তাহা এড়ুমিশ্রের কারিকায় ও নুলোর গোষ্ঠিকথায় সুস্পষ্টভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই লাট ও কঙ্কদ্বীপের হালিকদাসদিগকে কুল-কালিমা গ্রন্থে মাহিষ্য আখ্যায় আখ্যাত করা হইয়াছে এবং এই মাহিষ্য রাজন্যবর্গ হীনপ্রভ হইলেও নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ছিলেন না। কারণ তাঁহাদের রাজ্যসীমা নিতান্ত অল্প ছিল না। ভৈরব, ইচ্ছামতী, খড়িয়া এই নদীত্রয়ের মধ্যবর্ত্তী অর্থাৎ বর্ত্তমান নদীয়া, যশোহর ও ফরিদপুর এই তিন জেলার উত্তরভাগ লইয়া লাট ও কঙ্করাজ্য ছিল। বর্ত্তমানে লাটদ্বীপকে লাটুদহ আর কঙ্কদ্বীপকে কাঁকটী পরগণা বলে। রাজা বল্লালের আদেশ সত্ত্বেও মাহিষ্যগণ নিজ পুরোহিতগণকে পরিত্যাগ করেন নাই, তাহাও সুস্পষ্টভাবে "কুলকালিমা" গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে।

বল্লাল সেন ডোমনীপদ্মিনীকে উপপত্নী রাখিলে পুত্র লক্ষ্মণসেন "পতিতং পিতরং ত্যজেৎ" এই শাস্ত্র বাক্যানুসরণ করিয়া পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। লক্ষ্মণ সেনের পত্নী পতিবিরহে কাতরা হইলে জালিক সূর্য্য মাঝি বল্লালের হারাণ ছেলে লক্ষ্মণসেনকে রাত্রির মধ্যে আনয়ন করিবার জন্য পুরস্কার স্বরূপ বল্লালসেন কর্ত্তৃক উক্ত জালিকের জল চলনের কথা অথবা তাহার পুরোহিত প্রাপ্তির কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। কারণ বল্লালের বহু পূর্ব্বকাল হইতে সনাতন আর্য্যধর্ম্মী চাষি কৈবর্ত্ত বা মাহিষ্য ক্ষত্রিয় জাতি নিজ পুরোহিত গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণসহ বঙ্গদেশে অধ্যুষিত ছিল ইহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বল্লালের প্রায় ২০০

*সব্যভারত—মাসিক পত্রিকা—২৮ভাগ ৮সংখ্যার ৫০৬পৃষ্ঠায়—'সূর্য্যদ্বীপ ও সূর্য্য-মাঝি' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

শত বৎসর পূর্ব্বে ঘোর অত্যাচারী দুর্নীতি পরায়ণ মহীপালকে প্রজাপুঞ্জের নায়ক কৈবর্ত্ত রাজা দিব্য সম্মুখযুদ্ধে নিহত করিয়া গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। পরে যথাক্রমে পুত্র রুদোক এবং ভ্রাতুষ্পুত্র ভীম পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিয়া শান্তির স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন। রাজা ভীমের নিকট হইতে সিংহাসন পুনরধিকার করিতে রামপালকে ২য় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আয়োজন করিতে হইয়াছিল, আর্য্যাবর্ত্তের সমূহ রাজগণকে লইয়া রাজা ভীমের প্রতিযোগীতায় দণ্ডায়মান হইতে হইয়াছিল। সন্ধ্যাকর নন্দী রামচরিতে সত্যের অনুরোধে ভীমের চিত্র উজ্জ্বলবর্ণে অঙ্কিত করিয়াছেন। "জগৎ ভীমকে নৃপতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় সম্পদযুক্ত হইয়াছিল; সজ্জনগণ ভীম হইতে যথোচিত দান, কল্যাণ ও ভূমি লাভ করিতেন।" ২।২৪

"যে ভীম এই সমস্ত জগৎ পরের জন্য উৎসর্গ করিয়াছিলেন, যিনি কল্পবৃক্ষের ন্যায় প্রকৃতিবিশিষ্ট ছিলেন, যাঁহার সেবক ও অবিরল যাচকগণ অস্খলিত পদে আরোহণ করিয়া অবস্থিত হইতেন।" ২।২৫

রাজা ভীম শিবগৌরী ভক্ত ছিলেন।

"স ভবানী সমুপেতো ভুজঙ্গ বিভূষিতঃ স্বয়ং দেবঃ।
দ্বিজরাজ কেতুরাসীন্মুক্তাপুণ্যস্য যস্যান্তঃ" ॥ ২।২৬

টীকা। "যস্য ভীমস্য ত্যক্তম্ অপুণ্যমধর্ম্মং যেন, দ্বিজরাজ
কেতুশ্চন্দ্রশেখরঃ গৌরী সহিতঃ সর্পালঙ্কৃতঃ।"

অনুবাদ। সেই রাজা ভীম সর্ব্বপ্রকার অধর্ম্ম হইতে মুক্ত ছিলেন, এবং তাঁহার হৃদয়ে সর্পরাজ বিভূষিত চন্দ্রশেখর দেবদেব মহেশ্বর উমার সহিত সর্ব্বদা বিরাজ করিতেন।

এমন পরম ভাগবৎ বর্ণাশ্রমধর্ম্মরক্ষী প্রবল প্রতাপান্বিত একচ্ছত্রী রাজাধিরাজ এবং তাঁহার স্বজাতিবর্গ পুরোহিত বিহীন ছিলেন! কি সুন্দর উত্তম যুক্তি!!

রামচরিত কাব্যে রাবণের সঙ্গে ভীমের তুলনা কেবল রামপালকে ধাম করিবার জন্য। কামরূপের গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ রাজা বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনের ৪র্থ শ্লোকেও ইহার আভাস পাওয়া যায় যথা—

"রামচন্দ্র যেমন অর্ণব লঙ্ঘন করিয়া, রাবণ বধান্তে জনকনন্দিনী লাভ করিয়াছিলেন ; রামপালদেবও [যথাবৎ] সেইরূপ যুদ্ধার্ণব সমুত্তীর্ণ হইয়া, ভীম নামক ক্ষৌণী নায়কের বধ সাধন করিয়া জনকভূমি [বরেন্দ্রী] লাভে ত্রিজগতে [শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায়] আত্মযশ বিস্তৃত করিয়াছিলেন।"

উত্তর বঙ্গের ন্যায় দক্ষিণ বঙ্গও বল্লালের বহু পূর্ব্বকাল হইতে মাহিষ্য জাতির গৌরব লীলায় উদ্ভাসিত হইয়াছিল ; তমলুক ময়নাগড় সুজামুঠা, কুতবপুর, তুর্কা রাজ্য সমূহের দুর্ভেদ্য দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও ঐতিহাসিকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে। ময়নাগড় রাজ্যের রাজারা "অস্মরণীয় কাল হইতে রাজ্য করিয়া আসিতেছেন।" নিজ পুরোহিতকে লইয়া যেরূপ দান ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, সেইরূপ দান অন্য কোন রাজারাই করিতে পারেন নাই। অতএব বল্লালসেন অন্ত্যজ কৈবর্ত্তের জল চলন করিয়াছিলেন এবং অস্পৃশ্য নাচ জাতিকে ব্রাহ্মণের পদে উন্নীত করিয়া কৈবর্ত্তজাতির পুরোহিত প্রদান করিয়াছিলেন ইহা-বাতুলের প্রলাপোক্তি বা ঈর্ষাকলুষিত চিত্তের বিদ্বেষাগ্নির স্ফুলিঙ্গ মাত্র।

অনেকে মাহিষ্যযাজীকে একজাতির ব্রাহ্মণ দেখিয়া ইহাদিগকে বর্ণ ব্রাহ্মণের তুল্য মনে করেন, কিন্তু তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে, বর্ণব্রাহ্মণ মাত্রেই রাঢ়া ও বারেন্দ্র শ্রেণী হইতে পতিত। মাহিষ্যযাজীর সহিত কোন মিলন বা সংস্রব নাই। সারস্বত ব্রাহ্মণ যেমন একমাত্র বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় যাজন করেন, সেইরূপ গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণ একমাত্র কৃষি, কৈবর্ত্ত জাতির যাজন করিয়া আসিতেছেন। যেমন কতক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ অন্ত্যজ অস্পৃশ্য জাতির যাজন করিয়া পতিত ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইয়াছেন, সেইরূপ মাহিষ্যজাতির পুরোহিতগণ বর্ণ ব্রাহ্মণ নহেন, কারণ মাহিষ্যজাতি

জন্মতঃ কর্ম্মতঃ উৎকৃষ্ট বলিয়া তাহাদের জলাচার বর্ত্তমান আছে এবং বিনা রাঢ়ীতেই তাহাদের চলন আছে। ইহা ভারতের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের প্রখ্যাতনামা পণ্ডিতগণের ভাষপত্রে স্বীকৃত হইয়াছে ; অতএব মিশ্র ক্ষত্রিয় মাহিষ্যজাতির পৃথক পুরোহিত থাকা হীনত্বের লক্ষণ নহে, বরং গৌরবের বিষয় বলিতে হইবে।

বর্ত্তমান বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের বিচারবুদ্ধি একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। ইঁহারা অজ্ঞাত কুলশীল উড়ে ব্রাহ্মণ, কামরূপে ব্রাহ্মণ, পশ্চিমা ব্রাহ্মণ নাম ধারীর প্রস্তুত অন্ন অবিকারে গলাধঃকরণ করিতেছেন। সময়ে সময়ে এই সকল ব্রাহ্মণের মধ্য হইতে চর্ম্মকার রজক কাওরা পর্য্যন্ত বাহির হইতে দেখা গিয়াছে, কিন্তু মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণের জলপান করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন। আবার উড়িষ্যার, কামরূপের বা পশ্চিমের ব্রাহ্মণ শৌণ্ডিকের ব্রাহ্মণ, কি চণ্ডালের ব্রাহ্মণ, তাহার বিচার নাই, ব্রাহ্মণ হইলেই হইল। এই সমস্ত গড্ডলিকার স্রোতে সত্যের মর্য্যাদা খরবেগে ভাসিয়া যাইতেছে। ইহাকেই বলে সমাজের বজ্র-আঁটন কিন্তু ফস্কা গিরা। এই সমাজের সূক্ষ্ম বিচারই বা কত ? মাহিষ্যজাতির জলপান করিলে জাতি যায় না, কিন্তু সে যাঁহার পাদোদক পান করিয়া, যাঁহার পরিত্যক্ত প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া ধন্য, চরিতার্থ, কৃতকৃতার্থ ও জন্ম সফল জ্ঞান করে—তাঁহার জলপান করিলে জাতি যায়, এইরূপ অসার কথা স্বার্থান্ধ বঙ্গীয় সমাজেই শোভা পায়। যাঁহার মুখ হইতে উচ্চারিত বৈদিক মন্ত্র সংস্কৃত শান্তিবারি দ্বারা হালিক কৈবর্ত্ত মৃতাশৌচ হইতে শুদ্ধি লাভ করিলে রাঢ়ীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণাদি বর্ণকে আচমনীয় ও পানীয় জল প্রদান করিতে সমর্থ হয়, সেই রাঢ়ীয়-বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ তাঁহার জল গ্রহণ করিবেন না ! বাহবা বুদ্ধি !! বলিহারী যুক্তি !!!

যাজ্য জাতিকে আদর করিয়া তদ্‌যাজককে অনাদর করা কনোজ ব্রাহ্মণের স্বার্থপরতাময় একটি গূঢ় মতলব ছিল। তাঁহারা মনে করিয়া

ছিলেন, যেমন একেবারে নানাজাতির পুরোহিতবর্গকে তাড়াইয়া তাঁহারাই সেই বহুশূদ্রজাতির পুরোহিত হইয়া বসিয়াছেন, সেইরূপ তাঁহাদের ছলনাময় কথায় মাহিষ্যগণ তাঁহাদের পুরাতন যাজককে পরিত্যাগ করিয়া নূতন যাজক অর্থাৎ রাঢ়ীও বারেন্দ্রগণকে পুরোহিত গ্রহণ করিবেন। কিন্তু রক্ষণশীল মাহিষ্যগণের নিকট সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল। তাঁহারা তাঁহাদের বৈদিকগুরু পরিত্যাগ করিলেন না। এই কূটনীতির গূঢ় উদ্দেশ্য আমাদের দেশের অনেকের মস্তিষ্কে আইসে নাই, কিন্তু সুবিখ্যাত ইংরাজ ঐতিহাসিক মহামতি হাণ্টর সাহেব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন—

"Strange to say even the very low castes, such as the Muchis, Chandals, &. have their Brahmin priests, but such degraded Brahmins are held in abhorence by the good Brahmins, who, although, they might take water from the hands of a Kaibartta or Goala, would not touch it from the hands of a Kaibartta Brahmin or Goala Brahmin.—*Page* 57, *Statistical Account of 24 Perganas.*

মাহিষ্যরাজী ব্রাহ্মণ যে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ এবং কোন কালেই পতিত নহেন, তাহা সন ১৩০৮ সালের আশ্বিন মাসের সেবিকায় প্রমাণ প্রয়োগে প্রকাশিত হইয়া ছোট লাট সাহেব বাহাদুরের নিকট দাখিল করা হইয়াছিল ; নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইতেছে।

"মাহিষ্যরাজী ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ কেন ? তাহার প্রথম উত্তর এই যে, "যাঁহারা বিশুদ্ধ জাতির যাজন করেন, তাঁহারা বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য বিশুদ্ধ জাতি, অতএব মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ।

দ্বিতীয়তঃ শূদ্রযাজনে, শূদ্রের দানগ্রহণে শাস্ত্রতঃ ব্রাহ্মণের পাতিত্য আইসে,—"মাহিষ্যজাতি প্রজাপতির চরণ হইতে উদ্ভূত হয়েন নাই ;

সুতরাং মাহিষ্য শূদ্র নহেন। অতএব মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ পতিত নহেন, পরন্তু বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ।"

তৃতীয়তঃ—"বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণকে ভূমি প্রভৃতি দানের বিধি ফলশ্রুতি শাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়, তদনুসারে মাহিষ্যগণ তদ্‌যাজী ব্রাহ্মণকে লইয়া দান ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া আসিয়াছেন, অতএব মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ।"

চতুর্থতঃ—"শাস্ত্রীয় বিধি ও ফলশ্রুতি অনুসারে এতদ্দেশীয় রাজা ও জমিদারগণ যাঁহারা জাত্যংশে মাহিষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যেমন নাটোরের ব্রাহ্মণ জমিদার, মহিষাদলের কনোজিয়া ব্রাহ্মণ রাজা, বর্দ্ধমানের ক্ষত্রিয় মহারাজা, নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ মহারাজা, মুড়াগাছার ক্ষত্রিয় জমিদারগণ এবং অন্যান্য অনেক স্থানের ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ রাজগণ মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মোত্তর দ্বারা পূজা করিয়াছেন, মাহিষ্যযাজী পতিত হইলে কখনই এরূপ হইত না। অতএব মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ।"

পঞ্চমতঃ—"মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ পতিত ব্রাহ্মণ ইহা প্রতিপন্ন হইলে প্রাচীনকালে মাহিষ্য রাজগণ যাঁহারা অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিলেন তাঁহারা অনায়াসে অন্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণকে পুরোহিতরূপে পাইতে পারিতেন; কিন্তু মাহিষ্যযাজী পতিত নহেন, এজন্য তাঁহাদিগের তাহা করিবার প্রয়োজন হয় নাই; অতএব মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ।"

ষষ্ঠতঃ—"মাহিষ্যযাজী পতিত হইলে অথবা মাহিষ্যযাজী নীচজাতীয় এই হিংসামূলক অসার কিম্বদন্তী সত্য হইলে, মাহিষ্যজাতিকে বিশুদ্ধ জাতি বলিয়া কেহই মাহিষ্যের জল গ্রহণ করিতেন না, কেন না মাহিষ্য স্বপুরোহিতের জল ও প্রসাদাদি পান ও ভোজন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন, এরূপ করিয়াও মাহিষ্য জাতিভ্রষ্ট হয় নাই, মাহিষ্যের বিশুদ্ধত্ব আবহমান কাল অটুট রহিয়াছে; অতএব মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ।"

সপ্তমতঃ—"মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ পতিত হইলে, মাহিষ্যযাজীর অন্নজল গ্রহণকারী যজমানেরা নিশ্চিত জাতিভ্রষ্ট হইতেন, সুতরাং রাঢ়ীয় বা বারেন্দ্রশ্রেণীর কোন বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণই তাঁহাদিগের পৌরোহিত্য করিতেন না, অতএব মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ।"

অষ্টমতঃ—"মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ পতিত হইলে, অন্য শ্রেণীর বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণগণের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ একেবারেই রহিত হইয়া যাইত। অতএব মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ।"

নবমতঃ—"পরমার্থতঃ বিচারে ব্রাহ্মণ শব্দে কি জীবাত্মা, কি দেহ, কি জাতি, কি বর্ণ, কি ধর্ম্ম, কি পাণ্ডিত্য, কি কর্ম্ম, কি জ্ঞান, ইহার কিছুই বুঝায় না। যদি জীবাত্মাকে ব্রাহ্মণ বলা যায়, তবে সকলের জীবাত্মা আছে, অতএব সকলেই ব্রাহ্মণ; যদি এই দেহ ব্রাহ্মণ হয়, তবে সকলেরই দেহ আছে অতএব সকলেই ব্রাহ্মণ; এই দেহকে পুত্রেরা অগ্নিতে দাহ করিয়া সৎকার করিলে তাহাদিগের নিশ্চিত ব্রহ্মহত্যা পাতকে লিপ্ত হইতে হয়। যদি জাতি ব্রাহ্মণ হয় তবে ক্ষত্রিয়াদি জাতি অথবা পশু-পক্ষীরাও ব্রাহ্মণ, কেন না তাহারাও একটি জাতি। যদি জাতি অর্থে জন্ম কহা যায় অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে যাহার জন্ম, তিনি ব্রাহ্মণ, তবে ঋষ্যশৃঙ্গ, মাতঙ্গ, অগস্ত্য, মাণ্ডুক্য ভরদ্বাজ প্রভৃতির ব্রাহ্মণত্ব সম্ভবপর হয় না; যদি বর্ণ অর্থাৎ শুক্লবর্ণ ব্রাহ্মণ হয়, তবেই বড় গোলযোগ। যদি ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ হন, তবে সকল জাতির ধর্ম্ম আছে, অতএব সকল জাতি ব্রাহ্মণ। যদি পাণ্ডিত্য ব্রাহ্মণ হয়, তবে রাজর্ষি জনক ব্রাহ্মণ, কেন না তিনি মহাপণ্ডিত ছিলেন। যদি কর্ম্ম ব্রাহ্মণ হয়, তবে কাহার কর্ম্ম নাই, অতএব কে ব্রাহ্মণ নহেন? পরমার্থতঃ বিচারে এ সকলের কিছুই ব্রাহ্মণ নহেন, কিন্তু যিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন তিনি ব্রাহ্মণ। এরূপ পরমার্থ দৃষ্টিতে এবং যথার্থ বিচারে ব্রাহ্মণ কিছুতেই পতিত হইতে পারেন না: অতএব মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ।

দশমতঃ—হিন্দু ব্যবহার-শাস্ত্রানুসারে কোন ব্রাহ্মণকে পতিত বা নিন্দনীয় বলা উচিত নহে। পরাশর স্মৃতি, কলির ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া, সকলেই উহাকে মান্য করিয়া থাকেন। এই স্মৃতিতে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে,—

"যুগে যুগে চ যে ধর্ম্মাস্তেষু ধর্ম্মেষু যে দ্বিজাঃ
তেষাং নিন্দা ন কর্ত্তব্যা যুগরূপাহি ব্রাহ্মণাঃ॥"

অর্থাৎ যুগে যুগে যে সকল ধর্ম্ম আবির্ভূত হইয়াছে এবং সেই সকল ধর্ম্মে যে সকল দ্বিজ প্রতিষ্ঠিত তাঁহাদিগের নিন্দা করা উচিত নহে; কেননা ব্রাহ্মণগণ যুগরূপী। ব্রাহ্মণকে পতিত বলিয়া নিন্দা করা উচিত নহে। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে অবগত হওয়া যায় শ্রীভগবান নিজমুখে বলিয়াছেন "ব্রাহ্মণমামক তনুঃ" অতএব মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ।"

পূর্ব্ববঙ্গ, ঢাকা, বিক্রমপুর, ভূষণা, চন্দ্রপ্রতাপ, মেদিনীপুর, কলিকাতা সংস্কৃতকলেজ, নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজ, ভট্টপল্লী, কাশী চিত্রকুট, মহারাষ্ট্র বোম্বাই উৎকল, শ্রীশ্রী৺পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের মুক্তিমণ্ডপস্থ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের মতে মাহিষ্যজাতি অতি প্রাচীন, মাহিষ্যজাতি শাস্ত্রোক্ত বিশুদ্ধ, মাহিষ্য আর্য্যজাতি, মাহিষ্য মাতৃধর্ম্মে বৈশ্য, পিতৃধর্ম্মে ক্ষত্রিয়। এবম্প্রকার পবিত্র জাতির পুরোধা ব্রাহ্মণ পতিত, ইহা অপেক্ষা আর আশ্চর্য্য কি হইতে পারে? বকরূপী ধর্ম্মের সহিত আজ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সাক্ষাৎ হইলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেও করিতে পারিতেন,—

"কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্"।

মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণের সহিত অন্য শ্রেণীর বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের বৈবাহিক সম্বন্ধ।

ইতিপূর্ব্বে মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে তন্মধ্যে অষ্টম যুক্তিটি এই যে, "মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ পতিত হইলে অন্য শ্রেণীর বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণগণের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ একবারেই রহিত হইয়া যাইত; অতএব মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ।"—এই ঘটনার সত্যতা প্রমাণার্থ আমরা এস্থলে একটি তালিকা প্রকাশ করিতেছি। আশা করি, এতৎ প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে। এই তালিকাটি ঢাকা—মাণিকগঞ্জের উকিল শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রমাধব হাজরা মহোদয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। চন্দ্রমাধব বাবু এই তালিকা প্রেরণকালে জানাইয়াছিলেন যে, প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে হাতীপাড়া-নিবাসী বাবু দুর্গাচরণ রায় কর্ত্তৃক এই তালিকা সংগৃহীত হইয়াছিল। দুর্গাচরণ বাবু এক্ষণে পরলোক-গত হইয়াছেন। সুতরাং এই তালিকায় প্রকাশিত ঘটনা গুলির যথার্থতা সম্বন্ধে কোন কথা দৃঢ়তার সহিত চন্দ্রমাধব বাবু বলিতে পারেন না। এজন্য প্রেরিত তালিকার দুইখানি নকল ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলায় প্রেরণ করা হয়, এবং ইহার সত্যতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট করার জন্য ঢাকা ও ময়মনসিংহ মাহিষ্য-সমিতির সম্পাদকের নিকট সেবিকা-সম্পাদক অফিসিয়াল্ পত্র লিখিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ময়মনসিংহ মাহিষ্যসমিতির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র চৌধুরী (কিশোরগঞ্জ ফৌজদারী কোর্টের একজন প্রসিদ্ধ মোক্তার) কিশোরগঞ্জ হইতে নিম্নলিখিত উত্তর দিয়াছিলেন,—"মহাশয়ের গত ৪ঠা জানুয়ারী তারিখের ১১৭১নং চিঠির সহিত মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণগণের যে সব কন্যার বিবাহ রাঢ়ী ও বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের সহিত হই-

য়াছে, তাহার তালিকা পাইয়াছি। প্রায় ২।৩ মাস পীড়িত ও শয্যাগত ছিলাম, তজ্জন্য বাড়ীতে থাকায় এতদিন আপনার পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই। আমাদের কাছে যে লিষ্ট আছে, তাহার সঙ্গে মিলাইয়াও যে যে সম্বন্ধ সন্দেহজনক, কি আমাদের অজ্ঞাত, প্রাচীন মহোদয়গণের নিকট তাহার সত্যতা ও প্রকৃত বিষয় জানিয়া লইতেও কিছু সময় লাগিয়াছে। এই সব নানা কারণে এবং না জানিয়া এরূপ একটী গুরুতর বিষয়ে যা তা লিখিয়া পাঠান ভাল বিবেচনা না করায় বিলম্বে পাঠাইতেছি। এই সব বিষয় শুনিয়া বোধ হয়, আপনার কোপ ও বিরক্তি দূর হইবে। আমরা যে লিষ্ট পাঠাইতেছি, উহা প্রকৃত এবং খাঁটি। আপনার প্রেরিত লিষ্টের সঙ্গে অনেক মিল আছে।" ঈশ্বর বাবুর প্রেরিত তালিকাটি এই,—জেলা ময়মনসিংহের অন্তর্গত হাজরাদী পরগণার অন্তর্ভুক্ত বেথিয়রগ্রামনিবাসী রামলোচন, কৃষ্ণচন্দ্র, রামজয় ও রাজকিশোর চক্রবর্ত্তী, উলুকান্দী নিবাসী জগমোহন, লক্ষ্মীকান্ত ও কালীচরণ চক্রবর্ত্তী, আদমপুরনিবাসী রামকেশব ও রামদুর্ল্লভ চক্রবর্ত্তী, চারিপাড়া নিবাসী নিত্যানন্দ অধিকারী, চন্দ্র-কিশোর অধিকারী, লাহুন্দ-নিবাসী নিত্যানন্দ ও রামকান্ত চক্রবর্ত্তী, ইহাঁরা কন্যাদাতা। কন্যাগ্রহীতার নামধাম যথাক্রমে এই;—ঢাকা জেলার অন্তর্গত শিলপাড়ানিবাসী রাজচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বজ্রযোগিনী-নাহাপাড়ানিবাসী মণিরাম বারুরি, ঝাউটিয়া নিবাসী পাঁচকৌড়ি ও কাশীকান্ত চক্রবর্ত্তী, বাগড়ানিবাসী উমাকান্ত চক্রবর্ত্তী, নওয়া-নগরনিবাসী রাজচন্দ্র মজুমদার, ব্রাহ্মণগাঁওনিবাসী বাণীনাথ চাকলাদার, ব্রাহ্মণগাঁও বনমাইজপাড়া-নিবাসী অভয়চরণ চক্রবর্ত্তী, চন্দ্রপ্রতাপ—তেতুল ঝড়ানিবাসী জগৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বিক্রমপুর-মধুডুবিনিবাসী কালীকান্ত শিরো-মণি, চামারদীনিবাসী হরিমোহন ও সীতানাথ চক্রবর্ত্তী। জেলা ময়মনসিংহের অন্তর্গত লাহুন্দ-গ্রামনিবাসী নবকিশোর, রামকিশোর, রাজকিশোর, কীর্ত্তিনারায়ণ, কিশোরচন্দ্র, রামগোবিন্দ, রামচরণ, লোকনাথ ও রাম-

লোচন চক্রবর্ত্তী, বরাটিয়া-নিবাসী অনুপচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ইন্দা নিবাসী প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, অলিমপুরনিবাসী গৌরকিশোর চক্রবর্ত্তী, দামিহা-নিবাসী কিঙ্কর, ত্রিলোচন, কৃষ্ণকান্ত, চন্দ্রমণি, নবকিশোর ও পদ্মলোচন চক্রবর্ত্তী, সিন্নিপাড়ানিবাসী জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী, ধারানিবাসী শম্ভুনাথ, উৎসব, রাজকৃষ্ণ, কালীচরণ, নবকিশোর, কুঞ্জকিশোর, গোলকচন্দ্র, গৌরকিশোর ও দেবীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী, মজুমদারনিবাসী দশরথ চক্রবর্ত্তী, ঘাগটিয়ানিবাসী কৃষ্ণমোহন চক্রবর্ত্তী, কুমরিকান্দানিবাসী নবকিশোর ও কুঞ্জকিশোর চক্রবর্ত্তী, রামপুরনিবাসী মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্ত্তী, কদম্বশ্রীনিবাসী ধনীরাম চক্রবর্ত্তী, জলদপুরনিবাসী কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী, দৌলৎপুরনিবাসী লোকনাথ চক্রবর্ত্তী ভারইলনিবাসী শ্রুতিরাম চক্রবর্ত্তী, আঠারদানানিবাসী যুগল-কিশোর ও জগৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ধানীখোলানিবাসী কানুরাম, গুরুচরণ ও রামনারায়ণ চক্রবর্ত্তী, কানাইপাড়ানিবাসী কালীচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ইহাঁরা কন্যাদাতা। কন্যা গ্রহীতার নামধাম যথাক্রমে এই ;—জেলা ঢাকার অন্তর্গত বিক্রমপুর পাইকপাড়ানিবাসী আনন্দ আচার্য্য (ইনি মুন্সী-গঞ্জের উকীল), বারুদিনিবাসী চন্দ্রমোহন ঘোষাল, পারজোয়ানিবাসী পার্শ্বনাথ মজুমদার, তেঘরিয়া-নিবাসী দুর্গামোহন চক্রবর্ত্তী, পাইকপাড়া-নিবাসী বঙ্গেশ্বর চক্রবর্ত্তী, বজ্রযোগিনী-নাহাপাড়ানিবাসী রামকেশব তর্কপঞ্চাননের পুত্র কালীকুমার চট্টোপাধ্যায়, পাইকপাড়ানিবাসী শ্যাম-চরণ চক্রবর্ত্তী, গাঁওদিয়ানিবাসী উমাকান্ত চক্রবর্ত্তী, হরিমোহন গোস্বামী, আটপাড়ানিবাসী দীননাথ কুশারী, কান্দাপাড়ানিবাসী গঙ্গাচরণ অধিকারী পাইকপাড়ানিবাসী হরিচরণ আচার্য্য ; তেঘরিয়ানিবাসী কালীচরণ চক্রবর্ত্তী, গোয়ালমান্দ্রানিবাসী অম্বিকাচরণ আচার্য্য, ইছাপুরনিবাসী কাশীকান্ত চক্রবর্ত্তী, ফুলবাড়িয়ানিবাসী গুরুচরণ চক্রবর্ত্তী, বিক্রমপুর-সেকারনগরনিবাসী মহেশচন্দ্র পঞ্চানন, খিদিরপাড়নিবাসী কালীচরণ চৌধুরী, পাইকপাড়ানিবাসী তিলকচন্দ্রচক্রবর্ত্তী চন্দ্রপ্রতাপ—সাভার-

নিবাসী মহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। কর্ণপাড়ানিবাসী ব্রজকিশোর ভৌমিক, বিক্রমপুর পাইকপাড়ানিবাসী কালীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, ফুলবাড়িয়ানিবাসী লক্ষ্মীকান্ত চক্রবর্ত্তী, তিলকোটনিবাসী জগবন্ধু বিশ্বাস, তেঘরিয়ানিবাসী রামচরণ চক্রবর্ত্তী, উত্তর পাইকপাড়ানিবাসী কালিকুমার ভৌমিক, পাঁওদিয়ানিবাসী ঈশ্বরচন্দ্র মুরুবী, কুকুটিয়ানিবাসী রামকিশোর সরকার, হরকুমার চৌধুরী, দুগাছিনিবাসী ভারতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কুকুটিয়ানিবাসী কৃষ্ণকুমার সরকার, কনকলার নিবাসী প্যারীমাধব চক্রবর্ত্তী, গোয়ালমান্দ্রানিবাসী চৈতন্যচন্দ্র অধিকারী, ঘটকেরকুলানিবাসী বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ঝিটকানিবাসী দুর্গানাথ চক্রবর্ত্তী, ঝাগড়ানিবাসী হরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও ঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বাজমারানিবাসী চন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী, তারাপাশানিবাসী মহিমচন্দ্র বাক্সরি গোবিন্দপুরনিবাসী গোপাল চক্রবর্ত্তী, বেজগাওনিবাসী কৃষ্ণকুমার চাকলাদার, তারপাশানিবাসী ঈশ্বরচন্দ্র রায় গোষ্টিপতি। ঢাকা জেলার অন্তর্গত বাঘীবাড়ী-নিবাসী ধনীরাম ও বদন চক্রবর্ত্তী কন্যাদাতা এবং উক্ত জেলার অন্তঃপাতী চামারদী গ্রামনিবাসী কৃষ্ণকুমার চক্রবর্ত্তী, ঝাউটিয়ানিবাসী কমলাকান্ত মুখুটী কন্যাগ্রহীতা। ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত লাহুন্দগ্রামনিবাসী হরবল্লভ ও আকূতরাম চক্রবর্ত্তী কন্যাদাতা এবং উক্ত জেলার অন্তঃপাতী আনইর গ্রামনিবাসী রুক্মিণীকান্ত, রতনলালের পুত্র রাম চক্রবর্ত্তী কন্যাগ্রহীতা। জেলা শ্রীহট্টের অন্তর্গত বাকাইলছেও গ্রামনিবাসী রামশরণ ও কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, আইরপুরনিবাসী জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী মারারগাঁও নিবাসী জগমোহন চক্রবর্ত্তী, ইহাঁরা কন্যাদাতা; কন্যাগ্রহীতা ঢাকা জেলার অন্তর্গত জাবেরিকুণ্ড গ্রামনিবাসী ভীমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বজ্রযোগিনীনিবাসী গুরুচরণ কুশীলাল, দক্ষিণ পাইকপাড়ানিবাসী সত্যকুমার চক্রবর্ত্তী ও জয়মণ্ডপনিবাসী দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী।

ঢাকা জেলার অন্তর্গত মহকুমা মাণিকগঞ্জের খ্যাতনামা উকীল শ্রীযুক্ত

বাবু চন্দ্রমাধব হাজরা মহোদয় লিখিয়াছেন,—"ঢাকা জেলায় মাহিষ্য-যাজী ব্রাহ্মণ কন্যার সহিত যে কয়েকটি রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণের বিবাহ হইয়াছে, তাহার নামধাম নিম্নে দেওয়া গেল।"—কন্যা-দাতার নামধাম রাজকুমার চক্রবর্ত্তী, সাকিম জয়মণ্ডপ, ষ্টেশন মাণিকগঞ্জ পরগণে চন্দ্রপ্রতাপ, কন্যাগ্রহীতা রাঢ়ীয়শ্রেণীর নামধাম যথা ;—বঙ্গ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র বিপিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাং মানথা নগর, ষ্টেশন শ্রীনগর, পরগণে বিক্রমপুর ও রামদয়াল চট্টোপাধ্যায় পুত্র কৈলাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাং কোলাপাড়া, ষ্টেশন শ্রীনগর, পরগণে বিক্রমপুর। কন্যাদাতার নামধাম ষষ্ঠীচরণ চক্রবর্ত্তী, সাকিম বলিয়ারপুর, ষ্টেশন সাভার পরগণে চন্দ্রপ্রতাপ ; কন্যাগ্রহীতার নামধাম যথা ;—কমলকান্ত চক্রবর্ত্তীর পুত্র জগবন্ধু চক্রবর্ত্তী, গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তীর পুত্র, সাকিম ঝায়টিয়া, ষ্টেশনে শ্রীনগর, পরগণে বিক্রমপুর।* পাঠক মহাশয়, অষ্টম যুক্তির অনুকূল প্রমাণ আপনার সমীপস্থ করা হইল। আশা করি, ইহা দ্বারা মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণের অব্রাহ্মণত্ব ও পাতিত্য সম্বন্ধীয় ভ্রম নিরস্ত হইবে। সত্য জয়যুক্ত হউক, ন্যায় জয়যুক্ত হউক।

পূর্ব্ববঙ্গে মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণগণ নিজ গৌরব পরিত্যাগ করিয়া কনোজিয়াগণের সহিত যৌন সম্বন্ধে মিলিত হইয়া সাতশতীগণের ন্যায় নিজদের অস্তিত্ব হারাইতে বসিয়াছেন। অম্বষ্ঠদর্পণ-প্রণেতা স্পষ্টই বলিয়া-ছেন যে,—"কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণগণ বহুকাল পর্য্যন্ত এই পতিত ব্রাহ্মণদিগকে

---

* জেলা ত্রিপুরা কুমিল্লার ষষ্ঠ মুন্সেফী আদালতে ১৯১১ খ্রীঃ অব্দের ৫৩৬ নং স্বত্ব সম্বন্ধীয় একটী মোকদ্দমায় এইরূপ বিবাহের নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। জেলা ঢাকার অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগণার দরহাটানিবাসী ৺কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তীর পুত্র শ্রীসারদা-প্রসন্ন চক্রবর্ত্তী রাঢ়ী শ্রেণী ব্রাহ্মণ, থানা দাউদকান্দী সাং বড়কোটা নিবাসী কৃষ্ণচন্দ্রচক্রবর্ত্তী প্রভৃতির নামে তাঁহার মাতামহ মাহিষ্যযাজী গৌড়াদ্য বৈদিক ৺ উমাকান্ত চক্রবর্ত্তী মহা-শয়ের বিষয় প্রাপ্তির দাবিতে নালিশ করিয়া মোকদ্দমায় রুজুকাত করিয়াছেন

কন্যাদান করেন নাই। ইদানীং তাঁহারা জাতীয় গৌরব পরিত্যাগ করিয়া বিগত দেড় শতবৎসরের মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গ দেশে মাত্র শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের সহিত কন্যা আদান প্রদান করিতেছেন।"—এক্ষণে দেশকাল যেরূপ ভাবে চলিতেছে, তাহাতে কনোজ হইতে আগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের বহু শূদ্রযাজী বংশধরগণকে "পতিত" বলিতে যাইলে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে। যে সমস্ত মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ-কন্যা রাঢ়ী ও বারেন্দ্র শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণগণের হস্তে অর্পিত হইয়াছে, সেই সকল কন্যার পিতা রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণজামাতার বাটীতে সচরাচর যাতায়াত করিতেছেন, তাঁহাদের গর্ব্ভজাত সন্তানগণ মাতামহ আশ্রমে কি যাইতেছেন না? মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ পতিত হইলে কখনই রাঢ়ী বারেন্দ্রগণ মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণের সহিত যৌন সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতেন না। যে সমস্ত রাঢ়ী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণগণের কন্যা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার বিস্তৃত তালিকা, সন ১৩০৯সালের "সেবিকায়" প্রকাশিত হইয়া, ছোটলাট সাহেব বাহাদুরের নিকট দাখিল করা হইয়াছিল; পাঠক মহাশয়ের অবগতির জন্য তাহা উপরে উদ্ধৃত করা হইল।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

—000—

গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণ আর্য্যজাতির পুরোহিত।

গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ মাহিষ্য জাতির পুরোহিত বলিয়া বর্ণ ব্রাহ্মণ নহেন। বর্ণ ব্রাহ্মণ মাত্রেই শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণবংশ হইতে বহির্গত হইয়া নীচ অন্ত্যজ জাতির যাজন করিতেছেন। গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণের যাজ্য মাহিষ্য-কৈবর্ত্ত জাতি ক্ষত্রিয়ের বিবাহিতা বৈশ্যা-পত্নীর গর্ভজ সন্তান। অনুলোম বিবাহে মাহিষ্য জাতির উৎপত্তি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

এক্ষণে যাজ্য জাতি* বিশুদ্ধ আর্য্যজাতি কি না তাহাই বিবেচ্য। হিন্দু সমাজের বর্ণ সঙ্করের সংখ্যার আধিক্য দেখিয়া শাস্ত্রকারেরা বর্ণ সঙ্কর হইতে পৃথক রাখিবার উদ্দেশ্যে ও হিন্দু সমাজের শুদ্ধতা রক্ষার জন্য উচ্চবর্ণ পুরুষের সহিত নিম্ন বর্ণের কন্যার বিবাহের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। যথা—

ব্রাহ্মণস্য বর্ণানুক্রমেণ চতস্রো ভার্য্যা ভবন্তি।১

তিস্রঃ ক্ষত্রিয়স্য ।২

দ্বে বৈশ্যস্য ।৩

একা শূদ্রস্য ।৪

বিষ্ণু-সংহিতা, ২৪ অধ্যায়।

---

* যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ষটকর্ম্ম ব্রাহ্মণের আয়ত্তাধীন। যাজ্য জাতির যাজন করিলে ব্রাহ্মণ পতিত হইবেন না।

মনু বলিয়াছেন—

শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সাচ স্বাচ বিশঃ স্মৃতঃ।
তেচ স্বাচৈব রাজ্ঞশ্চ তাশ্চ স্বাচাগ্র জন্মনঃ॥

শূদ্র কেবল শূদ্রাকে বিবাহ করিবে; ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যাকে নহে। বৈশ্য, শূদ্রা ও বৈশ্যাকে বিবাহ করিবে; ব্রাহ্মণী বা ক্ষত্রিয়াকে নহে। ক্ষত্রিয়, শূদ্রা, বৈশ্যা ও ক্ষত্রিয়াকে বিবাহ করিবে; ব্রাহ্মণীকে নহে। ব্রাহ্মণ শূদ্রা, বৈশ্যা, ক্ষত্রিয়া ও ব্রাহ্মণীকে বিবাহ করিতে পারিবে।

এইরূপ অনুলোম বিবাহ শাস্ত্র-সিদ্ধ। এবম্প্রকার বিবাহের সন্তান সন্ততি শাস্ত্রমতে শুদ্ধ এবং তাহারা বর্ণ সঙ্কর বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত হয় নাই। কিন্তু নিম্ন বর্ণের পুরুষের সহিত উচ্চ বর্ণের কন্যার প্রতিলোম বিবাহ দিবার শাস্ত্রে বিধি নাই। প্রতিলোমজাত সন্তানগণই বর্ণ সঙ্কর যথা—

আনুলোম্যেন বর্ণানাং যজ্জন্ম স বিধিঃস্মৃতঃ।
প্রাতিলোম্যেন যজ্জন্ম সজ্ঞেয়ো বর্ণসঙ্করঃ॥

—নারদ সংহিতা।

মনু আরও বলিয়াছেন—

স্ত্রীষ্বনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্।
সদৃশানেব তানাহুর্মাতৃদোষ বিগর্হিতান্, ১০।৬
পুত্রা যেঽনন্তরস্ত্রীজাঃ ক্রমেণোক্তা দ্বিজন্মনাম্।
তানন্তর নাম্নস্তু মাতৃদোষাৎ প্রচক্ষতে॥ ১০।১৪

কুল্লুক ভট্ট উক্ত শ্লোকদ্বয়ের টীকা করিয়াছেন—"অত্র সদৃশান্ পিতৃ সদৃশান্, নতু সজাতীয়ান্ মাতুর্হীনজাতীয়ত্ব দোষেণ গর্হিতান্। পিতৃ সদৃশ গ্রহণাৎ মাতৃজাতেরুৎকৃষ্টাঃ পিতৃজাতিতো নিকৃষ্টাজ্ঞেয়াঃ।"

অনন্তর গ্রহণমনন্তরবচ্চৈকান্তরদ্ব্যন্তর প্রদর্শনার্থম্। যে দ্বিজাতী-নামনন্তরৈকান্তরদ্ব্যন্তরজাতিস্ত্রীষু আনুলোম্যেন উৎপন্নাঃ পূর্ব্বমুক্তাঃ পুত্রাস্তান্ হীনজাতি মাতৃদোষান্মাতৃজাতিব্যপদেশ্যানাচক্ষতে। মাতা পিতা ব্যতিরিক্ত সঙ্কীর্ণ জাতিত্বেঽপি এষাং মাতৃজাতি ব্যপদেশ কথনং মাতৃজাতি সংস্কারাদি ধর্ম্ম প্রাপ্ত্যর্থং।"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই দ্বিজাতিত্রয়ের "অনন্তরজ" সন্তানগণ মাতৃজাতির হীনতায় পিতার সজাতীয় নহে পিতৃতুল্য এবং মাতৃজাতি হইতে উৎকৃষ্ট।

ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াতে একান্তরজাত মূর্দ্ধাবসিক্ত, দ্ব্যন্তরজাত অম্বষ্ঠ। ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যাতে একান্তর জাতি মাহিষ্য, দ্ব্যন্তর জাতি উগ্র। ইহারা যদ্যপি মাতৃদোষে হীনতর তথাপি মাতৃজাতির ন্যায়। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যাতে একান্তর জাত মাহিষ্য-কৈবর্ত্ত জাতি; সুতরাং শাস্ত্রানুসারে মাতৃজাতি বৈশ্যের তুল্য।

সমান বর্ণাসু পুত্রাঃ সমানবর্ণা ভবন্তি।
অনুলোমাসু মাতৃবর্ণাঃ প্রতিলোমাস্বার্য্যধর্ম্মবিগর্হিতাঃ।

—বিষ্ণুসংহিতা।

যে সকল পুত্র সমান বর্ণে উৎপন্ন হইয়াছে তাহারা সমান বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে। আর যাহারা অনুলোম-ক্রমে জাত তাহারা মাতৃবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু যাহারা প্রতিলোম-ক্রমে জন্মিয়াছে তাহারা আর্য্য ধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে।

মনু আরও বলিয়াছেন—

সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্ সুতা দ্বিজ-ধর্ম্মিণঃ

মনু ১০ম অধ্যায়, ৪১ শ্লোকার্দ্ধ।

ব্রাহ্মণাদি দ্বিজত্রয়ের সজাতি পত্নী সম্ভূত সন্তানত্রয় এবং অনুলোমক্রমে ব্রাহ্মণ ঔরসজাত তনয়দ্বয় ও ক্ষত্রিয় ঔরস-জাত বৈশ্যের সন্তান এই ষড়বিধ সন্তান দ্বিজধর্ম্মাবলম্বী।

নৃসিংহ পুরাণের ৭ম অধ্যায়ের পরিশিষ্টের অনুবাদস্থলে পণ্ডিত অদ্বৈত রাম ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন ;—

"বৈশ্যের দুহিতা (যার ক্ষত্র বর্ণ পতি)
কৈবর্ত্তের মাতা হয় শাস্ত্র মতে সতী।"

বল্লালসেনের পূর্ব্ববর্ত্তী পূর্ব্ববঙ্গের দলপতি সেন মহারাজের প্রধান সভাপণ্ডিত রায় রামসেবক মিশ্র বঙ্গদেশের কতিপয় জাতি সম্বন্ধে শ্লোক রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার একটি শ্লোকের অনুবাদ এই—

ক্ষত্রিয় নামেতে দ্বিতীয় বর্ণের পিতা
হালিকের জন্ম হয় বৈশ্যা যার মাতা।

সুপ্রসিদ্ধ রাজা রাজবল্লভের সময়ে চট্টগ্রামের জলধর পণ্ডিত মহাশয় কৈবর্ত্ত জাতির উল্লেখ করিয়া যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহাও নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"জালিকের ভবনেতে অন্ন জল দান।
গ্রহণ করিলে হয় চণ্ডাল সমান॥
হালিকের ভবনেতে অন্নপাক চলে।
শাস্ত্র মতে হালিকেরে বৈশ্য জাতি বলে॥
হালিকের পিতা হয় ক্ষত্র শস্ত্র-ধারী।
জননী যাহার হয় বৈশ্যা শুদ্ধা নারী॥"

তিনশত বৎসর পূর্ব্বে মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন,—

"দুই জাতি করে বাস, মৎস্য ধরে করে চাষ"

কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

এই সমস্ত অকাট্যপ্রমাণ সত্ত্বেও ক্ষত্রিয়-বিবাহিতা বৈশ্যাজাত দ্বিজ-ধর্ম্মী মাহিষ্য-কৈবর্ত্ত জাতিকে "অন্ত্যজ" মধ্যে পরিগণিত করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ?

"অন্ত্যজ" শব্দের অর্থ অন্তে (শেষে) জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। অর্থাৎ সবর্ণ বিবাহের পরে শাস্ত্রকারগণ অসবর্ণ বিবাহের অনুমতি দেওয়া সত্ত্বেও তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া কামোপহতচেতন ব্যক্তিগণ শাস্ত্রবিধি, সামাজিক প্রথা উল্লঙ্ঘন করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিতে লাগিল। এই নিয়মশূন্য, বিধিব্যবস্থাশূন্য, শুদ্ধতা-সংযমশূন্য ভ্রষ্ট সংমিশ্রের অপত্যগণ অন্ত্যজ বলিয়া পরিগণিত হইল। রাজা বেনের সময়ে অধম সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়াছে ; যথা—বেন কারিত সঙ্কর প্রমাণং নবম অধ্যায়ে মনুনোক্তং

"অয়ং দ্বিজৈর্হি বিদ্বদ্ভিঃ পশুধর্ম্মো বিগর্হিতঃ।
মনুষ্যানামপি প্রোক্তো বেনে রাজ্যং প্রশাসতি ॥ ৬৭
স মহিমখিলাং ভুঞ্জন্ রাজর্ষি প্রবরঃ পুরা।
বর্ণানাং সঙ্করং চক্রে কামোপহতচেতনঃ ॥" ৬৭

মাহিষ্য জাতি অন্তে জন্মগ্রহণ করে নাই। বৈদিকযুগে ক্ষত্রিয়ের অনুলোম বিবাহে পরিণীতা বৈশ্য কন্যার গর্ভে মাহিষ্য জাতির উৎপত্তি।

এক্ষণে অন্ত্যজ শব্দ সমাযুক্ত শ্লোকের আলোচনা আবশ্যক।

রজকশ্চর্ম্মকারশ্চ নটো বড়ুর এবচ
কৈবর্ত্তমেদভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে চান্ত্যজাঃ স্মৃতাঃ।

যমবচন।

অর্থাৎ ধোঁবা, চামার, নট, বড়ুর কৈবর্ত্ত মেদ এবং ভিল এই সপ্ত জাতি "অন্ত্যজ"।

উক্ত শ্লোকের মধ্যে যে কৈবর্ত্ত জাতির উল্লেখ আছে, তাহা মনুক্ত নৌজীবি মৎস্য ব্যবসায়ী প্রতিলোমজাত জালিক দাশ কৈবর্ত্ত, যাহাদিগের জল অস্পর্শনীয় ও যাহারা আবহমানকাল "অন্ত্যজ" মধ্যে পরিগণিত রহিয়াছে।

"নিষাদো মার্গবং সূতে দাশং নৌকর্ম্ম-জীবিনং।
কৈবর্ত্তমিতি যং প্রাহুরার্য্যাবর্ত্ত-নিবাসিনঃ॥

কুল্লুকভট্টের টীকা—"ব্রাহ্মণেন শূদ্রায়াং জাতো নিষাদঃ প্রাগুক্তঃ প্রকৃতায়ামায়োগোব্যাং মার্গবং দাশাপর নামানং নৌব্যবহারজীবিনং জনয়তি। যমার্য্যাবর্ত্তদেশবাসিনঃ কৈবর্ত্ত শব্দেন কীর্ত্তয়ন্তি।"

এই কৈবর্ত্ত জাতি ধীবর নামে খ্যাত, মৎস্যজীবী ও পতিত। যমসংহিতার পরবর্ত্তী শ্লোকেই উক্ত আছে,—

"চর্ম্মারং রজকং বেনং ধীবরং নটমেবচ
এতান্ স্পৃষ্ট্বা দ্বিজোমোহাদাচমেৎ প্রযতোঽপিসন্।

কোন প্রাচীন শাস্ত্রে মাহিষ্য কৈবর্ত্তকে অন্ত্যজ বলা হয় নাই। যদি বলপূর্ব্বক ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিয়া বৈশ্যধর্ম্মাবলম্বী মাহিষ্য-কৈবর্ত্তগণকে মৎস্যজীবী ধীবর, জালিক, মালা কিম্বা মেছো কৈবর্ত্তের সামিল করা হয়, তাহা হইলে কোন সৎশূদ্রই সমাজে তিষ্ঠিতে পারেন না;—

"বর্দ্ধকী নাপিতো গোপ আশাপঃ কুম্ভকারকঃ
বণিক কিরাত কায়স্থ মালাকার কুটম্বিনঃ।
বরটো মেদ চাণ্ডাল দাশ স্বপচ কোলকাঃ
এতেঽন্ত্যজাঃ সমাখ্যাতা যে চান্যেচ গবাশনা
এষাং সম্ভাষণাৎ স্নানং দর্শনাদর্কবীক্ষণম্।"

ঋষি সংহিতা ১ম অঃ। ১০ম শ্লোক।

অতএব অন্ত্যজ কে নহে? সকলেই ত অধম শূদ্র। আরও যে সমস্ত শ্লোক দ্বারা জল আচরণীয় জাতিগুলি অন্ত্যজ শ্রেণীভুক্ত হইয়া জাতিমালায় স্থান পাইয়াছে সেইগুলি যে কৃত্রিম এবং প্রক্ষিপ্ত তাহা অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে কলিকাতা হাতিবাগানের তৎকালীন সর্ব্বপ্রধান অধ্যাপক চিরস্মরণীয় ৺ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, ৺সর্ব্বানন্দ ন্যায়বাগীশ এবং সংস্কৃত কলেজের স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক ৺মধুসূদন স্মৃতিরত্ন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ তাহা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা বলেন,—

"কেবলং লোকান্ বঞ্চয়িতুম্ তৎসম্বন্ধে জাতিমালা সংগ্রহোপি সংগৃহীত এব। সচ যথার্থ শাস্ত্র বিপরীতঃ। স চাপি প্রাগুক্ত ধর্ম্মশাস্ত্র ক্ষেত্র প্রাগ্‌দেশাদ্য বিদিতপ্রযুক্ত নিঃসন্দেহং প্রতারণার্থং প্রচারিত স্বকপোলকল্পিত এব জ্ঞায়তে"।

"অর্থাৎ কেবল লোক সকলকে বঞ্চনা করিবার জন্য তৎসম্বন্ধে জাতিমালা সকল সংগ্রহ করা হইয়াছে। সেই সকল জাতিমালা যথার্থ শাস্ত্রের বিপরীত কেবল প্রতারণার জন্য ইহা প্রচারিত এবং স্বকপোলকল্পিত।" (সিদ্ধান্ত-সমুদ্র। ৯৬—৯৭ পৃষ্ঠা)।

অনেকে প্রশ্ন করিতে পারেন যে, হালিক কৈবর্ত্তগণ যে বিশুদ্ধ মাহিষ্য জাতি তাহার প্রমাণ কি? প্রমাণ যথেষ্ট বাহির হইয়াছে; ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির জ্যোতিকে কেহ লুকাইয়া রাখিতে পারে না। বল্লাল সেন ও তদনুগৃহীত জাতির অত্যাচারে মাহিষ্য-সমাজ অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল; পরে মুসলমানগণ অনেকদিন ধরিয়া হিন্দু সমাজকে চাপিয়া রাখিয়াছিল। স্থিরচিত্তে এই সকল তত্ত্বের আলোচনা করিবার সুবিধাও ছিল না। সুতরাং কাল মাহাত্ম্যে রাজজাতি দাসজাতির আসন পাইতেছে, উচ্চ

মন্দিরের স্বর্ণচূড়া ধূলায় লুণ্ঠিত হইতেছে, সিংহশিশু মেষ শাবকের আজ্ঞাবাহী হইয়াছে। এক্ষণে ন্যায়বান ইংরাজের আমলে হাতে লিখিবার, মুখে বলিবার স্বাধীনতা হইয়াছে। লুক্কায়িত শাস্ত্র গ্রন্থ মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে প্রকাশিত হইয়া লোকের ভ্রান্ত ধারণা দূর করিয়া দিতেছে। নিম্নলিখিত প্রমাণগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই পাঠক মহাশয় বুঝিতে পারিবেন যে বঙ্গের কৃষিকৈবর্ত্তজাতিই শাস্ত্রোক্ত মাহিষ্যজাতি।

১ম। পুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ দেবের মন্দিরে রক্ষিত তাল পত্রে লিখিত মাদলা-পঞ্জিকা (Palm-leaf records of the temple of Jagannath) নামক অতি প্রাচীন পুস্তকে হালিক কৈবর্ত্তগণ 'মাহিষ্য' বলিয়া উল্লেখিত আছে। (সিদ্ধান্ত সমুদ্র)

২য়। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত মালাবার উপকূলে খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীতে খৃষ্টীয় যাজকেরা তাহাদের ধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন। পাদ্রীরা এদেশের হিন্দুজাতির সমগ্র সম্প্রদায়ের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া অভিধানাকারে লাটিন ভাষায় এক পুস্তক প্রণয়ন করেন। লাটিন হইতে নানাভাষায় ঐ পুস্তক অনুবাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে ; এক্ষণে উহা অভিধান বলিয়া খ্যাত। লাটিন ভাষা হইতে উহা সর্ব্ব প্রথমে ইটালী ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল, ইংরাজীতে উহার নাম "The Hindu caste Lexicon (Lexicography) compiled under the auspices of the Hindu king of Zamorine territory" দক্ষিণাবর্ত্ত সমুদ্রকুলে অবস্থিত এই জন্য সেইস্থানে ধীবরদিগের সংখ্যার আধিক্য সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত অভিধান প্রণেতা মৎস্যধারী ও মৎস্য ব্যবসায়ীর বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিতেছেন—

"এতদঞ্চলের কৈবর্ত্তগণ যে সকল কার্য্য করে তাহাতে তাহাদিগকে অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর হিন্দু বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু উচ্চশ্রেণীর কৈবর্ত্তগণ কৃষিকার্য্য করে, বাণিজ্য ও ব্যবসা এবং রাজকীয় কার্য্যদ্বারা তাহারা

জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহাদের অনেকে রাজত্ব করে এরূপ শুনা গিয়াছে। এই সকল উচ্চশ্রেণীর কৈবর্ত্তেরা মাহিষ্য উপাধি সমাযুক্ত হইয়া থাকে, কারণ—মাহিষ্য ইহাদের নামান্তর।"

৩য়। পণ্ডিত কমলাকর ভট্টের বিরচিত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া শব্দকল্পদ্রুম প্রণেতা দেখাইয়াছেন যে "ক্ষত্রাবৈশ্যায়াং মাহিষ্যা"। কমলাকর ভট্ট বহুশত বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। অমর-কোষকারও মাহিষ্য জাতি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "ক্ষত্রিয়াবৈশ্যায়াং জাত" সুপ্রসিদ্ধ অমরকোষ অভিধান সর্ব্ব প্রথম জার্ম্মাণি ভাষায় আচার্য্য বুলহার কর্ত্তৃক অনুবাদিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তিনি বহু শাস্ত্র আলোড়ন করিয়া অমরকোষের ব্যাখা (Commentary) শেষ করিয়াছেন। তিনি মাহিষ্য শব্দের বাখ্যায় অতি স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন—"বঙ্গদেশের উচ্চশ্রেণীর আর্য্য (হালিক) কৈবর্ত্তেরা এবং প্রাচীন মাহিষ্যজাতি একই বর্ণভুক্ত। গৌড়দেশে "মাহিষ্য" শব্দ অপ্রচলিত হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু আর্য্য কৈবর্ত্তেরাই প্রাচীন মাহিষ্যের বংশধর। (Bulhar's commentary on Amarkosh quoted in the Calcutta Review Vol, XIV.)

৪র্থ। অমরকোষকার লিখিয়াছেন—"মাহিষ্যা অর্য্যা ক্ষত্রিয়য়োঃ"। অমরকোষের প্রায় ৫৬ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রীহরি মিশ্র সুপ্রসিদ্ধ পাণিনী ব্যাকরণের টীকায় লিখিয়াছেন—

"কৈবর্ত্ত মাহিষ্যো অর্য্যা ক্ষত্রিয়য়োঃ"

অর্থাৎ হালিক কৈবর্ত্তকুল মাহিষ্য, কারণ ক্ষত্রিয় ঔরসে এবং অর্য্যা গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছে। অর্য্যা শব্দের অর্থ বৈশ্যা;—

বিশঃ উরুব্যা উরুজা অর্য্যা বৈশ্যা ভূমিস্পৃশো।

৫ম। উড়িষ্যার প্রসিদ্ধ প্রাচীন কবি জগন্নাথ দাসের পূর্ব্ব পুরুষ মাধবদাস কবিভট্ট উড়িয়া ভাষায় শ্রীশ্রীক্ষেত্র মাহাত্ম্যম্, নামক কাব্যে লিখিয়াছেন :—

"গৌড় বাঙ্গালায় কৈবর্ত্ত মাহিষ্য
বিক্রমে যেমতি হয় সমুদ্রের অশ্ব।"

৬ষ্ঠ। বামন সংহিতা ও বামন পুরাণ পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায় যে, বলী রাজার দান পরীক্ষার জন্য শ্রীভগবান বামনরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার যজ্ঞস্থলে গমন করিতেছিলেন, পথিমধ্যে যাইবার সময়ে কৈবর্ত্তকে কখন কৈবর্ত্ত বলিয়াছেন কখন মাহিষ্য বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। পণ্ডিত রঘুরাম বিদ্যাবাগীশ প্রণীত ১২৭০ সালে কলিকাতা বটতলা দিক্‌নির্ণয় যন্ত্রে প্রকাশিত বাঙ্গালাভাষায় "বলীর পরীক্ষা" নামক প্রাচীন পুস্তকে লিখিত আছে :—

"অতঃপর ভগবান ডাক দিয়া বলে।
মাহিষ্য বৈশ্যের তুমি অতি সাধু ছেলে॥
কৃষিকর্ম্মে শস্য কার্য্যে হইলা প্রবৃত্ত।
তোমাদের জাতি হয় হালিক কৈবর্ত্ত॥

সিদ্ধান্ত সমুদ্র।

রঘুরাম বিদ্যাবাগীশ মহাশয় মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ ছিলেন না —তখন এইরূপ মাহিষ্য আন্দোলনের অস্তিত্বও ছিল না। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় কৈবর্ত্তের দিকে টানিয়া এইরূপ মিথ্যা গল্প লিখিয়া গিয়াছেন ইহা কখনও সম্ভব হইতে পারে না।

৭ম। রাঢ় দেশের স্থানে স্থানে দুইশত বা ততোধিক বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রাহ্মণ অধ্যাপকদিগের হস্তলিখিত এবং বিরচিত জন্মকোষ্ঠী সমূহে কৈবর্ত্তদিগকে মাহিষ্য বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অতি প্রাচীন-

কাল হইতে হালিক কৈবর্ত্তগণ মাহিষ্য নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী প্রণীত সিদ্ধান্ত সমুদ্র ৭১ পৃষ্ঠা।

৮ম। জেলা ময়মনসিংহের অন্তঃপাতী জামালপুর থানার অন্তর্গত জগন্নাথগঞ্জ গ্রাম হইতে বাঁশিবানগালি গ্রাম পর্য্যন্ত এবং বাঁশিবানগালি রেলওয়ে ষ্টেসন হইতে দিকপাহিত গ্রাম পর্য্যন্ত যত হালিক কৈবর্ত্ত বাস করে, তাহাদের অনেকের গৃহে সম্রাট আকবর এবং রাজা মানসিংহের সমসাময়িক ছাড়পত্র (ফারখত) আজ পর্য্যন্ত রক্ষিত আছে। ঐ সকল ফারখতে স্ত্রীলোকের নামোল্লেখ স্থলে লিখিত আছে "অমুকের পত্নী শ্রীমত্যা রাজেশ্বরী মাহিষ্যা দেব্যা।" "অমুকের সহোদরা শ্রীমতী যমুনামণি মাহিষ্যা দেব্যা ইত্যাদি।" এই ফারখতে দুইটি বিষয় প্রতিপন্ন হইতেছে ;—

(ক) হালিক কৈবর্ত্তের মাহিষ্য উপাধি অর্থাৎ মাহিষ্য ও হালিক কৈবর্ত্তের অভিন্নতা।

(খ) মাহিষ্য স্ত্রীলোকের "দেবী" উপাধি ব্যবহার। মাহিষ্যেরা শূদ্র হইলে এত প্রাচীনকাল হইতে ইহাদের স্ত্রীলোকেরা দেবী উপাধি ব্যবহার করিতে অধিকারিণী হইতেন না। তমলুকরাজরাণীগণ দেবী শব্দের অপভ্রংশ "দেই" উপাধিতে ভূষিতা ছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলা ভাগের ১০ম পরিচ্ছেদে লিখিত আছে—

"মাধবী দেবী শিখি মাইতির ভগিনী
শ্রীরাধার দাসী মধ্যে যাঁর নাম গণি।"

শিখি মাইতি মাহিষ্যের সহোদরা মাধবী দেবী বলিয়া বৈষ্ণব গ্রন্থে উল্লেখ করায় হালিক কৈবর্ত্তের বৈশ্যত্ব ও মাহিষ্যত্ব সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না।

বিরুদ্ধবাদিগণ বলেন যে, যদি কৈবর্ত্ত শব্দের পরিভাষা মাহিষ্য শব্দ হইত, তাহা হইলেই কাব্যাদিতে হালিক অর্থে কৈবর্ত্ত শব্দের প্রয়োগ

থাকিত না। তদুত্তরে একটু সবিস্তারে আলোচনা করিতে হইবে। কথা এই যে স্মৃতি ও পুরাণে যে দ্রব্যের যে যে পরিভাষা করা হইয়াছে, সেই সেই পরিভাষা আভিধানিক শব্দ দ্বারা সার্টিফিকেটযুক্ত হওয়া আবশ্যক কিনা? সংক্ষেপতঃ বলিতে গেলে, শব্দের শক্তিগ্রহ কিরূপে হইয়া থাকে তাহা বুঝিতে পারিলেই বিরুদ্ধবাদিগণ নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন। শব্দ, উপমান, কোষ, ও আপ্তবাক্য ব্যবহার দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে শব্দের শক্তিগ্রহ হইয়া থাকে, এতন্মতে কোষ ও ব্যবহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। কোষও প্রধানতঃ ব্যবহারের উপর স্থাপিত। শ্রুতি, স্মৃতি পুরাণ, ইতিহাসাদিতে যে শব্দ যাহার পর্য্যায়রূপে পরিভাষিত হইয়াছে, তাহা ব্যবহারে সর্ব্বত্র অনুমোদিত না হইলে কোষে গৃহীত হয় না। ব্যাকরণের কৃৎ তদ্ধিতাদি সঙ্কেত দ্বারা কোন শব্দের কোন অর্থ নির্দ্দিষ্ট হইলেও ব্যবহার তাহা ভালরূপে পোষণ না করিলে কোষকার তাহা সেই অর্থে গ্রহণ করেন না বটে, কিন্তু আপ্তবাক্যরূপেই তাহা প্রমাণ হয়। স্মৃতির বিচারে ব্যবহার হইতে শাস্ত্র বলবৎ; কিন্তু কোষকারের চক্ষুতে ব্যবহারই বলবৎ। অধিকাংশ লোক যে শব্দে যে অর্থ বুঝে, তাহাকেই সেই শব্দের মুখ্যার্থ বা প্রধান অর্থ বলিয়া ধরিয়া লয়। অধিকাংশ লোকেই অজ্ঞান; কাজেই বলিতে হইবে যে, অজ্ঞবহুল লোকের গৃহীত অর্থই সেই সেই শব্দের মুখ্যার্থ সাধারণে প্রচারিত। অহং শব্দে অজ্ঞগণ চেতনাযুক্ত দেহকে বুঝে, উহাই অহং শব্দের মুখ্যার্থ। কিন্তু পণ্ডিতগণ বুদ্ধিস্থ কূট চৈতন্যকে অহং শব্দে বুঝিয়া থাকেন। জ্ঞানী পণ্ডিতগণের সংখ্যা অতি অল্প, এজন্য পণ্ডিতগণের গৃহীত অর্থটী ঐ শব্দের গৌণ অর্থ। কোষকারশ্রেষ্ঠ অমর সিংহ পদ্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণোক্ত ক্ষত্রিয় ঔরসে বৈশ্যা (অর্য্যা) গর্ভজাত কৈবর্ত্ত জাতিকে আর্য্যজাতি বুঝিয়াই "মাহিষ্যা অর্য্যা ক্ষত্রিয়য়ো" বলিয়া লিখিয়াছেন। অমর সিংহের পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রীহরি মিশ্র সুপ্রসিদ্ধ পাণিনী ব্যাকরণের টীকাতেও লিখিয়াছেন,—

"কৈবর্ত্ত মাহিষ্যো অর্য্যা ক্ষত্রিয়য়োঃ।"

পূর্ব্বেও বিশদভাবে প্রমাণ করা হইয়াছে যে হালিক কৈবর্ত্তজাতিই মাহিষ্যজাতি। ইহাতেও যদি প্রমাণ না হয়, তবে প্রতিবাদিগণের সম্মুখে অমরসিংহ, যাজ্ঞবল্ক্য, পরশুরাম, বৃদ্ধহারীত, গৌতম, উশনা ও বেদব্যাস স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া উত্তর না দিলে এই প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। কারণ যাজ্ঞবল্ক্য, বৃদ্ধহারীত, পরশুরাম, গৌতম, উশনা, যে জাতিকে 'মাহিষ্য' আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছেন, সেই জাতিকে বেদব্যাস পদ্মপুরাণে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে "কৈবর্ত্ত" বলিয়াছেন যথা :—

১। বৈশ্যা শূদ্র্যোস্তু রাজন্যাৎ মাহিষ্যোগ্রৌ সুতৌ স্মৃতৌ।

যাজ্ঞবল্ক্য।

২। রাজন্যাৎ বৈশ্যা শূদ্র্যোস্তু মাহিষ্যোগ্রৌ তুতৌ স্মৃতৌ।

বৃদ্ধহারীত সংহিতা।

৩। ক্ষত্রিয়াৎ বৈশ্যকন্যায়াং মাহিষ্যস্য চ সম্ভবঃ।

পরশুরাম।

৪। তেভ্য এব বৈশ্যা ভৃজ্জকণ্ঠ মাহিষ্য বৈশ্য বৈদেহান।

গৌতম সংহিতা।

৫। বৈশ্যা ক্ষত্রিয়য়োঃ পুত্রো মাহিষ্যো।

ঔশনস।

৬। ক্ষত্রবীর্য্যেণ বৈশ্যায়াং কৈবর্ত্তঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।

পদ্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

বৃহন্মনু সংহিতা এক্ষণে অপ্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে। নারদ সংহিতানুসারে মূল মনু লক্ষশ্লোকে শেষ হইয়াছে জানা যায়। তাহা সংক্ষিপ্ত হইয়া

দ্বাদশ সহস্র শ্লোকে সম্পূর্ণ হয়, পরে অষ্ট সহস্র, সর্ব্বশেষে চতুঃসহস্র শ্লোকাত্মক হইয়াছে; যদিও বর্ত্তমান সংক্ষিপ্ত মনু চতুঃসহস্র শ্লোকাত্মক বলিয়া পরিচিত কিন্তু উহাতেও পূর্ণ তিন সহস্র শ্লোক সংখ্যায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তজ্জন্যই ক্ষত্র-বৈশ্যাজাত সন্তানের মাহিষ্য বা কৈবর্ত্ত পরিচায়ক শ্লোকের অভাব ঘটিয়াছে। কিন্তু টীকাকার কুল্লুক সেই সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া গিয়াছেন।

তিনি স্পষ্টই লিখিয়াছেন আনুলোম্যেনাব্যবহিত বর্ণজাতিয়াসু ভার্যাসু দ্বিজ্জাতিভির্যউৎপাদিতাঃ পুত্রাঃ। যথা ব্রাহ্মণেন ক্ষত্রিয়ায়াং, ক্ষত্রিয়েন বৈশ্যায়াং, বৈশ্যেন শূদ্রায়াং তান মাতুর্হীন জাতিয়ত্বদোষেণ গর্হিতান্ পিতৃসদৃশান্ নতু পিতৃ সজাতীয়ান্ মন্বাদয় আহুঃ।

* * * * *

"এতেষাঞ্চনামানি মুর্দ্ধাবসিক্তমাহিষ্য করণাখ্যানি যাজ্ঞবল্ক্যাদিভিরুক্তানি।"

অমরসিংহ স্মৃতি পুরাণকে উপেক্ষা করিয়া যেটী খুব ব্যবহারসিদ্ধ তাহাই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাতে শাস্ত্রীয় পরিভাষা সহ কোষের কোন বিরোধ হয় নাই। কোষে শ্রুতি স্মৃত্যুক্ত শাস্ত্রীয় পরিভাষা গৃহীত না হইলে তাহা পচিয়া অপ্রমাণ হয় না। এই কথাটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছি। মনু বলিয়াছেন—

নিষাদো মার্গবং সূতে দাশংনৌকর্ম্ম-জীবিনম্।
কৈবর্ত্তমিতি যং প্রাহুরার্য্যাবর্ত্তনিবাসিনঃ॥

এই মনুবচনে জালজীবী মার্গব, দাশ ও কৈবর্ত্ত এই তিনটী নাম দৃষ্ট হয়। এই তিনটী নামের মধ্যে দাশ এবং মার্গব এই দুইটী নাম মনু স্বয়ং নির্দ্দেশ করিয়াছেন কৈবর্ত্ত শব্দটী আর্য্যাবর্ত্তবাসীদের উপর বরাত দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"মার্গবের দ্বিতীয় নাম দাশ, কিন্তু আর্য্যাবর্ত্ত

বাসীরা উহাদিগকে কৈবর্ত্ত এইরূপ একটা নামেও আহ্বান করিয়া থাকে। এস্থলে মনু মার্গব শব্দকে দাশ শব্দের পর্য্যায় বলিয়া স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিলেও কোষ শাস্ত্রের নিয়মানুসারে মনুকেও অগ্রাহ্য করিয়া অমরসিংহ ধীবর অর্থে মার্গব শব্দটী পরিত্যাগ করিলেন এবং দাশ ও কৈবর্ত্ত মাত্র এই দুইটী শব্দকে পর্য্যায়রূপে গ্রহণ করিলেন। বস্তুতঃ শাস্ত্রকারগণ কোন পদার্থের নানাবিধ পরিভাষা করিলেও কোষকার তাঁহার সকলগুলি গ্রহণ করেন নাই, এবং কোষকার গ্রহণ করেন নাই বলিয়া শাস্ত্রীয় পরিভাষা পচিয়া যায় না বা অপ্রমাণ হয় না। ব্যাসাদি মহর্ষিগণ মাহিষ্যের কৈবর্ত্তরূপ পরিভাষান্তর গ্রহণ করিলেও অজ্ঞবহুল সাধারণ লোকে তাহা ভালরূপ সর্ব্বত্র গ্রহণ করে নাই; এই জন্য মাহিষ্যের পর্য্যায়ে অমরসিংহ কৈবর্ত্ত শব্দ লিপিবদ্ধ করেন নাই সুতরাং কোষমূলক কাব্যাদিতে মাহিষ্যার্থে কৈবর্ত্ত শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায় না; এইজন্য স্মৃতিসিদ্ধ হইলেও অমরকোষে অম্বষ্ঠ পর্য্যায়ে বৈদ্য শব্দ লিখিত হয় নাই। শাস্ত্রে ভৃজ্জকণ্ঠ ও অম্বষ্ঠ একই জাতির নাম হইলেও কোষকার তাহা গ্রহণ করেন নাই। যবন ও করণ শব্দ এবং নিষাদ ও পারশব শব্দ স্মৃত্যুক্ত পর্য্যায় হইলেও অমকোষে তাহা পর্য্যায়রূপে গ্রাহ্য হয় নাই। এইরূপে স্মৃত্যাদিতে দ্রব্য, গুণ, ধর্ম্ম ও জাতির অনেক নাম প্রসিদ্ধ আছে, কোষকারগণ তাহা একেবারেই গ্রহণ করেন নাই। ইহাতে শাস্ত্রোক্ত তত্তৎ সজ্ঞা অপ্রমাণ হয় না। বস্তুতঃ কোষের পর্য্যায় দ্বারা স্মৃতি-পুরাণোক্ত পরিভাষা বা পর্য্যায়ের পরীক্ষা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। যাহাদের বিদ্যা কেবল অমরকোষ দ্বারা সীমাবিশিষ্ট, তাঁহারা শাস্ত্রীয় পরিভাষার শক্তি না বুঝিয়া কেবল অমরকোষ প্রামাণ্যে ক্ষত্র-বৈশ্যা-জাত মাহিষ্যাপর-নামা কৈবর্ত্তকেও মনূক্ত কৈবর্ত্ত বলিয়া ভ্রম করেন। অমরসিংহের কোষাবলম্বী পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিগণের ভ্রম নিরাস করিবার জন্য মাহিষ্যজাতির একমাত্র মাহিষ্য নামেই সর্ব্বত্র পরিচিত হওয়া আবশ্যক।

কৈবর্ত্ত বলিলে কেবল জালিক বুঝাইবে, এরূপ কথনই নহে ; **'ক'** অক্ষরের কেবলমাত্র জলবাচক অর্থ করিলে চলিবে না ' জর্ম্মাণ পণ্ডিত লাসেন (Lassen) বলিয়াছেন যে,— **ক** অক্ষরের জল ব্যাখ্যা করিয়া ব্যুৎপত্তি দেওয়া উচিত নহে, কারণ "the use of 'Ka' in the sense of water, is very unusual in ancient Sanskrit literature" অর্থাৎপ্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে জল অর্থে **ক** শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় না। কিন্তু ছান্দোগ্যাদিতে কং ব্রহ্ম ইত্যাদি স্থলে সুখার্থে সুবহুল **ক** প্রয়োগ আছে। **ক** অর্থে বিষ্ণু, সুখও ধন বুঝায়। পুরাণের মতে **ক** শব্দে বিষ্ণু অর্থ করিলে কৈবর্ত্ত জাতিকে বিষ্ণুভক্ত বুঝা যায়। মহামাননীয় শ্রীযুক্ত এচ্ এচ্ উইলসন্ সাহেব কৈবর্ত্ত জাতি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"The entire caste belongs to the Vaisnaba sect"...

(Religious sects of the Hindus)

বৈষ্ণব কবিগণও লিখিয়াছেন—

"বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি।
বৈষ্ণব চিনিলে হয় গৌরপদে মতি॥
বৈষ্ণব চিনিতে পারে সাধু আর সতী।
বৈষ্ণবেতে ভক্ত হয় কৈবর্ত্তের জাতি॥"

হালিক কৈবর্ত্তগণের শতকরা ৯৪ জন বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী! ইহাদিগের বাটীতে একাদশী ব্রত, হরিসংকীর্ত্তন ব্রতপূজাদি বৈষ্ণব শাস্ত্র অনুসারেই সম্পন্ন হইয়া থাকে।

ক অক্ষরের সুখ ও ধন অর্থ করিলেও 'কৈবর্ত্ত' শব্দের ব্যুৎপত্তির গোলযোগ হয় না। কারণ—

"ন সুখং কৃষিতোঽন্যত্র যদি ধর্ম্মেণ কর্ষতি।
অবস্ত্রত্বং নিরন্নত্বং কৃষিতোনৈব জায়তে।,,

সুখ কাহাকে বলে ?

"সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্"

ধর্ম্মানুসারে কৃষি কর্ম্ম করিলে কৃষিকর্ম্ম হইতে অধিকতর সুখকরী বৃত্তি দুর্ল্লভ।" যিনি কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করেন, তাঁহার কখনও অন্নবস্ত্রের অভাব হয় না। আরও—

বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীস্তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ ॥

আর—কে (সুখে, বৈষয়িক অধিকরণ যেমন "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মণি স্থিতঃ) বর্ত্ততে কৈবর্ত্ত—ব্যুৎপত্তি-লব্ধ অর্থ হইতে জানা যায় যে, কৃষিধর্ম্মাবলম্বী মাহিষ্য-কৈবর্ত্তগণ শ্রীভগবানের নিজোক্তি "কৃষি-গোরক্ষাবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্মস্বভাবজম্" মর্ম্মানুসারে আজ পর্য্যন্ত কৃষ্যাদি বৈশ্যজনোচিত বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। অতএব কৈবর্ত্ত শব্দের কেবলমাত্র জালিক অর্থ করিলে চলিবে না। উহা শব্দার্থবোধক মাত্র, কর্ম্মস্থলে-বিবেচনা করিয়া লইতে হইবে! যেমন—

অবদাতঃ সিতো গৌরোঽবলক্ষো ধবলোঽর্জ্জুনঃ।

অমরকোষ, স্বর্গবর্গ।

পীতো গৌরো হরিদ্রাভঃ পলাশো হরিতো হরিৎ।

ঐ, ঐ।

এস্থলে গৌরবর্ণটী একবার শ্বেতবর্ণের পর্য্যায়ে, একবার হরিদ্রাবর্ণের পর্য্যায়ে পড়িয়াছে। তাহা বলিয়া গৌরবর্ণ বলিলেই যে শ্বেতবর্ণ হইবে

পীতবর্ণ হইবে না, এমত নহে। ভাবার্থ বিবেচনা করিয়া লইতে হইবে।

রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং রঘুবরং সীতাপতিং সুন্দরং।

রামায়ণ।

কলঙ্কাঙ্কৌ লাঞ্ছণঞ্চ চিহ্নং লক্ষ্ম চ লক্ষণম।

অমরকোষ, স্বর্গবর্গ।

পূর্ব্বপাদের লক্ষ্মণ শব্দটী রামকনিষ্ঠ অর্থ, পর শ্লোকের লক্ষণ শব্দটী চিহ্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

বিশ্বম্ভরঃ কৈটভজিদ্ধিবধুঃ শ্রীবৎসলাঞ্ছনঃ।

অমরকোষ, স্বর্গবর্গ।

বিধুঃ সুধাংশুঃ শুভ্রাংশুরোষধীশো নিশাপতিঃ।

ঐ ঐ

পূর্ব্বের বিধু শব্দটীকে শ্রীকৃষ্ণ, পর বিধু শব্দটীকে চন্দ্র বুঝাইতেছে। বিধু বলিলেই কৃষ্ণ বুঝাইবে, চন্দ্র বুঝাইবে না—এরূপ সিদ্ধান্ত ভ্রান্তিপূর্ণ।

সিংহো মৃগেন্দ্রঃ পঞ্চাস্যো হর্য্যক্ষঃ কেশরী হরিঃ।

অমরকোষ, সিংহাদিবর্গ।

শ্রবণা মাধবো বিষ্ণুরচ্যুতঃ কেশবো হরিঃ।

নক্ষত্রাভিধান।

এস্থলে পূর্ব্ব হরি শব্দটী সিংহ ও পরের হরি শব্দটী শ্রীকৃষ্ণার্থ্য শ্রবণা-নক্ষত্র বোধক হইয়াছে। এইরূপ

১। ক্ষত্রবীর্য্যেণ বৈশ্যায়াং কৈবর্ত্তঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।

পদ্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

অথবা—

২। "নিষাদো মার্গবং সূতে দাশং নৌকর্ম্মজীবিনম্।
কৈবর্ত্তমিতি যং প্রাহুরার্য্যাবর্ত্তনিবাসিনঃ॥"—মনু।

৩। "কৈবর্ত্তমেদভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে চান্ত্যজাঃস্মৃতাঃ।"—
যমবচন।

প্রথম শ্লোকের কৈবর্ত্ত শব্দের অর্থের সহিত শেষের দুইটী শ্লোকের কৈবর্ত্ত শব্দের অর্থ বিভিন্ন হইবে। কারণ প্রথম শ্লোকের কৈবর্ত্ত ক্ষত্রিয় ঔরসে বৈশ্যাভার্য্যার গর্ভে জাত এবং তাহাদের মাতৃধর্ম্ম অর্থাৎ বৈশ্যক্রিয়া কৃষি গোরক্ষণাদি দ্বারা খ্যাত। আর শেষের দুইটী শ্লোকের কৈবর্ত্ত নিষাদের ঔরসে অয়োগোবীগর্ভজাত মৎস্যঘাতী বা মৎস্যব্যবসায়ী নৌকর্ম্মজীবী অন্ত্যজ অস্পর্শনীয় জাতি বলিয়া আবহমানকাল সমাজে পতিত রহিয়াছে। শব্দের সাদৃশ্যে কখন অর্থ সমান বা এক হইতে পারে না—ইহা সর্ব্বশাস্ত্র সম্মত। শাস্ত্রে যে শব্দর যে অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে তাহা তদর্থপ্রকাশক হইবে। যেমন :—

"তৃষ্ণাতরঙ্গদুস্তরসংসারাম্ভোধিলঙ্ঘনে তরণিঃ।
উদয়বসুধাধরারুণমুকুটমণিঃ পাতুবস্তরণিঃ॥"

শুদ্ধিদীপিকা। ১

"ইচ্ছারূপ অতি দুস্তর তরঙ্গ সংসার সমুদ্র পার হইতে তরণি (নৌকা) উদয় পর্ব্বতের মুকুটমণি ধরণী প্রদীপ্তকারী তরণি (সূর্য্য) তোমাদিগকে রক্ষা করুন।" এস্থলে ১ম পদের তরণি নৌকা অর্থ, ২য় পদের তরণি সূর্য্য অর্থ প্রকাশ করিতেছে। আকৃতির পার্থক্য দেখাইতেছে না সত্য, কিন্তু অর্থের বিভিন্নতা প্রকাশ করিতেছে। এইরূপে এক শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থব্যঞ্জক বহুতর দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

অতএব বিশিষ্টরূপেই প্রমাণ হইল যে মাহিষ্য কৈবর্ত্তজাতি আর্য্য

ক্ষত্রিয়-সন্তান মাতৃধর্ম্মে বৈশ্যজাতি এবং সদ্‌ব্রাহ্মণের যাজ্য। ইহারা দ্বিজধর্ম্মী; ইহাদের বৈশ্যোচিত পক্ষাশৌচ গ্রহণের ব্যবস্থা ভারতের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন; যাঁহারা বৈজিক শক্তিতে বলদৃপ্ত হইয়া বঙ্গের স্থানে স্থানে অপ্রতিহত-প্রভাবে-শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিয়া ক্ষাত্রবীর্য্যের যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন (১) যাঁহারা এখনও প্রদেশ-বিশেষে "উচ্চতমস্তরের" (২) লোক বলিয়া গণ্য, যাঁহারা একদিন "প্রভুর ন্যায় আদেশ করিবার" পদারূঢ় থাকিয়া বঙ্গের অন্যান্য জাতিকে অঙ্গুলি সঞ্চালনে ফিরাইতেন ও ঘুরাইতেন, আজ তাহারা অন্ত্যজশ্রেণীভুক্ত! আর তাহাদের পুরোহিতগণ সকলের নিকট অসম্মানিত!!—ইহা কেবল অধঃপতিত বঙ্গদেশেই শোভা পায়!!!

প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তি দেখিতেছেন, ভারতবাসিগণ "দুর্ভিক্ষাৎ যান্তি দুর্ভিক্ষং ক্লেশাৎ ক্লেশো ভয়াৎ ভয়ং" অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ হইতে ভীষণতর দুর্ভিক্ষে, ক্লেশ হইতে অসহনীয় ক্লেশ এবং ভয় হইতে মহাভয়ের অভিমুখে

---

(১) * * * Lastly there was the Kingdom of Tamralipta or Sumha comprising what now constitutes the District of Midnapur and Howrah. The rulers of the country seem to have been Kaibarttas.

—Page 20 of *History of Bengal quoted in the Imperial Gazetteer of India Published in 1909, vol. I-*

(২) " The clean agricultural castes"—The Chashee Kaibarttas of Bengal form an *important section* of its rural population. In the District of Midnapur they may be reckoned among the *local aristocracy*. In the other districts where they are found, their position is only next to that of the Kayasthas"

In the Tamluk and Contai sub Divisons of the Midnapur District, the Kaibarttas may be said to from the *upper layer of the local population*. A great many of them are Zamindars and holders of substantial tenures. they were a very well-to-do class recently —*Hindu castes and sects Part XIII. PP, 279-281 by* Jogendra Nath Bhattacharjee Smarta sirormani M. A. D. L., President of the College of Pandits Nadia, Author of commentaries on Hindu Law.

দিগ্‌ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় চালিত হইতেছে। এ সময়ে আর কতদিন মিথ্যা, ভ্রান্তি হৃদয়মধ্যে পোষণ করিয়া, প্রায় ৩০ লক্ষ নরনারী বেষ্টিত এমন একটী বিশাল সমাজের অন্তরে আঘাত প্রদান করতঃ সমাজের অঙ্গে ক্ষত বৃদ্ধি করিতে চাও? শাস্ত্র, ইতিহাস, অতীত কীর্ত্তিস্মৃতি ও প্রভুত্ব প্রভৃতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ পূর্ব্বক ভ্রান্তি অপনোদন করিয়া সত্যের ছবি দেখাইয়া দিতেছে। সমস্ত সম্প্রদায় লইয়াই ত সমাজ-মহীরুহ শাখা প্রশাখায় বঙ্গের আকাশ ছাইয়া রাখিয়াছে? যদি তাহার কোন শাখা কর্ত্তন করা যায়, তবে সমস্ত বৃক্ষটীর কি ক্ষতি করা হয় না?

যে দিন বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ বঙ্গদেশীয় প্রাচীন রাজন্যকুলকে ও তদ্‌পুরোধা ব্রাহ্মণগণকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়াছেন, যে দিন আত্মম্ভরিতায় ও আভ্যন্তরিক হিংসা বিদ্বেষের ফলে ঘৃণার তরঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে সেই দিন হইতে বাঙ্গালীর অধঃপতনের সূত্রপাত হইয়াছে। সামাজিক অন্তর্বিপ্লবে বাঙ্গালী জাতির হৃদয় হইতে বিশ্বপ্রেমের সর্ব্বজনীন মহানুভবতা দূরে পলায়ন করিয়াছে—জাতীয় জীবন সমাজ-বিপ্লবের ভীম তরঙ্গাঘাতে দুর্ব্বল ও শ্রীহীন হইয়া গিয়াছে। হায় আবার কবে সেই প্রাচীন আর্য্য আদর্শে বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ পুনর্গঠিত হইবে—কবে আবার বাঙ্গালী হিন্দুগণ আর্য্য ঋষিকুলের পবিত্র শাস্ত্রনীতির মর্ম্ম অনুধাবন করিয়া ধর্ম্মের পবিত্র পথে বিচরণ করিবে!

'সম' পূর্ব্বক 'অজ্‌' ধাতুর উত্তর ঘঞ্‌' প্রত্যয় করিয়া সমাজ পদটী সম্পন্ন হইয়াছে। 'সম' অর্থে 'সমান' ঐক্য বা সহিত, আর অজ্‌ ধাতুর অর্থ গতি (Motion); সুতরাং 'সমাজ' শব্দটীর ব্যুৎপত্তি হইতেছে—সমূহ, সংহতি, সমিতি। পশ্বাদি জাতি ভিন্ন মনুষ্যাদি শ্রেষ্ঠ-জীববৃন্দের সংহতিকেই সমাজ বলে এবং পশুদিগের সমূহকে 'সমাজ' বলে না। উৎকৃষ্ট জীবগণের সম প্রয়োজনে বা সমানার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত একীভূত ভাবের নামই 'সমাজ'। সুতরাং 'সমাজ' একটি বৃহৎ শরীর।

শরীর যেমন ইতরেতরাশ্রয়ী, ক্ষুদ্র, বৃহৎ নানাপ্রকার যন্ত্র সমষ্টি দ্বারা পরিচালিত হইয়া রক্ষিত হইতেছে, সমাজও তদ্রূপ ভিন্ন ভিন্ন শক্তি বিশিষ্ট মনুষ্যযন্ত্র সমূহ দ্বারা পরিচালিত ও রক্ষিত। প্রত্যেক শরীর-যন্ত্রই যেমন পরস্পর আশ্রয়াশ্রয়ী সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, একের অভাবে অন্যের চলে না, সমাজ-শরীরও সেইরূপে আশ্রয়াশ্রয়ী সম্বন্ধে সম্বদ্ধ না হইলে কোন প্রকারে চলিতে পারে না। সমাজ-শরীর-যন্ত্র সকল সেইরূপ পরস্পর অধীন। সকলেই যখন অন্যোন্যাশ্রয়ী, একের অভাবে অন্যের চলে না, তখন কোন যন্ত্রেরই "অমুক আমার—অধীন" 'আমি সকলের বড়', 'আমার অপেক্ষা কেহ শ্রেষ্ঠ নহে', মনে করিয়া গর্ব্বিত হইবার উপায় নাই। ভগবান এমন সুন্দররূপে জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছেন যে, কোন সম্প্রদায়েরই গর্ব্বিত হওয়া সম্ভব নহে। জ্ঞান ধর্ম্ম গীতায় উক্ত হইয়াছে—

"তপন যাঁহার মহতী সভার ক্ষুদ্রবিন্দু জ্যোতিষ্মান্।
তার মাঝে বড় দেখ আপনারে, অহো তুমি কি অজ্ঞান॥"

শ্রীভগবানের সৃষ্টি রাজ্যে সর্ব্বতেজের আধার প্রদীপ্ত প্রকাণ্ড সূর্য্যপিণ্ড সামান্য ক্ষুদ্রবিন্দু মাত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

যখন সামান্য ভৃত্য হইতে ধনকুবের পর্য্যন্ত সকলেই পরস্পর সাহায্য সাপেক্ষ, তখন নিতান্ত দুরদৃষ্ট না হইলে গর্ব্ব আসিবে কেন? এই গর্ব্বের জন্যই বিশ্বজনীন প্রেম বিকাশের পথ রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। পরশ্রীকাতর ও দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞানশূন্য হইয়া 'সভ্য' সমাজের মহাত্মাগণ আত্মহত্যা করিতেছেন।

যে জাতি আর্য্য মাতাপিতার সন্তান তাঁহাদের ধমনীতে যে পবিত্র আর্য্য শোণিত এখনও প্রবাহিত হইতেছে, তাহার আর স্বতন্ত্র প্রমাণ প্রয়োগের আবশ্যকতা নাই। মাহিষ্যজাতির মাতা ও পিতা উভয়ই দ্বিজাতি ও আর্য্য; সুতরাং তাঁহাদের সন্তানও দ্বিজাতি বা দ্বিজধর্ম্মী ও

আর্য্য এবং সদ্‌ব্রাহ্মণের যাজ্য। দ্বিজাতি বা দ্বিজধর্ম্মী জাতির পুরোহিত ব্রাহ্মণ কখনই পতিত হইতে পারেন না। যজন যাজন ইত্যাদি ব্রাহ্মণের বৃত্তি আশ্রয় করিয়া যাজ্যজাতির যাজন করা ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম।

আর্য্যত্ব লইয়া বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের আর অভিমান করা চলে না। আর্য্যগণ বহু প্রাচীন কাল হইতে যে রূপে অনার্য্য জাতির সহিত শোণিত-সংস্রবে সম্বন্ধযুক্ত হইয়া গিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়, ভারতীয় শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়েরও ধমনীতে পবিত্র আর্য্য শোণিতের অস্তিত্ব আছে কি না সন্দেহ। মুনিশ্রেষ্ঠ জরৎকারু যে দিন অনার্য্যরাজ বাসুকির ভগিনী জরৎকারুর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, দাশরাজকন্যার গর্ভে যে দিন আর্য্যশ্রেষ্ঠ পরাশর ঋষির ঔরসে ব্রাহ্মণকুল-গৌরব ব্যাসদেবের আবির্ভাব হইয়াছে সেইদিন—শুধু সেইদিন কেন? তাহারও পূর্ব্ব—হইতে আর্য্য অনার্য্য শোণিত সংস্রব ঘটিয়াছে। এইরূপ বহু প্রমাণ আমাদের হিন্দুশাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে। এই সমস্ত যদিও বহু প্রাচীন কালের কথা, কিন্তু তাহার পর বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রবল বন্যায় যে দিন ভারতবর্ষ নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছিল, সে দিন কি আর্য্য অনার্য্য মিশিয়া এক হইয়া যায় নাই? ভগবান শঙ্করাচার্য্য সেবার পতিত হিন্দুজাতিকে রক্ষা করিয়াছেন—আর্য্য অনার্য্যের শোণিত সংস্রব বন্ধ করিয়া অধঃপতিত হিন্দুজাতিকে আর্য্যত্বের কুলে টানিয়া আনিয়াছেন, কিন্তু তাহাতেও অন্ধ সমাজের চৈতন্য হয় নাই। কিয়ৎকাল পরে আবার আর্য্যাভিমানী প্রবল বঙ্গভূপাল বল্লাল সেনের সময়ে কৌলিন্য প্রথার বিষে হিন্দুজাতির পবিত্র ব্রাহ্মণ সমাজকে জর্জ্জরিত করিবার সূচনা হয়। "বহু বিবাহ" রূপ মহানিষ্টকর কু-প্রথার দাবাগ্নিতে রাঢ়ীয় ঠাকুর সমাজের আর্য্যত্ব পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতে থাকে!! বহু বিবাহের ফলে আর্য্য শোণিতের বিশুদ্ধতা কিরূপে রক্ষা পাইয়াছে তাহা সমাজ তত্ত্বজ্ঞগণ অবগত আছেন। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজের ৩৬ মেলের জঘন্য

অশ্রাব্য কাহিনী তাহার জলন্ত সাক্ষ্য দিতেছে। দেবীবর ঘটক বড় গৌরবান্বিত আর্য্য সমাজের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই সহজেই উপলব্ধি হয়। শেষে ৩৬ মেলের দুই চারিটীর বৃত্তান্ত পাঠকগণকে প্রদান করিব।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

বর্ণযাজী কে ?

পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে বিশেষ রূপেই প্রমাণ করা হইয়াছে যে, কেবল মাত্র বল্লাল-অত্যাচারেই গৌড়ের আদি বৈদিক ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় মুহ্যমান হইয়াছিলেন ; কারণ রাজশক্তির কৃপায় কত নীচ জাতি উন্নত হইয়াছে, কত উচ্চ জাতিকে নিম্নস্তরে নামিতে হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে আর সম্পূর্ণ বল্লালী প্রথায় সমাজ চলিতেছে না। বল্লালের পর লক্ষ্মণ সেনও সমাজ-সংস্করণে হস্তক্ষেপ করিয়া পিতৃ প্রচলিত প্রথার আংশিক পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ সেনের পরেও বৈদ্য বংশের শেষ বংশধর মনোজ মাধব কুলীন সমাজের মেলের সমীকরণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে যেরূপ ইংরাজরাজ ক্রমে ক্রমে ভারতের সামাজিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেছেন 'কে বড়, কে ছোট' তাহার নির্ণয় করিতেছেন মুসলমান নবাবী আমলেও সেইরূপ হিন্দুদিগের সামাজিক আচার ব্যবহার মীমাংসার জন্য এক একটী জাতিমালা কাছারী থাকিত। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের ১৮৩ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে—

"দত্তখাস মহাশয় এইরূপ জাতিমালা কাছারীর প্রধান বিচারপতি ছিলেন, সুতরাং তৎকালে হিন্দুসমাজের উপর তাঁহার অনেকটা প্রভুত্ব চলিত। প্রধান প্রধান রাঢ়ীয় কুলাচার্য্যগণ এই দত্ত খাসের সভায়

উপস্থিত হইলেন এবং পুনরায় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের কুলবিচার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। কুলাচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন, এই দত্তখাস সভায় ৫৭ম সমীকরণ হইয়াছিল। ধ্রুবানন্দ মিশ্রও উক্ত সমীকরণ করিবার কালে দত্তখাসের সভায় ঘটকগণ কর্ত্তৃক কুল বিচারের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছিলেন।"

রাঢ়ীয় ঠাকুর সমাজের কুলপ্রথার সংস্করণের এই শেষ ব্যবস্থা।

ভারতের ভাগ্যবিধাতা ইংরাজরাজের সুবিচারে ন্যায়দৃষ্টিতে গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় গত সেন্সাসে "বর্ণবিপ্রের" আখ্যা হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে। সুযোগ্য সেন্সাস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহামতি ওমালি (L. S. S. O'mally Esqr, I C. S.) সাহেব বাহাদুর গভীর গবেষণার পর চাষীকৈবর্ত্ত জাতিকে 'মাহিষ্য' আখ্যায় এবং তৎপুরোধা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে কেবলমাত্র "ব্রাহ্মণ" আখ্যায় পরিচিত করিয়াছেন।

বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্র নাথ দাস মহাশয়ের দরখাস্ত পত্র ও মৎপ্রণীত "ব্রাহ্মণ-বিচারে ভ্রান্তি-বিজয়" সাদরে গ্রহণ করিয়া সাহেব বাহাদুর তল্লিখিত অকাট্য যুক্তি অনুসারে ১৯১০ খ্রীঃ ৩রা জানুয়ারি তারিখে বঙ্গের জেলায় জেলায় মহকুমায় মহকুমায় তাঁহার হুকুম জারি করিলেন। এমন কি, সত্যের খাতিরে ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া, সাহেব বাহাদুর 'বঙ্গের শোভা' রাঢ়ীয় ঠাকুরগণকে বর্ত্তমানে বহু শূদ্রযাজী দেখিয়া, শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় হইতে পতিত নিকৃষ্ট বর্ণযাজী ব্রাহ্মণকেও গত সেন্সাসে "বর্ণ বিপ্র" বলিয়া অভিহিত করেন নাই। বহু ভাগ্য ফলেই ইংরাজরাজ ভারতের ভাগ্য বিধাতা হইয়াছেন। জাতিনির্ব্বিশেষে তাঁহাদের অপক্ষপাত বিচার গুণেই তাঁহাদের রাজ্যভিত্তি চিরদিন আমূল প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। ইংরাজ রাজের কোন উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী শাসন সৌকার্য্যার্থে কোন অন্যায়

কর্ম্ম দ্বারা কাহাকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিলে গবর্ণমেণ্টের নিকট ক্ষতিপূরণ পাইতে পারে, এরূপ সুনিয়ম, ভূতপূর্ব্ব অন্য কোন রাজার শাসনবিধি ছিল, ইহা শুনা যায় নাই। এই সুনীতির জন্য তাঁহারা কোটী কোটী প্রজার প্রীতি-আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। পাঠকগণের অবগতির জন্য নরেন্দ্র বাবুর স্বাক্ষরিত দরখাস্তের ও ওনালি সাহেব বাহাদুরের হুকুমের অবিকল নকল পরিশিষ্টে উদ্ধৃত হইল।

এক্ষণে অবিচারে রামকে বড়, শ্যামকে ছোট করিবার দিন নাই। মহামহিমান্বিত ইংরাজ রাজের শাসন সুশৃঙ্খলায় সর্ব্বত্রই শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হিন্দুর জাতিতত্ত্বের অনুসন্ধান চলিতেছে। বল্লালী আমলে রাজশক্তি একদেশদর্শী হইয়া সমাজশক্তিকে বলবতী করিয়াছিল। যে কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারী বল্লালের অসন্তোষ—উৎপাদন করিয়াছিলেন, তাঁহাকেই নিম্নস্তরে নামিতে হইয়াছে। এমন কি, ডোমনীকে উপপত্নী রাখিলে পুত্র লক্ষ্মণ সেন বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইলে তাঁহাকেও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ সেন পিতার আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে ভিন্নসমাজ করিয়াছিলেন। এখনও বৈদ্যগণের মধ্যে বল্লাল পক্ষীয় ও লক্ষ্মণপক্ষীয় দুই থাক বিদ্যমান আছে।

কেবলমাত্র বঙ্গদেশে সুবর্ণ বণিকের পাতিত্য বল্লাল সেনের খাম খেয়ালের আর এক নিদর্শন। যদি সুবর্ণ বণিক যথার্থই পতিত হইত তাহা হইলে বঙ্গদেশের বাহিরে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে তাঁহারা পতিত থাকিতেন। বল্লাল বিকার গ্রন্থে লিখিত আছে—

"সুবর্ণ বণিক আর কৈবর্ত্ত কুলপতি।
রাজার অধর্ম্মে সব রহিলেক মাতি॥"

আনন্দ ভট্ট অতি স্বাধীনভাবে বল্লালের চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। বল্লাল সুবর্ণবণিক ও সুবর্ণবণিকযাজী বৈদিক ব্রাহ্মণের কৈবর্ত্তজাতি ও কৈবর্ত্তযাজী ব্রাহ্মণের প্রতি নানা গুপ্ত কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া যথাক্রমে

পতিত ও পতিত ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রচার করেন। এই জাতক্রোধের কারণ কি ?

যখন বল্লাল ও লক্ষ্মণ সেনে পিতা পুত্রে ঘোর বিরোধ বাধিল, ধন কুবের বল্লভ আঢ্য লক্ষ্মণ সেণের দিকে দাঁড়াইলেন। ইনি সে কালের জগৎ শেঠ এবং সুবর্ণবণিক জাতীয় ছিলেন। ইহাঁরই নামে সুবর্ণগ্রাম হয় ; ইহাঁরই বংশে পরম ভাগবত উদ্ধারণ দত্তের জন্ম। উদ্ধারণ আজ পর্য্যন্ত বৈষ্ণব সমাজে প্রভু বলিয়া পূজিত। খড়দহবাসী গোস্বামীদের পূর্ব্বপুরুষ নিত্যানন্দ প্রভু এই উদ্ধারণ দত্তের হস্তে অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। কোন যুদ্ধ উপলক্ষে টাকার প্রয়োজন হইলে বল্লাল সেন বল্লভ আঢ্যের নিকট টাকা চাহিয়া না পাওয়ায় অতিশয় ক্রুদ্ধ হন। পরে বল্লাল একটা মহাযজ্ঞ উপলক্ষে নিজের বেতনভুক্ ব্রাহ্মণঠাকুরদের দ্বারা ইচ্ছামত ব্যবস্থা লেখাইয়া লইলেন এবং অকারণে সুবর্ণবণিক জাতিকে পতিত বলিয়া ঘোষণা করেন। বৈদিক ব্রাহ্মণগণ সুবর্ণবণিকদিগের ন্যায় পক্ষ অবলম্বন করায় রাজা বল্লাল সেন তাঁহাদের কৌলিন্য মর্য্যাদা রহিত করেন।

"বৈদিকা ব্রাহ্মণা আসন্ বণিজাং পক্ষপাতিনঃ।
ততস্তান্ সদসি ক্রোধান্নাজুহাব মহীপতিঃ॥
ন কাঞ্চনভিহারংতে রাজ দত্তং তপোধনাঃ।
ব্রহ্মণাঃ ব্রহ্মবিদ্বাংসো বৈদিকা ইতি কেচন॥
ইতি বৈদিকানাং কৌলিন্যাদি রাহিত্য কথনং।
আনন্দ ভট্ট কৃত বল্লাল চরিতম্ ১২ পৃষ্ঠা।

বর্ত্তমানে রাজশক্তি ও সমাজশক্তি একত্র বদ্ধ নাই, তজ্জন্যই সুবিচারের আশা আছে। বিচারকের জিদে কোন জাতি নিম্নস্তরে নামিবে না। রাজশক্তি ও সমাজশক্তির মিলনের ফল কিরূপ হইয়াছিল, নৃসোপঞ্চানন তাঁহার কারিকায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, যথাঃ—

"সমাজের শক্তি দেখ রাজশক্তি মাথে (মস্তকে)।
অতি উচ্চ নাহি চলে প্রভুশক্তি সাথে ॥
শাস্ত্রের বিশেষ যুক্তি নাহি চায়।
সমাজ-শক্তি দেখ কে প্রবলা ধরায় ॥
বর্ণযাজী অগ্রদানী দ্বিজ অপভ্রষ্ট।
শূদ্রের পিণ্ডভোজী, পাতকী নিকৃষ্ট ॥
পুরোধা যজ্ঞ-যাজী, পিণ্ডভোজী নয়।
আধুনিক অজ্ঞ দ্বিজ ভোজ্যমাত্র নয় ॥
শ্রাদ্ধের সঙ্কল্প মৃতের স্বর্গোদ্দেশ্যেদান।
নিমন্ত্রিত বিপ্রে দেয়, পুরোধা না খান ॥
শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রিত কুশময় দ্বিজ।
পিণ্ড-পাত্রান্ন-ভোক্তা দৌহিত্র গো বা অজ ॥
বর্ণ-যাজী পুরোহিত ব্যাস সাতশতী।
একজাতি পুরোধা নহে ব্যাসের জ্ঞাতি!
ব্যাস আর সাতশতী বেদজ্ঞানহীন।
তাই তারা সমাজে এতাদৃশ ক্ষীণ ॥"

সম্বন্ধনির্ণয়—পরিশিষ্ট।

বর্ত্তমান সময়ে কায়স্থ ও নবশায়কের পুরোহিত রাঢ়ীয় ঠাকুরগণ তাঁহাদের যজমানের শ্রাদ্ধের পাত্রান্নভোজী হইয়া সমাজে সচল রহিয়াছেন। এক সময়ে থানার আঘ্রাণে বা সামান্য অপবাদে "পিরালী" ঠাকুরগণ সমাজচ্যুত হইয়াছেন, এক্ষণে উইলসনের হোটেলে সাহেবের পরিত্যক্ত "ডিসে" উচ্ছিষ্ট প্রসাদ গ্রহণ করিয়াও 'জাতি' যায় না। উচ্চ সমাজের ব্রাহ্মণের গৃহ হইতে পঞ্চযজ্ঞ উঠিয়া গিয়াছে, তর্পণ, অতিথিসেবা প্রভৃতি আর কিছুই নাই। ব্রাহ্মণগৃহে অনুষ্ঠিত হয় না এমন পাপই নাই। বর্ত্তমান কালে ব্রাহ্মণের চিত্ত বিলাসের লীলাভূমি হইয়াছে। সতী সাধ্বী ব্রাহ্মণপত্নী এয়োতী রক্ষার হাতের লালসূত্র মাত্র দেখাইয়া নবদ্বীপের

রাজরাণীকে একদিন অপদস্থ করিয়াছিলেন ; কিন্তু এক্ষণে ব্রাহ্মণগৃহে স্ত্রীগণ নর্ত্তকীর ন্যায় সাজসজ্জায় সজ্জিত থাকিয়া আপনাদিগকে সৌভাগ্যবতী মনে করেন। উচ্চ সমাজের ব্রাহ্মণঠাকুরগণ উচ্ছৃঙ্খল স্বেচ্ছাচারী পান-ভোজন পরায়ণ, কতক প্রকাশ্যে কতক সঙ্গোপনে শাস্ত্র-বিরুদ্ধ, সমাজ বিরুদ্ধ কোন্ অপকর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিতেছেন? বেশভূষায় ব্রাহ্মণত্বের কোন চিহ্ন নাই। কথায় বার্ত্তায় আর সেই বৈরাগ্যসূচক যুক্তি শ্রুত হয় না।

"বিদ্যাগর্ব্বী মহামূর্খ মানব পিশাচ
সমাজের শীর্ষস্থান করি অধিকার,
করিতেছে নরকের রাজত্ব প্রচার"

ব্রাহ্মণ হীন হইয়াছে! যত বড় ছিল তত ছোট হইয়াছে তিনি কি কখনও তাহা মনে করেন? উচ্চ ব্রাহ্মণ সমাজের সন্তানগণ পাচক সাজিয়াছেন, হোটেল খুলিয়াছেন, গোলামী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন, তথাপি তাঁহারা সমাজে উচ্চ আসনের দাবি করিতেছেন, ইহাই কাল মাহাত্ম্য!

স্থূলোপঞ্চানন নানাজাতির দান গ্রহণকারী অগ্রদানীকে বর্ণযাজী বলিয়াছেন,—

"বর্ণযাজী অগ্রদানী দ্বিজ অপভ্রষ্ট।"

আবার একজাতি পুরোধা ব্যাসব্রাহ্মণকেও বর্ণযাজী বলিয়াছেন :—

"বর্ণযাজী পুরোহিত ব্যাস সাতশতী
এক জাতি পুরোধা, নহে ব্যাসের জ্ঞাতি"

এই কথার সামঞ্জস্য কে করিবে? যিনি কারিকা প্রস্তুত করিয়াছেন তিনিই জানেন—অন্যের অসম্ভব।

স্থূলোপঞ্চানন ব্যাসকে "বর্ণযাজী" বলিয়া সমাজে তাঁহাদের অসম্মানের কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, তাহারা কেবল মাত্র বেদজ্ঞানহীন যথা :—

"ব্যাস আর সাতশতী বেদজ্ঞানহীন।
তাই তারা সমাজে এতাদৃশ ক্ষীণ॥"

দেবীবরের সময়ে বর্ণ ব্রাহ্মণের সৃষ্টি হয়। হরিমিশ্রকৃত বর্ণ-ব্রাহ্মণাধ্যায় পাঠ করিলে কাহারা বর্ণব্রাহ্মণ তাহা স্থির করিতে পারা যাইবে যথা :—

"কিছু পর দেবীবর করিয়া মনন।
পশ্চিম রাঢ়েতে গতি করিল তখন॥
পথি মধ্যে দেখে কিছু উপবীতধারী।
লাঙ্গল চালায় তারা হয়ে কৃষিকারী॥
ঘটক পুছিল নাম, কিবা গাঞি ধর।
আহিতাদি ঊনবিংশ করিল উচ্চার॥
দেবী বলে আমি হই বাঙ্গাল কুলাচার্য্য।
কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা করি বিবাহের কার্য্য॥
তাহাতে কহিল মাত্র সগোত্র ছাড়িয়া।
বিবাহ ব্যবহার হয় ব্রাহ্মণে দেখিয়া॥
এই কথা দেবীবর শুনিল যখন।
একেবারে করে সেই দেশ বিসর্জ্জন॥
তাহারা হইল শেষে দেবীবর ছাঁটা।
যেমন দেবতা হন বিরূপাক্ষ ফাটা॥
তাহাদেরি কিয়দংশ হইল দেবল।
বেতনেতে দেবপূজা করয়ে কেবল॥
অপরাংশ মধ্যে তার হইল বড় গোল।
মানের ক্ষুণ্ণতা দেখি ফিরাইল ভোল॥
কিছু কিছু হইল তার বর্ণ-পুরোহিত।
কিয়দংশ অগ্রদানে হইল পতিত॥

কিছু তার অংশ মধ্যে ভাটে মিশাইল।
এই মত সূত্র ক্রমে বঙ্গে আগে গেল॥
আদিবংশ পরিচয়ে চেনা কিছু ভার।
বংশ ব্যবসায় দেখে করহ বিচার॥
দেবীবর-কৃত এই মহাকার্য্য হৈল।
গুণময় পদার্থের বিচার করিল॥"

সম্বন্ধ নির্ণয়ের ৩৯৭ পৃষ্ঠা।

পাঠক মহাশয়! বর্ণধাজী ব্রাহ্মণ কাহারা বুঝিতে পারিলেন কি?

উপরের কারিকার মর্ম্ম এই যে, গাঞিপ্রাপ্ত রাঢ়ীয় ঠাকুরগণের কতকাংশ দেবল, বর্ণ পুরোহিত ও অগ্রদানী হইয়াছেন। গৌড়ান্ত বৈদিক ব্রাহ্মণ গাঞিপ্রাপ্ত নবাগত ব্রাহ্মণ নহেন এবং তাহাদের কেহই জালিয়া, তিওর বাগ্দী প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতির যাজকতাও করেন নাই।

নুলোপঞ্চানন কায়স্থ-নবশায়কের দান গ্রহণেরও নিন্দা করিয়াছেন, যথা—

* * * *

কায়স্থ সচ্ছূদ্র, পাক-যজ্ঞ-অধিকারী।
শূদ্রের পাক-শব্দে, আজ্যপক্কাদি ধরি॥ ১৫
শূদ্রদত্ত আম বস্তু, পক্ক বলে গণ্য।
শূদ্রের পক্ক অন্ন, সে উচ্ছিষ্টে প্রাধান্য॥ ১৬
অযাচিতে অমৃত, শাস্ত্রে আছে উক্তি।
শূদ্রে অপ্রার্থিতে আমে, নহে অসদ্যুক্তি॥
শূদ্রের যজ্ঞ-শব্দে, তান্ত্রিকী দেব-সেবা।
অগ্ন্যাধান পুরোহিতে, বৃষোৎসর্গে পাবা॥ ১৮
শ্রাদ্ধাদি বৈদিক কর্ম্মে, নমো নমো মন্ত্র।
পুরোধা উচ্চারে সূক্ত, শূদ্র অস্বতন্ত্র॥ ১৯

এইরূপ ব্রাত্যমাত্রে, পিণ্ডে আম অন্ন।
পিতৃ-মাতৃ-দোষে ভ্রষ্ট, হয়োনাকো খিন্ন ॥ ২০
শূদ্রান্ন শূদ্রগৃহে, বিপ্রে শোণিত তুল্য।
দ্বিজভক্ত সচ্ছূদ্রে, একথা প্রাতিকূল্য ॥ ২১

* * * *

সঙ্কটে, আতিথ্যে, শূদ্রদত্ত দ্রব্য অঘৃণ্য।
সচ্ছূদ্রে তদন্নে বিপ্র নহে অধন্য ॥ ৩৭
এই সব ছল করে অজ্ঞ বিপ্রবরে।
খাইল শূদ্রের পক্ক অন্ন নিরন্তরে ॥ ৩৮
ইহা দেখি সাধুগণ, করে কাণাকাণি।
ক্রমে পরস্পর সব দোষ জানাজানি ॥ ৩৯
দোষী কার্য্যপ্রসঙ্গে, সমাজেতে ঠেকা।
পতিত, স্থগিত, ক্রিয়াহীন থাকে একা ॥ ৪০
কিন্তু পূর্ব্বপুরুষের নামের গৌরবে।
দেশ দেশান্তরে বিভা করে নিরুপদ্রবে ॥ ৪১
যখন বিপক্ষ জানিল সমুদয় তথ্য।
কুটুম্বের কুৎসা করে অশেষ অকথ্য ॥ ৪২
সৎক্রিয়ার দলে বলে, ক্রমে হল পুষ্ট।
চক্রীর চক্র ভাঙ্গে কোথা যে থাকে দুষ্ট ॥ ৪৩

* * * *

সমাজ-গতি মন্দ হল ব্যবহার দোষে।
দুষ্ক্রিয়ায় আর কেহ কারে নাহি রোষে ॥৪৭

সম্বন্ধ-নির্ণয়—পরিশিষ্ট ৩৪ পৃষ্ঠা।

নানা শূদ্রের দান-গ্রহণকারী অগ্রদানী যদি বর্ণযাজী আখ্যা পা তাহা হইলে নানা শূদ্রের পুরোধা "বর্ণযাজী" আখ্যা হইতে কিরূপে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন? যদি বলেন একবর্ণযাজী ব্রাহ্মণকেই

বর্ণযাজী ব্রাহ্মণ বলে তাহা হইলে একমাত্র ক্ষত্রিয়যাজী সারস্বত ব্রাহ্মণও কি বর্ণযাজী ? এ প্রশ্নের মীমাংসা কে করিয়া দিবে ?

পাঠক মহাশয় ! উল্লিখিত কারিকা মনোযোগের সহিত পাঠ করুন, বুঝিতে পারিবেন যে, বিশুদ্ধ কনোজিয়াগণ কি প্রকারে ক্রমে ক্রমে বহু শূদ্রের দান গ্রহণ করিয়া পবিত্র দুগ্ধে গোমূত্রস্পর্শের ন্যায় বিকৃত হইয়া গিয়াছেন। উল্লিখিত কারিকায় স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে—এই সকল দুষ্ক্রিয়ার জন্য আর কেহ কাহারও প্রতি রুষ্ট হন নাই। বস্তুতঃ সকলেই যখন একে একে নিন্দিত কর্ম্মে ব্রতী হইলেন তখন কাজে কাজেই পাপীর দলে একজন সাধুর আদর থাকিতেই পারেনা ; অতএব নিন্দিতকর্ম্মকারী অর্থাৎ বহু শূদ্রযাজী রাঢ়ীয় ঠাকুরগণ ভাল, আর বৈশ্যধর্ম্মী মাহিষ্যযাজী—গৌড়ের আদি বৈদিক ব্রাহ্মণগণ মন্দ ! এই ত কালের মাহাত্ম্য !!

স্বেচ্ছাচারী বল্লালের অত্যাচারে গৌড়ের আদি বৈদিক ব্রাহ্মণগণ প্রপীড়িত হইলেও লক্ষ্মণসেনের রাজ সভায় মহাকবি হলায়ুধ মিশ্র ও গোবর্দ্ধনাচার্য্য কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। হলায়ুধ মিশ্র লক্ষ্মণসেনের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। গদাধর ভট্টের কুলজীতে তাহার বিবরণ লিখিত হইয়াছে। পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি গোবর্দ্ধনাচার্য্যকে রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু হলায়ুধরূপ মহারত্নকে তিনি লইতে সাহস করেন নাই। ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয় মহাকবি গোবর্দ্ধনাচার্য্যকে মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন। গোবর্দ্ধনের কারিকাই তাহার প্রমাণ। মদীয় পূর্ব্বপুরুষ গৌরীচন্দ্রকেও রাঢ়ীয় ঠাকুরগণ কাড়িয়া লইতেছেন—যে গৌরীচন্দ্র-বংশ দ্রাবিড় বৈদিক ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের কৌস্তুভমণি, যে গৌরীচন্দ্রবংশের সম্মান, এই ব্রাহ্মণ-সমাজে অপ্রতিহত, যাঁহাদের বিদ্যাব্রাহ্মণ্যে, পাণ্ডিত্যে দ্রাবিড় বৈদিক ব্রাহ্মণ-সমাজ অলঙ্কৃত আজ তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ মহামহোপাধ্যায় গৌরীচন্দ্র ভট্টাচার্য্য রাঢ়ীয় ঠাকুরগণের কল্পনায় তাঁহাদের ব্রাহ্মণ হইতে চলিলেন—ইহা অপেক্ষা

আর কি আশ্চর্য্য হইতে পারে? আশ্চর্য্য না হইতে পারিবে কেন? বল্লাল সেন যদি কায়স্থ হইতে পারেন, তবে গোয়ীচন্দ্রও রাঢ়ীয় ঠাকুর হইবেন না কেন? আবার বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু গোয়ীচন্দ্রকে মধ্য-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন! আরও আশ্চর্য্য!!

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব এই ব্রাহ্মণসম্প্রদায়কে অতি সম্মানের চক্ষে দেখিতেন। কতিপয় বৎসর গত হইল, কলিকাতা—জানবাজারে মাহিষ্য-রমণীরত্ন পুণ্যশ্লোকা ৺রাণী রাসমণির বাটীতে রাঢ়ীয় ও গরিফা কাটাল-পাড়ার বৈদিক ব্রাহ্মণগণ উক্ত রাণীজীর পুরোধাগণের সাহত একযোগে যজ্ঞকার্য্য সমাধা করিয়া গিয়াছেন। বেশীদিনের কথা নহে মহিষাদলের রাজবাটীতে হাওড়া খোশালপুরের ৺রামকান্ত বিদ্যাভূষণ ও তৎপুত্র ৺রামচন্দ্র বিদ্যারত্ন সভাপণ্ডিতপদে বর্ত্ত-মান ছিলেন। হাওড়া-বাজেপ্রতাপের ৺রামজীবন স্মার্ত্তবাগীশ মহাশয়ও গড়ভবানীপুরের রাজবাটীতে সভাপণ্ডিত ছিলেন। এইরূপ অনেক দ্রাবিড় বৈদিক ব্রাহ্মণপণ্ডিত বিদ্যাব্রাহ্মণ্যে পূজিত হইয়াছিলেন। হে স্বশ্রেণীর ভূদেবগণ! আপনারা, আপনাদের পূর্ব্ব পুরুষের কীর্ত্তিকাহিনী স্মরণ করিয়া তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করুন। যে যে ভাবেই আপনা-দিগের প্রতি ব্যবহার করুন, সে দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া নিজ নিজ পুত্রগণকে এরূপ শিক্ষা প্রদান করুন যে শিক্ষার বলে তাঁহারা যেন সমাজে কর্ণের ন্যায় সগর্ব্বে বলিতে পারেন—

"দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তং তু পৌরুষং।"

পুরুষকার অবলম্বন করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিলে সম্মান, সুখ, ধন, ধর্ম্ম সমস্তই পাওয়া যায়।

"বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াৎ যাতি পাত্রতাম্।
পাত্রত্বাৎ ধনমাপ্নোতি ধনাদ্ধর্ম্মং ততঃ সুখম্॥"

ষোড়শ অধ্যায়।

বঙ্কিমবাবুর সাহিত্যগত রাজনীতি।

জাতির মর্য্যাদা জাতির গুণ-গৌরব জাতীয় সাহিত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আধুনিক বাঙ্গালী জাতির সাহিত্য একদেশদর্শিতায় পরিপূর্ণ এবং 'সাহিত্য সম্রাট' বঙ্কিম বাবুর আদর্শেই পরিচালিত। তিনি যে সমষ্টি কল্পনা করিয়া সাহিত্যের আসরে নামিয়াছিলেন, সে সমষ্টি প্রকৃত সমষ্টি নহে ; সমষ্টির নগণ্য ক্ষুদ্রাংশ। যিনি তাহাই চিত্রিত করিতে সমর্থ হন নাই, তিনি মহাসমষ্টি ধারণা করিবেন কিরূপে? তিনি রাজনীতিকতার ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া বাঙ্গালী জাতির এক অংশ চালাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তিনি স্বকীয় নীতি প্রয়োগ করিবার জন্য একটা কার্য্য বিধিও খাড়া করিয়াছিলেন। তাঁহার আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম এই প্রযত্নের সাক্ষী। বঙ্গের বর্ত্তমান উৎকট রাজনৈতিকগণ আনন্দমঠের বীজমন্ত্র "বন্দে মাতরং" ধ্বনিত করিয়াই প্রত্যেক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। আজকাল অনেক রাজনৈতিকের মুখে শুনা যায়, একটা বাঙ্গালী জাতি বা ভারতীয় জাতি গঠন করিতে না পারিলে রাজনৈতিকতার সাফল্য হইবার উপায় নাই। কোন দেশের লোকসমষ্টি দৃঢ় দলবদ্ধ একটা জাতিরূপে পরিণত না হইতে পারিলে জগৎ সমক্ষে দণ্ডায়মান হইতে পারে না, মানুষ বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য হয় না, বা কোন মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে না এই কথা সত্য হইলেও যে দেশের সমাজের অত্যল্প লোক জনসাধারণের স্কন্ধে নেতারূপে দাঁড়াইয়া সকলের

পরিশ্রমের সার নবনীত ভক্ষণে নিয়ত লোলুপ হইয়া শীকারী মার্জ্জারের ন্যায় ওত পাতিয়া বসিয়া থাকে, সুবিধা পাইলেই শীকারের উপর লম্ফ প্রদান করিয়া রসনার তৃপ্তি সাধন করে, সে দেশের মনুষ্যসমষ্টি কখনই রুষ, জাপান, ইংরেজ, ফরাসি, জার্ম্মেনী প্রভৃতি জাতির ন্যায় মহাজাতিরূপে দাঁড়াইতে পারে না, ইহাদের এক একটী জাতির মহিমা দর্শন করিলে আমাদের হিংসা বিদ্বেষে পরিপূর্ণ, পরশ্রীকাতর, স্বার্থপর, সহস্রধা বিভক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এই নগণ্য জাতিগুলি ঐ সকল মহাজাতির সমক্ষে আবার মস্তকোত্তলন করিবে? দেশের রাজনৈতিকবর্গ কি এখনও প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ সকল মহাজাতির প্রেমময় ভাব ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছেন? যদি বর্ত্তমানের সুশিক্ষিত সর্ব্বনীতি-নিষ্ণাত বাঙ্গালী সেই ধারণায় অসমর্থ বলিয়া গণ্য হন, তবে অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে যাহাদের শিক্ষা পরিসমাপ্ত, জীবন গঠিত হইয়াছিল সেইরূপ বঙ্কিম প্রভৃতি মনস্বী লোক পূর্ব্বের জাতিগত ক্ষুদ্র সংস্কার কিরূপে এড়াইবেন? তাঁহারা মুখে যাহাই বলুন তাঁহাদের কার্য্যে স্বার্থপরতার চিত্র অঙ্কিত। বঙ্কিমবাবুর কোন চিত্রে কোন গ্রন্থে সাবয়ব বিরাট বাঙ্গালী জাতি চিত্রিত হয় নাই। ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত বিবিধ হিন্দু জাতির ও সম্প্রদায়ের সমবেত চিত্র অথবা সমবায় জনিত কোন একটা শ্লাঘার ভাব তাঁহার কোন পুস্তকে নাই বরং তাঁহার বর্ণনায় কতিপয় সম্প্রদায় সম্বন্ধে এমন ভাবের মন্তব্য পাওয়া যায়—যাহাতে তাঁহার হৃদয় সমষ্টি-প্রীতি-বিশিষ্ট না হইয়া একদেশ-প্রীতি-কলঙ্কিত বলিয়াই বোধ হয়। পর অধ্যায়ে তাঁহার প্রণীত "মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত" সমালোচনায় তাঁহার হৃদয়ের সঙ্কীর্ণভাব কতদূর তাহা দেখাইয়াছি।

বঙ্কিমের কাব্যে বাঙ্গালী সমষ্টি মধ্যে মাত্র দুইটি খণ্ড জাতির অস্তিত্ব দেখা যায়। যথা—পুরোহিত ও লেখক শ্রেণী। তাঁহার সাহিত্য পাঠে কাহারও বলে হইবার উপায় নাই যে, এই দুইটি শ্রেণী ছাড়া বাঙ্গালায় অন্য কোন শ্রেণী, জাতি, সম্প্রদায় ছিল বা আছে। প্রকৃত প্রস্তাবে অন্য

কোন জাতির প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা, প্রীতি, নির্ভর কিছুই ছিল না। থাকিলে বঙ্কিমের সুন্দর ও পরিষ্কৃত রচনায় তাহা ফুটিয়া সাধারণের দৃষ্টিগোচর হইত।

বঙ্কিম প্রথম অবস্থায় নিজ কাব্যে রাজপুত জাতীয় নায়ক নায়িকা অবতারণা করিতেন। কিন্তু শেষে সেরূপ করা স্বকীয় নীতির প্রতিকূল কার্য্য বলিয়া নিঃসন্দেহ স্থির করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, রাজপুত জাতীয় বীরের কার্য্য দেখিয়া বাঙ্গালী জাতি বৃহৎ কার্য্যে হস্ত দিতে সাহস করিবে না। তাহারা মনে করিবে, ঐরূপ সাহস ও তেজ বীর্য্যের কার্য্য বাঙ্গালীর জন্য অভিপ্রেত নহে। সম্ভবতঃ ইহা মনে করিয়াই তিনি জগৎ সিংহাদি স্থানে বাঙ্গালী হিন্দুজাতির শ্রেণী বিশেষ হইতে নায়ক নায়িকা নির্ব্বাচিত করিতে লাগিলেন। কেন না এই শ্রেণীর অধিকাংশ লোক বাঙ্গালায় ইংরাজী ভাবে শিক্ষিত হইয়াছে। এই নূতন নীতি গ্রহণের ফলেই ঐরূপ শ্রেণীর নায়ক নায়িকায় এখন বাঙ্গালা সাহিত্য পরিপূর্ণ হইতেছে। এইরূপ সাহিত্যের ফলেই বোধ হয়, ঐ শ্রেণীর বাঙ্গালীরই সাড়াশব্দ এখন পাওয়া যাইতেছে।

বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের উপর বঙ্কিমের বিশেষ শ্রদ্ধা বা নির্ভর কখনও ছিল না। ব্রাহ্মণ শ্রেণীর পাত্রগণ উপরোক্ত জাতীয় প্রাধান্যগুলির একটা উপসর্গ বলিয়াই তাঁহার সাহিত্যে প্রতীয়মান হয়। এক সময়ে সমগ্র বাঙ্গালা যাঁহাদের পদভরে কম্পিত হইত. সেই চাষী কৈবর্ত্ত (মাহিষ্য), উগ্রক্ষত্রিয়, আভীর, মল্ল, খ্যান প্রভৃতি বলবীর্য্য সম্পন্ন বাঙ্গালী সম্প্রদায়গুলির অস্তিত্ব থাকাও বঙ্কিম-কাব্য দ্বারা প্রমাণ করিবার কোন উপায় নাই। তিনি যে সকল স্থানে ভিন্ন দেশীয় মানসিংহ, জগৎসিংহ, কতলু খাঁ প্রভৃতির লীলাভূমি স্থাপন করিয়াছিলেন, ঠিক সেই সকল স্থানেই তমলুক, ময়নাগড়, কর্ণগড়, হিজলীগড়, বনবিষ্ণুপুর গড়, অজয়গড় প্রভৃতি দুর্গ এখনও বর্ত্তমান আছে এবং ঐ সকল দুর্গের কতিপয়ে সেই সেই সম্প্র-

দায়ের নৃপতিবর্গের সন্তান সন্ততি এখন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে ; কিন্তু বঙ্কিম সেই সকল বংশীয়, সেই সকল জাতীয় লোকদের বীর্য্য-কাহিনীর এমন কি অস্তিত্বের ইঙ্গিত পর্য্যন্ত করেন নাই !! তিনি ইচ্ছা করিলে মাহিষ্য, মল্ল, গোপবংশীয় নৃপতি ও সন্তানবর্গের অবদানপরম্পরা অবলম্বনে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট উপন্যাস লিখিতে পারিতেন,—ঐ সকল দেশ যে এই সকল বাঙ্গালী রাজন্য মণ্ডলের লীলাভূমি, বঙ্গের রাজপুতনা, তাহা অবলীলাক্রমে চিত্রিত করিতে পারিতেন। তাহাতে বাঙ্গালীর অতীত চরিত্র কিরূপ উজ্জ্বল ও সমুন্নত ছিল তাহা দেখাইতে পারিতেন।

এই সকল জাতীয় নৃপতিবর্গের ইতিহাস গবেষণায় ক্রমশঃ ফুটিয়া বাহির হইতেছে। ঐতিহাসিকগণ স্পষ্টরূপে দেখাইতেছেন, সমগ্র বর্দ্ধমান বিভাগ তিনটি স্বাধীন জাতির অধিকারভুক্ত ছিল; যথা, চাষী-কৈবর্ত্ত (মাহিষ্য) মল্ল এবং গোপ। ৺বটব্যাল মহাশয় রাঢ়দেশ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, রাঢ় লাঢ় লাট শব্দ গোয়ালা জাতির নামের অপভ্রংশ। যে অংশ রাঢ় বলিয়া খ্যাত তাহা এই গোপ জাতির মৌলিক রাজ্য, যে অংশ বনবিষ্ণুপুরের রাজ্যভুক্ত তাহা প্রাচীন মল্ল রাজ্য; যে অংশের মূল কেন্দ্র তাম্রলিপ্ত সেই অংশ মাহিষ্য-জাতির রাজ্য। ভমলুক ময়নাগড়ের গোবর্দ্ধনানন্দ বাহু-বলীন্দ্র প্রভৃতি, বনবিষ্ণুপুরের রঘুনাথ ও বীর হাম্বির প্রভৃতি এবং রাঢ়েশ্বর ইছাই ঘোষ প্রভৃতি রাজগণের অবদান বৃত্তান্তে কত উপন্যাস পূর্ণ হইতে পারে। অভাব উপযুক্ত কবির, সহৃদয় উপন্যাসিকের, বিজ্ঞ ঐতিহাসিকের। এই সকল জাতীয় রাজন্যবৃন্দের অবদানের অভাব নাই। এই সকল বৃত্তান্ত বঙ্কিম জানিতেন না, এরূপ কল্পনা করা সঙ্গত নহে। তিনি অবশ্যই এই সকল শ্রেণীর ইতিহাস ও বিক্রম জানিতেন; কিন্তু বোধ হয় ইহাদের পরাক্রম বর্ণনা দ্বারা, ইহাদের তেজ সঙ্কুচিত করা, ইহাদিগকে আবার জাগ্রত করিয়া দেওয়া তাঁহার সমাজনীতি ও রাজনীতির অনুকূল কার্য্য ছিল না। যদি তাঁহার কুনীতি এই ভাবেরই থাকে তবে তিনি যে উৎকৃষ্ট

রাগদ্বেষ লইয়া আসরে নামিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। সেরূপ অবস্থায় তিনি বাঙ্গালী জাতির সমষ্টি ধারণা করিবার অযোগ্য ছিলেন, এরূপ বলিতে কোন বাধাই নাই।

সত্য বটে, ব্রাহ্মণগণ যোদ্ধৃ জাতি নহেন; ইংরেজলেখকগণ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণকে মহারাষ্ট্রী এবং কাশ্মীরী ব্রাহ্মণের ন্যায় নীতিবিৎ এবং চরিতবিৎ বলিয়া প্রশংসা করেন না; কিন্তু তথাপি বলিতে হইবে, বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ বলিয়া যে একটা বিস্ময়জনক ঐতিহাসিকতার দাবী আছে তাহা ত সামান্য নহে। ভারতবর্ষ তল্লাস করিলে ব্রাহ্মণের সাম্রাজ্যের যথেষ্ট ইতিহাস পাওয়া যায়, তাঁহাদিগকে নেতা বা বাঙ্গালার প্রতিনিধি কল্পনা করা বরং ঐতিহাসিক হিসাবে সহনীয় হইতে পারে। ব্রাহ্মণ পরশুরাম সপ্তদ্বীপের সম্রাট হইয়া সমস্তপঞ্চকে সমগ্র পৃথিবীর সাম্রাজ্য কশ্যপকে দান করিয়া তপস্বী হওয়ার পৌরাণিক ইতিহাস আছে; কশ্যপ সেই সাম্রাজ্য ক্ষত্রিয়ের হস্তে ন্যাসরূপে রাখিয়া দেওয়ায় ঐরূপ ইতিহাস আছে; ঋষিকুমার শৃঙ্গী রাজা পরীক্ষিৎকে পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণগণের দ্বারের পাহারাওয়ালা কুক্কুর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাহারও ইতিহাস আছে। এই সকল দূরগত ইতিহাসের প্রতিধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিয়া সাহিত্যাদি অর্দ্ধশিক্ষিত বিক্রান্ত জাতিগুলিকে ব্রাহ্মণের এতটা ভক্ত করিয়া রাখিয়াছিল। বঙ্কিম ব্রাহ্মণদিগকেও নেতৃ বাঙ্গালী বলিয়া খাড়া করেন নাই। সুতরাং রাগ দ্বেষযুক্ত বঙ্কিম কল্পনারাজ্যের রাজনৈতিক মুনি খাড়া হইতে পারেন, কিন্তু রক্তমাংস ঘটিত বাঙ্গালী জাতি সমষ্টির রাজনৈতিক মুনি বলিয়া গণ্য হইতে পারেন কিনা সন্দেহ। বিস্ময়ের কথা যাঁহাকে তিনি সর্গ উপসর্গের প্রতিমূর্ত্তি খাড়া করিয়াছেন সেই অংশ ব্যতিরেকে বাঙ্গালার বাকি আট কোটি লোক মধ্যে কেহই বঙ্কিমের এই সকল রাজনৈতিক সূত্র সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই, করিতে পারেন না এবং করিবেনও না। কেন না, বঙ্কিমের নীতি বাঙ্গালী জাতির সমষ্টি

বিষয়ক নহে, একাংশ বিষয়ক। বঙ্কিমের আনন্দ মঠ একটা শিবমন্দির বা কালী মন্দির, উহা মসজিদের ন্যায় নহে, বৌদ্ধ মঠের ন্যায়ও নহে। উহার মন্ত্র বাঙ্গালায়, পার্শিতে কি উর্দ্দুতে রচিত নহে, সংস্কৃতে। সন্তানগণ কেবল হিন্দু সম্প্রদায়ের দুই একটী জাতি বলিয়া বোধ হয়। উহাতে অন্যের প্রবেশাধিকার আছে বলিয়া বোধ হয় না। উহা সর্গ ও উপসর্গের রাজ্য। সে রাজ্যে বাকি কোটি কোটি হিন্দু মুসলমান নগণ্য প্রজা। এই সকল ভাব বিরাট বাঙ্গালী জাতি বিষয়ক ধারণার ত্রিসীমায় পর্য্যন্ত পঁহুছে নাই।

শিক্ষাপ্রাপ্ত লিপিকুশল সমাজ দ্বারাই কার্য্য সিদ্ধি হইবে; আভীর, মাহিষ্য, উগ্র, মদ্রাদি সদৃশ কঠোর কর্কশ চাষাভূষিষ্ঠ শ্রেণীগুলির দ্বারা কোন কার্য্য হইবে না, ইহা মনে করিয়া তাঁহাদিগকে স্বচিত্রিত বাঙ্গালীপট হইতে মুছিয়া ফেলা গুরুতর ভ্রম হইয়াছে।

ইতিহাস আলোচনা করিলেও দেখা যায়—রাজপুত, মহারাট্টা, জাঠ, গণ্ডাইত প্রভৃতি যে শ্রেণীর মনুষ্য ভারতের বহুলাংশ এখনও অর্দ্ধস্বাধীন ভাবে শাসন করিতেছেন, তাঁহারাও ঐরূপ অশিক্ষিত, চাষাভূষিষ্ঠ জাতি বা সম্প্রদায়। তাঁহারা লিপিকুশল জাতি নহেন। সেরিং সাহেব তদানীন্তন মূর্খ মহারাট্টা নেতৃগণকে লিখা পড়া শিখাইবার জন্য অনুরোধ করা মাত্র, তাঁহারা বলিয়া উঠিলেন—"ছি, ও সব কায়কুণ (পাটোয়ারী) জাতির কার্য্য উহা করিলে আমদের জাতি যাবে!" (সেরিং)। বঙ্কিমের অভীপ্সিত শ্রেণীর লোক ভারতের কোন অংশে কোন দিন বৃহৎ কার্য্য সাধন করিয়াছে তাহার ইতিহাস এখন পর্য্যন্ত শত চেষ্টায়ও কেহ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন নাই।

কলির ১০১৫ বৎসরান্তে ভারতবর্ষে যে সকল জাতি রাজ্যশাসনকারী হইয়াছিলেন, বায়ুপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত ও মৎস্যপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে তাহার এক একটা ফর্দ্দ আছে। উক্ত ফর্দ্দে বর্ণিত জাতিগুলি সকলেই

ক্ষত্রিয়ের সঙ্কর, অনুসঙ্কর ও মহাসঙ্কর বলিয়া বর্ণিত। তৎকালে ভারতে রাজত্বকারী শ্রেণিগুলির যে ফর্দ্দ পুরাণে বর্ণিত আছে তন্মধ্যে নন্দগণ উগ্রক্ষত্রিয়, বিশ্বস্ফটিক নৃপতিগণ ক্ষত্রসঙ্কর কৈবর্ত্ত (মাহিষ্য), মৌর্য্যগণ উগ্র ও শূদ্র জাতির সঙ্কর, সেইরূপে কাণ্ব, আভীর, অন্ধ্র, অন্ধ্রভৃত্য ও গুপ্তগণ ক্ষত্র ও শূদ্র সঙ্কর জনিত সঙ্কর। হিন্দু জাতি মধ্যে এই সকল জাতিই ভারতের রাজা হইয়াছিলেন। নাগেশভট্ট এই প্রসঙ্গে মাহিষ্য নৃপকদিগকে উল্লেখ করিয়া বর্ত্তমান রাজপুতগণ ঐ জাতির সঙ্করবিশেষ বলিয়া কটাক্ষ করিয়াছিলেন। এই মাহিষ্য-সাম্রাজ্যের বিপুল তরঙ্গ বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন অংশে কিরূপ প্রতিহত হইয়াছিল, তাহার চিহ্ন অদ্যাপি তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি স্থানে, লাট কঙ্কদ্বীপে, বরেন্দ্রভূমিতে, ভোগবেতালে, সাভারে, কোণ্ডাগান্ধার গড়ে ক্রমশঃ গবেষণায় বাহির হইতেছে। এই সকল জাতির অবদানেই মহাপুরাণের এক একটি অধ্যায় পূর্ণ রহিয়াছে। চাষাভূষিষ্ঠ অর্দ্ধশিক্ষিত আভীর, উগ্র ও মাহিষ্যাদি জাতিকে চাপা দেওয়ার রাজনীতি ও সমাজনীতি অতীব গর্হিত।*

উপন্যাস নাট্যশ্রেণীর সাহিত্যেরই একটি অসম্পূর্ণ অবস্থামাত্র। ভারতের নাট্য-শাস্ত্রের নিয়মানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতি কাব্যনাট্যের নায়ক নায়িকা হইতে অধিকারী, অন্যে নহেন। ১০১৫ কল্যব্দের পরবর্ত্তীকালে উল্লিখিত সঙ্কর ও সঙ্করানুসঙ্কর নৃপতি জাতিগুলিকে ক্ষত্রিয় কল্পনা করিয়া তদানীন্তন পণ্ডিতগণ নাট্যকাব্যে ঐ সকল শ্রেণী হইতেই নায়ক নায়িকা নির্ব্বাচন করিতেন। এই জন্যই তৎকালীন নাট্যে নন্দ

---

* রাজনৈতিক আন্দোলনের কতিপয় কর্ণধার এই নীতি বিস্মৃত হন নাই। তাঁহারাও অশ্লীল গালি, ভয়প্রদর্শন প্রভৃতি জঘন্য উপায় অবলম্বনে অনেককে নিজ পথে আনিয়া কর্ত্তৃত্ব করিতে চাহিয়াছিলেন .শেষে ভগ্নদন্ত বিষধরের ন্যায় উল্‌টিয়া হাঁফাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সমষ্টি বিষয়ক ধারণা থাকিলে ইহারা এইরূপ করিতেন না। সমষ্টিগত ধারণা জন্মিলে জন সমাজের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা আসে, ঔদ্ধত্য আসে না।

চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি সঙ্কর জাতীয় নৃপতিগণকে নায়ক দেখিতে পাই। আমরা যে নাট্যে চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় হীন সঙ্করানুসঙ্কর জাতীয় রাজা উৎকৃষ্ট পাত্র হইয়াছেন, ঠিক সেই নাট্যেই বঙ্কিম বাবুর নির্ব্বাচিত শ্রেণীর লোক "লঘ্বী মাত্রার" দৃষ্টান্তরূপে অধম পাত্র খাড়া হইয়াছেন !! আমরা প্রসিদ্ধ নাটক মুদ্রারাক্ষসের কথা বলিলাম।

সেদিনকার বাঙ্গালা ভাষার কবি ঘনরাম তাঁহার কাব্যে গোপরাজ ইছাই ঘোষ ও ময়নাগড়াধিপতি লাউসেনকে নায়কদ্বয় বাছিয়া লইয়াছেন। লাউসেন গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপালের শ্যালিকাপতি কর্ণসেনের পুত্র ছিলেন। লাউসেন গৌড়েশ্বরের সেনাপতি নিযুক্ত হইয়া রাঢ়াধিপতি গোপরাজ ইছাই ঘোষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। বর্দ্ধমান জেলায় আসানসোল মহকুমার গৌরাঙ্গবাজারের নিকটবর্ত্তী সেন পাহাড়ী নামক স্থানে শ্যাম-রূপার পাড়ে ইছাই ঘোষের ইষ্টদেবী ভগবতীর মন্দির অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। অজয়নদের তীরে ঢেকুরের গড়ে ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল। বন্য জাতীয় বীর কালুর বীরত্বে ঘনরামের ধর্ম্ম মঙ্গল মুখরিত। লাউসেন বুদ্ধদেবের* রূপান্তর নিরঞ্জন ধর্ম্মের উপাসক। প্রতিদ্বন্দ্বী ইছাই ঘোষ শক্তির উপাসক। কবি তাঁহার কাব্যে দুই শক্তির সমন্বয় অতি সুন্দর ভাবে দেখাইয়াছেন। দেবী ভগবতীর কৃপায় ইছাই ঘোষ যুদ্ধে জয়লাভ করিতেছিলেন কিন্তু শেষদিনে অগ্রে দেবীপূজা না করিয়া যুদ্ধে অগ্রসর হওয়ায় ইছাই ঘোষ পরাজিত ও নিহত হন। দেবীও স্থানচ্যুতা হইয়া বরাকরের নিকট কল্যাণেশ্বরী নামে পূজিতা হইতেছেন। এদিকে লাউ-সেনের অনুপস্থিতিতে লাউসেনের মাতুল গৌড়েশ্বরের শ্যালক পাত্র মহোন্মাদ

---

* কোষকার অমর সিংহ বুদ্ধের অন্যান্য নামের মধ্যে ধর্ম্মরাজ, সর্ব্বজ্ঞ ও তথাগত নাম লিখিয়াছেন। ললিত বিস্তরে ইনি মহাধর্ম্মরাজ (৪৪৩ পৃঃ) ধর্ম্মেশ্বর (৩৪৪ পৃঃ) সর্ব্ব ধর্ম্মেশ্বর ও ধর্ম্মরাজ (২৬১ পৃঃ) বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।

ময়নাগড় আক্রমণ করিয়াছিলেন। ঘনরামের কাব্যে লাউসেনের পত্নী-দ্বয়ের বীরত্ব কাহিনী পাঠ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, এই যুদ্ধে বড় রাণী কলিঙ্গা দেবী হত হন। কনিষ্ঠা রাজ্ঞী কানোড়া দেবী কমনীয় কোমল শরীর বীরসাজে সজ্জিত ও অশ্বারোহণে পুররক্ষক সৈন্ত পরিচালনা করিয়া কিরূপ অলৌকিক শৌর্য্য বীর্য্য প্রদর্শন করিয়া যুদ্ধে জয়লাভ করেন তাহা ঘনরামের কাব্যে জলন্ত অক্ষরে পরিস্ফুট হইয়াছে। পালবংশীয় গৌড়েশ্বর মাহিষ্যজাতি ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করিতেছেন। গৌড়েশ্বরের শ্যালিকাপুত্র ময়নাধিপতি লাউসেনও মাহিষ্য ছিলেন। ময়নাগড়ের বর্ত্তমান অধিপতিগণ মাহিষ্য নামেই পরিচিত আছেন। বীরাঙ্গনা রাজপুত ললনা ব্যতিত অন্য কোন জাতির রমণীগণ বঙ্গীয় মাহিষ্য রমণীর ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে রণকৌশল দেখাইতে সমর্থা হন নাই।

কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর চণ্ডি কাব্যের নায়ক নায়িকা সর্ব্বগুণ সম্পন্ন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা বা পরমা সুন্দরী রাণী নহেন। সামান্য ব্যাধ ও সদাগর লইয়া তিনি নাড়া চাড়া করিয়াছেন। ৺রমেশচন্দ্র লিখিয়াছেন The characters of M. Ram are not princess but men and women in ordinary ranks of life a hunter of low caste and his wife, a Gandhya Banya trader and his two wives. R. C. Dutt's Literature of Bengal P. 104.

সমাজের ক্ষুদ্র জীবনে কত মধুরতা, কত কবিতা, কত আনন্দ আসে, তাহা কবি অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। সে চিত্র এত সুন্দর ও স্বাভাবিক যে, তাহা দর্শন করিলে কবির চরণে আত্মবিক্রয় করিতে ইচ্ছা হয়।

বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ সন্ধ্যাকর নন্দী রামচরিত কাব্যে বৌদ্ধনরপতি রামপাল ও হিন্দু নরপতি দিব্যক, রুদক ও ভীমকে নায়ক প্রতিনায়করূপে খাড়া করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। বস্তুতঃ, কি প্রাচীন কি আধুনিক

কাব্য নাট্যে পুরাণোল্লিখিত ক্ষত্র সঙ্করগণকেই নায়করূপে গৃহীত দেখিতে পাই, কিন্তু বঙ্কিম সেই সকল ক্ষত্রসঙ্করদিগকে মুছিয়া ফেলিয়া কাব্যের নূতন যুগ প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন। বঙ্কিমের নব প্রণালীতে যাঁহারা কাব্যনাটা লিখেন, তাঁহাদের কাব্যনাট্যে আবার ঐ সকল বিক্রান্ত জাতি এখন অতিহীন ও দুর্দ্দশাগ্রস্তরূপে অবতারিত হন *। বঙ্কিমের প্রভাবেই এই যুগপরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যদি বঙ্কিম বাঙ্গালী জাতিগুলিকে একটা মহাজাতি খাড়া করিবার জন্য যাহাকে যে স্থানে মানায় তাহাকে সেই স্থানে খাড়া করিয়া সমগ্র বাঙ্গালীজাতির চিত্র নিজ কাব্যে দেখাইতেন, তবে তাঁহার কাব্যগত নবযুগ পত্তনে কাহারও এত ঘোর আপত্তি উঠিত না। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি বঙ্কিম রাগদ্বেষের বশীভূত ছিলেন এবং বাঙ্গালী জাতির সমষ্টি সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা ছিল না, তিনি সমষ্টির একটা অংশকে অবশিষ্টের মস্তকে বসাইবার প্রয়াসী ছিলেন তাঁহার সমগ্র সাহিত্যই এই কথার সাক্ষী। এখনকার রাজনৈতিকদের অন্ততঃ একাংশ এই ভাবেই ভাবিত।

আমরা বাঙ্গালী-জাতি-সমষ্টির দিকে চাহিয়া বার বার আভীর, মাহিষ্য, মল্ল ও উগ্রাদি সম্প্রদায়ের কথা বলিতেছি! ঐতিহাসিকগণ বলিতেছেন, মাহিষ্য জাতীয় একজন ভুঞ্যা নৃপতি হইতেই পাল বংশের উৎপত্তি (১)। তাঁহাকে একদিন বাঙ্গালী জাতি দেশের নেতা খাড়া

---

*রেভারেণ্ড লালবিহারী দে গোবিন্দ সামন্ত উগ্রক্ষত্রিয় জাতীয় নায়ক গ্রহণ করতঃ সুনীতি ও সুরুচির পরিচয় দিয়াছেন।

(১) পালবংশ মাহিষ্য—এই বিষয়ে (ক) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ কৃত রাম চরিত-কাব্যের ভূমিকা ও রামচরিতের শ্রীপতিনাভিসম্ভূত শ্লোক, (খ) ১৯১৩ জানুয়ারী সংখ্যা ঢাকা রিভিউতে বিজয়কুমার রায় বি এ কৃত পালবংশও রামচরিত কাব্য বিষয়ক প্রবন্ধ, (গ) দীনেশ চন্দ্র সেন লিখিত ঢাকার কয়েকটি স্থান সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ (প্রবাসী) (ঘ) দীনেশ চন্দ্র সেন কৃত ঢাকার ইতিহাসের সমালোচনা (১৩২০ সালের শ্রাবণের সাহিত্য) (ঙ) যতীন্দ্রনাথ রায় কৃত ঢাকার বিবরণ।

করিয়াছিলেন। আবার দশম শতাব্দীতে সমগ্র হিন্দু জাতি মিলিয়া মাহিষ্য নৃপতি দিব্যককে দেশের নেতা খাড়া করিয়াছিলেন (১)। সে দিনও নীলকুঠির অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সর্ব্বজাতীর প্রজা নদীয়া জেলায় ২ জন মধ্যবিত্ত মাহিষ্য ভূম্যধিকারীকে নেতা খাড়া করিয়া রক্ষা পাইয়াছিলেন। (২) কাজেই মনে হয়, বাঙ্গালী জাতির একতর স্বাভাবিক নেতাই বুঝি মাহিষ্য জাতি। বঙ্কিম এইরূপ জাতিকেও চাপা দিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। আমরা কোন প্রকারের এক জাতীয় নেতৃত্বের পক্ষপাতী নহি। যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঙ্গালী জাতিগুলি একত্র হইয়া মহাজাতি গঠন করিতে চাহেন, বঙ্কিমের রাজনৈতিক সাহিত্যের প্রকৃতি ও আদর্শের অনেক উপরে বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর্শ টানিয়া উঠাইয়া লইতে হইবে। সে সাহিত্যে খণ্ড খণ্ড জাতিগুলির মধ্যে যাহার পক্ষে যে স্থান অধিকার করা শোভা পায় তাহাই থাকিবে। তাহাতে রাগদ্বেষ থাকিবে না, লেখনীগত চাপাচাপি, রেশা রেশি থাকিবে না। ইহাতেই মন প্রশস্ত হইবে, হৃদয়ে শান্তি, বল এবং একতা আসিবে। বঙ্কিমের সাহিত্য নীতি বর্ত্তমান থাকিতে সেরূপ বল, সেরূপ নীতি, সেরূপ একতা কখনও আসিবে না।

বঙ্কিম বাবুর মতে কি উপায়ে স্বাধীনতার পথ পরিষ্কৃত করিতে হয়, তাহার কার্য্যবিধি আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী ও সীতারাম প্রভৃতি উপন্যাসে একরূপ বিবৃত হইয়াছে। প্রথমোক্ত ২ খানা উপন্যাসের উপকরণ হাণ্টারকৃত রংপুর জিলার ষ্টেটিস্‌টিকেল বিবরণ হইতে সংগৃহীত বলিয়া বঙ্কিম নিজেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐ দুইখানা উপন্যাসেরই

---

(১) রামচরিত কাব্য।

(২) পোড়াগাছা নিবাসী ৺দিগম্বর বিশ্বাস, চৌগাছা নিবাসী ৺বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস।

আখ্যান অংশ কল্পিত! সীতারামের আখ্যানের একটা সত্য ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে।

সীতারাম রায় মহম্মদপুরের প্রসিদ্ধ ডাকাইত ছিলেন। তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য নবাব মুরসিদকুলি খাঁ আবুতোরাপের উপর ভার দিয়াছিলেন। অত্যল্প মাত্র সৈন্য লইয়া সীতারামকে ধরিতে গমন করিলে আবুতোরাপ সীতারামের দলের দস্যুগণের দ্বারা পরাজিত ও নিহত হন। পরে নবাব উপযুক্ত সিপাহি পাঠাইয়া সসহচর সস্ত্রীক সপরিবারে সীতারামকে বিনা আয়াসে ধরিয়া মুরশিদাবাদে আনিলেন। নবাব সীতারামকেও তাঁহার সহচর দস্যুগণকে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে মুরশিদাবাদে শূলে আরোহণ করাইয়া তদীয় স্ত্রীগণ ও পরিবারবর্গকে মুরশিদাবাদের বাজারে প্রকাশ্যে বিক্রয় করিলেন ষ্টুয়ার্টস কৃত বাঙ্গালার ইতিহাসে ঘটনাটি বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে। হাণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন যে তিনি কারাগারে নিজে বিষ প্রয়োগে আত্মহত্যা করিয়াছিলেন।

বঙ্কিম বাবু এই দস্যুর জীবন কি ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সকলেই জানেন। এমন কি বঙ্কিমের সেই মনঃকল্পিত দস্যুবীরের বাসস্থানে যাইয়া অনেক দেশহিতৈষী সরল প্রকৃতির ভদ্রলোক অশ্রুজল পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছেন!! আমরা শুনিয়াছি, এক ভক্ত পাঠক, "তুমি সে কারণ, প্রভু তুমি সেকারণ" স্থলে, পড়িতে অনভ্যাস বশতঃ, "ভূসি সে কাবল, প্রভু ভূসি সে কাবল" পাঠ করিয়াও অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। মানব শত্রু একজন কাপুরুষ দস্যুর জন্য সরলদিগকে এইভাবে ক্রন্দন করান কিরূপে নীতিসঙ্গত হইয়াছে, তাহা পাঠকই বিচার করুন।

এত কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই, দেশের নানাস্থানে বলবীর্য্যশালী নানাজাতীয় রাজ্যস্থাপক বীরগণের ইতিহাস আছে, তাহাদিগকে ছাড়িয়া একজন দস্যুকে এইভাবে সাজাইবার বৃথাশ্রম স্বীকারে কি লাভ বুঝি না।

বরং ইহাতে দুর্নীতিরই প্রশ্রয় হইয়াছে এবং তাহার ফল আমরা সকলেই ভোগ করিতেছি।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের মতে চাটুকার, তস্কর, বদমায়েস, ডাকাইত ইত্যাদি মানব একই শ্রেণীর লোক। ইহারা প্রজাপীড়নকারী, ইহাদের বৃত্তি একই জাতীয়। কাজেই এই সকল পেশার কোন পেশাই শ্রেষ্ঠ ও উন্নত মানব শ্রেণীর যোগ্য নহে। অর্থাৎ যে সকল লোক চরিত্রের বলে দেশের আদর্শ নেতা হইবেন, বর্ণিত পেশার কোন পেশাই সেই সকল মহাত্মা লোকের উপযোগী নহে। দস্যুবৃত্তি স্বভাবতঃই নীচ; তা সে সীতারামই হউন, আর যেই হউন।

প্রজার সর্ব্বস্ব হরণই দস্যুর কার্য্য। অর্থনীতির হিসাবে দস্যুগণ দেশের মহাশত্রু। রাজভাণ্ডার হরণ করিলেও দস্যুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয় না। রাজভাণ্ডার প্রজার দত্ত অর্থে পূর্ণ থাকে। উহার লুণ্ঠনে প্রজার গৃহস্থিত ভাণ্ডার ক্রমশঃ রিক্ত হইতে থাকে। তাহাতে দস্যুগণ রাজা ও প্রজা উভয়েরই কণ্টক বলিয়া গণ্য হয়। দস্যুতা দ্বারা ইংরেজ সাম্রাজ্যের ধনভাণ্ডার ক্রমশঃ নিঃশেষ করা যাইবে, আর ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট শুইয়া শুইয়া তাহা দেখিবেন, এইরূপ অজ্ঞোচিত ধারণা প্রকৃত রাজনৈতিকের মস্তকে থাকিতে পারে না। এইরূপ উপায় প্রয়োগ দ্বারা মহাশক্তি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ফললাভ করা দূরে থাকুক, মুসলমান সাম্রাজ্য কালেও সফলকাম হইবার কথা ছিল না। মোগলাধিকারে শিবজীর সমুত্থান এখনকার আদর্শ হইতে পারে না। শিবজী এই শ্রেণীর দস্যু ছিলেন না; তিনি মহারাষ্ট্রী কৃষকজাতীয় লোক ছিলেন; এখন বিজয়পুর প্রভৃতির ন্যায় কোন স্বাধীন রাজ্য ভারতবর্ষে নাই। এখন আসমুদ্র হিমাদ্রী, আব্রহ্ম কাবুল পর্য্যন্ত একচ্ছত্রী ইংরেজ সাম্রাজ্য। ইংরেজবিরোধী দস্যুর মাথা রাখিবার স্থান গিরিকন্দর মহারণ্যেও নাই। আর যে শ্রেণীর দুর্ব্বল লোক এই স্বপ্নে ভ্রান্ত, তাঁহারা ঈদৃশ

কার্য্যের যোগ্য কখনও ছিলেন না এবং নহেন। মহারাষ্ট্রে শিবজী চাষাভূষিষ্ঠ যোদ্ধৃজাতীয় লোক ছিলেন। তাঁহার স্বজাতীয় মহারাষ্ট্রী কৃষকগণ আজ বৃটিশসিংহ সমীপে সেদিন দরখাস্ত দিয়া মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ হইতে নিজেদের স্বাতন্ত্র এবং স্বতন্ত্র্য ইচ্ছা ও ভাব জ্ঞাপন করিয়াছেন।

যে ভাবের স্বাধীনতার জন্য এই অস্বাভাবিক লিপ্সা হইয়াছিল, বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার, সমষ্টিগত ভাবের অভাবাবস্থায়, সেই স্বাধীনতার অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবার কথা তাহাও বিবেচ্য। রাজদত্ত দান স্বত্বে ভারত-শাসনের ক্ষমতা ভারতীয় লোকের হাতে আসিলে তাহা সমষ্টির হস্তে না পড়িয়া সমষ্টির একটা অতি ক্ষুদ্র অংশের হস্তে খণ্ড জাতির হস্তেই পতিত হইবার কথা। জাতিগত, ধর্ম্মগত, সমাজগত এই ভয়াবহ বিদ্বেষের দিনে কোন খণ্ড জাতি ইংরেজের স্থানে কৌশলে বসিতে পারিলে কি কার্য্য করিবে তাহা সহজে অনুমান করা যায় (১)। তাহাতে ভারতীয় জাতি-সমষ্টির কোন উপকারই হইবার কথা নাই। ভারতীয় কয়েকটি খণ্ড জাতির হস্তে এই ভারতবর্ষ বিভক্ত হইয়া বহু কালই হিন্দু শাসনে ছিল। এই শাসনের চিত্র এখনও দেশীয় রাজন্যদের রাজ্যে কতকটা দেখিতে পাওয়া যায়। আজ ইংরাজ রাজ্যের সমুন্নত সুসভ্য রাজ্যে বাসকারী কোন শিক্ষিত প্রজা ব্রিটীশ অধিকারের স্বত্ব ছাড়িয়া ঐসকল দেশীয় রাজার রাজ্যে বাস করিতে ইচ্ছুক হইবেন না। দেশীয় রাজাদের রাজ্যমধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সমুন্নত মহীশূর রাজ্যের দেওয়ান স্বয়ং নিজ প্রবন্ধে স্বীকার করিয়াছেন,—"ইংরেজ অফিসারের সহায়তা ব্যতীত এখনও নিজ নিজ গভর্ণমেণ্টকে তাঁহারা উন্নত স্থানে রাখিতে পারেন না, একটু বিকল হইলেই সংশোধনের জন্য ইংরেজ আফিসারের সহায়তা সর্ব্বদা গ্রহণ করিতে হয়।" কাজেই দেশীয় রাজ্যের শূন্যগর্ভ সভ্যতার চাকচিক্য

---

(১) জাতি সমষ্টির অধিকারে ব্যাঘাত হইবে আশঙ্কায়ই সুসভ্য দেশ বিশেষে অতিবৃদ্ধি-প্রাপ্ত-সম্প্রদায় বিশেষকে বিশেষভাবে শাসন করা হইয়াছে।

ইংরেজ শাসনেরই প্রতিবিম্ব মাত্র। জাতি ও সম্প্রদায়ের ভেদের তীব্রতা সেই সকল দেশীয় শাসনে এখনও বর্ত্তমান। ব্রিটিশ সুশাসনে বর্দ্ধিত প্রজার পক্ষে এ শাসন এখনও সহনীয় প্রীতিকর নহে। খাস ব্রিটীশ ভারতবর্ষ দেশীয় কোন রাজার জিম্মায় সঁপিয়া দিলে আমাদের মনে যে ত্রাস হইবার কথা, আমাদিগকে নবনীতির অনুগত কোন জাতির হস্তে সমর্পণ করা তদপেক্ষাও ত্রাস এবং আশঙ্কার কথা। এখন কোন খণ্ড জাতির হস্তে ভারতের শাসন আসিলে দেশের অবস্থা অশান্তিকর ও ভয়ানক শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইবে। ইংরেজের সুসভ্য সুনীতিসম্পন্ন শাসন হইতে ঐরূপ স্বাধীনতা শতগুণ দুর্দ্দশার কারণ হইয়া দাঁড়াইবে। আমাদের দেশের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের চরিত্র আমরা বিলক্ষণ জানি। যে পর্য্যন্ত ভারতে সমষ্টিগত জাতি খাড়া না হয়; প্রত্যেক জাতি, সম্প্রদায় ও সমাজের স্বত্ব কড়ায় গণ্ডায় হিসাব করিয়া বাঁটিয়া দেওয়ার ও সমবেতভাবে তাহা রক্ষা করিবার ধারণা না জন্মে, সে পর্য্যন্ত স্বায়ত্ব-শাসন শব্দ মিষ্ট হইলেও দেশের গুরুতর ক্ষতিজনক বলিয়া গণ্য হইবে। কতকগুলি দুর্নীতিপরায়ণ স্বার্থপর লোক এই ভাবের স্বাধীনতাই চাহিতেছেন। তাঁহাদের মনের কোন স্থানেই প্রকৃত প্রস্তাবে জাতিগত সমষ্টির ভাব নাই তাহার সাক্ষী তাঁহাদেরই লিখিত সাহিত্য, তাঁহাদের লিখিত রাজনীতি, সমাজনীতি, কাব্য, নাট্য, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, এমন কি বিজ্ঞান, ভূগোল, অভিধান ও গণিত শাস্ত্রের মধ্যে পর্য্যন্ত এই উৎকট ভাবের গন্ধ পাওয়া যায়!! এই দল তাঁহাদের খণ্ডজাতি ছাড়া অন্য কাহারও হিত সহ্য করিতে পারেন না, অন্যের গৌরব, অন্যের ইতিহাস, অন্যের শিক্ষা, অন্যের সম্পদ কখনও সহ্য করিতে পারেন না। তাঁহাদের রচিত সাহিত্যেরই এই প্রকৃতি, এই গতি। যাঁহার চক্ষু আছে তিনিই দেখুন, যাঁহার কর্ণ আছে তিনি শুনুন। ভারতীয় জাতি সাধারণ কখনও ইংরেজের উচ্চনীতিমূলক শাসনের পরিবর্ত্তে ভারতীয় প্রকৃতির তথা কথিত স্বাধীনতা

চাহে না। ভারতবর্ষের বলসম্পন্ন খণ্ডজাতি গুলিই এই তত্ত্ব খুব বেশী বুঝিয়াছেন। জাতি-সমষ্টির প্রতি একাংশের অত্যাচার বৃদ্ধি করিবার জন্য বঙ্কিমবাবুর নীতি খুব অশ্রুজল পরিত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু ভারতের জাতি সাধারণ তাহা করিবেন না।

বঙ্কিম বাবুর স্বাধীনতার লালসা কতকটা অস্বাভাবিক বলিয়াও মনে হয়। ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালাদেশ, এমন কি ভারতবর্ষ, মুসলমানের হস্তে ছিল। পলাশীক্ষেত্রেই মুসলমান স্বাধীনতা অস্তমিত হইয়াছে। উক্ত যুদ্ধে বাঙ্গালী হিন্দুর সাম্রাজ্য অথবা স্বাধীনতা যায় নাই। বাঙ্গালী হিন্দু ১২০৩ খৃঃ হইতে অদ্য পর্য্যন্ত ৭০০ বৎসর পুরুষানুক্রমে পরাধীন, সেই আমলে কোটী কোটী হিন্দু লোভে ও ভয়ে মুসলমান হইয়াছিল, সেই সময়েই ব্রাহ্মণ কুলীনের কুলে দোষ সংক্রান্ত হইয়াছিল, সেই সময়েই মুসলমান ফকির উল্লঙ্ঘন করিয়া গেলে জীবিত অবস্থায় হিন্দুর সমাধি হইত! সেই সময়েই দিল্লির নরোজার মেলায় হিন্দুজাতীর শ্রেষ্ঠতম কুলললনাগণ আত্মবিক্রয় করিতে বাধ্য হইতেন!! হিন্দু অত্যন্ত ভীরু ও কাপুরুষ, ভয় দেখাইলেই আত্মসাৎকৃত রাজস্বাংশ ফিরাইয়া দেয়—এই যুক্তিতেই তখন হিন্দুর নিকট জমিদারী বন্দোবস্ত দেওয়া হইত (১) যেই সময়েই আমাদিগকে আমীল ফৌজদারের ন্যায় অধস্তন কর্ম্মচারীর নিকট পর্য্যন্ত কুর্ণিস করিয়া উপস্থিত হইতে হইত! যাঁহাদের প্রতাপরৌদ্রে আমাদের এই অবস্থা ঘটিয়াছিল, সেই বাঘ প্রকৃতির মুসলমান ও মেষ-প্রকৃতির হিন্দুকে আজ ইংরাজ একঘাটে জল খাওয়াইতেছেন। এই ইংরেজ শাসনে অন্ততঃ বাঙ্গালী হিন্দুর স্বাধীনতা-লালসা বর্দ্ধিত হইবার বিশেষ কারণ দেখা যায় না!

অর্দ্ধস্বাধীন জাতিগুলি বহু শতাব্দী যাবৎ মানবজাতি শাসন করিয়া

---

(১) Stewarts History of Bengal.

আসিয়াছেন ; শাসকের কি গুণ থাকা দরকার তাহা তাঁহাদের পুরুষানুক্রমে জানা আছে, সংস্কার আছে। তাঁহারা বিলাতের ভূমিতে পদক্ষেপ করিয়াই বিলাতীয় লোকের শাসকজাতি সমুচিত অত্যুচ্চ গুণরাশি দেখিয়া তুলনায় নিজেদের শাসক-জাত্যুচিত গুণের অপকর্ষ বুঝিয়া ফেলেন এবং সেই জন্যই অবনত হইয়া দেশে আসেন। কিন্তু শিক্ষিত বাঙ্গালীর শাসক-জাতি সমুচিত কোন সংস্কারই নাই, কাজেই ইংরেজের শাসকসমুচিত শক্তিটা তাঁহারা তুলনায় বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। কেবল পরীক্ষা পাশের তুলনায় তাঁহারা ইংরাজকে সমান বলিয়া ভ্রম করেন। এই জন্যই ইহাঁদের স্বাধীনতা লিপ্সা প্রবল এবং কতকটা নাটকীয় ভাবের এবং অভিনয় নৈপুণ্য-সমুচিত। ডেপুটী ব্রাহ্মণ বঙ্কিমের স্বাধীনতা লালসাও এই ভাবের বলিয়া বোধ হয়। ইংরেজ ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটে ও নিজেতে বঙ্কিম বিশেষ প্রভেদ দেখেন নাই। এই যে আনন্দমঠাদি সংহিতা, ইহার মূল নীতি ও লালসা এই আকারের অতিরঞ্জিত আত্মশ্লাঘার ভাব হইতেই কল্পিত। দেশের প্রকৃত অবস্থা চিন্তা করিলে ঐ সকল সংহিতাগত নীতি ও কার্য্যবিধি নিতান্ত সৎ বলিয়াই কি মনে হয় না ?

কোন জাতি সঙ্ঘ করিয়া সমষ্টিগত জাতি খাড়া করিতে পারে না, বড় হইতে পারে না। শ্রেষ্ঠ জাতি হইতে হইলে চরিত্রগত শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে হয়। ক্লাইভ জাল করিয়াছিলেন, প্রতারণা করিয়াছিলেন সত্য কিন্তু সেই ক্লাইভের প্রতারণার পশ্চাদ্ভাগে ইংরেজ জাতির সুমহৎ চরিত্র ও আদর্শ বল ছিল ; যে আদর্শে গঠিত ২।৪ শত গোরা সৈন্য শত সহস্র গুণ অধিক দেশীয় সৈন্য ও দেশীয় নেতাকে পদতলে মর্দ্দন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। যে গুণে সে দিনকার টাইটানিক জাহাজ ডুবির সময়ে অক্ষুব্ধচিত্তে স্ত্রীলোক ও বালকগণকে উদ্ধার করিতে গিয়া তেমন তেমন ধনকুবের ইংরেজ আরোহীগণ মৃত্যুকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কর্ত্তব্যনিষ্ঠার

অসাধারণ পরিচয় দিয়াছেন ; সেইরূপ গুণ দ্বারাই জগৎ বশীভূত করা যায় ; শ্রেষ্ঠ জাতি হওয়া যায়। তস্করতা নীতিতে জাতীয় উৎকর্ষ জন্মায় না। দুঃখের বিষয় ইংরেজের এত নিকটে থাকিয়াও তাঁহার চরিত্র-মাহাত্ম্য, নৈতিক উচ্চতা আমরা কিছুই শিখিলাম না! ইংরেজদের ন্যায় মহৎ চরিত্রলাভ না করিলে ইংরেজের স্থানে দণ্ডায়মান হওয়ার আশা অলীক দুশ্চিন্তা ও বৃথা স্বপ্নমাত্র। বঙ্কিমবাবু বহুলোককে এই বৃথা চিন্তায় ভর্ত্তি করিয়া গিয়াছেন। সুকবি বঙ্কিমের সুমহৎ গুণরাশির সংবাদ রাখি, তথাপি জাতি সাধারণের হিতেচ্ছা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া তাঁহার কতিপয় গুরুতর ভ্রম না দেখাইয়া পারিলাম না। তাঁহার ন্যায় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইতে জাতি সাধারণের উৎকৃষ্টতর জাতি বিষয়ক ধারণা, উৎকৃষ্টতর রাজনীতি ও সমাজনীতি পাওয়া উচিত ছিল।

সপ্তদশ অধ্যায়।

অযথা অত্যাচার।

রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ গৌড়াদ্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণকে বর্ণ ব্রাহ্মণের শ্রেণীভুক্ত করিয়া "কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণ" বলিয়া আহ্বান করিয়া থাকেন। "কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণ" যে গৌড়ের আদি বৈদিক ব্রাহ্মণ, ইহা তাঁহারা স্বীকার করিতে সঙ্কুচিত হইয়া থাকেন, অন্যের কথা বলিব কি বঙ্গের সুলেখক বঙ্কিমচন্দ্র "মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত" লিখিয়া কৈবর্ত্ত এবং তৎপুরোহিত ব্রাহ্মণের প্রতি যেরূপ অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার হৃদয়ের নীচতাই প্রকাশ হইয়াছে। তিনি মুচিরাম গুড়েকে কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণ সাজাইয়াছেন, কিন্তু সমাজতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন "হড়" "গুড়" পদবী রাঢ়ী শ্রেণী ব্রাহ্মণের—অন্য কোন শ্রেণীর ব্রাহ্মণের নাই।

হড়, গুড় গাঞির নাম, যথা—

"চট্টোপ্পুলি তৈলবাটী পোড়ারিহড়গুড়কৌ।
ভূরিশ্চ পালধিশ্চৈব পর্কটিঃ পুষলী তথা॥"

বল্লাল চরিত।

তথাপি গায়ের জোরে "গুড়ে" মহাশয়কে কৈবর্ত্তের পুরোহিত ব্রাহ্মণ সাজাইয়াছেন। মুচিরাম গুড় নামে কোন ব্যক্তি কোনও কালে বঙ্গদেশের কোন স্থানে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল কি না তাহা বঙ্কিমবাবু ব্যতীত অপর কোন ঐতিহাসিক অবগত নহে। তিনি মুচিরাম গুড়েকে মূর্খ, কদাচারী, ব্রাহ্মণ্যহীন, উৎকোচগ্রাহী, মদ্যপায়ী, গুলিখোর, গাঁজাখোর, বেশ্যাসক্ত, ডেপুটী, খোষামদকারী প্রভৃতিদোষে প্রজাশোষক রাজা বানাইয়াছেন। গুড়ে মহাশয়কে বঙ্কিমবাবু যখন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট সাজাইয়াছিলেন, তখন ছেলেদের দ্বারা বলাইয়াছেন—

"গুড়ের কলসীতে ডুবাইয়া হাত।
বুঝ্‌তে নারি সার কি মাত॥
সরা মালসায় খুসি নই।
ও গুড় তোর নাগরি কই॥"

এরূপ লোক কোন জাতি বা সমাজে বিরল নহে। তাহাতে উক্ত জাতি বা সমাজের কিছু ক্ষতি নাই। শাস্ত্রে লিখিত আছে "মহাত্মানাঞ্চ চরিতং শ্রোতব্যং নিত্যমেব হি" অর্থাৎ মহাত্মাদিগের চরিত সর্ব্বদা শ্রবণ করিবে। অতএব কি অভিপ্রায়ে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমবাবু এরূপ দুরাত্মার জীবনচরিত লিখিতে বসিয়াছিলেন, তাহা তিনিই বলিতে পারেন। মায়ের আদুরে ছেলে মুচিরাম লেখা পড়া ত্যাগ করিয়া দুরন্ত হইয়া উঠায় কৈবর্ত্তেরা পুরোহিত ত্যাগ করিয়া আর এক ঘর বামন আনিল। মা যশোদা ধান ভানিয়া দিনপাত করিতে লাগিল। মোনাপাড়ায় কৈবর্ত্তেরা কলাগাছের উপর সরা জ্বালিয়া সস্তাদরে হারাণ অধিকারীর যাত্রা শুনিল। মুচিরামকে সুকণ্ঠ জানিয়া হারাণ অধিকারী ৫৲ বেতনে যাত্রাদলে ভর্ত্তি করিল। নানাস্থানে ভ্রমণ ও রাত্রি জাগরণে শরীর শীর্ণ এবং অধিকারীর কানমলাতে মুচিরামের কাণে ঘা হইল। অধিকারীর পা টিপিয়া তামাক সাজিয়াও তাল মান কিছুই শিখিল না, অনেক চেষ্টাতে গান মুখস্থ করিতে পারিল না। যাত্রার আসরে একজন পশ্চাৎ হইতে বলিয়া দিতেছে—

"নীরদকুন্তলা-লোচন চঞ্চলা দধতি সুন্দর রূপম্"

মুচিরাম বলিয়া ফেলিল—

"নীরদ কুন্তলা লুচি চিনি ছোলা-দধিতে সন্দেশরূপম্"

একদিন কৃষ্ণ সাজিয়া—

"মানময়ি রাধে! একবার বদন তুলিয়া কথা কও" না বলিয়া "রাধে! একবার বদন তুলে ওঠ ক, ঘাও" বলিয়া ফেলায় শ্রোতৃবৃন্দের হাসির

হর্‌রায় যাত্রা ভাঙ্গিয়া গেল। হারাণ অধিকারী সাজঘরে বাঁকবাড়ী লইয়া তাড়া করিল। মুচিরাম চম্পট দিল, আর আসিল না। যাত্রার দল তাহার অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেল। মুচিরাম ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, আমি কেন দাঁড়াইয়া মার খাইতে পারিলাম না, কেন পালাইলাম। বঙ্কিমবাবু দ্বিজ দর্পনারায়ণের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন "এরার যখন বাঁক উঠিতে দেখিবে, পিঠ দিও। তোমার গোষ্ঠীর বাপ চৌদ্দপুরুষ বুড়া সেন রাজার আমল হইতে কেবল পিঠ পাতিয়া দিয়া আসিতেছে, তুমি পলাইবে কোথায়? এ সুসভ্য জাতির অধিকারীরা মুচিরাম দেখিলেই বাঁক পেটাই করিয়া থাকে মুচিরামেরা পিঠ পাতিয়া দেয়, কেহ পালায় না—রাখাল ছাড়া কি গরু থাকিতে পারে বাপু? বাস জলের প্রয়োজন হইলেই তোমার যখন রাখাল ভিন্ন উপায় নাই, তখন পাঁচন বাড়ীকে প্রণাম করিয়া গোজন্ম সার্থক কর।"

কবি গাইয়াছেন—

"যথায় দেখিবে ছাই, উড়াইয়ে দেখ তাই—
পাইলে পাইতে পার লুকান রতন"

ছাই ভস্ম "মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিতের মধ্যে লুক্কায়িত রত্ন আছে। এই আখ্যায়িকার মধ্যে বিদ্বেষীর লেখনী হইতে প্রকাশ হইতেছে যে (১) বঙ্গদেশে জাতি বিদ্বেষ অত্যন্ত প্রবল, বিশেষতঃ কৈবর্ত্ত ও তাহার পুরোহিতের প্রতি; এই জাতির কর্ণ-সুখকর ভাল কথা আভিজাত্যাভিমানীর কর্ণে ভাল লাগে না। তাহার সাক্ষী কৈবর্ত্তদের বাসভূমি "মোহন পল্লী" বঙ্কিমের লেখনীতে "মোনাপাড়ায়" পরিণত হইয়াছে। বঙ্কিমের মতে ইহারা মোনাকাটার দল তাই তাহাদের "মোহন পল্লী" মোনাপাড়া বই আর কিছুই নহে। মধুসূদন জাতিতে কৈবর্ত্ত, তাহাকে মধো-বলিতে হইবে! বঙ্গদেশে অন্যান্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় বর্ত্তমান

থাকিতেও বঙ্কিম বাবু মুচিরাম গুড়েকে কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণ সাজাইয়া তাহার বীভৎস চিত্র অঙ্কিত করিয়া তাহাদের পুরোহিত ব্রাহ্মণের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন। বঙ্কিম বাবু এক্ষণে স্বর্গগত, তিনি জীবিত থাকিলে তাঁহার সহিত জাতীয় মর্য্যাদার গুরুত্ব ও লঘুত্ব সম্বন্ধে বিচার করিতাম। (২) বুড়া সেন রাজার আমলে অর্থাৎ আদিশূরের সময় হইতে কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণগণ বিবিধ নিগ্রহ ভোগ করিয়া আসিতেছেন, অত্যাচারের প্রতিকার করিবার জন্য কখনও সচেষ্ট হন নাই, বরং পিঠ পাতিয়া মার খাইয়া আসিতেছে তাহা বঙ্কিম বাবুর কলম হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

নবশাখযাজীগণ গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণগণকে তাঁহাদের শ্রেণীগত পরিচয় না দিয়া "কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণ" বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন, কিন্তু নিজেদের বেলায় নাপিতের বা নবশাকের ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতে মস্তক অবনত হয়। এইরূপ ব্যাপার হাবড়ার আদালতে সন ১৩০৮ সালে ঘটিয়াছিল তাহার মীমাংসাও চূড়ান্ত হইয়া গিয়াছে। পাঠকগণের অবগতির জন্য সঙ্ক্ষেপে বর্ণিত হইল।

হাওড়া জেলার অন্তর্গত সিংটী থানার এলাকা পাঁচারুল গ্রাম নিবাসী শ্রীমথুরানাথ হাইত পুরোধা শ্রেণী ৺মধুসূদন চূড়ামণির ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত কালীপদ হালদারের নিকট হইতে কিছু ভূমি সম্পত্তি ক্রয় করেন। উক্ত ব্রাহ্মণের লিখিত দলিলখানি আমতার তৎকালীক সাব রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারিকানাথ ঘোষাল মহাশয়ের নিকট রেজিষ্ট্রী হয়। ঘোষাল মহাশয় রাঢ়ীশ্রেণী এড়িয়াদহের কুলীন ঘোষাল বংশসম্ভূত। মাহিষ্যজাতি এবং তৎপুরোহিত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহার বংশ পরম্পরাগত মনের সঙ্কীর্ণতা বশতঃ বিজাতীয় জাতক্রোধ ভুলিতে না পারিয়া তিনি দলীলে মাহিষ্যকে কৈবর্ত্ত এবং তৎপুরোহিত ব্রাহ্মণকে "কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণ" বলিয়া লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এইরূপ অযথা জাতীয় অসম্মানের প্রতীকারকল্পে বদ্ধ পরিকর হইয়া গ্রন্থকার হাওড়ার

ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডিষ্ট্রীক্ট রেজিষ্ট্রার সদাশয় ডিউক সাহেব বাহাদুরের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন।

সন ১৩০৮ সালের ১৭ই মাঘ তারিখের "বসুমতী" নামক সংবাদ পত্রে এই ঘটনা যেরূপভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"হাওড়া জেলার আমতা থানার মধ্যে যে সমস্ত মাহিষ্য বাস করেন, তাঁহাদের পক্ষ হইতে হাওড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ডিউক মহোদয়ের নিকট একখানি আবেদন পত্র প্রেরিত হইয়াছে। এই আবেদন পত্রে তাঁহারা আমতার ছোট হাকিম সাবরেজিষ্ট্রার মহাশয়ের দুর্ব্ব্যবহারের প্রতীকারপ্রার্থী হইয়াছে। গত আদম সুমারির সময়ে অনেক দরখাস্ত করিয়া অনেক শাস্ত্র প্রমাণ দেখাইয়া কৃষি-কৈবর্ত্ত যে মাহিষ্যশ্রেণীভুক্ত, তাহা স্থির হইয়া গিয়াছে এবং আদম সুমারিতেও তাঁহারা মাহিষ্য নামে অভিহিত হইয়াছেন। কিন্তু আমতার সাব-রেজিষ্ট্রার হাকিম মহাশয় তাঁহাদিগকে কিছুতেই ছাড়িবেন না। দলিল দস্তাবেজে তাহারা মাহিষ্য লিখিলেও তিনি তাহাদিগকে "কৈবর্ত্ত—পেশা চাষ" না লিখিয়া ছাড়িবেন না। উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী হউন, আর উকিল মোক্তারই হউন, মাহিষ্য হইলেই সাবরেজিষ্ট্রার হাকিমের মতে তিনি কৈবর্ত্ত, পেশা কৃষিকর্ম্ম। আবার তাহাদের কোন ব্রাহ্মণ দলিল রেজিষ্ট্রী করিতে আসিলেই হাকিম মহাশয় লিখিবেন "কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণ", কিন্তু তিনি যে কখন নাপিতের ব্রাহ্মণ প্রভৃতি লিখিয়া থাকেন, একথা শুনিতে পাওয়া যায় নাই। হাকিম মহাশয়ের এই মাহিষ্য-বিদ্বেষ দূর করিবার জন্যই হাওড়ার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আবেদন পত্র প্রেরিত হইয়াছে। আমরা আশা করি, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এই ক্ষুদ্র হাকিমকে একটু সতর্ক করিয়া দিবেন, অকারণ লোকের মনঃকষ্টের কারণ হইয়া যে কি গৌরব বাড়ে, তাহাত আমরা বুঝিতে পারি না।"

সন ১৩০৮ সালের ২৮শে চৈত্র তারিখে "মুর্শিদাবাদ প্রতিনিধি" নামক সংবাদপত্রে ঠিক এইরূপ মর্ম্মে আমতার সাবরেজিষ্ট্রার মহাশয়ের এইরূপ দুর্ব্বিনীত ব্যবহারের তীব্র সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত হইল না।

উল্লিখিত আবেদনের প্রত্যুত্তর পাইতে বিলম্ব হওয়ায় ম্যাজিষ্ট্রেট ও রেজিষ্ট্রার সাহেব বাহাদুরকে একখানি স্মারক লিপি প্রদান করিলে, সদাশয় ডিউক মহোদয় সাব-রেজিষ্ট্রার দ্বারিক বাবুর কৈফিয়তে সন্তুষ্ট না হইয়া, তাঁহাকে চসমনামা দিয়া যে প্রত্যুত্তর দান করিয়াছিলেন, তাহার প্রতিলিপি পরিশিষ্টে প্রদান করিলাম।

এইরূপ কত দ্বারিকানাথ ঘোষাল বঙ্গের জেলায় জেলায়, থানায় থানায়, গ্রামে গ্রামে, অতীত কালে ও বর্ত্তমান কালে থাকিয়া বিশ্বনিন্দকের কার্য্য করিয়া আসিয়াছে ও এখন আসিতেছে। এইরূপ অপ্রিয় সকল ঘটনা রাজপুরুষদিগের কর্ণগোচর করিবার সুবিধাও সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। সকল সময়ে ধর্ম্মের সাক্ষাৎ মূর্ত্তি ন্যায়বান্ ডিউক সাহেবের ন্যায় বিচারকও মিলে না; কাজে কাজেই স্থানে স্থানে এইরূপ অযথা অপমান, গালাগালি গৌড়াদ্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণকে সহ্য করিয়া আসিতে হইতেছে। সুসভ্য ইংরাজরাজের ন্যায়-বিচারে ভারতে শান্তি বিরাজ করিতেছে। অপক্ষপাত বিচারফলেই ইংরাজরাজ আজ ভারতে একচ্ছত্রী সম্রাট্। বলিতে কি, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পর কোন রাজাই এইরূপ শক্তির সহিত রাজ্য চালাইতে পারেন নাই। কায়মনোবাক্যে শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, ভারতে ইংরাজ রাজ-শ্রী অক্ষুণ্ণ থাকুক।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, হিন্দু সমাজের এই যে বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা, ইহার একমাত্র কারণ, জাতিভেদ ও ধর্ম্মবিষয়ক মতভেদ। আমরা বলি তা নয়, জাতিভেদ ও ধর্ম্মবিষয়ক মতভেদ নহে, পরন্তু জাতিবিদ্বেষ ও

ধর্ম্মবিদ্বেষ আমাদের এই দুর্গতির কারণ। কেন না, জাতিভেদ ও ধর্ম্ম-বিষয়ক মতভেদ সত্ত্বেও একদিন আমাদের অবস্থা সমুন্নত ছিল, আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণের পথ প্রমুক্ত ছিল, হিন্দু সমাজ অসীম উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিল। তবে কেমন করিয়া বলিব যে এই দুইটী আমাদের সর্ব্বনাশের কারণ? শুদ্ধ সত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন ঋষিগণ আমাদের প্রয়োজন জানিয়া, আমাদের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের সোপান-স্বরূপ জানিয়াই ত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বা জাতিভেদ প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। জাতি-বিদ্বেষ ত তাঁহাদিগের উপদেশের বিষয় নহে। তাঁহারা কোন স্থলে এমন কথা বলেন নাই যে, তুমি উৎকৃষ্টজাতি অতএব তুমি নিকৃষ্ট জাতিকে পদতলে দলিত করিবে, তাহাদের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণের পথে কণ্টক রোপণ করিবে; অথবা নিকৃষ্ট জাতিকে এমন শিক্ষা দেন নাই যে, তুমি অসূয়াপরবশ হইয়া উৎকৃষ্ট জাতিকে মিথ্যা কুৎসা দ্বারা হীন করিবার চেষ্টা করিবে। দ্বিতীয়তঃ, ধর্ম্মবিষয়ক মতভেদ আমাদের দুর্গতির কারণ নহে, পরন্তু ধর্ম্ম-বিদ্বেষ আমাদের অধোগতির কারণ। হিন্দুজাতির মধ্যে যে কত প্রকার ধর্ম্মমত উদ্ভাবিত ও প্রচারিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা দুষ্কর। প্রত্যেক ধর্ম্মমতের মধ্যে বিশুদ্ধ ও উন্নত ভাবের স্ফূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কোন ধর্ম্মোপদেশকের এরূপ উপদেশ বা অভিপ্রায় নহে যে, একধর্ম্ম-সম্প্রদায় অন্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায়কে বিদ্বেষ-চক্ষে দর্শন করুক। সাধনের পথ পরিত্যাগ করিয়া মত লইয়া পরস্পর বিদ্রূপ মারামারি ও কাটাকাটি করিবে,—কোন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকই এরূপ শিক্ষা দেন নাই। ফলতঃ জাতিবিদ্বেষ ও ধর্ম্মবিদ্বেষ নিবন্ধন হিন্দু-সমাজে একতা নাই, সার্ব্বজনীন সহানুভূতি নাই, পরস্পরের দুঃখ দুর্গতির প্রতি দৃক্‌পাত নাই, প্রতিকারার্থ উদ্যোগ আয়োজন নাই।

জাতিবিদ্বেষ এবং ভ্রান্তি কুসংস্কার নিবন্ধন এই বঙ্গদেশে সময়ে সময়ে অনেক দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে আর একটি

অপ্রীতিকর মর্ম্মভেদী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। স্বর্গীয় মহাত্মা বিপিন-বিহারী বিশ্বাস মহাশয়ের নিবাস জেলা যশোহরের অন্তর্গত বালিয়াডাঙ্গা গ্রামে। ইনি একজন মাহিষ্যজাতীয় সম্ভ্রান্ত জমিদার। ইহাঁর স্বজাতি-বৎসলতা ও দেবদ্বিজে অচলা ভক্তির কথা অনেকের মুখে শুনা যায়। এই মহাত্মার জনৈক কায়স্থ বন্ধু ছিলেন। ইনিও একজন সম্ভ্রান্ত জমিদার। একদা কর্ম্মানুষ্ঠান উপলক্ষে বিপিনবাবুর বাটীতে উক্ত কায়স্থ বন্ধু তদীয় আত্মীয় স্বজন ও রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ আহূত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ-ভোজন কালে বিপিনবাবুর পুরোহিত-শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ পরিবেশন করিতে ছিলেন। জানি না, কি কারণে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের মনোমধ্যে জাতিবিদ্বেষ-অগ্নি প্রধূমিত হইয়া উঠিল।

তাঁহারা বলিয়া উঠিলেন, ইঁহারা যদি পরিবেশন করেন, তবে আমরা ভোজন করিব না। তাঁহাদিগের ঈদৃশী উক্তি শ্রবণ করিয়া বিপিনবাবু বিস্মিত ও বিক্ষুব্ধ হইলেন। এই অভূতপূর্ব্ব অশ্রুতপূর্ব্ব ঘটনার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া ও তাহাই লইয়া বাগ্‌বিতণ্ডা করিয়া ব্রাহ্মণ-ভোজনের ব্যাঘাত উপস্থিত করা বিপিনবাবু অকর্ত্তব্য মনে করিয়া বলিলেন,—"আপনারা যাহা ভাল মনে করে, তাহাই করুন"। রাঢ়ীয় দেবতারা বলিলেন,—আমরা নিজেই পরিবেশন করিয়া লইতেছি"। বিপিনবাবু বলিলেন—"আচ্ছা তাহাই হউক"। ব্রাহ্মণ-ভোজন নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হইল। ব্রাহ্মণগণকে তৃপ্তির সহিত ভোজন করাইয়া বিপিনবাবু নিরতিশয় আনন্দিত হইলেন। কিন্তু উক্ত ব্রাহ্মণগণের বিসদৃশ ব্যবহার বিস্মৃত হইলেন না। কিছুকাল পরে উক্ত কায়স্থ বন্ধুর বাটীতে কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিপিনবাবু আত্মীয়স্বজনসহ আহূত হইলেন। তৎপুরোহিত ব্রাহ্মণগণও নিমন্ত্রিত হইয়া উক্ত কায়স্থবন্ধুর বাটীতে পদার্পণ করিলেন। ব্রাহ্মণ-ভোজনের সময় উপস্থিত হইলে পরিবেশনের জন্য যখন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের উপর ভার অর্পিত হইল, তখন বিপিনবাবুর পুরোহিতবর্গ আপত্তি

উত্থাপন করিলেন ;—রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ পরিবেশন করিলে আমরা ভোজন করিব না। বিপিনবাবুর কায়স্থ বন্ধু বলিলেন, ইহারা পরিবেশন করিলে আপনাদের ভোজন না করিবার কারণ কি ? বিপিনবাবু তথায় উপস্থিত ছিলেন ; তিনি অমনি বলিলেন, কিছুদিন পূর্ব্বে আমার বাটীতে আমার পুরোহিত ব্রাহ্মণগণ পরিবেশন করিতেছিলেন, তাহাতে কতিপয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বলিয়াছিলেন, ইহাঁরা পরিবেশন করিলে আমরা ভোজন করিব না। এরূপ আপত্তির কারণ কি ? যদি ইহাঁদের আপত্তি করিবার কোন অধিকার থাকে, তবে উহাঁদেরও আপত্তির অধিকার না থাকিবে কেন ? এই সময়ে জনৈক রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন "মহাশয়, আপনাদের যাজক ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণই নহেন।"—বিপিন বাবু বলিলেন যে, আমাদের ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নহেন, ইহার প্রমাণ আপনি কোন্ শাস্ত্র দেখিয়াছেন ? উক্ত ব্রাহ্মণ বলিলেন, আমার কোন শাস্ত্র দেখা নাই, তবে কর্ত্তাদের মুখে যাহা শুনিয়াছি তাহাই বলিতেছি। তখন বিপিন বাবু বলিলেন, শাস্ত্রীয় প্রমাণ অপেক্ষা কর্ত্তাদের মুখে শ্রুত কথাই কি অধিকতর প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণীয় ?

এদিকে কায়স্থ বন্ধু দেখিলেন, তাঁহার যজ্ঞ পণ্ড হইবার উপক্রম হইয়াছে। ব্রাহ্মণ-ভোজনের ব্যাঘাত যাহাতে না হয়, এই জন্য তিনি বলিলেন—"ইহাঁরা আপনাদিগের মধ্যে স্বশ্রেণী ব্রাহ্মণ দ্বারা পরিবেশন করিয়া লউন। ইহাতে বিপিনবাবুর জনৈক পুরোহিত বলিলেন, ভোজনের পূর্ব্বে বিচার প্রার্থনীয়, এখানে উভয় শ্রেণীর মধ্যে অনেক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত উপস্থিত আছেন, আমি ইহাঁদিগের নিকট বিচার প্রার্থনা করিতেছি। ইত্যবসরে প্রাগুক্ত ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন—"আচ্ছা উপস্থিত পণ্ডিতগণের নিকট আমিও বিচার প্রার্থনা করিতেছি। ইহাঁরা বিচার করিয়া বলুন, কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ কি না ? আমি "ন্যায়রত্ন" মহাশয়ের নিকট বিচার প্রার্থনা করিতেছি। অতঃপর সকলে "ন্যায়রত্ন"

মহাশয়ের মত জানিবার জন্য উৎসুক হইলেন। তিনি বলিলেন—"কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ একথা বলা আদৌ যুক্তিসঙ্গত নহে। কেননা শাস্ত্রে কৈবর্ত্ত বিশুদ্ধ ও অবিশুদ্ধ ভেদে জন্মতঃ দুই প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষত্রিয়-বিবাহিতা বৈশ্যাগর্ভজাত সন্তান বিশুদ্ধ কৈবর্ত্ত; ইহারা হালিক। অবিশুদ্ধ কৈবর্ত্ত নিষাদের ঔরসে অয়গোবী-গর্ভজাত। দ্বিজগণের ছয় অপসদ দ্বিজধর্ম্মী সন্তানের মধ্যে বিশুদ্ধ বা হালিক কৈবর্ত্ত অন্যতম। ভার্গব মৎস্যধারী জালিক কৈবর্ত্ত অন্ত্যজ অস্পর্শনীয়। এই দুই স্বতন্ত্র জাতির পুরোহিত স্বতন্ত্র। হালিক কৈবর্ত্তের পুরোহিত অব্রাহ্মণ, একথা আমি ইতঃপূর্ব্বে কোথাও শুনি নাই এবং কখনও কোন শাস্ত্রে পড়ি নাই। পরন্তু হালিক কৈবর্ত্তযাজী ব্রাহ্মণগণকে আমি গৌড়ের আদি বৈদিক বলিয়া জানি। ইহাঁরা সদ্‌ব্রাহ্মণ, সুতরাং সকলেরই নমস্য। "ন্যায়রত্ন" মহাশয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত; তাঁহার এবম্প্রকার উক্তিতে কতিপয় স্বশ্রেণীর অশিক্ষিত ব্রাহ্মণ তৎপ্রতি নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কটু ভাষায় বিতণ্ডা আরম্ভ করেন। কতিপয় অল্পশিক্ষিত কায়স্থও এই বিতণ্ডাতে যোগদান করেন এবং ন্যায়রত্ন মহাশয়কে অপ্রতিভ করিবার জন্য যাহা তাহা বলিতে থাকেন। এই সকল রাঢ়ীয়গণ এবং কায়স্থগণ যখন দলবদ্ধ হইয়া মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণগণের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন মাহিষ্যগণও আপন পুরোহিতগণের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে দণ্ডায়মান হইলেন। ক্রমশঃ বিবাদ ভীষণতর হইয়া দাঁড়াইল, তখন উভয় দলকে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। মোকদ্দমা নিম্ন আদালতে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়াতে হাইকোর্টে আসিল; হাইকোর্টের জজেরা মাহিষ্যযাজী নমস্য কি না, তদ্বিষয়ে নবদ্বীপ ও বিল্বগ্রামের পণ্ডিত সমাজের ভাষ চাহিলেন। উক্ত দুই স্থানের পণ্ডিতগণ "কৃষিকৈবর্ত্তযাজকাশ্চাপি ব্রাহ্মণো নমস্য ইতি বিদুষাম্পরামর্শঃ"। অর্থাৎ কৃষিকৈবর্ত্তযাজক ব্রাহ্মণ নমস্য—এইরূপ ভাষ দেওয়াতে উক্ত মোকদ্দমায় বিপিন বাবুর জয় হইল।

উক্ত মোকদ্দমা উপলক্ষে ব্রাহ্মণভক্ত বিপিন বাবুর ২২ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল, তিনি একাকী এই ব্যয় ভার বহন করিয়াছিলেন। ধন্য বিপিন বাবু! আপনি পুরোহিত ব্রাহ্মণগণের সম্মান রক্ষার জন্য কি অসাধ্য সাধন না করিয়াছেন! অর্থের সদ্ব্যবহার ইহাকেই বলে। আপনি এ জগৎ হইতে চলিয়া গেলেও নিজ কীর্ত্তিবশে অমর হইয়া পুরোহিত ব্রাহ্মণবর্গের চিরদিনের আশীর্ব্বাদের পাত্র হইয়াছেন। এই প্রকার জাতিবিদ্বেষ কখনই বাঞ্ছনীয় নহে। ইত্যাকার বিবাদ বঙ্গদেশে দৈনন্দিন ঘটনা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু সকল ঘটনার ঐরূপে প্রতিকার প্রাপ্ত হওয়া বড়ই দুষ্কর। কারণ ঐরূপ ক্ষেত্রে বিপিনবাবুর মত ক্ষমতাশালী লোকের সাহায্য পাওয়া যায় না; কোন কোন স্থলে বরং কোন কোন মাহিষ্য-কুলাঙ্গার বিদ্বেষীগণের পক্ষাবলম্বন করিয়া নিজ পুরোহিত ব্রাহ্মণবর্গের যথেষ্ট অসম্মান করিয়া থাকেন। কাজেই "দুর্ব্বলের বল ভগবান্" মনে করিয়া চুপ করিয়া অপমান সহ্য করিয়া আসিতে হয়। উল্লিখিত ঘটনা সন ১৩০৯ সালের আশ্বিন মাসের "সেবিকা" সংবাদ পত্র হইতে অবিকল উদ্ধৃত হইল।

সন ১৩১৪ সালে যশোহর জেলার অন্তঃপাতী ঝিনাইদহ মহকুমার অধীনে ভায়না গ্রামের জনৈক কায়স্থ জমিদার মাহিষ্যযাজী দুর্গাচরণ ভট্টাচার্য্যের পৈত্রিক ব্রহ্মোত্তর জমি কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করিয়া উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ব্রাহ্মণ জ্ঞান না করিয়া যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছিত অপমানিত করিয়া জাতীয় মর্য্যাদা সম্বন্ধে হতাদর করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ আদালতের আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হইলে স্থানীয় কায়স্থপ্রধান আদালতে মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ বাদীর পক্ষে কোন উকিল পর্য্যন্ত দাঁড়াইতে স্বীকৃত হইলেন না। ব্রাহ্মণ অনন্যোপায় হইয়া কলিকাতা মাহিষ্য-সমিতির সাহায্য প্রার্থনা করেন। সমিতি কর্ত্তব্যবোধে ব্রাহ্মণের মোকদ্দমার পরিচালন ভার গ্রহণে স্বীকৃত হইয়া কলিকাতা হইতে যোগ্যতম উকিল প্রেরণে

প্রবৃত্ত হইল এবং ঝিনাইদয়ের আদালতের উকিলগণ একযোগে অসঙ্গত জাতীয়-বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণবাদীর ওকালতি গ্রহণ করিতে অস্বীকার করায়, মহামান্য হাইকোর্টে এফিডেভিট সহ উকিল-মোক্তারগণের বিরুদ্ধে দরখাস্ত দাখিল করিবার বন্দোবস্ত করিলেন। এই সংবাদ ক্রমশঃ প্রকাশ হইয়া পড়িল। অনন্তর জমিদার-পুঙ্গব ব্যাপার গুরুতর দেখিয়া স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ অর্থদণ্ড স্বীকার করিয়া নিগৃহীত ব্রাহ্মণের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন। যদি কলিকাতায় সমিতির অস্তিত্ব না থাকিত, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের অপমানের প্রতিবিধান, বোধ হয়, ইহজগতে হইত না এবং এবম্বিধ জাত্যভিমানী মহাপুরুষগণের অবিমৃষ্যকারিতা অব্যাহত-প্রভাবে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইত।

সন ১৩১৬ সালে মুরশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত লালবাগ মহকুমার অন্তর্গত রাধারমণেশপুর (পূর্ব্বনাম নিস্তা) গ্রাম নিবাসী শ্রীরাধারমণেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয় তত্রত্য সম্ভ্রান্ত মাহিষ্য মহোদয়গণকে লইয়া সমিতি স্থাপন করতঃ স্বীয় সমাজের আভ্যন্তরীণ উন্নতিবিধান করিতেছিলেন। ইহা বিরুদ্ধবাদিগণের চক্ষুঃশূল হইয়া বিদ্বেষবহ্নি-স্ফুলিঙ্গতাপে অনুদিন তাহাদিগকে পরিতাপিত করিতে লাগিল। পরিশেষে কিছুতেই কিছু করিতে না পারিয়া পুলিশের সহিত সংযোগে জাতীয় সাম্প্রদায়িক সমিতিকে স্বদেশী সমিতি বলিয়া প্রধান উদ্যোগী মেম্বর শ্রীযুক্ত রাধারমণেশ চক্রবর্ত্তী প্রমুখ অন্য চারিজন পরিচালককে চালান দিয়াছিল; কিন্তু ধর্ম্ম জয়যুক্ত হইল—আসামিগণ বেকসুর খালাস পাইলেন; বিপক্ষগণ রণে ক্ষান্ত দিয়া অন্য পন্থা অবলম্বন করিলেন। সমিতির ব্যয়সঙ্কুলনার্থ মেম্বরদিগের চাঁদা আদায় হইতেছিল। স্থানীয় পুলিশ বিপক্ষগণের যোগে শান্তিভঙ্গ নিবারণ অছিলায় ১০৭ ধারায় মোকদ্দমা রুজু করিয়া উক্ত পাঁচজন মেম্বরগণের প্রত্যেককে ১০০৲ টাকার মোচলেকায় আবদ্ধ

করিল। জজকোর্টে আপীল হইলেও কোন ফল হইল না; নিম্ন আদালতের রায়ই বাহাল রহিল। পরিশেষে রাধারমণেশ বাবু কলিকাতা বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সমিতির সেক্রেটারীশ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ দাস মহাশয় বিশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া, মাহিষ্যকুল-প্রদীপ শ্রীযুক্ত বাবু প্রকাশচন্দ্র সরকার বি, এল এবং শ্রীযুক্ত বাবু বৈদ্যনাথ দত্ত মহাশয়কে উকিল নিযুক্ত করিলেন। হাইকোর্টের জজ অনারেবল জষ্টিস মিঃ দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়ের বিচারে আসামিগণ বেকসুর খালাস পাইয়াছেন। ধর্ম্ম জয়যুক্ত হইয়াছে—সাধুর পরিত্রাণ হইয়াছে।

আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়া এই অধ্যায়ের উপসংহার করিব। বঙ্গের কায়স্থগণ উন্নতশীল জাতি, তাঁহাদের শিক্ষা দীক্ষা দর্শনে বাস্তবিক চমৎকৃত হইতে হয়। কায়স্থগণের মধ্যে এমন সাধু ব্যক্তি আছেন যে, এই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় অপেক্ষা কিছুতেই নিম্নতর শ্রেণী বিবেচনা করেন না, নিম্নলিখিত ঘটনা ইহার জলন্ত প্রমাণ।

হাওড়া জেলার অন্তর্গত আন্দুল গ্রামনিবাসী কায়স্থকুলপতি জমিদার বসু-মল্লিক-বংশ হাওড়া, হুগলি, ২৪ পরগণা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় বিশেষ সম্ভ্রান্ত—বিশেষ বুনিয়াদি বংশ বলিয়া পরিচিত। আন্দুল অঞ্চলে যত কিছু সাধারণের হিতকর কার্য্য সংঘটিত হইয়াছে, তাহার সকল গুলির কর্ত্তাই মল্লিক বাবুগণ। আন্দুলের হাইস্কুল তাহার একটি নিদর্শন। এই মল্লিকবংশের ৺ যোগেন্দ্রনাথ বসু মল্লিকের নাম এখনও অনেকের হৃদয়ে অঙ্কিত আছে। তাঁহার দয়া সার্ব্বজনীন ছিল, তাঁহার মার্জ্জিত বুদ্ধি কোন কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইয়া সঙ্কীর্ণ হয় নাই। দীন দুঃখীর ক্লেশ দেখিলে যোগেন্দ্র বাবুর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত এবং যথাসাধ্য তাহার প্রতিকার জন্য বিশেষ চেষ্টিত হইতেন। তিনি অন্যায় অযৌক্তিক কার্য্যের প্রশ্রয়দাতা ছিলেন না। আন্দুল অঞ্চলের ঘরে ঘরে তাঁহার গুণ-

গরিমার কথা এখনও প্রতিধ্বনিত হইতেছে। যোগেন্দ্রবাবু গৌড়াদ্য-বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণকে রাঢ়ীয় শ্রেণী ব্রাহ্মণ অপেক্ষা হীন ভাবিতেন না। তিনি এই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে কিরূপ আদরের চক্ষে দেখিতেন তাহা নিম্নলিখিত ঘটনা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধের ন্যায় ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি একদিনের জন্যও তাঁহার প্রতিবাসী গৌড়ান্ত বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণকে ঘৃণা বা অশ্রদ্ধা করিতেন না, বরং বহুসম্মানের সহিত তাহাদিগকে পূজা করিয়াছেন। যোগেন্দ্রবাবু তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র স্বর্গীয় যতীন্দ্রনাথ বসু মল্লিকের বিবাহ উপলক্ষে আন্দুলমৌড়ির রাঢ়ীয়শ্রেণী ও গৌড়ান্ত-বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণকে তুল্যরূপে সামাজিক দিবার প্রস্তাব করেন। তাহাতে তাঁহার কর্ম্মচারী শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ রাঢ়ীয় ঠাকুরগণ মহা আপত্তি উত্থাপন করিয়া ন্যায়নিষ্ঠ যোগেন্দ্রবাবুর মন কিছুতেই বিচলিত করিতে পারিলেন না। পরিশেষে তাঁহারা মৌড়ির তিলিবংশীয় জমিদার অন্নদা প্রসাদ কুণ্ডু চৌধুরী মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলে অন্নদাবাবু যোগেন্দ্রবাবুর কার্য্যে ঘোরতর প্রতিবাদ করতঃ তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন, যেন কিছুতেই গৌড়ান্ত-বৈদিক ব্রাহ্মণগণকে রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের ন্যায় তুল্যরূপে সামাজিক দিয়া বিদায় করা না হয়। যোগেন্দ্রবাবুর ন্যায় স্বাধীনচেতা পুরুষসিংহ অন্যায় অনুরোধে ভ্রান্ত হইয়া ন্যায়পথ হইতে বিচ্যুত হইলেন না। তিনি প্রত্যুত্তরে অন্নদাবাবুকে দুইটী প্রশ্ন করিয়া পাঠাইলেন—(১) গৌড়ান্ত-বৈদিকশ্রেণীর কোন ব্রাহ্মণগাত্রে অতর্কিতভাবে অন্নদাবাবুর পদস্পর্শ হইলে অন্নদাবাবু উক্ত ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিবেন কি শূদ্রোচিত নমস্কার করিবেন? (২) শ্বেত ও কৃষ্ণ তুলসীর মর্য্যাদারবিচার ক্ষমতা শূদ্রের আছে কিনা? এই দুইটী প্রশ্নের উত্তরদানে অন্নদা বাবু অসমর্থ হইলে রাঢ়ীয় ঠাকুরগণ রণে ভঙ্গ দিলেন। তৎপরে যোগেন্দ্র বাবু রাঢ়ীয় ও গৌড়ীয় ঠাকুরগণকে তুল্যরূপে সামাজিক বিদায়ে পূজা করিলেন।

যোগেন্দ্রবাবুর কনিষ্ঠ নগেন্দ্রবাবু নিজবাটীর সম্মুখে দেবমন্দির গঠন করাইয়া গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ দ্বারাই দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করাইয়া দেবসেবা কার্য্যে গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণকেই নিয়োজিত রাখিয়াছেন।

নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার বিশ্বকোষে গৌড়ীয় ব্রাহ্মণদিগকে অযথা গালাগালি দিয়াছেন। কায়স্থজাতিকে ক্ষত্রিয় প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে বিশ্বকোষের অবতারণা ইহা সকলেই জানেন। কায়স্থ যে ক্ষত্রিয় নহে, তাহা শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত "বঙ্গে বৈশ্যনির্ণয়" গ্রন্থে, যদুনাথ গুপ্ত প্রণীত "বল্লাল মোহমুদ্গর", "হঠাৎ ক্ষত্রিয়" প্রভৃতি বহুতর গ্রন্থে বিশ্বকোষের প্রতিবাদ বাহির হইয়াছে। কোন জাতিকে গালি দেওয়া গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য নহে। বিশ্বকোষের কায়স্থ বর্ম্মা হউন বা শর্ম্মাই হউন, তাহাতে আমাদের ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই, বরং জাতিবিশেষের উন্নতি দেখিলে হৃদয়ে আনন্দ আইসে, তবে যেরূপ দিন কাল পড়িয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, কায়স্থজাতি ব্রাহ্মণের উপরেই স্থান প্রাপ্ত হইবেন ; কারণ সাধারণ লোকে বলিয়া থাকে যে "কায়স্থ ব্রাহ্মণ" ; অতএব কথায় যখন "কায়স্থ ব্রাহ্মণ" হইয়াছে, তখন ক্রমে ক্রমে কার্য্যতঃই কায়স্থজাতি ব্রাহ্মণের উপর উঠিয়া বসিবে, তাহার আর বিচিত্র কি ? হে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ ! আপনারা যাঁহাদিগকে সেবকভাবে আনিয়াছিলেন, যাহারা উপাধির অগ্রে দাস শব্দ ব্যবহার করিয়া ধন্য মনে করিতেন, আজ তাঁহারা ব্রাহ্মণের ভৃত্যত্ব স্বীকার না করিয়া প্রকাশ করিতেছেন যে, পাঁচজন কায়স্থদের পূর্ব্বপুরুষ যখন এদেশে প্রথম আগমন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা কণৌজ হইতে ৫ জন পাচক ব্রাহ্মণ সমভিব্যাহারে আনিয়াছিলেন"। ইহার টীকা টীপ্পনী অনাবশ্যক।

নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার বিশ্বকোষে "কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণ" সম্বন্ধে যে গল্প তুলিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে কিছু বলিবার আবশ্যক হইয়াছে। তিনি

গল্পটী স্কন্দ-পুরাণের সহ্যাদ্রিখণ্ড হইতে তুলিয়াছেন বলিয়া বিশ্বকোষে প্রকাশ করিয়াছেন।* গল্পটী এই—

"ভগবান পরশুরাম সহ্যাদ্রিশৃঙ্গে আরোহণ করিয়া দেখিলেন, গিরিতট বিধৌত করিয়া কল্লোলময় উত্তাল তরঙ্গাকুল সমুদ্র প্রবাহিত হইতেছে। পরশুরাম সমুদ্রকে অবিলম্বে সরিয়া যাইতে আদেশ করিয়া পরশু নিক্ষেপ করিলেন। যেখানে পরশু গিয়া পড়িল, সেইস্থানে সমুদ্রের সীমা নির্দ্দিষ্ট হইল। জল সরিয়া গেলে সহ্যাদ্রি হইতে নামিয়া দেশ দেখিতে পাইলেন, দক্ষিণে কন্যাকুমারী হইতে উত্তরে নাসিকা ত্র্যম্বক পর্য্যন্ত তাহার সীমা! ভার্গব সেখানে কৈবর্ত্ত পাঠাইয়া তাহাদের বড়িশে জাল ছিঁড়িয়া যজ্ঞসূত্র করিয়া দিলেন। এইরূপে ভার্গব সেই কৈবর্ত্তদিগকে বিপ্র করিয়া লইলেন তাহাদিগকে বর দিলেন, এই যে তোমাদের স্বদেশ—এখানে কখন দুর্ভিক্ষ হইবে না, এই ভূমি শস্যশালিনী হইবে। তোমাদের যখনই কোন বিপদ্ ঘটিবে, আমাকে স্মরণ করিলেই আমি আসিয়া তোমাদের বিপদ্ নিবারণ করিব; এই বলিয়া ভার্গব চলিয়া গেলেন। কিন্তু সেই বিপ্ররূপি কৈবর্ত্তগণের মনের সন্দেহ হইল। তাহারা পরশুরামের বাক্য পরীক্ষা করিবার জন্য সকলেই উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে পরশুরামকে ডাকিতে লাগিল। অবিলম্বে পরশুরাম আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং নষ্টামি জানিতে পারিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া এই অভিসম্পাত করিলেন, "তোরা আজ হইতে কদন্নভোজী, ছিন্নবস্ত্রধারী ও অপ্রসিদ্ধ স্থানে শ্লাঘনীয় হইয়া থাকিবি।" ভার্গব এইরূপে অভিসম্পাত করিয়া সেস্থান হইতে গমন করিলেন, শাপগ্রস্ত ও দুঃখার্ত্ত কৈবর্ত্ত-ব্রাহ্মণগণ শূদ্রপ্রায় হইয়া পড়িল।

---

* পরশুরাম কি ব্রাহ্মণ-প্রস্তুত করণের কল?

Is Parasurama a Brahmin producing Machine?

"কন্যাকুমারী চৈত্রক নাসিকাত্র্যম্বকঃ পর।
সীমারূপেণ বিগ্যতে দক্ষিণোত্তরতঃ শুভৌ ॥ ২৯
শতযোজনায়ামঞ্চ বিভেদে সপ্তধাতলম্।
আব্রহ্মণ্যে তদাদেশে কৈবর্ত্তান্ প্রেষ্য ভার্গবঃ ॥ ৩০
ছিত্ত্বা সবড়িশং কণ্ঠে যজ্ঞসূত্রমকল্পয়ৎ।
দাসানেব তদা বিপ্রান্ চকার ভৃগুনন্দনঃ ॥ ৩১
ক্ষৌণীতলে যদ্যদস্তি পুনস্তত্র সসর্জ্জ তৎ।
বরং দদৌ স্বদেশেভ্যো দুর্ভিক্ষং মা ভবত্বিতি ॥ ৩২
ইতি দত্ত্বা বরং তেভ্যো জামদগ্ন্যঃ কৃপানিধিঃ।
গোকর্ণং প্রযযৌ রামো মহাবল দিদৃক্ষয়া ॥
তৎ সত্যমনৃতং বেতি পরীক্ষাং কুর্ম্মহে বয়ম্।
ইতি সর্ব্বে সমালোচ্য রামেত্যুচ্চৈঃ প্রচুক্রুশুঃ ॥ ৪১
আক্রন্দিতং তদা তেষাং শ্রুত্বা রামঃ কৃপানিধিঃ।
প্রাদুরাসীৎ পুরোভাগে দেবর্ষি-ভার্গবঃ স্বয়ম্ ॥ ৪২

ভার্গব উবাচ।

কিমর্থং ক্রন্দিতং বিপ্রা ভবদ্ভির্মিলিতৈরিহ।
কিং দুঃখং ভবতামদ্য নাশয়াম্যচিরাদহম্ ॥ ৪৩
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রত্যূচুস্তে ভয়ান্বিতাঃ।
ন কিঞ্চিদপি সংপ্রাপ্তং দুঃখং ত্বৎকৃপয়া বিভো ॥ ৪৪
জল্পিতং ভবতা সত্যমনৃতং বেতি শঙ্কিতৈঃ।
কেবলং তু পরীক্ষার্থং ক্রন্দিতং মিলিতৈঃ প্রভো ॥ ৪৫

ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা ক্রোধ সংরক্তলোচনঃ।
নির্দহন্নিব নেত্রাভ্যামালোকয়ৎ চ ভূসুরান্ ॥ ৪৬
শশাপ তান্ তদা বিপ্রান্ জমদগ্নি-কুমারকঃ।
কদন্নভোজিনো যূয়ং চেলখণ্ড-ধরাভুবি ॥ ৪৭
অপ্রসিদ্ধাবন-স্থানে শ্লাঘনীয়া ভবিষ্যথ।
শপ্তেবত্থং ভার্গবো রামো মহেন্দ্রং তপসে যযৌ ॥ ৪৮
গতেতু ভার্গবে রামে তৎক্ষেত্রস্থা দ্বিজাতয়ঃ।
শাপগ্রস্তাঃ সুদুঃখার্ত্তাঃ শূদ্রপ্রায়াস্তদাভবন্ ॥" ৪৯

সহ্যাদ্রিঃ উত্তরার্দ্ধ ৭ম অধ্যায়।

ঠিক এইরূপ গল্প মহারাষ্ট্র কোকণস্থ ব্রাহ্মণগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে স্কন্দ-পুরাণে লিখিত হইয়াছে যে—"মাতৃহন্তা পরশুরাম তীর্থ-পর্য্যটনের নিমিত্ত দক্ষিণাপথে গমন করেন। তিনি শ্রাদ্ধে ও যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার অভ্যর্থনায় ঋষিরা আগমন করিলেন না—উহাতে ভার্গবমুনি কুপিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, আমি নূতন কর্ত্তা নূতন ক্ষেত্র নির্ম্মাণ করিয়াছি, অতএব কেন ব্রাহ্মণেরা আগমন করিলেন না। আমি নূতন ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিব, এইরূপ মনে ধারণা করিয়া সূর্য্যোদয়কালে স্নানের নিমিত্ত সাগরে গমন করিলেন। তিনি সহসা চিতাস্থানে কতকগুলি লোককে আগমন করিতে দেখিলেন, তাহাদের ষাটটীকুলের কথা শুনিয়া তাহাদিগকে পবিত্র করতঃ সর্ব্ব বিদ্যায় সুলক্ষণযুক্ত ব্রাহ্মণ্য প্রদান করিলেন। চিতাস্থানে পবিত্র হওয়ায় এই সকল ব্রাহ্মণেরা চিৎপাবন বা চিত্তপাবন সংজ্ঞায় অভিহিত হইলেন। পরশুরাম বলিলেন, "তোমরা কোন কার্য্যের জন্য যখনই স্মরণ করিবে, তখনই আমি আগমন করিব।"

"অনন্তর রাম সেই সকল ব্রাহ্মণকে নিজগৃহে আনয়ন করতঃ নামানুসারে গোত্র প্রদান করিলেন। গোত্রনামানুসারে চতুর্দ্দশটী কুল প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সকল ব্রাহ্মণেরা—গৌরবর্ণ, সুনয়ন এবং সুশ্রী। পরশুরামের প্রসাদে ঐ ব্রাহ্মণেরা সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইলেন। বহুদিবস হইল, ব্রাহ্মণেরা নিজকার্য্যে ব্যাপৃত রহিলেন। একদা কুবুদ্ধি-বশতঃ প্রভুর চিত্ত পরীক্ষার অভিপ্রায়ে ভার্গব মুনিকে স্মরণ করিলেন। পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞানুসারে তিনি তৎক্ষণাৎ উপস্থিত। কোন কার্য্য না দেখিয়া জগদ্‌গুরু পরশুরাম ক্রোধে অভিসম্পাত প্রদান করিলেন। তাহাতে ঐ ব্রাহ্মণেরা কুৎসিত-চিত্ত ও দরিদ্র হইল; সর্ব্বত্র চাকুরী করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিল। ইহাই চিত্তপাবনদিগের উৎপত্তির ইতিহাস। সহ্যপর্ব্বতের উপত্যকায় চিত্তপোলনামক গ্রাম ইহাদের বসতিস্থান।"

"শ্রাদ্ধার্থং চৈব যজ্ঞার্থং মন্ত্রিতাঃ সর্ব্বব্রাহ্মণাঃ।
নাগতা ঋষয়ঃ সর্ব্বে ক্রুদ্ধোঽভূদ্ভার্গবো মুনিঃ॥
ময়া নূতন কর্ত্তা বৈ ক্ষেত্রং নূতন-নির্ম্মিতং।
নাগতাঃ ব্রাহ্মণো সর্ব্বে কারণং কিং প্রয়োজনম্॥
ব্রাহ্মণা নূতনাঃ কার্য্যাঃ এবং চিত্তানুগ্রহং।
সূর্য্যোদয়েতু স্নানার্থং গতঃ সাগরদর্শনে॥
চিতাস্থানে তু সহসা হ্যাগতাংশ্চ দদর্শ সঃ।

* * *

ষষ্ঠিকুলং তেষাং শ্রুত্বা পবিত্রমকরোত্তদা।
ব্রাহ্মণ্যঞ্চ ততোদত্তা সর্ব্ববিদ্যা সুলক্ষণম্॥
চিতাস্থানে পবিত্রত্বাচ্চিত্তপাবন সংজ্ঞকাঃ।
সর্ব্বকালে স্মরন্নেব কার্য্যার্থে চাগতোঽস্ম্যহং॥

এবং হি চাশিষস্তেষাং দত্ত্বা তু ভাগবো মুনিঃ।
আগত আলয়ে শ্রেষ্ঠস্ত্রৈলোক্যাধিপতিঃ প্রভুঃ॥
এবং চ নূতনান্ বিপ্রান্ দদ্যাদ্ গোত্রাণি নামতঃ।
চতুর্দ্দশ গোত্র কুলাঃ স্থাপিত্বাশ্চতুরঙ্গকে॥
সর্ব্বে চ গৌরবর্ণাশ্চ সুনেত্রাশ্চ সুদর্শনা।
সর্ব্ব বিদ্যানুকুলাশ্চ ভার্গবস্য প্রসাদতঃ।
গতং বহুদিনং দেবি! স্বকার্য্যং কৃতবান্ স্থিতঃ।
কুচোদ্যং চৈবমাদায় স্বামিবুদ্ধিপরীক্ষণাৎ॥
অকার্য্যং কুরুতে কার্য্যং স্মরতে ভার্গবং মুনিং।
আগত স্তৎক্ষণাদেব পূর্ব্বোক্তস্য চ কারণাৎ॥
তন্মৈব দৃশ্যতে কৃত্যং ক্রোধিতশ্চ জগদ্গুরুঃ।
শাপিতাস্তেন যে বিপ্রা নিন্দ্যাশ্চৈব কুচিত্তকাঃ॥
শাপং চ প্রাপ্য তে তস্য কুটিলাশ্চ দ্ররিদ্রণঃ
সেবাং সর্ব্বত্র কর্ত্তার ইদং নিশ্চয় ভাষণম্।
ইতিহাস কথা দেবি তবাগ্রে কথিতা ময়া
চিৎপাবনস্য চোৎপত্তিরিদং চৈব তু কারণম্
সহ্যাদ্রেশ্চতলে গ্রামশ্চিত্তপোলন নামতঃ।”

স্কন্দপুরাণ সহ্যাদিখণ্ড উঃ ১মঃ অধ্যায়।—বিশ্বকোষ।

স্কন্দপুরাণের সহ্যাদ্রি খণ্ড উত্তরার্দ্ধে ১ম অধ্যায়ে কোকণস্থ চিৎপাবন ব্রাহ্মণদিগের প্রতি পরশুরামের বরদান ও অভিসম্পাতের কথা বর্ণিত হইয়াছে। আবার ঐ পুরাণের ৭ম অধ্যায়ে পরশুরাম কর্ত্তৃক জালিক কৈবর্ত্ত

দ্বিগের জাল ছিঁড়িয়া তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ বরদান ও সেই একরূপ অভিসম্পাতের কথা লিখিত হইয়াছে। ইহাতেই কি বোধ হইতেছে না যে, এই সকল গল্প কল্পিত ও শ্লোকগুলি প্রক্ষিপ্ত। পরশুরাম প্রথমে যখন কোকণস্থ ব্রাহ্মণগণকে বরদান করিয়া ঠকিলেন, তখন আবার জালজীবী কৈবর্ত্তগণকে ব্রাহ্মণ করিয়া তদ্রূপ বরদান করা ভার্গবের পক্ষে কতদূর সম্ভব, তাহা পাঠক মহাশয় বিবেচনা করুন। এই শ্লোকগুলি যে প্রক্ষিপ্ত নহে, তাহার নিশ্চয়তা কি? পরশুরাম কি ব্রাহ্মণ প্রস্তুতকারী বিধাতা?

পণ্ডিত পরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী প্রণীত তাঁহার "দক্ষিণাপথ ভ্রমণ" নামক পুস্তকের ২১০ পৃষ্ঠায় স্কন্দ পুরাণের পরশুরামের অভিসম্পাত-ব্যঞ্জক শ্লোক গুলি যে প্রক্ষিপ্ত, তাহা তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন—

"প্রত্যেক দেশেই কোন না কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ২।৪টী বিরুদ্ধ বচন দেখিতে পাওয়া যায়, উহা সাম্প্রদায়িক ঈর্ষার ফল ভিন্ন কিছুই নহে। পরাধীনতার ফলে পুরুষকার বিহীন হইলেই মানুষের কাপুরুষতা ও বিদ্বেষবুদ্ধি উপস্থিত হয়, তজ্জন্যই এই সকল বচন উৎপত্তি লাভ করে।"

শাস্ত্রী মহাশয়ের ২য় সংস্করণের পুস্তকের ২৯৫ পৃষ্ঠায় কোন মহাত্মার উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে যে, "ভারতবর্ষের জলবায়ুর এই একটী বিশেষত্ব যে, এদেশের লোক অনেক সময় প্রকাশ্যভাবে শত্রুতা না করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায়ের কুৎসাপূর্ণ বচন রচনা করিয়া শাস্ত্রীয় গ্রন্থমধ্যে প্রক্ষিপ্ত করিয়া রাখে। উক্ত গ্রন্থ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সেই সম্প্রদায়ের নিন্দা স্রোতও ক্রমে বাড়িয়া যায়। ইহাতে অতি সহজে ইষ্ট সিদ্ধ হয়। কারণ, লোককে অবমানিত করার এরূপ সহজ উপায় আর নাই। এই প্রকার আত্মকলহ দ্বারাই ভারতবর্ষ আবহমান কাল ব্যাপিয়া অধঃপথের দিকে অগ্রসর হইতেছে।" কথিত আছে, বাজীরাও পেশোয়া এক সময়

স্কন্দপুরাণের সহ্যাদ্রিখণ্ড দগ্ধ করিবার অনুমতি করিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশে অনেক পুস্তক ভস্মীভূত করা হয়, এখনও প্রতি বৎসর কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণেরা সভা করিয়া উক্ত পুস্তক দগ্ধ করিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ সহ্যাদ্রিখণ্ডে চিত্তপাবন ব্রাহ্মণের এত গ্লানিসূচক বচন আছে যে, উহা পাঠ করিলে চিত্তপাবন বিদ্বেষীদের চরিত্রের প্রতি নিতান্ত ঘৃণা জন্মে। শাস্ত্রে কখনও ঐরূপ গ্লানিকর কথা থাকা সম্ভব নহে। উহা খলস্বভাব ব্যক্তিদের বিদ্বেষবুদ্ধির নিদর্শন মাত্র।"

বাস্তবিক কোঙ্কণস্থ চিৎপাবন ব্রাহ্মণকুলে মহামহোপাধ্যায় বাপুদেব শাস্ত্রী ও বালশাস্ত্রীর ন্যায় জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতগণ ব্রাহ্মণকুল অলঙ্কৃত করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় ৺গোয়ীচন্দ্র, ৺বংশীবদন উত্থাসনী, মহিষাদল রাজ-পণ্ডিত ৺রামকান্ত বিদ্যাভূষণ ও তৎপুত্র রামচন্দ্র বিদ্যারত্ন, গড়-ভবানীপুরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাপণ্ডিত ৺রামজীবন স্মার্ত্ত-বাগীশ প্রভৃতি কত কত কৃতবিদ্যও ক্ষমতাশালী পণ্ডিত গৌড়াদ্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন যে, তাঁহারা প্রত্যেক স্কন্দ-পুরাণের ন্যায় এক একখানি গ্রন্থ রচনা করিতে পারিতেন।

যখন ক্ষত্রিয়-রাজ বাসুদেব বঙ্গে এবং বীর ভগদত্ত আসামে (প্রাগ্‌-জ্যোতিষপুরে) শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন, তখন মহাভারতীয় যুদ্ধ। অতএব মহাভারতের সময়ে গৌড়ে যে ব্রাহ্মণাগমন হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। যে গৌড়ীয় বৈদিক ব্রাহ্মণগণের বেদমন্ত্রে বঙ্গভূমি একসময়ে মুখরিত ছিল, যে ব্রাহ্মণগণের ব্রাহ্মণ্যতেজে আকৃষ্ট হইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে মহারাজ জনমেজয় সর্পযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, সেই ব্রাহ্মণ-সমাজ এখন কাল-মাহাত্ম্যে মুহ্যমান ও নিষ্প্রভ। এখনও দিল্লী অঞ্চলে গৌড়-ব্রাহ্মণের সংখ্যা যথেষ্ট আছে। ইহাদের সামাজিক নিত্য-নৈমিত্তিক-আচার ব্যবহারে গৌড়ান্ত-বৈদিক ব্রাহ্মণগণের সামাজিক পদ্ধতির সহিত সৌসাদৃশ্য আছে। জাতকর্ম্ম—বিবাহ ও ঔর্দ্ধদৈহিক সংস্কারাদি কার্য্যে

বড় একটা প্রভেদ নাই। বিবাহের অঙ্গ গাত্রহরিদ্রা, আয়ুর্দ্ধ্যান্ন, অধিবাস, নান্দীমুখ বা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, বরযাত্রা, জামাতৃবরণ, স্ত্রী-আচার, মাল্যদান, সম্প্রদান, বাসর, কুশণ্ডিকা, সপ্তপদীগমন, ফুলসজ্জা ও পাকস্পর্শ প্রভৃতি বৈবাহিক ব্যাপারগুলি পশ্চিমাঞ্চলের গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণ আজ পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। উক্ত গৌড়-ব্রাহ্মণ হইতে গৌড়তগা নামে এক সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ-সমাজ আছে। তাঁহারা বলেন, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ মহারাজ জনমেজয়ের নিকট প্রভূত ভূম্যাদি দান পাইয়া চিরকালের জন্য গৌড় ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহাদের "গৌড়তগা" নাম হয়। "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" প্রণেতা বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার পুস্তকের ৭১ ও ৭২ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত বৃত্তান্ত লিখিয়া উপসংহারে বলিতেছেন যে, "সপ্তশতী প্রভৃতি এখানকার আদি ব্রাহ্মণগণই প্রাচীনতম গৌড় ব্রাহ্মণসন্তান বলিয়া অনুমিত হয়।" এক্ষণে নগেন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, তাঁহার ব্যবহৃত "প্রভৃতি" শব্দে সপ্তশতী ছাড়া কোন্ ব্রাহ্মণসমাজকে বুঝাইতেছে? পাঠকগণ ৮ম অধ্যায় প্রমাণ পাইয়াছেন যে, রাঢ়ীয় কুলজ্ঞ শূলোপঞ্চানন ৪০০ শত বৎসর পূর্ব্বে বলিয়া গিয়াছেন যে,—

"পঞ্চ গোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই
তা ছাড়া বামণ নাই—
যদি থাকে দু' এক ঘর
সাতশতী আর পরাশর।"

বোধ হয়, বিদ্বেষবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া নগেন্দ্রবাবু পরাশরের নাম গুপ্ত রাখিলেন। নতুবা তাঁহার বিশ্বকোষে স্কন্দ-পুরাণের কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপাইয়া গৌড়ের আদি বৈদিক ব্রাহ্মণগণের প্রতি অযথা গালিবর্ষণ করিবার সুবিধা পাইবেন কেন? স্কন্দ পুরাণের ৭ম অধ্যায়ে এরূপ কথা লিখিত নাই যে, ভারতের

পশ্চিম প্রান্তে মালবার উপকূলে পরশুরামের সৃষ্ট জালজীবি কৈবর্ত্ত হইতে উদীত ব্রাহ্মণ বিন্ধ্যগিরি উল্লঙ্ঘন করিয়া সুদূর বঙ্গদেশে চাষী-কৈবর্ত্তের পৌরহিত্য করিবে। যে নগেন্দ্রবাবু নিজ সম্প্রদায় কায়স্থকে ক্ষত্রিয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রাণান্ত পরিশ্রম করিতেছেন সেই নগেন্দ্রবাবুর হস্তে বঙ্গের গরিষ্ঠ সম্প্রদায় মাহিষ্য জাতির এবং তাহাদের পুরোহিত-গণের লাঞ্ছনা দেখিলে মনে বড় দুঃখ হয়, আর রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের উপদেশ স্মরণ হয় যে "শকুনি অতি উর্দ্ধে উড়ে কিন্তু তার দৃষ্টি থাকে ভাগাড়ে।"

———

অষ্টাদশ অধ্যায়।

—:*:—

পালবংশীয় রাজারা কোন্ জাতি ?

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে রামচরিত কাব্য সংগ্রহ করিয়া ঐতিহাসিকগণের গবেষণা ফুটাইয়া দিয়াছেন। পালবংশীয়গণ কোন জাতি ছিলেন তাহার আলোচনা চলিতেছে। খালিমপুরে প্রাপ্ত ধর্ম্মপালদেবের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে "সর্ব্ববিদ্যাবদাত" দয়িত বিষ্ণু একজন সামন্ত রাজা ছিলেন। দয়িত বিষ্ণুর পুত্র বপ্যট এই বপ্যটের পুত্র গোপাল দেবকেই প্রকৃতিপুঞ্জ "মাৎস্যন্যায়" (অরাজকতা) দূর করিবার জন্য সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। গোপাল হইতেই প্রকৃতপ্রস্তাবে পালবংশীয়গণ গৌড়ের সম্রাট হন। ধর্ম্মপাল দেব গোপালের পুত্র। রামচরিত কাব্য-প্রণেতা সন্ধ্যাকর নন্দী ধর্ম্মপাল হইতে বংশ গণনা করিয়াছেন কিন্তু গোপাল বা তদীয় পিতৃ পিতামহগণের কোন উল্লেখ করেন নাই। দয়িতবিষ্ণু কি বপ্যট ইহাঁরা কেহই পাল নহেন, গোপালকেও পাল বলা যায় না, কারণ তাহা হইলে রাজার নাম 'গো' (পাল) এরূপ কোনও নাম এদেশে প্রচলিত নাই। সুতরাং বলিতে হয় প্রথম তিন রাজা পাল ছিলেন না। সম্ভবতঃ গৌড়ের সিংহাসনে প্রথমে উপবিষ্ট হওয়ায় গোপালের নামটি চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তৎপুত্রকে ধর্ম্মপাল আখ্যা দেওয়া হয় এবং তদবধি এই বংশীয়গণ পুরুষানুক্রমে পাল উপাধি-ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। সন্ধ্যাকর নন্দীও তজ্জন্য ধর্ম্মপাল হইতে বংশ গণনা করিতেছেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে দয়িতবিষ্ণু ও বপ্যট ক্ষুদ্র সামন্ত রাজা ছিলেন। হণ্টার সাহেব তাহাদিগকে ভূঞ্যা রাজা বলিয়াছেন:—

"The Bhuiya or Bhuddhist Rajas (founders of the Pal dynasty of the Kings of Bengal)."

Hunter's Statistical Account of Dacca, page 118.

অনেকে বলেন দয়িতবিষ্ণু রাঢ় দেশের সামন্ত রাজা ছিলেন, রাঢ়দেশে বা পূর্ব্ববঙ্গে কোন্ কোন্ বংশে সামন্ত রাজগণ জন্ম গ্রহণ করেন, তাহার অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক। দক্ষিণ রাঢ়ে তমলুকের রাজগণ ভূঞ্যা উপাধি ধারণ করেন, পাঠক মহাশয় তাহার বিবরণ পরে জানিতে পারিবেন। পূর্ব্ব বঙ্গে ঢাকা জেলায় হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি ২।৪টী ভূঞ্যা রাজার রাজত্ব ছিল, হাণ্টার সাহেব তাহা স্বীকার করিয়াছেন, যথা:—

"Savar was the Capital of the Bhuiya Raja Harischandra; in 1839 the only traces that remained of his residence was a heap of bricks and earth overgrown with jungles.

Hunter's Statistical Account of Dacca, page 72.

দীনেশচন্দ্র সেন প্রবাসী পত্রিকায় রাজা হরিশ্চন্দ্র পালকে স্পষ্টাক্ষরে মাহিষ্য বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। হরিশ্চন্দ্র পালের বংশধারা এখনও ঢাকা জেলায় কোণ্ডা গ্রামে বর্ত্তমান, তাহারা মাহিষ্য ("গৃহস্থ" পত্রিকার গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ময়নামতীর পুঁথি দ্রষ্টব্য)।

সিংহগিরি তদীয় ব্যাসপুরাণে পালগণকে অধম ক্ষত্রিয় বলিয়াছেন।

Singhagiri in his Vyasa Puran imbedded in the Vallal charita, after recounting all the Kshatriyas in India in the 12th century speaks of the Palas as the worst of Kshatriyas.

উত্তর বঙ্গের শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয় বৈদ্যদেবের প্রশস্তি অবলম্বন করিয়া পা ব শকে ১৩২০ জ্যৈষ্ঠের সাহিত্যে সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়াছেন। নির্ব্বাণপ্রায় পালবংশের শেষ দুই রাজা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। নিজের জাতিকে বড় করিবার ইচ্ছা প্রত্যেক জাতির আছে। তাম্রফলক দ্বারা ভূম্যাদি দানকারী ব্রাহ্মণেতর কোন জাতীয় রাজাই ক্ষত্রিয় পরিচয় না দিয়া ছাড়েন নাই। তাই মুলো পঞ্চানন লিখিয়া গিয়াছেন

"নৃপমাত্রে ক্ষত্রবাদ কলিতে সাহস,"

বঙ্গসাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ বাবু দীনেশচন্দ্র সেন তাম্রশাসনোক্ত জাতি পরিচয়ের মূল্য বুঝিয়া লিখিয়াছেন—

"পাল রাজারা ও কম্বোজিয়া নৃপতিগণ যে তাদৃশ উচ্চ জাতীয় ছিলেন না, তাহা এদেশের চিরাগত প্রবাদ; কিন্তু ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তিগণ যখনই রাজতক্তে বসিয়াছেন, তখনই তাঁহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন। অতি নীচ শবর চণ্ডাল জাতি পর্য্যন্ত রাজ সিংহাসন লাভ করিয়া তাম্রশাসনে আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, ঐতিহাসিকগণের তাহা অবিদিত নাই। এখন যাঁহারা যে যে জাতি বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, সেন্সাস রিপোর্টে তাঁহাদের সেই সেই আব্দার অনেক সময়ে অগ্রাহ্য হইয়া যাইতেছে। নিজেদের হাতে তাম্রশাসন থাকিলে সেই সব জাতি স্বীয় সামাজিক গৌরব বাড়াইয়া লিখিতেন তাহাতে সন্দেহ কি? সুতরাং তাম্রশাসনোক্ত জাতি পরিচয় আমরা শিরোপার ন্যায় শিরোধার্য্য করিয়া লইব না।"

শাস্ত্রী মহাশয়ও পালবংশীয়গণকে ক্ষত্রিয় বলেন নাই। যথা—As time went on, their pretensions seem to have been on the increase for Vaidyadeva in his Assam inscription describes, his leige, lord Madan Pal as belonging to solar

race. Ram-Charita and Vaidyadev Prashasti are very late works. In none of the earlier inscriptions do the Palas advance any such pretensions They were plebeians and so they thought well to remain

রামচরিত কাব্যের ভূমিকা।

"অর্থাৎ যতই কাল অতীত হইতে লাগিল ততই পালদের দাবি দাওয়া যেন বাড়িয়া চলিল, কেননা পালদের শেষ অবস্থায় বৈদ্যদেব তাঁহার আসামফলকে নিজ প্রভু মদন পালকে সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণনা করিয়া ফেলিয়াছেন। বৈদ্যদেব প্রশস্তি অনেক পরবর্ত্তী রচনা, পালগণ তাঁহাদের প্রাচীন কোন ফলকেই এই আকারের আস্পর্দ্ধা প্রদর্শন করেন নাই, তাঁহারা সমাজের সাধারণ মধ্যবর্ত্তী জাতীয় লোক ছিলেন এবং নিজ অবস্থাতেই তুষ্ট ছিলেন।

যে বৈদ্যদেবের প্রশস্তির বলে মৈত্রেয় মহাশয় পালবংশকে "সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় "বলিয়াছেন তাহার মূল্য কত টুকু তাহা দেখাইবার জন্য আরো দুই একটি কথা বলা আবশ্যক।

বৈদ্যদেব কুমারপালের সময়ে আসামের রাজা হইয়াও মদন পালের কাল পর্য্যন্ত পালগণের অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিলেন। কুমার পাল ও তৎপুত্র স্বল্পকাল রাজ্য করিয়াই পরলোকগত হন এবং তাহাদের স্থানে কুমারপালের ভ্রাতা মদন পাল রাজা হন। যে সময়ে বৈদ্যদের আসামে বসিয়া নিজ ব্রাহ্মণ মনোরথ দ্বারা মদন পালকে সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। ঠিক সেই সময়েই সন্ধ্যাকর নন্দী মদন পালের সভায় বসিয়া রামচরিত কাব্য লিখিয়াছিলেন। সন্ধ্যাকর গৌড়ের সম্রাট সভার কবি আর মনোরথ একজন অধীনস্থ রাজার সভার কবি। উভয়ের কবিত্বেও সেই অনুপাত গুণ দেখা যায়।

রামচরিত কাব্যের কল্পনা রচনার প্রগাঢ়তা, ঐতিহাসিক ঘটনা বিন্যাসজনিত পটুতার সঙ্গে কবি মনোরথের যুবক-কবি সমুচিত উদ্দাম কল্পনা তুলনা করিলে রামচরিতের কবি যে অনেক অধিকতর বিজ্ঞ ও ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মৈত্রেয় মহাশয় মনোরথের "ভীমরাবণ বধাৎ" রামচরিত-কাব্যের পূর্ব্বাভাস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় উহা পূর্ব্বাভাস না হইয়া পরাভাস বলিয়া গণ্য হইবে। সন্ধ্যাকর নন্দী নিজেই লিখিয়াছেন, তিনি স্বরচিত কাব্য প্রথমতঃ লোক সমাজে প্রকাশ করেন নাই, সভায় অন্য কথা উপলক্ষে স্বরচিত কাব্য হইতে দুই একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিতেন মাত্র। তাহাতেই ক্রমশঃ তাহার উপর চাপ পড়ে এবং শেষে তিনি কাব্য বাহির করেন। যথা—

"ক্বাপি ক্বাপ্যাস্মাভির্জড়মন্তবগাধং পঙ্কমভিশঙ্ক্য।
গুণনিবহনিবিড়বন্ধা গুপ্তাসীৎ গৌরসস্রবন্তীয়ন্ ॥
রসনাগবশাৎ চ নিরগাৎ পদগত্যা চিত্রপাঠবন্ধেব।
তামুদ্ধর্ত্তুমিতস্তে শতশঃ স্বয়মাসতে সন্তঃ ॥"

(কবিপ্রশস্তি ১৫।১৬)

ইহা অতি ধীর বয়োবৃদ্ধ প্রবীণ লোকের রীতি। সুতরাং মনে করা স্বাভাবিক যে, কুমারপালের সময়েই এই কাব্য রচিত হইয়াছিল। মদন পালের সময়ে কবি তদীয় সভাসদ হইয়া সুযোগ বুঝিয়া এই কাব্য প্রকাশ করেন। বৈদ্যদেবের প্রশস্তি ইহার পরবর্ত্তী নূতন হাতের রচনা সন্দেহ নাই। বৈদ্যদেবের ব্রাহ্মণ মনোরথ পালবংশের নির্ব্বাণকালে ঘুরে বসিয়া মদন পালকে সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই—মদনপালের নিজ সভাস্থ পণ্ডিত সন্ধ্যাকর নন্দী সেরূপ লিখিতে সাহস করেন নাই।

কবি সন্ধ্যাকর নন্দী বৌদ্ধ পাল রাজগণের জাতির কথা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই ; কিন্তু তিনি লিখিয়াছেন—

"বদনগতভারতীকঃ কমলাসনতাং দধৎ প্রজানার্থঃ।
বিধিরিব ধাত্রা জগতো যঃ শ্রীপতিনাভিসম্ভূতঃ॥"

রামচরিত ১ম পরিচ্ছেদ ১৭শ শ্লোক

অনুবাদ। সেই রামপালের মুখে সরস্বতী বাস করিতেন,—তিনি কমলাসনতা (ব্রহ্মারপদ) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, প্রজাদগের নাথ ছিলেন, বিষ্ণুর নাভি হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মার ন্যায় জগতের বিধাতা ছিলেন। নাভি হইতে ক্ষত্রিয় বুঝায়, অতএব তিনি "ক্ষত্রিয় সম্ভূত" ছিলেন।

কবি এস্থলে ক্ষত্রিয় বলিলেন না। তিনি 'নাভি-সম্ভূত' (ক্ষত্রিয়-সম্ভূত) অর্থাৎ ক্ষত্রিয় হইতে জাত বলিলেন অর্থাৎ পালগণ ক্ষত্রিয়বীর্য্যে উৎপন্ন ; কিন্তু মাতৃকুল ক্ষত্রিয় নহে। কারণ তাহা হইলে তাহারা 'ক্ষত্রিয়' বলিয়াই কথিত হইতেন। ক্ষত্রিয় শব্দ এখানে অতি দুর্ব্বলভাবে উপন্যস্ত, এমন কি ক্ষত্র শব্দ পর্য্যন্ত ব্যবহার না করিয়া নাভি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। আর ক্ষত্রিয় হইলে চন্দ্র কি সূর্য্য বংশের উল্লেখ থাকিত সুতরাং দেখা যাইতেছে পালগণ ক্ষত্রবীর্য্য সম্ভূত কিন্তু ক্ষত্রিয় নহেন।

হিন্দু নরপতি দিব্যক জাতিতে কৈবর্ত্ত ছিলেন একথা সন্ধ্যাকর স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন যে, ভদ্রেশ্বর নামক জনৈক চিকিৎসক রামপালের সময়ে পাকশালার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। এই ভদ্রেশ্বরের পুত্র সুরেশ্বর স্বরচিত বৈদ্যকগ্রন্থে আপনাকে ''ভীমপালের' সভাসদ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। শাস্ত্রীমহাশয় এস্থলে মনে করেন যে, এই ভীমপাল ও রাজা ভীম একই ব্যক্তি। অর্থাৎ ভীম যখন পাল বংশীয়গণকে তাড়াইয়া তাঁহাদের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন, তখন সভাসদগণের তাঁহাকে পাল উপাধিতে বর্ণনা করা স্বাভাবিক, 'পাল' শব্দের

অর্থ পালনকারী। সুরেশ্বর ও ভীমের সময়ও একই বটে। এখানেও দেখা যাইতেছে পালগণ ও রাজা ভীম একশ্রেণীর লোক বলিয়াই বিবেচনা হয়। কবি সন্ধ্যাকর উভয় বংশেরই যেরূপ গৌরবজনক বর্ণনা করিয়াছেন তাহার সহিত সমগ্র বিষয়টী চিন্তাকরিলে এবিষয়ে সন্দেহ থাকেনা। ১৭৮ পৃষ্ঠায় "রামচরিত কাব্য" হইতে ২।৩টী শ্লোকমাত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। ভীম সম্বন্ধে কবির শ্রদ্ধার সীমা নাই। তিনি মৌখিক পালদিগের পক্ষে, কিন্তু হৃদয়ে যেন ষোল আনা ভীমের দিকে। তিনি আর একস্থলে বলিয়াছেন "রাজা দিব্যক কর্ত্তব্য বোধে পালদের শত্রুতা করিয়াছিলেন।" এই কর্ত্তব্যবোধ কিসের? হিন্দুদের প্রতি পালগণের অত্যাচারের নাকি? কবি ভীম সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"অস্মিন রত্নানামাশ্রয়ে সরস্বত্যপি স্বয়ং লক্ষ্মীঃ
তে পারিজাতবাজিপ্রবরকরীন্দ্রাদয়োঽপ্যাসন্ ॥
বিশ্বম্ভরেণ লক্ষ্মীর্লেভেঽমৃতমপ্যলম্ভি সুমনোভিঃ।
কিঞ্চ লভতেস্ম শম্ভূরাজানাং যং সমাসাদ্য ॥
অজীজিবন জগদখিলং দধতঃ পারার্থ্যমর্থিনো ঘনাঃ।
অচ্যুত পদমধিরুহ্য যস্য চ কল্পদ্রুম প্রকৃতেঃ ॥
স ভবানী সমুপেতো ভুজঙ্গমণিভূষিতঃ স্বয়ং দেবঃ।
দ্বিজরাজকেতুরাসীন্মুক্তাপুণ্যস্য যস্যান্তঃ।
যোঽত্যন্ততো যশোভী রাজিতদিগভিত্তিরহত মর্য্যাদঃ।
সুকৃত পদব্যালোভেন কৃতোৎসাহো বহন্ মহাশয়তাং ॥"

(২।২৩-২৭)

অনুবাদ। 'বহুতর রত্নরাজির আশ্রয়ে সরস্বতীও স্বয়ং লক্ষ্মী হইয়া যাঁহাতে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন সেই সঙ্গে পারিজাত, শক্রলব্ধ শ্রেষ্ঠ অশ্ব,

হস্তী ও বীরগণ পর্য্যন্ত তাঁহার অধীন হইয়াছিল। যে রাজাকে পাইয়া বিশ্ব অতিশয় সম্পদ লাভ করেন সজ্জনগণও তাঁহার অযাচিত দানে কল্যাণ ভূমি লাভ করিয়াছিলেন। যাঁহার কল্প তরুর ন্যায় স্বভাবের গুণে যাচক-গণ অবিরত অস্খলিত পদে জগতে বাস করিয়াছিল। সর্পালঙ্কৃত স্বয়ং চন্দ্রশেখর মহাদেব ভবাণীর সহিত যাঁহার পাপ বিদূরিত করিয়া বিরাজিত ছিলেন। যে (ভীম) অতিশয় কীর্ত্তি দ্বারা উদ্দীপ্ত হইয়া দিঙ্মণ্ডলের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন এবং ধর্ম্ম মার্গে উৎসাহিত হইয়া মহাশয় পদবী লাভ করিয়াছিলেন।'

দিব্য ও ভীম রবেন্দ্রীর সিংহাসন লাভ করিয়া রাজ্য সুরক্ষিত করিবার জন্য একটী সুদৃঢ় 'ডমর' নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।* বর্ত্তমান বগুড়া সহরের উত্তর হইতে মহাস্থান গড় ছাড়াইয়া কতকটা উত্তর পর্য্যন্ত দুর্গ প্রাকারের ন্যায় একটী সমুচ্চ ও বিস্তৃত স্থান রহিয়াছে অনেকেই উহাকে "ভীমের জাঙ্গালের অংশ" বলিয়া মনে করেন। হাণ্টার সাহেব ঐ স্থান পরিদর্শন করিয়া লিখিয়াছেন যে, এই স্থান ইতালীর গোল দুর্গের মত, কেবল নিকটবর্ত্তী সহরবাসী নহে যাহাতে রাজ্যের চারিদিকের অধিবাসীগণ আপৎকালে আশ্রয় লাভ করিতে পারে এই অভিপ্রায়েই এই সুবিশাল মৃৎপ্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছিল।

"I am led to think that the enclosure was like the ring-fort of Italy, a place of temporary refuge, not only for the people of neighbouring town, but of country round, in times of danger" (W. W. Hunter's S. Account of Bengal (Bogra) P. 193.

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের ১৯৫ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে—

"উক্ত সুদৃঢ় ও বিশাল দুর্গপ্রাকার ও তন্মধ্যবর্ত্তী স্থানই রামচরিতে

* শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন কৃত বগুড়ার ইতিহাস ৩৪—৩৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

ভীমের 'ডমর' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। রামপালের আক্রমণে ও প্রায় আট শত বর্ষের নৈসর্গিক বিপ্লবে উক্ত 'ডমর' ক্রমশঃ বিধ্বস্ত হইলেও এখনও যাহা আছে তাহাতে পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের বিস্ময়োৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছে, সন্দেহ নাই। সুতরাং উক্ত ডমরের পার্শ্বে যে কৈবর্ত্ত নায়ক ভীমের রাজধানী ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতেছে না। ভীম কেবল নিজ রাজধানী সুরক্ষার ব্যবস্থা করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন না, তাঁহার অধিকৃত বরেন্দ্রী রাজ্যের দক্ষিণ সীমা পাবনা জেলার সিরাজ-গঞ্জ হইতে রাজ্যের উত্তর সীমা ধুবড়ী পর্য্যন্ত এক সুবিস্তৃত জাঙ্গাল প্রস্তুত করাইয়াছিলেন তাহা অদ্যাপি 'ভীমের জাঙ্গাল' নামেই পরিচিত।"

রামপাল ও তৎপুত্র রাজ্যপাল আর্য্যাবর্ত্তের প্রায় সমস্ত রাজগণের* আশ্রয় লাভ করিয়া মিলিত সৈন্যের সাহায্যে নৌসেতু প্রস্তুত করতঃ গুপ্তভাবে মহাবাহিনী (বড় গঙ্গা) পার হইয়াছিলেন। রামপালের চতুরঙ্গ বিপুল সেনা ভীম নির্ম্মিত উক্ত 'ডমর' ধ্বংস করিয়া ভীমরাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন।

---

* রামপাল ও তৎপুত্র রাজ্যপাল যে সমস্ত রাজগণের সাহায্যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সপ্ত রথীতে মিলিয়া বীরকুমার অভিমন্যুকে বধ করিবার ন্যায় বীরশ্রেষ্ঠ ভীমরাজকে বন্দী করিয়াছিলেন, রামচরিতের টীকায় সেই সমস্ত রাজগণের এইরূপ নাম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে—

কাণ্যকুব্জরাজের সেনা পরাভবকারী মগধাধিপতি পীঠীপতি ভীমযশা; কোটাটবীর দক্ষিণ রাজচক্রবর্ত্তী বীরগুণ, উৎকলাধিপ কর্ণকেশরীর সেনাধ্বংসকারী দণ্ডভুক্তি পতি জয় সিংহ, দেবগ্রাম-প্রতিবদ্ধ বালবলভীপতি বিক্রমরাজ, অপার মন্দারপতি সমস্ত আটবিক-সামন্তচক্র চূড়ামণি লক্ষ্মীশূর, কুজবটীয় প্রতিপক্ষ নৃপতিবিজয়ী শূরপাল, তৈলকল্পীয়-কল্পতরু রুদ্রশিখর, উচ্ছাল পতি ভাস্কর ময়গল সিংহ, ঢেক্করীয় রাজ প্রতাপ সিংহ, কয়ঙ্গলীয় মণ্ডলাধিপতি নরসিংহার্জ্জুন, সঙ্কটগ্রামীয় চণ্ডার্জ্জুন, নিদ্রাবলীয় বিজয় রাজ, কৌশাম্বীপতি বর্দ্ধন বা গোবর্দ্ধন ও পদ্মবত্যাপতি সোম এবং রামপালের অনুগত প্রতাপশালী মাতুল পুত্রদ্বয়।

"তস্য মহাবাহিন্যাং গুপ্তায়াং তরণি সম্ভবেনাভূৎ।
দ্বিষমভিসেনয়তো মুখরিতদিক্কোলাহলঃ সমুত্তারঃ॥
আবাসয়ন স বিম্বধীচীরুচ্চৈশ্চমূরমুরিরচয়ন্।
উত্তরকূলং পরিতস্তরে তরস্বী মহাসিন্ধোঃ॥"

(২।১০-১১)

"অপি চণ্ডধামনন্দনবিরচিতহরিকুঞ্জরব্যূহঃ।
তুমুলমতুলরণরঙ্গচতুরঙ্গঞ্জয়দবীন বলং কলয়ন্॥"

২।৭

"অপি চাপদং ডমর প্রতিমদ্রবিনোহবধু নিখিলনৃপম্।
স ভুবস্যাবিতজনকঃ করপল্লবলীলয়ালাবীৎ॥
স রামপালো ভবস্য সংসারস্যাপদং বিপদং
ডমরমুপপুরং শক্র কৃতমলাবীৎ॥"

(রামচরিত টীকা ১।২৭)

ভীমের পতনে কবির হৃদয়গত ব্যথা রাশি স্পষ্ট অনুভব করা যায়. রামপালের জয়জনিত আনন্দের কথা কবি মুখে বলিয়াছেন, হৃদয়ে যেন অনুভব করেন নাই যথা—

"বিধি বিড়ম্বনা বশতঃ (অর্থাৎ হায় কি দুর্দৈব বশতঃ) সেই শক্র শ্রেষ্ঠ ভীম জীবিতাবস্থাতেই বলপূর্ব্বক রামপাল কর্ত্তৃক বন্দী হইলেন! সেই ভীমের সৈন্যগণ কিছুমাত্র কাতরতা প্রাপ্ত হইল না।"

২।১৭শ শ্লোকের অনুবাদ।

যুদ্ধরচনা দ্বারা পৃথিবী প্রাপ্তির আশাধারী রাজা রামপাল কর্ত্তৃক সেই রাজা ভীম যাহাতে খ্যাতির (যশের) কোন হানি না হয় এইভাবে

অল্পভয়ে কিছু কাতর অবস্থায় বারণ শ্রেষ্ঠের পৃষ্ঠে অবতিষ্ঠমান অবস্থাতেই যেন 'দাবা খেলিবার কোঠে' বন্ধন প্রাপ্ত হইলেন।

২।২০শ শ্লোকের অনুবাদ।

কবির কি আশ্চর্য্য সহানুভূতি! রাজা ভীমের গৌরব ও বীরত্ব এই শ্লোকে কেমন অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষিত! তাহার পরাজয়ের কত কৈফিয়ৎ অথচ মহাহৃদয় ভীম কবির প্রভু ও প্রভুর পিতার প্রাণান্তকর শত্রু। সন্ধ্যাকর ভীমকে যত প্রশংসা করিয়াছেন, মহাকবি ব্যাস নিজের সন্ততি-রূপী ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠিরকেও যেন তত প্রশংসা করেন নাই।

'এমন যে বন্দীভূত ভীম নৃপতিরূপ শত্রু তিনি রামপাল কর্ত্তৃক গজযুথ মধ্য হইতে অবতারিত হইলেন। কিরূপ রামপাল কর্ত্তৃক? না যে রামপাল পৈত্রিক রাজ্য বরেন্দ্রভূমি শুভক্ষণে প্রাপ্ত হইয়াছেন এই মঙ্গল বার্ত্তা প্রচার করিয়া স্বপক্ষদিগকে উৎসব করিতে আদেশ করিয়াছিলেন।'

২। ২৮ শ্লোকের অনুবাদ।

ভীম ধৃত হইলে তাঁহার প্রিয় বন্ধু হরি বিক্ষিপ্ত সৈন্য একত্র করিয়া মহোৎসাহে রামপালকে আক্রমণ করিলেন। হরির বিশ্ববিজয়িনী শক্তির প্রভাবে আবার তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। রামপালের বীর-পুত্র রাজ্যপাল রণস্থলে মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন। রামপাল মহৌষধি শক্তির গুণে প্রিয় পুত্রের সংজ্ঞা লাভ করাইয়া তীক্ষ্ণ চন্দ্রহাসের আঘাতে হরিকে নিধন করিলেন। এদিকে রাজ্যপ্রাপ্তির আশা নাই বুঝিয়া ভীম আত্ম-হত্যা করেন।

"অথ ভীমানিকং তেন মহাতরসা শনৈরমেয়বলম্।
সমচীয়ত হরি সুহৃদা সুবিহিতপরমণ্ডলাবরোধেন। ৩৮
ক্ষিপ্ত বিপক্ষাবনিনা কীশবলেনোৎসৈর্তং মহোৎসাহাং।
উন্মলিতেরিতপরস্পারকৃতসঙ্ঘট্টনাগচয়ম্॥" ৩৯

শক্তিজ গদ্বিজয়িনী বৃষজয়িনস্তস্য সূনুমপ্যসজত।
স মূর্চ্ছিতোঽয়মনয়া ধাম ধরায়াং নিবেশয়ামাস ॥ ৪৪
তেন প্রতিহত মোহেন লক্ষ্মণেনারিরাকলিতমায়ঃ।
নিন্যে মৃত্যুস্থানং জেতা স পরাক্রমেণ হরেঃ ॥ ৪৬
রামেণোচিতরূপা কাপি দশাস্যোপহিতা বিপদ্ধোরা।
সশিরশ্ছেদব্যতিকরমদর্শদেষ স্বয়ং হি দৃশা ॥ ৪৭
নিহত কুটুম্বস্য পুরো দারুণমাস্কন্দনং কিমপি দধতঃ।
ধৃত চন্দ্রহাসধান্নালঙ্কারাজঃ কৃতোঽস্য বধঃ ॥" ৪৯

রাম চরিত-২য় পরিচ্ছেদ।

'রামপালের রাজধানী রামাবতীর ধ্বংসাবশেষ ছাড়াইয়া উত্তরে বরাবর গাঙ্গনইর কুলে ভীমের লীলা ও কীর্ত্তি নিকেতনের বিগতস্মৃতি জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে। রামপালের মহাবিহারের ৩ ক্রোশ উত্তরে ভীমের জাঙ্গালের উভয় পার্শ্বে কীচক নামক গ্রাম। প্রবাদ যে এই স্থানের মহাশ্মশানে গাঙ্গনদীর কুলে কীচকের সঙ্গে লক্ষ লোকের শবদাহ হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ভীম মৃত্যুমুখে পতিত হইলে এই শ্মশানে তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া এবং তৎসঙ্গে রণ স্থলে নিহত তাঁহার আত্মীয় স্বজন ও সেনামণ্ডলীর শব দাহ হইয়া থাকিবে। উক্ত গাঙ্গনদীর অপর পারে হরিপুর গ্রাম ভীম সুহৃদ হরির ক্ষীণস্মৃতি রক্ষা করিতেছে। কীচকের উত্তর পশ্চিমে দুই মাইল দূরে ভীমের পিতারুদোকের স্মৃতি জ্ঞাপক রুদাইপুর গ্রাম রহিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে এই স্থান ভীষণ জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল, অল্প দিন হইল নিকটস্থ মুসলমান কৃষকগণের যত্নে বিশাল-কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। এখনও এখানে ১৫। ১৬টী পুষ্করিণী, ধ্বংসাবশেষ মধ্যে বহু স্থান ব্যাপী খণ্ড ইষ্টক রাশি ও পূর্ব্বতন প্রাসাদ

বা মন্দিরের প্রস্তর খণ্ড ভীমকীর্ত্তিকলাপের সাক্ষ্য দিতেছে। রুদাই-পুরের নিকট সোলাগাড়ি, খরপা, সালদহ ও বট্টাগ্রামে ভীমের রাজধানী ছিল বলিয়া লোকের বিশ্বাস। মুসলমান অধিবাসীগণ এখন সালদহ গ্রামের মধ্যে ভীম রাজের বাটী নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ডের চতুর্দ্দিকে গ্রামের পরিখা ও মধ্যভাগে সমুচ্চ ভগ্ন ইষ্টক স্তূপ ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইষ্টক খণ্ড ও বহু সংখ্যক সরোবর দেখিতে পাওয়া যায়। ভীম রাজার বাটীর উত্তর পশ্চিমে এক বৃহৎ সরোবর রহিয়াছে। লোকে তাহাকে 'ভীমসাগর' বলিয়া থাকে। বগুড়া সহরের উত্তরে সুবিল হইতে অঙ্গুরীয়াকারে ভীমের জাঙ্গাল আরম্ভ এবং উক্ত সালদহ গ্রামে সেই জাঙ্গাল শেষ হইয়াছে।

কবি সন্ধ্যাকর ভীমের অতি সুন্দর জ্বলন্ত আদর্শ চরিত্র-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, যুদ্ধে পরাজিত হইলেও কাব্যের প্রকৃত নায়ক ভীমই হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। ভীমের প্রশংসা করিয়া এতগুলি শ্লোক রচনা করিলেন অথচ রামপালের সেরূপ কোন বর্ণনা করেন নাই, যেন খাতিরে খাতিরে কয়েকটী কথা বলিয়াছেন। রাবণের সঙ্গে ভীমের তুলনা কেবলমাত্র রামপালকে রাম করা হইয়াছে বলিয়া, ব্যাস বা বাল্মীকির মন দুর্য্যোধন বা রাবণের দিকে ছিল না, কিন্তু সন্ধ্যাকরের মন ভীমের দিকে। সন্ধ্যাকরের সময়ে তৎকালীন সুধী সমাজে রাজা ভীম ও রামপাল উভয়েই অতি পূজার্হ ও শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। বৌদ্ধ কবিও হিন্দু রাজার চরিত্র এবং অসাধারণ বীরত্ব দর্শনে শতমুখে তাঁহার প্রশংসা করিতে বিরত হন নাই। ইহাতে তৎকালীন বিজ্ঞ সমাজের রুচির একটী সুন্দর চিত্র পরিলক্ষিত হয়।

"নায়ক" সম্পাদক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সন ১৩১৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের 'সাহিত্য' মাসিক পত্রিকায় "ভারতের অর্ণবজান" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

"আজ বাঙ্গালার কৈবর্ত্ত মাহিষ্য হইতেছেন, কিন্তু এমন একদিন ছিল যখন বাঙ্গালার সমুদ্রতটভূমি কৈবর্ত্তেরই অধিকারেই ছিল, কৈবর্ত্তই বাঙ্গালার গৌরব দেশদেশান্তরে বিকীর্ণ করিত। বাঙ্গালার কৈবর্ত্তরাই মহারাজ রঘুর সহিত জল যুদ্ধ করিয়াছিল। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে আছে।

"নাবাং শতানাং পঞ্চানাং কৈবর্ত্তানাং শতং শতম্।
সন্নদ্ধানাং তথা যূনান্তিষ্ঠন্ত্বিত্যভ্যচোদয়ৎ।"

বাঙ্গালার কৈবর্ত্ত মাহিষ্য হইয়া কৈবর্ত্ত হইতে বাদ যায় নাই নিষাদ ঔরষে আয়োগবী জাত মৎস্যজীবি অনার্য্য জালিক কৈবর্ত্ত হইতে পৃথক বুঝাইবার জন্য আর্য্য চাষি কৈবর্ত্ত তাহাদের অন্য সংস্কৃত 'মাহিষ্য' নাম ধারণ করিয়াছে, আর কিছু নহে। তাহারা ব্রাহ্মণ হইতেও চায় নাই আর ক্ষত্রিয় হইতেও চায় নাই।

শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম, এ কৃত ইণ্ডিয়ান শিপিং (Indian shipping. A history of the sea borne trade and maritime activity of the Indians from the earliest times) সমালোচনা করিতে যাইয়া শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিতেছেন—

"সাগরিক বাণিজ্য বিস্তার বিষয়ে, উপনিবেশ বিস্তার কার্য্যে বাঙ্গালী যে এককালে ভারতের অগ্রণী ছিলেন, বাঙ্গালার বীর কৈবর্ত্তগণ অতিদীর্ঘ অর্ণবজান সকল প্রস্তুত করিয়া চীন ও জাপান পর্য্যন্ত যাইতেন সে সমাচার এই পুস্তকে আনুপূর্ব্বিক পাওয়া যায়। অতীত ও বিস্মৃত বাঙ্গালার গৌরব কাহিনীর হিসাবে এ পুস্তক সগর্ব্বে সহিতে মাথায় করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করে।"

ভট্টপল্লীর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় সন ১৩১৮ সালের ১৬ই তারিখের হিতবাদী সংবাদ পত্রে লিখিয়াছেন—

"বঙ্গদেশে যে সকল জাতি বা সম্প্রদায়ের বল বিক্রম ও রণকৌশলে

সমগ্র ভারত দুর্দ্ধর্ষ এবং গৌরবান্বিত ছিল, পুরাতন কৈবর্ত্ত জাতি তাহাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান। এ জাতি বর্ব্বর নহে, দেশ রক্ষক, ক্ষুদ্র স্বার্থের বশবর্ত্তি নহে, মহাপ্রয়োজনে আত্মহারা। দুইটী জাতি দ্বারা, বাঙ্গালার নৌসেনা গঠিত হইত তন্মধ্যে কৈবর্ত্ত অন্যতর। ইংলণ্ড, জাপান বা আমেরিকার ন্যায় ভারতবর্ষ মধ্যে এই বাঙ্গালা দেশ নৌসেনা বলে এক সময়ে অজেয় এবং বহুদেশ বিজয়ী ছিল। রঘুবংশ এবং অন্যান্য কয়েকখানি কাব্যে তাহার আংশিক পরিচয় আছে। রঘুবংশে আছে—

"বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌ সাধানোদ্যতান।"

"নেতা রঘু নৌসৈন্য সমাবেশে উদ্যত বঙ্গদেশকে সহসা আক্রমণ দ্বারা উৎখাত করিয়া"—

এই অংশ দেখিলে বোধ হয় না কি যে, ইন্দ্র বিজয়ী মহাবীর রঘুও এই বাঙ্গালীগণের নৌসৈন্য সমাবেশ সম্পূর্ণ হইলে পরাজয় করা অসাধ্য বা নিতান্ত দুঃসাধ্য হইবে বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের উদ্যম সময়েই অর্থাৎ নৌসৈন্য সমাবেশ সম্পূর্ণ না হইতেই সহসা আক্রমণ করিয়াছিলেন। অন্ততঃ কালিদাসের সময়ে বাঙ্গালী নৌসৈন্যের এত বিক্রম, তাহাদিগের অধিকাংশই কৈবর্ত্ত।"

তর্করত্ন মহাশয় একমুখে এত সুখ্যাতি করিয়া পরে ক্ষত্রিয় বীর্য্যে বৈশ্যা গর্ভে অনুলোম জাত চাষি কৈবর্ত্তকে নিষাদের ঔরসে আয়োগবী গর্ভে প্রতিলোম জাত জালিক কৈবর্ত্তের সমতা করিবার জন্য নানা প্রকার স্বকপোল কল্পিত কুতর্ক জালের অবতারনা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া উলুবেড়িয়া মহকুমার অন্তর্গত বাগনান থানার নিকট সাইড়া নিবাসী বিদ্যারত্ন উপাধিব্যাধিগ্রস্থ শ্রীমহেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী 'কৃষি কৈবর্ত্ত' নাম দিয়া যে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন মৎপ্রনীত "মহেন্দ্র মোহ মুদ্গরে" তাঁহার মোহ ভঙ্গ হইয়াছে কিনা জানি

না। তর্করত্ন ও বিদ্যারত্ন গুরু শিষ্য যুগল রত্নকেই উক্ত 'মোহ মুদ্গর' প্রদান করা হইয়াছিল, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে দুই রত্নই তদবধি নিস্তব্ধ রহিয়াছেন বোধ হয় "মোহমুদ্গরেই" তাঁহাদের মোহ ভঙ্গ হইয়াছে কারণ "মৌনং সম্মতি লক্ষণং"।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে "ইণ্ডিয়ান পিপিং পুস্তকের সমালোচনা করিতে যাইয়া কৈবর্ত্তের মাহিষ্য পরিচয়ে কটাক্ষ করিয়াছেন তিনি সেই পুস্তক একটু ভাল করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে বঙ্গের কৈবর্ত্তই মাহিষ্য। যে জাতির বীর বাহিনী তাম্রলিপ্ত হইতে বহির্গত হইয়া ভারত সাগরীয় দ্বীপ পুঞ্জে হিন্দু জাতির বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছিল, যে জাতির অর্ণবজান ভারত প্রশান্ত আটল্যাণ্টিক ভূমধ্য সাগরের উত্তাল তরঙ্গ ভেদ করিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগতে ভারতের গৌরব দেশদেশান্তরে বিকীর্ণ করিত, তাহারা যে অদ্যাপি সামন্ত, হাজ্‌রা, সেনাপতি, দলপতি, দিকপতি, বাহুবলীন্দ্র, গজেন্দ্র, রণঝম্প, গড়নায়ক দৌবারিক, পাত্র, মহাপাত্র, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি বীরত্বব্যঞ্জক উপাধিধারী কৈবর্ত্তগণের পূর্ব্বপুরুষ তাহাত ঐতিহাসিকগণ অম্লানবদনে স্বীকার করিতেছেন। মাহিষ্য জাতি কলিঙ্গ ও তাম্রলিপ্ত হইতেই বহির্গত হইয়া গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ গণের মন্ত্রণাবলে নব বিজিত যব ও বালি দ্বীপে চাতুর্বর্ণাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, গ্রেটব্রিটেন ও আয়র্লণ্ডের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণালে প্রত্নতত্ত্ববিদ ফ্রেডারিক সাহেব An account of the Island of Bali শীর্ষক প্রবন্ধে যব, বালি দ্বীপের হিন্দুসমাজের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তথায় বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় নাই, মাহিষ্য জাতিই ক্ষত্রিয় পর্য্যায় ভুক্ত।

To the *xatriyas* belong all those who bear the title of *Arya, K'bo* or *Mahisa* and *Rangga* (Journal of R. A. S., Vol X 1878. P. 85).

রণদুর্ম্মদ আর্য্য কৈবর্ত্ত বা মাহিষ্যগণের রণকৌশলে বঙ্গদেশ অজেয় ও দুর্দ্ধর্ষ ছিল তাহাও পণ্ডিতগণ স্বীকার করিতেছেন। ফ্রেডারিক সাহেব আরও লিখিয়াছেন—

"The chiefs of the court of *Jawa* or *Kedire* who were xatriyas and wesyas, are mentioned in the *Rangga Lawe*. This, the largest kingdom in Java did not contain many xatriyas ; they are called *Mahisa* or *K'bo* (*buffalo* to indicate their strength) and *Rangga*. * * These are all the xatriyas who existed in the largest kingdom of Java" (Journal of R. A. S. 1877 vol ix. P 116).

সন্ধ্যাকর নন্দী পালবংশকে সমুদ্রকুল সম্ভূত বলিয়াছেন। প্রাচীনকালে সমুদ্রকুল নামে কোনবংশ পরিচিত ছিলনা। টড্ সাহেবের 'রাজস্থানে' অগ্নিকুলের ন্যায় এই সমুদ্রকুল আধুনিক। কবি ধর্ম্মপালের সমুদ্রগামী শিলা নৌকার সুখ্যাতি করিয়াছেন। প্রাচীন যুগে কেবল আর্য্যগণেরই চারিবর্ণ ছিল তাহা নহে। হস্তী, অশ্ব, মেষ, মহিষ, গো শূকরাদি সকল জন্তুকেই চারি বর্ণে বিভক্ত করা হইত। কাষ্ঠের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির বিচার করিয়া নৌ নির্ম্মিত হইত। 'যুক্তি কল্পতরু' হইতে নৌকাগুলির নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় যথা—ক্ষুদ্রা, মধ্যমা, ভীমা, চপলা, পটলা, ভয়া, দীর্ঘা, পত্রপূতা, গর্ভরা, মন্থরা, জঙ্ঘনা, তরী, গত্বরা গামিনী, প্লাবিনী, ধারিনী, বেগিনী, ঊর্দ্ধা, গভিনী, স্বর্ণমুখী ইত্যাদি। ইহার মধ্যে মন্থরা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ছিল, উহা দীর্ঘে একশত বিংশ হস্ত, ঊর্দ্ধে ও প্রস্থে ষাট হাত হইত। বিশেষের মধ্যে বেগিনী দৈর্ঘ্য ১৭৬ হাত, প্রস্থে ২২ ঊর্দ্ধে ১৮ হাত হইত। ঊন্নতার মধ্যে স্বর্ণ মুখী সুন্দর তরণী। সন্ধ্যাকর ধর্ম্মপালের প্রাসাদ সমুদ্রতটে ছিল একথাও বলিয়াছেন ; অতএব তিনি নৌবল প্রধান ছিলেন। খালিমপুরের তাম্র শাসনে ধর্ম্মপালের রণতরণীর কথা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। যথা—

"স খলু ভাগীরথপথ-প্রবর্ত্তমান-নানাবিধ-নৌবাটক-
সম্পাদিত
সেতুবন্ধ-নিহিত-শৈলশিখর শ্রেণী বিভ্রমাৎ।"

ধর্ম্মপালদেবের তাম্রশাসন ১৩শ শ্লোকার্দ্ধ।

"যেখানে ভাগীরথী-প্রবাহ-প্রবর্ত্তমান নানাবিধ [নৌবাটক] রণতরণী [সুবিখ্যাত] সেতুবন্ধ-নিহিত শৈলশিখর শ্রেণীরূপে [লোকের মনে] বিভ্রমের উৎপাদন করিয়া থাকে * * ।"

ধর্ম্মপালের সমুদ্র প্রাসাদ হইতে তদীয় রণতরী সমূহ দিকবিদিকে যাইত এবং সমুদ্রের সহিত ইহার সম্পর্ক অধিক ছিল। ভাগলপুরে আবিষ্কৃত নারায়ন পাল দেবেরও তাম্র শাসনে এবং নানা স্থানে পালবংশের নৌবাটক নৌবাহিনীর বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। যদি অগ্নি হইতে অগ্নিকুল হইতে পারে, তবে সমুদ্রের সংস্রব হেতু সমুদ্রকুল হওয়া স্বাভাবিক। ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনে "শ্রিয় ইব সুভগায়াঃ সম্ভবো বারি রাশিঃ" এবং দেবপালের তাম্রশাসনে "শ্লাঘ্যা পতিব্রতাসৌ মুক্তারত্নং সমুদ্রশুক্তিরিব" শ্লোকেও ইহার আভাস পাওয়া যায়।

শাস্ত্রী মহাশয় রাজা ভীমকে ভীমপাল বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন। ইহার সঙ্গে সমুদ্রকুল, সমুদ্র প্রাসাদ, পালগণের সহিত দিব্যকাদি নৃপতির সমভাব ও সম সম্মানের বিবরণ, ভূঞ্যারাজাদিগের কথা, তমলুকের রাজগণের ভূঞ্যা উপাধির বাহুল্য প্রভাব, পুরাণ মতে গৌড় দেশে মাহিষ্য কৈবর্ত্তের চিরাধিকারের কথা চিন্তা করিলে পাল রাজগণ কোন জাতীয় ছিলেন তাহা সহজেই বুঝা যায়।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যে বৌদ্ধ শাস্ত্র 'আদি কর্ম্ম বিধি' সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার দোহাই দিয়া শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু তাঁহার বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের রাজন্য কাণ্ডের ৬ষ্ট অধ্যায়ে ১৯৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

"নদীমাতৃক বরেন্দ্র-অঞ্চলে কৈবর্ত্তগণের যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল। সংখ্যায়ও তাঁহারা কম ছিলেন না। সমস্ত নৌকা বা নৌবল তাঁহাদেরই কর্ত্তৃত্বাধিন ছিল, পূর্ব্বতন পাল রাজাগণ তাঁহাদিগকে জল পথের রক্ষক বলিয়াই সমাদর করিতেন। খৃঃ ৯ম শতাব্দীতে ধর্ম্মপাল ও দেবপালের রাজত্বকালে 'আদিকর্ম্মবিধি' নামে একখানি বৌদ্ধ গ্রন্থ রচিত হয়, তাহাতে বৌদ্ধ সমাজের বিভিন্ন স্তরের ধর্ম্মিগণের নিত্যাহ্নিকাচার ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এই গ্রন্থে মৎস্যঘাতী কৈবর্ত্তগণ কখন ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবে না, যাহারা বংশানুক্রমে মৎস্য-পশু হিংসাদি পরিত্যাগ করিবে কেবল তাহারাই বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবে এই প্রকার ব্যবস্থা হয়।"

"প্রবন্ধে ক্রিয়মাণং অসম্বর ইত্যুচ্যতে। বামকুক্ষ্যা-শ্রিতঞ্চ ভর্ত্তি। তদযোগাদসম্বরিণঃ কৈবর্ত্ত-খাটিকা-খেটিকাদয়ঃ নপুংসকাশ্চ স্বভাবে-নৈব সম্বর্হা ভবন্তি। অমীবান্ত সম্বরো ন দেয়ঃ। কিঞ্চ কৈবর্ত্তাদয়স্তু যদা প্রাণাতিপাতাদিক্রিয়য়া জীবিকাং ত্যজন্তি তদা সম্বরো দেয় ইত্যাগমঃ।"

বসু মহাশয় লিখিয়াছেন যে এই ব্যবস্থা ফলেই কৈবর্ত্তগণ বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিদ্বেষী হইয়া জন সাধারণ গণের সাহায্যে পালরাজ বংশের উচ্ছেদ সাধন করেন। কি চমৎকার যুক্তি! পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে প্রমানিত হইয়াছে যে নিষাদ-আয়োগবী-জাত মৎস্যঘাতী কৈবর্ত্ত অন্ত্যজ, অনার্য্য এবং অনাচারণীয় জাতি; আর ক্ষত্র-বৈশ্যা-জাত কৈবর্ত্ত আর্য্য এবং জল আচরণীয় জাতি। বসু মহাশয় ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, কৈবর্ত্ত দেখিলেই তাহাকে মেছো কৈবর্ত্ত বলিয়া ধরিতে হইবে ইহা যুক্তি সঙ্গত নহে। এই সম্বন্ধে পূর্ব্বে যথেষ্ট আলোচনা করা হইয়াছে। আমরা দুই প্রকার বৈদ্য জাতি

দেখিতেছি, একটী অশ্বষ্ঠ চিকিৎসক বৈদ্য, অন্যটী সাপুড়ে মাল বৈদ্য। বৈদ্য বলিলেই যে সাপুড়ে মালবৈদ্য হইবে ইহা কি যুক্তি সঙ্গত? আর্য্য কৈবর্ত্ত জাতি নৌবলে বলিয়ান্ থাকিয়া বঙ্গদেশকে অপরাজেয় করিয়া রাখিয়াছিল বলিয়া নৌব্যবসায়ী জালিক মৎস্য ব্যবসায়ী সিদ্ধান্ত করা বিজ্ঞজনের কার্য্য নহে। বর্ত্তমান ইংরাজ জর্ম্মানগণ স্বীয় স্বীয় ড্রেডনট্, এমডেন ব্লুচার প্রভৃতি জল যুদ্ধের যে জাহাজ গুলি লইয়া নিজ নিজ বল পরীক্ষা করিতেছেন সেই গুলিকে কি Fishing boat (জেলে ডিঙ্গী) বলিয়া ধরিব?

বসু ও শাস্ত্রী মহাশয়ের ধারণা যে উল্লিখিত ব্যবস্থায় কৈবর্ত্তগণ বৌদ্ধ বিদ্বেষী হইয়া বৌদ্ধ পাল রাজা ২য় মহীপালের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের এই ধারণা ভ্রান্ত। কারণ ধর্ম্মপাল দেবের তাম্র শাসনে লিখিত হইয়াছে।

"মাৎস্যন্যায়মপোহিতুং প্রকৃতিভি র্লক্ষ্ম্যাঃ করং গ্রাহিতঃ
শ্রীগোপাল ইতি ক্ষিতীশ শিরসাং চূড়ামণিস্তৎসুতঃ।"

৪র্থ শ্লোকার্দ্ধ

অর্থাৎ—[দুর্ব্বলের উপর সবলের অত্যাচার মূলক] "মাৎস্য- ন্যায়" অরাজকতা দূর করিয়া জন্য প্রকৃতিপুঞ্জ যাহাকে রাজলক্ষ্মীর কর গ্রহন করাইয়া [রাজা নির্ব্বাচিত করিয়াছিল] নরপাল কুলচূড়ামণি সেই গোপাল নামক প্রসিদ্ধ রাজা [তৎসুতঃ] বপ্যট হইতে জন্ম গ্রহন করিয়াছিলেন। পাল বংশের রাজ্য তাহাদিগের বিজয় লব্ধ নহে, দেশে অরাজকতার সময় প্রকৃতিপুঞ্জ গোপাল দেবকে রাজা নির্ব্বাচিত করিয়াছিল। সেই বংশের ২য় মহীপাল দুর্নীতি পরায়ণ হইলে প্রজাপুঞ্জের নায়ক দিব্য তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত ও নিহত করিয়া গৌড় সিংহাসন অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। অতএব বৌদ্ধ ধর্ম্মের এবং বৌদ্ধ শাস্ত্রের বিদ্বেষী হইয়া নরপতি দিব্য মহীপালের বধ সাধন করেন নাই। তিনি "কর্ত্তব্য বোধে পাল রাজের শত্রুতা করিয়াছিলেন" (রাম চরিত কাব্য)।

প্রাচ্যবিদ্যার্ণব নগেন্দ্র বাবু, তাঁহার বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে রাজন্য-কাণ্ডের ১৯৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন "দ্বিতীয় মহীপালকে পরাজয় করিয়া কৈবর্ত্তনায়ক ক্রমে ক্রমে সমস্ত বরেন্দ্রভূমি বা উত্তর বঙ্গ অধিকার করেন। পালরাজবংশধর গণের মধ্যে অন্তর্ব্বিবাদ হেতু অধিকার বিস্তারে তাঁহাদের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছিল। কৈবর্ত্তনায়ক আধিপত্যলাভের সহিত এতদূর শক্তিশালী হইয়া উঠিয়া ছিলেন যে, শূরপাল ও রামপাল এই উভয় ভ্রাতা মিলিত হইয়াও তাঁহার অভ্যুদয় রোধ করিতে সমর্থ হন নাই। এই সময়ে কৈবর্ত্ত শক্তি ধ্বংস করিবার জন্য সমবেত বিরাট শক্তির প্রয়োজন হইয়াছিল।"

১৯৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

"এই সময়ে প্রজাগণের চেষ্টায় দ্বিতীয় শূরপাল ও রামপাল কারা মুক্ত হইলেও তাঁহারা আর গৌড় সিংহাসনে স্থান পাইলেন না। কৈবর্ত্ত-নায়ক দিব্য বা দিব্বোক কিছু দিনের জন্য মিথিলা হইতে বরেন্দ্রী পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া বসিলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ভীম গৌড় বা বরেন্দ্রীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন।" যথা—

"মাংস ভুজোচ্চৈর্দশকেন জনকভূদস্যুনোপাধিনা।
দিব্যাহ্বয়েন সীতা বাসালঙ্কৃতিরহারী কান্তাস্য॥
ত্রস্তানুজতনুজস্য চ ভীমস্য বিবরপ্রহরকৃতঃ।
সাভিখ্যয়া বরেন্দ্রী ক্রিয়াক্ষমস্য খলু রক্ষণীয়াভূৎ॥"

(রামচরিত ১।৩৮—৩৯।)

রামচরিতে দিব্য বা দিব্বোক "ক্ষৌণীনায়ক" বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন।

বৈদ্যদেবের কমৌলি লিপিতে ভীমরাজকেও 'ক্ষৌণীনায়ক' স্বীকার করা হইয়াছে; যথা—

তস্যোর্জ্জস্বল-পৌরুষস্য নৃপতেঃ শ্রীরীমপালোঽভবৎ
পুত্রঃ পালকুলাব্ধি-শীতকিরণঃ সাম্রাজ্য বিখ্যাতিভাক্।
তেনে যেন জগত্রয়ে জনকভূলাভাদ্ যথাবদ্যশঃ
ক্ষৌণীনায়ক ভীম রাবণ বধাদ্ যুদ্ধার্ণবোল্লঙ্ঘনাৎ॥

কমৌলিলিপি ৪র্থ শ্লোক।

নগেন্দ্র বাবুর অনুবাদ। "সেই উর্জ্জস্বল-পৌরুষ (বিগ্রহপাল) নৃপতির পুত্র হইয়াছিলেন রামপাল। তিনিও পালকুলাব্ধিজাত চন্দ্রের ন্যায় সাম্রাজ্য উদ্ধারপূর্ব্বক খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র যেরূপ অর্ণব লঙ্ঘন করিয়া রাবণ বধান্তে জনকভূ অর্থাৎ সীতাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, রামপালও সেইরূপ যুদ্ধার্ণব লঙ্ঘন করিয়া পৃথিবীনায়ক ভীমরূপী রাবণ বধান্তে জনকভূ অর্থাৎ পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিয়া ত্রিজগতে যশস্বী হইয়াছিলেন।"

এইরূপ ক্ষত্রজনোচিৎ কার্য্য ক্ষত্রিয় সন্তানে সম্ভবে, মৎস্যঘাতী জালিক ধীবরে সম্ভবে না। আর্য্য কৈবর্ত্ত জাতি ক্ষত্রিয় সন্তান, পিতৃ বীর্য্যে বলবান্ বলিয়াই উত্তর বঙ্গে ও দক্ষিণ বঙ্গে ক্ষাত্র তেজের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছে তাহা পর অধ্যায়ে দেখাইব। অনার্য্য জালিক কৈবর্ত্ত জাতি মৎস্যঘাতী নিষাদ ঔরসে আয়োগবী জাত; তার ধমণীতে ক্ষত্রিয় শোণিত প্রবাহিত হয় নাই। বঙ্গের কোন স্থানে মৎস্য ঘাতী জালিকের বিজয়লব্ধ রাজ্য ছিল না এবং এখনও নাই।

"পিত্র্যং বা ভজতে শীলং মাতৃজং বা তথোভয়ম্।
ন কথঞ্চন সঙ্কীর্ণঃ প্রকৃতিং স্বাং নিযচ্ছতি॥ ৪২
যথৈব সদৃশোরূপে মাতা পিত্রোর্হি জায়তে।
ব্যাঘ্রশ্চিত্রে স্তথা যোনিং পুরুষঃ স্বং নিযচ্ছতি॥ ৪৩

কুলে স্রোতসি সংচ্ছন্নে যস্য স্যাদ্ যোনিসঙ্করঃ।
সংশ্রয়ত্যেব তচ্ছীলং নরোঽল্পমথ বা বহু ॥" ৪৪

ইতি মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বনি বর্ণ সঙ্কর কথনে অষ্ট চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

অর্থাৎ সঙ্কীর্ণ জাতি পিত্র্য বা মাতৃজ অথবা উভয়ের স্বভাব ভজনা করে; সে কখন আত্ম স্বভাব গোপন করিতে পারে না। যেরূপ ব্যাঘ্র বিচিত্র বর্ণ দ্বারা পিতা মাতার সাদৃশ্য প্রাপ্ত হয় সেইরূপ পুরুষ স্বযোনির চরিত্র লাভ করে। প্রচ্ছন্ন স্রোতোরূপ কুলে যাহার উৎপত্তি হয়, সে তচ্চরিত্র অল্প বা বহু অবশ্য প্রাপ্ত হইবে।

ক্ষত্রিয় শক্তির সহিত বৈশ্য শক্তি মিলিত হইয়া গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমের ন্যায় বঙ্গে পবিত্র ভাব আনিয়াছিল, মণি কাঞ্চন সংযোগে বঙ্গদেশ অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছিল, পিতৃ শক্তির বলেই মাহিষ্য-কৈবর্ত্ত জাতি স্বাধীন ভাবে রাজ্য করিয়া গিয়াছে। এখনও সেই সেই রাজ বংশের রাজকুমারগণ দীনভাবে স্বীয় স্বীয় পৈত্রিক জীর্ণ গড়ে ক্ষীণ দীপ বর্ত্তিকার ন্যায় জলিতেছেন। যদি রাজপুত্রগণ এখনও বাঁচিয়া না থাকিতেন এবং নিরপেক্ষ ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ তাঁহাদের প্রাচীন গৌরব স্বীকার না করিতেন, তাহা হইলে পরান্নভোজী, উদ্ধত, শিক্ষিতম্মন্য আধুনিক বাঙ্গালী বিশেষের চীৎকারে ঐ সকল রাজ বংশের নাম করিতেও ভয় হইত।

ক্ষত্রিয় শোণিত ধমনীতে প্রবাহিত ছিল বলিয়াই তাঁহারা বীরবাহিনী লইয়া ভারত মহাসাগরের উত্তাল তরঙ্গ ভেদ করিয়া যব ও বালী দ্বীপে মাহিষ্য উপনিবেশ স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। মাতৃ শক্তির বলেই তাঁহারা বঙ্গের ভূমি অগণিত কৃষি ক্ষেত্রে পরিণত করিয়া বঙ্গবাসীর অন্ন সংস্থান করিতেছে। বৈশ্য শক্তির প্রভাবেই বাণিজ্য ব্যপদেশে চীন, জাপান, রোম, মিশর প্রভৃতি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগতে ভারতের পণ্যভার

ঢালিয়া দিয়া স্বদেশের গৌরব বিকীর্ণ করিয়াছিল এবং ভারতকে জগতের বরেণ্য করিয়া রাখিয়াছিল। হায়রে সে দিন আর নাই! এখন যেন সেই সকল কথা স্বপ্ন বলিয়াই ভ্রম হয়। ক্ষত্রিয় শক্তির সহিত বৈশ্য শক্তি মিলিত থাকিয়া কি স্থল-যুদ্ধে, কি জল-যুদ্ধে, মাহিষ্য গণ বঙ্গদেশকে অপরাজেয় করিয়া রাখিয়াছিল। স্বীয় গুরু গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ গণের প্রদত্ত শিক্ষা দীক্ষায় বিশ্ব বিজয়িনী শক্তি লাভ করিয়া জগতকে চমকিত করিয়াছিল। বর্ণাশ্রমের গুরু গৌড়ীয় ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদেই তাঁহারা রাজন্য শক্তি লাভ করিয়া জগতে বরেণ্য হইয়াছিল, শতমুখে যে শক্তির মহিমা কীর্ত্তন করিতে বিপক্ষ কবিও পশ্চাৎপদ হন নাই; বরং অকপট-চিত্তে কীর্ত্তি ঘোষণা করিয়া ধন্য হইয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বকালের শিক্ষা দিক্ষার সহিত বর্ত্তমানের শিক্ষা দিক্ষায় আকাশ পাতাল প্রভেদ; শত্রু কবিও ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া মহারাজ ভীম ও তজ্জাতির গুণগরীমা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান কালের শিক্ষিত মহোদয়গণ জগতের সম্মুখে বক্ষ স্ফীত করিয়া যে জাতির শৌর্য্য-বীর্য্য, গুণ গরীমা কীর্ত্তন করিয়া ভারতের আর্য্য জাতির বীরত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন, পরক্ষণেই সেই জাতির অযথা নিন্দাবাদ করিয়া প্রবন্ধ ছাপাইয়া সমাজে পদদলিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন; পথেঘাটে নাম শ্রবণ করিলেই গর্ব্বভরে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকেন। যে জাতি ১৬শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারত সম্রাট দিল্লির সাহেনসাহ বাদসাহকে এবং বঙ্গের পাঠান শক্তিকে অগ্রাহ্য করিয়া দক্ষিণ বাঙ্গালাকে স্বাধীন রাখিয়া ভারতের গৌরব—বঙ্গের গৌরব—অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল; বলিতে কি যাঁহাদের বাহুবলে বাঙ্গালা দেশের মান সম্ভ্রম রক্ষা হইত; যাঁহাদের আতপত্র ছায়ায় বাঙ্গালী বহু শত বৎসর সুখে নিদ্রা গিয়াছিল, এক কথায় যাঁহারা তৎকালে বাঙ্গালার আশা ভরসার স্থল ছিল, তাঁহাদের সন্তান সন্ততির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরিবর্ত্তে তাঁহাদিগকে সামাজিক

নির্য্যাতন করিতে আজ অকৃতজ্ঞ বাঙ্গালী পশ্চাৎপদ নহে। বড় সৌভাগ্য বলেই ন্যায়বান ইংরাজরাজ আজ ভারতের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হইয়াছেন। নতুবা যদি তাহাদের আর কিছু করিবার ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে এক ফুৎকারেই মাহিষ্য জাতির অস্তিত্ব উড়াইয়া দিত। যে শিক্ষার ফলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরিবর্ত্তে মন অসূয়া পরীবাদে কলুষিত হয় সে শিক্ষায় শত ধিক!

যে সময়ে ভারতে হিন্দু রাজচক্রবর্ত্তিগণের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন্ হইত, তখন এই মাহিষ্যজাতি যে মেষপালবৎ শান্তভাবে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া শীত গ্রীষ্ম বর্ষার প্রতাপ বুক পাতিয়া সহ্য করিয়া অন্নের জন্য কেবলমাত্র ক্ষেত্রে শস্য উৎপাদন করিত তাহা নহে। ইহাদের প্রাচীন রাজন্যবর্গের শাসনদণ্ড বলদৃপ্ত তাম্রলিপ্ত, সুজামূঠা, ময়না, তুরকা প্রভৃতি দেশে পরিচালিত হইত; এখনও ইহাদের বংশধরগণের অঙ্গুলি হেলনে এই জাতিতে যে তেজ ও উৎসাহ বর্দ্ধিত হয়, আধুনিক কৃত্রিম উপাধিধারী ভূমিশূন্য "ভূপাল" মহারাজগণের ঢকা নাদেও তাহা সম্পন্ন হয় না। ইহাদিগকে হীনবল দেখিয়া সময় বুঝিয়া পরিহাস করা বর্ব্বরতার পরিচায়ক মাত্র।

উনবিংশ অধ্যায়।

বঙ্গে মাহিষ্য-শক্তি।

এই জাতির মর্য্যাদা ও প্রভুত্ব বিষয়ের কথা বলিতে যাইলে অগ্রে ইহারা বাঙ্গালায় কিরূপ পদস্থ ছিল, ইতিহাসের সাহায্যে তাহাই দেখাইব। ইংরাজ রাজদপ্তরে মাহিষ্য রাজবংশের প্রশংসার কথা যথেষ্ট আছে। নিজের মুখের কথা বানাইয়া কোন গল্পকথা বলিবনা। বিশেষতঃ যাহাদের বিষয় লেখা হইবে তাঁহাদের বংশধরগণ পৈত্রিক প্রাচীন বাস-ভূমিতে কোনরূপে জীবন ধারণ করিয়া অস্তমিত মাহিষ্য-গৌরব রবির কিরণচ্ছটা ভ্রান্ত মহিষ্যগণকে দেখাইয়া দিতেছেন। আবার মধ্যস্থলে ভারতের প্রবল শক্তিসম্পন্ন মহাত্মা ইংরাজগণ সাক্ষ্যস্থলে দণ্ডায়মান, অতএব কোন ভয় নাই।

মাহিষ্য জাতির প্রভুত্বের কথা আলোচনা করিতে যাইলে অগ্রে ভারতে আসল ক্ষত্রিয়ভাব বর্ত্তমানে কিরূপ পরিস্ফুট হইতেছে তাহাই দেখিতে হইবে। মহাভারতে ও বিষ্ণুপুরাণে মাহিষ্যেরা সঙ্কীর্ণ ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। এক্ষণে ভারতবর্ষ বৈদেশিক রাজার শাসনাধীন, ক্ষত্রিয় বৃত্তি আকাশকুসুম বা শশবিষাণবৎ নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। ক্ষত্রিয় বৃত্তির বাস্তব সত্তা বহু কাল হইল, এতদ্দেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। ইংরাজের অস্ত্র আইনে ভারতবর্ষ সন্ত্রস্ত। এতদ্দেশ সুসাশনে রাখিতে ইংরাজ এক্ষণে আর এতদ্দেশীয় ক্ষত্রিয়গণের মুখাপেক্ষা করেন না। ইংরাজের স্বশক্তিতে সমগ্রদেশ সুশাসিত হওয়ায় ক্ষত্রিয় জাতি যখন পরিম্লান হইয়া গিয়াছে, তখন মাহিষ্যের ত কথাই নাই। সত্য বটে

ভারতবর্ষ এক্ষণে ক্ষত্রিয় শূন্য হয় নাই,সত্যবটে ক্ষত্রিয় ভাব এতদ্দেশ হইতে সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় নাই, তথাপি ক্ষত্রিয়ত্ব বলিলে সচরাচর যাহা বুঝা যায় তাহা আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ক্ষত্রিয়ের সে সমুজ্জ্বল ভাব, সে গুণ গৌরব এক্ষণে গভীর প্রহেলিকাবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। ক্ষত্রিয় জাতি বা মাহিষ্য ক্ষত্রিয়ের অতীত ইতিহাস ও ভূতকালীন গুণগৌরব ও সেই সকলের নির্ব্বাণোন্মুখ ক্ষীণ রশ্মি অনেকের হৃদয়ান্ধকার বিদূরিত করিতে এবং সেই ক্ষীণালোক লক্ষ্য করিয়া ধীরে ধীরে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে পারিবে সন্দেহ নাই। যে সকল মাহিষ্য জাতীয় রাজা মহারাজা ক্ষীণরীপ বর্ত্তিকার ন্যায় এই জাতির অতীত ক্ষত্রিয়ত্ব ও অশেষ গুণ গৌরবের সাক্ষীরূপে স্ব স্ব দুর্গে বিরাজ করিতেছেন, যাঁহারা এক্ষণে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিবৎ প্রতীয়মান হইতেছেন, ইহাদিগকে দেখিলে অনেকের ক্ষীণ উৎসাহানল পুনঃ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই। এই সকল রাজবংশধর ও অগণিত প্রাচীন ও আধুনিক ভূস্বামী মাহিষ্য সমাজকে সমলঙ্কৃত করিয়া অতীত গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন, ইহা অবশ্য অল্প গৌরবের কথা নহে। সেই সেই রাজ-রাজ-মহারাজ ত্রিভুবনপতির শাসনাধীন হইয়া ইংরাজরাজ যেমন কোটী কোটী নরনারীর শাসক, পালক, রক্ষক, হিতসাধকরূপে বিরাজ করিতেছেন, ইহারাও সেইরূপ ইংরাজের অধীন হইয়া আপন আপন অধীন ও আশ্রিত অসংখ্য নরনারীর হিতসাধনে ও প্রতিপালনে নিরত আছেন। এইত ক্ষত্রিয়ভাব ! এইত প্রভুভাব ! সাগরতীরে সংরোপিত বৃক্ষ যেমন সাগর হইতে নিরন্তর রস আকর্ষণ করিয়া সংবর্দ্ধিত, পরিপুষ্ট ও ফলফুলে সুশোভিত হয়, আমাদের ইংরাজরাজ ও মাহিষ্য ভুস্বামিবর্গ সেই অসীম শক্তিসাগর হইতে নিরন্তর রস আকর্ষণ করিয়া সম্বর্দ্ধিত পরিপুষ্ট ও ফলফুলে শোভিত হউক "সহস্র গুণমুৎসৃষ্টুমাদত্তেহি রসং রবি।" সূর্য্য মেঘাকারে সহস্রগুণ বর্ষণ করিবার জন্য সমুদ্র হইতে রস আকর্ষণ করিতেছেন আমাদিগের বর্ত্তমান সার্ব্বভৌম

সম্রাট সেইরূপ প্রকৃতিপুঞ্জের হিতসাধনে সহস্রগুণ ব্যয় করিবার জন্য রাজ্য হইতে রাজস্ব সংগ্রহ করিতেছেন। সেইরূপ মাহিষ্য রাজগণ ও ভূস্বামিবর্গ সূর্য্য ও ইংরাজরাজকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব প্রজামণ্ডলীর হিতসাধন করিতে যত্নবান থাকিলে শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদে বংশপরম্পরায় বর্ত্তমান থাকিয়া মাহিষ্য-গৌরবের পদমর্য্যাদার চূড়ান্ত নিদর্শন জগতের সমক্ষে ঘোষণা করিতে থাকিবেন।

ইতিহাসের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দেখা যাউক বঙ্গের কোন্ কোন্ প্রদেশে মাহিষ্য রাজবংশের কোন্ কোন্ শাখা রাজ্য করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গদেশের কোন সমাজের প্রকৃত ইতিহাস নাই। মাহিষ্য জাতি কেন, সমস্ত ভারতবাসী অতীতের প্রকৃত ইতিহাস রক্ষা করে নাই। ইতিহাস বলিতে যাহা কিছু আছে তাহা মহাত্মা ইংরাজগণের কৃপায়; মহাত্মা টড্ সাহেব যদি রাজপুত-কাহিনী না গাহিতেন তবে রাজপুত বীরের কীর্ত্তি কথা কেহই জানিতেন না, বিশেষতঃ মাহিষ্য জাতির প্রভুত্ব অনেকদিন চলিয়া গিয়াছে, পরবর্ত্তী রাজগণ তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী পিতৃপুরুষদিগের কথা বলা দূরে থাকুক, নিজেদের কথাও লিখিয়া রাখিয়া যান নাই। তাহার উপর এই মাহিষ্য জাতির উপর সেনবংশ কিরূপ অত্যাচার করিয়াছে তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। বল্লালানুগত জাতিগণ চিরাভ্যস্ত ভ্রম সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া অথবা স্বভাবজাত বিদ্বেষ পরতন্ত্র হইয়া পরস্পর বিদ্বেষাগ্নি নির্ব্বাপিত করার চেষ্টা না করিয়া বরং প্রজ্জ্বলিত করার চেষ্টাই করিয়া থাকেন। অতএব এই অবস্থায় মাহিষ্য জাতির ঐতিহাসিকতা অন্ধতামসের গুহায় নিহিত।

হুলো পঞ্চাননের গোঞ্জীকথা ও এড়ুমিশ্রের কারিকা ১৭৬ পৃঃ উদ্ধৃত হইয়াছে। এড়ুমিশ্র কৃত নবদ্বীপের সীমা বিভাগে সূর্য্যদ্বীপকে তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে একভাগ জালিক ধীবরের রাজ্য, অপর অংশ হালিকের রাজ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভৈরব, ইচ্ছামতী, বেত্রবতী, করতোয়া ও চিত্রাদি

নদীর গতি দ্বারা সূর্য্যদ্বীপ তিন ভাগে বিভক্ত; আধুনিক লটুদহ (নদীয়া মেহেরপুর মহকুমা) লাটদ্বীপের রাজধানী ছিল। লাটুদহ অঞ্চলটী ভৈরব, খড়িয়া ও ইচ্ছামতী এই নদীত্রয়ের মধ্যবর্ত্তী বটে আর ঐ সকল অঞ্চলে মাহিষ্য জাতির ভাগ অধিক। কঙ্কদ্বীপের সীমানা ধুলিয়াপুর বুড়িগঙ্গা পার এই অংশটী যশোহর জেলার পূর্ব্বভাগ ও ফরিদপুর জেলার পশ্চিমভাগ পূর্ব্বোক্ত কারিকা ও বচন দর্শনে প্রকৃষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে লাট ও কঙ্ক এই দুইটী দ্বীপ মাহিষ্যগণের রাজ্য নদীয়া, যশোহর ও ফরিদপুর এই তিনটী জেলার উত্তরভাগ লইয়া গঠিত হইয়াছিল। সুতরাং যে স্থানে ভবানন্দ মজুমদার ও প্রতিপাদিত্য সপ্তদশ শতাব্দীতে আধিপত্য করিয়াছেন সেইস্থানে একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই মাহিষ্য জাতীয় ভূপালগণের রাজদণ্ডের পরিচালনার কথা বল্লালের পৌত্র রাজা দনুজ মাধবের সভায় কুলাচার্য্য এড়ু মিশ্র ও নুলোপঙ্কানন গান করিয়া গিয়াছেন। নতুবা সেন নরপতিগণের বিলাস কানন তুল্য প্রদেশে বল্লালানুগত জাতির চিরাভ্যস্ত গালাগালির পাত্র মাহিষ্য জাতির রাজ্য ছিল ইহা কল্পনা করিতেও অদ্যকার দিনে ভয় হইবার কথা বটে। এক্ষণে লাট ও কঙ্ক নরপতির রাজধানী কালচক্রে অন্তর্হিত। পূর্ব্বে মাহিষ্য জাতি বাঙ্গালায় নিতান্ত পদস্থ ছিল "প্রভুর ন্যায় বিচরণ করিত।" যাহারা প্রভুর ন্যায় বিচরণশীল, তাঁহারা অসৌভাগ্যের সময়ে কৃষিকর্ম্মেই অধিকাংশ প্রবৃত্ত হয়। ইহার দৃষ্টান্ত রাজপুতনার ইতিহাস হইতেই পাওয়া যাইতেছে। সিভিলিয়ান্ প্রবর ভারতরত্ন ৺রমেশ চন্দ্র দত্ত লিখিয়াছেন যে সুন্দরবনের অধিকাংশ ভূমি এবং গঙ্গামুখ হইতে বালেশ্বর জেলার প্রান্ত পর্য্যন্ত সমগ্রসাগরতটস্থিত দেশ এই জাতীয় ভূপালগণের রাজদণ্ড দ্বারা শাসিত হইয়াছে। উৎকলের মাহিষ্যগণকে ও বঙ্গের মাহিষ্য জাতিকে একই জাতি বলিয়া পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন এবং পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি প্রমুখ বিজ্ঞগণ বঙ্গের চাষি কৈবর্ত্তকে "অনুপনীত মাহিষ্য" অর্থাৎ শূদ্রাচারি

মাহিষ্য এবং উৎকলের বিজেতৃগণকে উপনীত মাহিষ্য বলিয়া একই জাতি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। বঙ্গীয় মাহিষ্য জাতি উৎকল মাহিষ্যের ন্যায় পূর্ব্বে কেবল অস্ত্রধারী ছিল; কালক্রমে দুরবস্থাপন্ন হইয়া তাহাদের মধ্যে বহুলোকে কৃষিজীবি হইয়াছেন। উৎকল খাণ্ডাইত মাহিষ্যগণ মধ্যেও ঠিক তাহাই হইয়াছে। মাহিষ্যগণমধ্যে ছত্রিশ গড়জাত বা মতান্তরে আঠার গড়জাত রাজবংশ প্রসিদ্ধ। ইহারা সাধারণ রাজপুত নামে পরিচিত কিন্তু বস্তুতঃ রাজপুত নহেন। বনপুর, কিত্তঙ্গড় প্রভৃতি রাজ্যের ভূপালগণ খাণ্ডাইত মাহিষ্য ইহাদিগকে হণ্টার সাহেব কৃত্রিম ক্ষত্রিয় বলিয়াছেন মহাত্মা রিজলী বাঙ্গালীর "চাষীদাস" অথবা মাহিষ্য জাতির প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে,—"এই জাতির অনেকে কৃত্রিম রাজপুত সাজিয়াছে"। Many of them (Halik Kaibartas) have become pseudo Rajputs & many other ancient families have become extinct. ইহাতে মাহিষ্য সমাজের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে।

এই সমস্ত রাজবংশ কোথা হইতে বঙ্গে আসিয়া রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন তাহাই এক্ষণে আলোচ্য।

সূর্য্যকুল ধুরন্ধর মহারাজ রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে মহাকবি কালিদাস লিখিয়াছেন—

স সেনাং মহতীং কর্ষন্ পূর্ব্বসাগরগামিনীম্।
বভৌ হরজটাভ্রষ্টাং গঙ্গামিব ভগীরথঃ ॥ ৩২
পৌরস্ত্যানেবমাক্রমং স্তাং স্তান্ জনপদান্ জয়ী।
প্রাপ তালীবন শ্যাম কণ্ঠং মহোদধেঃ ॥ ৩৪
বঙ্গানুৎখায় তরসানেতা নৌসাধনোদ্যতান্।
নিচখান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোঽন্তরেষু সঃ ॥৩৬

আপাদপদ্মপ্রণতাঃ কলমা ইবতে রঘুম্।
ফলৈঃ সংবর্দ্ধয়ামাসুরুৎখাত প্রতিরোপিতাঃ ॥৩৭
স তীর্ত্বা কপিশাং সৈন্যৈবর্দ্ধ দ্বিরদসেতুভিঃ।
উৎকল-দর্শিত পথঃ কলিঙ্গাভিমুখে যযৌ ॥৩৮

রঘুবংশ ৪র্থ সর্গঃ।

অর্থাৎ—"মহারাজ রঘু, বিপুল সৈন্যবাহিনী লইয়া তালবন বিটপী-শোভিত পূর্ব্ব সাগরের শ্যামবর্ণ উপকণ্ঠে উপস্থিত হইলে, বঙ্গীয় রাজগণ রণতরি সাহায্যে যুদ্ধে উদ্যোগী হইলে, তিনি রাজগণকে পরাস্ত করিয়া গঙ্গাগর্ভে দ্বীপপুঞ্জে জয়স্তম্ভ প্রোথিত করিলেন। পরিশেষে রাজগণ বিপুল ধন দিয়া বশ্যতা স্বীকার করিলে পুনর্ব্বার তাহাদিগকে নিজ নিজ পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া হস্তি-সেতু দ্বারা কপিশা (কাঁসাই) নদী উত্তীর্ণ হইয়া উৎকল কলিঙ্গ দেশাভিমুখে যাত্রা করেন।

রাজা রঘু বঙ্গদেশ জয় করিলেও তিনি নিজে কোন রাজ্যস্থাপন করেন নাই, কিন্তু আর্য্য মাহিষ্য-ক্ষত্রিয়গণ সরযূনদীর তটদেশ হইতে বিজয় যাত্রায় বহির্গত হইয়া মধ্যভারত ভেদপূর্ব্বক কর্ণাট হইয়া মেদিনীপুর ও উড়িষ্যা অঞ্চলে তাম্রলিপ্ত, বালিসীতা, তুর্কা, সুজামুঠা ও কুতবপুর এই পাঁচটী স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন।

"The Kaibarttas are probably an offshoot of a race or tribe whose original seat was in the up-country. They say that their ancestors lived on the banks of the Saraju or Gogri in Oudh * * When the forefathers of the present Kaibarttas migrated from their original home on the bank of the Saraju, their route probably lay along the Eastern limit of the tableland in Central India

and tradition assigns their first appearance in the district of Midnapore to Sakabda 822. They were led by five chiefs who established as many separate chieftaincies in the district :—(1) Tamralipta or Tamluk, (2) Balisita, (3) Turka, (4) Sujamutha (5) Kutabur.

Gobardhananda was the founder of the Mayna family. He defeated Sridhar Hui and took possession of his post.

The Sujamutha family is now extinct. Its last representative died a pauper some time ago. The Tamluk and Kutabpur families, though not extinct, have been reduced to indigence. Babu Kali Prosanna Gajendra Mahapatra of Khandrui is the lineal descendant of the Kaibartta Chief who found his head quarter at Turka."

District Census Report, Midnapore 1891. P—4.

হাণ্টার সাহেবও তাঁহার ষ্ট্যাটিসটিকেল একাউণ্টে সরযূনদীর তটদেশ হইতে মাহিষ্য ভূপালগণের বিজয় যাত্রার উল্লেখ করিয়া মেদিনীপুর অঞ্চলে উক্ত ৫টী রাজ্য স্থাপনের কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের আগমন কাল সম্বন্ধে যে কিম্বদন্তীর কল্পনা করিয়াছেন তাহা প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় না, কারণ তমলুক রাজবাটীতে রক্ষিত বংশলতা অনুসারে দেখা যায় যে, মাহিষ্য বীরগণ পৌরাণিক কালেই রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। শ্রীমৎ সেবানন্দ ভারতী মহাশয় তাঁহার "তমলুকের ইতিহাস" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে,—মহাভারতীয় যুগেই মাহিষ্য বীর-

প্রভৃতি রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাম্রলিপ্ত রাজের প্রতাপ নর্ম্মদা তট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সমগ্র দক্ষিণ বাঙ্গালা তাম্রলিপ্ত রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

কেবল মাত্র দক্ষিণ বঙ্গেই মাহিষ্য বীরগণ রাজ্য-স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা নহে, উত্তর বঙ্গেও নদীয়া জেলার মেহেরপুর হইতে ফরিদপুর জেলার পূর্ব্ব সীমানা পর্য্যন্ত বিশাল ভূমিখণ্ডের উত্তরাংশের প্রায় বার আনা ভূমি মাহিষ্য রাজগণের হস্তগত ছিল ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গেও মাহিষ্য রাজগণের প্রতাপ প্রভূত্ব বড় অল্প ছিল না। জঙ্গল বাড়ীর দেওয়ান বংশের মর্য্যাদা এখনও কোন রাজবংশ অপেক্ষা হীন নহে। "প্রেমের স্বপন" প্রণেতা উৎকলে ও দক্ষিণ বঙ্গে মাহিষ্য-রাজগণের প্রভাব বর্ণন করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের মাহিষ্য রাজগণের কীর্ত্তি কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন :—

"বঙ্গের ঈশান কোণে চল অতঃপর
ময়মনসিংহ দেশে রাজা নবরঙ্গ পশে
স্থাপিল সুন্দর এক রাজ্য মনোহর ;
সঙ্গী চারি বীর তার বহু স্থান অধিকার
করি বাড়াইল সেই রাজ্য পরিসর
জঙ্গলবাড়ীর রাজা যার বংশধর।
"সঙ্গী চারিবীর "ভুঞ্যা" নামে প্রকাশ
কমলাবাড়ী, তেলি চারা, উলুকান্দি ভোগপাড়া
গ্রামেতে বসতি কৈলা নির্ম্মিয়ে আবাস।"
"নবরঙ্গ নৃপবর ধার্ম্মিক সুজন,
তাঁর যত্নে প্রতিষ্ঠিত বেতালেতে সংস্থাপিত
গোপবেশী গোপীনাথ বিরাজে এখন ;
রাজার দানের বলে এবে তাঁর সেবা চলে

পঞ্চাশ শতেক যার আরের প্রমাণ,
তাম্রপত্রে এ ভূমির রয়েছে প্রমাণ।
"বিনষ্ট মাহিষ্য-রাজ ছিল কত আর—
বরাক্ষিয়া রাজবংশ মাহিষ্যের অবতংশ
অতীত গৌরব-সাক্ষী দেখ একবার।
গঙ্গাসিংহ বীরবর এ বংশের প্রভাকর
দুর্দ্দান্ত থাশিয়া জাতি দমি' ভুজবলে,
দ্বাবিংশতি পুঞ্জিপতি হ'ল অবহেলে।
বংশীকুণ্ডা অধিপতি চৌধুরি সকল
নিজ নিজ বাহুবলে বিনাশি' অরাতি কুলে
ক'রেছিল সংস্থাপন রাজত্ব প্রবল;
পশ্চিমে সুষুঙ্গ যার, থাসিয়া উত্তরে তার,
পূরবে লাউর নামে বিশাল পর্গণা
দক্ষিণেও বহুক্রোশ যাহার সীমানা।"

এই সকল মাহিষ্য ক্ষত্রিয়বংশ প্রবল প্রতাপে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। সমগ্র মেদিনীপুর হাওড়া এবং সুন্দরবন সহ ২৪. পরগণা ও খুলনার দক্ষিণার্দ্ধ সহ সাগর তটবর্ত্তী দেশ এই মাহিষ্য জাতির ভুজবলেশাসিত ও রক্ষিত হইয়াছিল। তজ্জন্যই রিজলী সাহেব লিখিয়াছেন,—their position was a commanding one.

ভারতের উজ্জ্বলতম রত্ন সিভিলিয়ান্ রমেশচন্দ্র দত্ত লিখিয়াছেন যে, সমগ্র বাঙ্গলাদেশ পূর্ব্বকালে পাঁচটী স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হয়, তাম্রলিপ্ত বা দক্ষিণ বাঙ্গালা তাহার একতম রাজ্য। অতএব তাঁহার মতে সমগ্র দক্ষিণ বাঙ্গালা অর্থৎ সুবর্ণরেখা হইতে বরিশাল জেলার প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত সমগ্র দেশ তাম্রলিপ্ত রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

তমোলুক রাজবংশের বর্ত্তমান রাজা সুরেন্দ্রনারায়ণের পূর্ব্বপুরুষগণের হস্তে কেবলমাত্র যে দক্ষিণ বঙ্গের শাসনদণ্ড পরিচালিত হইত তাহা নহে ; তাঁহাদের অধীনে এককালে সমগ্র বঙ্গোপসাগর শাসিত হইত। তাম্রলিপ্ত নগর তখন সমুদ্রতীরবর্ত্তী প্রসিদ্ধ বন্দর বলিয়া বিখ্যাত ছিল। তমলুক-রাজের আশ্রয় না লইয়া সমুদ্রযাত্রা করিলে জল-দস্যুর হস্ত হইতে কেহই উদ্ধার পাইতেন না।

"As is proved historically by the mention of Tarmralipta, 600 years before our Era as one of the most freqnented port of India."

Ancient India as described by Ptolemy. P.—173.

বালী ও যবদ্বীপে এখনও মাহিষ্য রাজবংশ আছে শুনা যায়। (vide Journal of Royal Asiatic Society—Great Britain and Ireland—N. S. Vol VIII to X of 1877) সমুদ্র যাত্রায় ও সামুদ্রিক রাজ্য জয়ে বাঙ্গালীর মধ্যে মাহিষ্য জাতি যেমন যোগ্যতা দেখাইয়াছে, ভারতবর্ষে আর কোন জাতি সেরূপ দেখাইতে পারে নাই। মাহিষ্যগণের বীরদর্পে এককালে ভারত সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে 'বাঙ্গালী জাতির' বিজয়-নিশান উড়িয়াছিল। ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয় সিদ্ধান্ত-সমুদ্রের একস্থলে লিখিয়াছেন—"ভারতীয় ইতিহাসের যেটুকু এখনও নষ্ট হয় নাই, তদ্দ্বারাই দেখান যাইতে পারে যে, প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে পারস্য দেশাধিপতি সম্রাট্ দরায়স এবং তাঁহার প্রসিদ্ধ সেনাপতি স্কাইলাক্স যখন ভারত আক্রমণ করেন, তখন তাঁহারা মাহিষ্য-কৈবর্ত্ত-দিগকে ক্ষত্রিয়ের কার্য্য করিতে দেখিয়াছিলেন (History of central Asia 163) খৃষ্টের জন্মগ্রহণের ৩২৭ অব্দে সম্রাট্ সেকন্দর ভারত আক্রমণ করেন। তিনি কৈবর্ত্তদিগের ঐশ্বর্য্য, প্রভুত্ব ও রাজত্ব দর্শন করিয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ অবস্থিত ছিলেন। প্রাচীন গ্রীক জাতির প্রসিদ্ধ পণ্ডিত

হিরোডেটশ লিখিয়াছেন, ইহাঁরা রাজনীতি শাস্ত্রে বিশেষ পটু।" (১২২ পৃষ্ঠা)।—"বিশ্ব-বিখ্যাত আলেকজাণ্ডার বাদসাহ ভারত আক্রমণ-কালে মাহিষ্যগণকে সাহসী রণদক্ষ ও যৌযুদ্ধ-বিশারদ দেখিয়া প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।"

"প্রাচীন বাঙ্গালায় যে সকল নগরী বাণিজ্য দ্বারা বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, তন্মধ্যে তাম্রলিপ্ত সুবর্ণগ্রামই সর্ব্বাগ্রগণ্য। যে সময় বঙ্গীয় নাবিকগণের অর্ণবতরিগুলি তাম্রলিপ্ত হইতে ভারত সাগরের প্লবমান দ্বীপপুঞ্জে ও চীন প্রভৃতি দেশে যাতায়াত করিত"।—

ভারতী, ষষ্ঠভাগ, ১৩৫ পৃষ্ঠা।

প্রসিদ্ধ চৈনিক ভ্রমণকারী হিউয়েন সাঙ্ ৬২৯ খৃঃ অব্দে ভারতবর্ষ পর্য্যটন করিতে আইসেন। তিনি তুর্কিস্থান হইয়া পাঞ্জাব, কপিলবাস্তু, গয়া প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া অবশেষে তমলুকে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি তমলুক বন্দরে জাহাজে উঠিয়া সিংহলে যাত্রা করেন। (Vide Elphinstone History of India).

অতএব তাম্রলিপ্ত নগর সমুদ্র যাত্রার প্রধান বন্দর ছিল। এই সামুদ্রিক নগর ধ্বংশ হওয়াতেই বাঙ্গালীদের সমুদ্র যাত্রা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। হণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন :—

"The ruins of Tamluk as a seat of maritime commerce affords an explanation of how the Bengalees ceased to be seagoing people. In the Buddhist era they sent warlike fleets to the east and, west and colonized fine islands of Archipelago."

Hunter's Orissa, Vol. I, Page 314—15.

শব্দকল্পদ্রুমেও ও বেলাকুলং শব্দের অর্থে লিখিত আছে—বেলাকুলং

ইতি ত্রিকাণ্ড শেষঃ। "বাচস্পত্যে" তমালিকা, তমালিনী ও তামলিপ্ত শব্দে অর্থে তমলুক বলিয়া লিখিত আছে। ভবিষ্য পুরাণে প্রাপ্ত হওয়া যায় যথা—

"তাম্রলিপ্ত-প্রদেশে চ বর্গভীমা বিরাজতে
গোবিন্দপুর-প্রান্তে চ কালী সুরধুনী তটে।"

ভবিষ্যপুরাণ ব্রহ্মখণ্ড ২২শ অধ্যায়ঃ।

বর্গভীমানাম্নী দেবী তমোলুক ভিন্ন অন্য কোন স্থানে নাই।

"Tamalities moreover which had been satisfactorily identified with Tamluk.

Indian Antiquities Vol. XIII P. 364.

Tamalities represents the Sanskrit Tamralipti the modern Tamluk.

Ancient India as described by Ptolemy by J. W. Mc. Crindel, Page 169.

বিষ্ণুপুরাণে প্রাপ্ত হওয়া যায় যথা—

"তাম্রলিপ্তান্ সমুদ্রতটপুরীশ্চ
দেবরক্ষিতো রক্ষিষ্যতি

২৪শ অধ্যায়ঃ।

তাম্রলিপ্ত দেশ যক্ষে ভাগীরথ্যাস্তটেনৃপ।"

পাণ্ডব বিজয় নামক সংস্কৃত ভৌগলিক গ্রন্থ।

বায়ুপুরাণেও লিখিত আছে—

ব্রহ্মোত্তরাংশ্চ বঙ্গাংশ্চ তাম্রলিপ্তাংস্তথৈবচ।
এতান্ জনপদানার্য্যান্ গঙ্গা ভাবয়তে শুভান্॥

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

"The Ganges flows through the Tamraliptas (or Tamluk).

Asiatic Researches Vol. VIII, P. 331.

এখনও দেখিতে পাওয়া যায় গঙ্গানদী বর্ত্তমান হুগলি নদী নামে পরিচিত হইবার পূর্ব্বে পশ্চিম বঙ্গের রাজধানী সপ্তগ্রাম বিধৌত করিয়া জনাই, আন্দুল-দুল্লে, উলুবেড়িয়া, তমোলুক প্রভৃতি জনপদ অতিক্রম করিয়া ভীষণ কল্লোলে বহমানা ছিল। গঙ্গানদীর এই শাখা সরস্বতী নামে প্রসিদ্ধ। ভারত-দেহে ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্নারূপিণী ত্রিগুণাত্মিকা পুণ্যতোয়া গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী পবিত্র প্রয়াগতীর্থে সম্মিলিত হওয়ায় প্রয়াগতীর্থে গঙ্গা যমুনা স্বরস্বতীর যুক্তবেণী, এই ত্রিধারা একত্র হইয়া বহুদূর পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া বঙ্গদেশে নবদ্বীপের দক্ষিণে ত্রিবেণীতে ত্রিধা বিভক্ত হইয়া সাগর সঙ্গমে ছুটিয়াছে। সপ্তগ্রামের অন্তবর্ত্তী সরস্বতী নদীর উত্তর দিকস্থ মহাতীর্থ ত্রিবেণী মুক্তবেণী।

মহাভারতে লিখিত আছে—

"প্রত্যুম্ন নগরাদ্ যাম্যে সরস্বত্যাস্তথোত্তরে।
তদ্‌দক্ষিণ প্রয়াগস্তু গঙ্গাতো যমুনা গতা॥
স্নাত্বা তত্রাক্ষয়ং পুণ্যং প্রয়াগ ইব লভ্যতে।"

প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্ব ধৃত মহাভারতীয় বচন।

দক্ষিণ প্রয়াগ উন্মুক্তবেণী সপ্তগ্রামাখ্য দক্ষিণ দেশে ত্রিবেণীতি খ্যাতঃ॥

রঘুনন্দনের প্রায়শ্চিত্তধৃত বচন।

অনুবাদ। প্রত্যুম্ন অর্থাৎ পাণ্ডুয়া নগরের দক্ষিণে এবং সরস্বতী নদীর উত্তরে সেই দক্ষিণ প্রয়াগ। তথায় গঙ্গা হইতে যমুনা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তথায় স্নান করিলে প্রয়াগের ন্যায় অক্ষয় পুণ্য লাভ হয়।

দক্ষিণ প্রয়াগের অন্য নাম উন্মুক্তবেণী উহা সপ্তগ্রামাখ্য দক্ষিণ দেশে ত্রিবেণী বলিয়া খ্যাত।

রোম ও অন্যান্য প্রাচ্য জনপদের সহিত বাণিজ্য সম্পর্কে সপ্তগ্রাম ও ত্রিবেণী মহা সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। রোমীয়েরা উহাকে "গ্যাঞ্জেস রিজিয়া" (Ganges Rejia) বলিতেন। এখনও স্থানে স্থানে সৌধমালার ভগ্নস্তূপ সকল তাহার অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিতেছে। সরস্বতীর তীরে পুরাতন দুর্গের চিহ্ন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। রোমীয় গ্রন্থকার প্লিনি—যিনি ৭৯খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন, লিখিয়াছেন—বণিকেরা গোদাবরী নদীর মোহানা অবলম্বনে বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়া গঙ্গামোহানার ভিতর প্রবেশ করত কলতার অপর পারে উত্তিগেল (বর্ত্তমান তাঁতিখাল) হইয়া ত্রিবেণীতে বাহিয়া যাইতেন। তৎপরে তথা হইতে পাটনা যাইতেন।

"Trebeni was formerly noted for its trade; Pliny mentions that the ships assembling near Godavery sailed from thence to cape Palinurus, then to Tentigale, opposite Fulta, then to Trebeni and lastly to Patna."

The Banks of the Bhagirathi, by Revd. J. Long, In Calcutta Review, Vol. VI.

১৬শ শতাব্দীতে সরস্বতী নদীতে চড়া পড়িলে মোগল গবর্ণমেণ্ট বাণিজ্য সৌকার্য্যে কলিকাতার দক্ষিণাংশ হইতে সাঁখরাইল পর্য্যন্ত ৮ মাইল পথ খনন করিয়া গঙ্গার সহিত সরস্বতীর সংযোগ করিয়া দেয়। কোন কোন ইতিহাসে লিখিত হইয়াছে যে ওলন্দাজেরা খিদিরপুর হইতে সাঁকরাইল পর্য্যন্ত খাল কাটিয়া ভাগীরথীর সহিত সরস্বতীর সংযোগ করিয়া দেয় এইজন্য ঐ খালকে "কাটিগঙ্গা" বলে। এইরূপে স্রোতের গতি পরিবর্ত্তন হওয়ায় কালিঘাটের গঙ্গা ও আদিগঙ্গার সরস্বতী ক্রমশঃ ক্ষীণ কায়ায় পরিণত হইয়াছে। সরস্বতী নদী মজিয়া যাইলে সপ্তগ্রামের বাণিজ্যপক্ষে বিশেষ হানি হইতে লাগিল,

তাহাতে সপ্তগ্রামের ধ্বংস উপস্থিত হয়। "পাদিসাহা" নাম্বা পারসী গ্রন্থে লিখিত আছে যে, খ্রীঃ ১৭৩২ অব্দে সপ্তগ্রামের সম্যক ধ্বংস হইয়াছিল।

Hunter's S. A. of Bengal Vol. I. P. 386 *foot note.*

১৫৩২ খৃঃ অব্দ হইতে হুগলি মোগলদিগের রাজকীয় বাণিজ্য-বন্দর হইয়া উঠিল। তখন তাহাদের দপ্তরখানা সপ্তগ্রাম হইতে হুগলিতে উঠিয়া আসিয়াছিল। যে নদীতে এক সময়ে বাণিজ্য পোত অবাধে গমনাগমন করিত, যে নদীর তরঙ্গ ভঙ্গ করিয়া প্রসিদ্ধ পর্টুগিজ বীর গ্যাঙ্গালেস্ সপ্তগ্রামে পৌঁছিয়া অদ্ভুত রণক্রীড়ায় মোগলবাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, যে নদীর বীচিমালায় মাহিষ্যগণ বাণিজ্য তরণীর বৈজয়ন্তী কল্পিত করিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগতে ভারতের গৌরব বিকীর্ণ করিয়া আসিয়াছিল, কালের কুটিল গতিতে আজ তাহা শৃগাল কুক্কুর লক্ষ প্রদানে উত্তীর্ণ হইতেছে।

প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে যে স্রোতস্বতীর উপরে প্রচুর পণ্যভারে পরিপূর্ণ সতত ভাসমান পর্ত্তুগীজদিগের অর্ণবযানগুলি শোভিত থাকিয়া বর্ত্তমান কলিকাতা মহানগরীর ন্যায় সপ্তগ্রামকে মহাসমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিয়াছিল সেই স্রোতস্বতী সরস্বতী এক্ষণে কেবল নাম মাত্রে পর্য্যবসিত। এই সরস্বতী সেই সরস্বতী নদী যাহার রমণীয় পবিত্র সলিলে দেবগণ সতত ক্রীড়া করিয়া থাকেন, বলদেব যাঁহাতে অবগাহন করিয়া স্থতবধজনিত পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন, আমার পিতৃপিতামহাদি পূর্ব্বপুরুষগণ ক্ষীরসমুদ্রের ন্যায় প্রত্যহ যাহার বারিকণা পান করিয়া নিষ্পাপ দেহে পুষ্টিলাভ করিয়াছেন, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা যাহার তীর আশ্রয় করিয়া নিয়ত বেদাধ্যয়ন ও যজ্ঞাদি সদনুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিতেন, তাঁহাদিগের অনুষ্ঠিত যজ্ঞানলোত্থিত পবিত্র ধূমরাশির সৌরভে প্রাণিমাত্রেরই পাপরাশি দূরীভূত হইত। তাঁহাদের সংসার চিন্তা

হোমানল সমুত্থিত ধূমরাশি সরস্বতী নদীর সলিলে প্রসারিত হইয়া যেন তাহার সুদীর্ঘ কেশ কলাপের ন্যায় শোভা পাইত এবং তাহার জলমগ্ন তীর-প্রোথিত যূপ সকল হরিভক্তিপরায়ণের কণ্ঠে তুলসীমালার ন্যায় শোভা পাইত। বট-অশ্বত্থ-পলাশ-কাশকুশা পরিশোভিত বিহঙ্গম-রব-মুখরিত রমণীয় এই সরস্বতী তীরেই তাঁহাদিগের বাসগৃহ ছিল আর তাহারই চারিদিকে মালুর ধাত্রী আম্রাদি তরুরাজির সুনীল সুন্দর গৃহগুলি সুগন্ধ কুসুম লতায় পরিশোভিত ছিল। সেই পবিত্র আশ্রম গুলিতে ঋক্ যজুঃ সামবিৎ গৌতম, কাশ্যপ, শুনক, ভরদ্বাজ, আলম্যান মৌদ্গল্য, শাণ্ডিল্য, সাবর্ণ, রথীতর, মুঞ্জকবি, মাণ্ডব্য, রঘু, বাৎস্য, অগ্নিবেশ্য ও আত্রেয় গোত্রীয় ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেন।

"সরস্বতী যা ত্রিদশাধিসেব্যা মহানদী পূণ্যজলাতিরম্যা।
বলোঽপি যদ্বারিলবং নিষেব্য বন্দে হি তাং সূতবধাদ্বিমুক্তঃ
মত্তাততাতপিতৃতাতপিতামহাদ্যা যস্যা অপঃ প্রতিদিনং
জননীপয়োবৎ।
পীত্বা সুপুষ্টতনবোঽঘবিবর্জ্জিতাঃস্ম ভক্ত্যা নমামি নিয়তন্তু
সরস্বতীন্তাম্॥
সরস্বতীতীরসমাশ্রিতানাং সদৈব বেদাধ্যায়নাদ্দ্বিজানাং।
যজ্ঞানলোদ্ভূত সুগন্ধ * * নৃপস্তাননিশং পুপোষ॥
যজ্ঞানলোত্থৈর্জলযাতধূমৈঃ সরস্বতী কেশবতীব ভাতি।
নীরান্ততীরস্থিতধূপজালা মালা যথা শ্রীহরিভক্তকণ্ঠে॥
তটে বটাশ্বত্থপলাশকাশকুশান্বিতে পক্ষরুতেঽতিরম্যে।
মালুর ধাত্র্যাম্রশিবাবনেষু বেশ্মানি তেষাং কুসুমাকুলানি॥

কৃষ্ণাত্রেয়াঃকৌশিকশৌনকাশ্চ ভরদ্বাজাঃ**মৌদ্‌গুলাদ্যাঃ ॥
শাণ্ডিল্যসাবর্ণরথীতরাদ্যামুঞ্জর্ষিমাণ্ডব্যক রঘুঃঋষয়ঃ।
বাৎস্যাগ্নিবেশ্যাত্রেয় এব চান্যে স্ববেদ কর্ম্মানুরতাস্তথোষুঃ ॥"

সরস্বতী মজিয়া যাওয়ায় সপ্তগ্রামের যে দুর্দ্দশা হইয়াছে গঙ্গার মোহানায় চর পড়িয়া সমুদ্র ক্রমে পুরিয়া গিয়া রূপনারায়ণ নদের তীরে তমলুক একটী আন্তর্দ্দেশিক স্থানে পরিণত হইয়া সেইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে।

"তাম্রলিপ্তপ্রদেশশ্চ বণিজ্যস্য নিবাস ভূঃ।
দ্বাদশযোজনৈর্যুক্তঃ রূপানদ্যাঃ সমীপতঃ ॥"

বিশ্বকোষ ৬৯০ পৃষ্ঠা।

সামুদ্রিক বন্দর বন্ধ হওয়ায় তাহারও অবস্থা প্রায় সেইরূপ হইয়াছে।

Fa Hian came to Tamralipta which was then the sea-port on the mouth of Ganges. There were 24 Sangharamas of the country.

চীনদেশীয় ভ্রমণকারী ফাহিয়ান যখন তাম্রলিপ্তে আগমন করেন, তৎকালে তাম্রলিপ্ত গঙ্গার মোহানার নিকট সামুদ্রিক বন্দর ছিল এবং তথায় ২৪টী বৌদ্ধ মঠ ছিল।

R. C. Dutta's History of Civilization in Ancient India (People's Edition) Book IV. Chap. VI, P. 511.

ফাহিয়ান (Fa Hian) ৩৯৯ হইতে ৪১৪ খৃঃঅব্দ পর্য্যন্ত ভারত ভ্রমণ করেন, তন্মধ্যে তমলুকে দুই বৎসর থাকিয়া শাস্ত্রাদির নকল ও প্রতিমূর্ত্তি আদির ছবি তুলিয়া তিনি তমলুক হইতে হিন্দুস্থানের আরোহণ

চড়িয়া সিংহল দ্বীপে উপস্থিত হন। তথায় দুইবৎসর থাকিয়া বুদ্ধদন্তের সম্মান করিয়া যাবা দ্বীপে উপস্থিত হন। তথায় বৌদ্ধধর্ম্ম বিদ্বেষী অনেক ব্রাহ্মণের বসতি দর্শন করেন।

Elphinstone's History of India. App. IX. Cowell's Edition, P. 288.

৩য় শকাব্দীতে বুদ্ধদন্ত পাইবার আশায় মগধাধিপতি যুদ্ধ যাত্রা করিলে দন্তপুরাধিপতি গুহ সিংহ আপনাকে বলহীন ভাবিয়া বুদ্ধদন্ত গোপনে স্বীয় জামাতা অবন্তীরাজকুমার দন্তকুমারকে লইয়া যাইতে আদেশ করেন। তিনি স্বীয় পত্নী হেমমালা সমভিব্যাহারে দন্তখণ্ড লইয়া তাম্রলিপ্ত হইতে অর্ণবযানারোহণে সিংহলে উপস্থিত হন। দন্ত-কুমারের নিকট হইতে সিংহলাধিপতি মেঘবাহন সাদরে ঐ দন্ত লইয়া ধর্ম্মমন্দিরে স্থাপন করেন চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ান উক্ত দ্বীপে মহা সমারোহের সহিত বুদ্ধদন্ত প্রতিষ্ঠার বার্ষিক উৎসব "দালাদ পঙ্কিয়া" দর্শন করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের সেই দন্ত মন্দির এখনও সিংহলে রহি-য়াছে।

দাঁতবংশ ৫ম অধ্যায়।

মহাবংশ নামক বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে খৃঃ পূর্ব্ব ৩০৭ অব্দে তাম্র-লিপ্ত নগর সমুদ্র তীরবর্ত্তী একটি বন্দর বলিয়া বিখ্যাত ছিল, এই বন্দর হইতেই বৌদ্ধদিগের আরাধ্য বোধিদ্রুম সিংহল দ্বীপে প্রেরিত হইয়াছিল।

মহাবংশ ১১খণ্ড ও ১৯ পরিচ্ছেদ এবং বিশ্বকোষ ৬৮৯পৃঃ।

খৃঃ পূর্ব্ব ৩০২ অব্দে মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের সভায় গ্রীক রাজদূত মেগাস্থেনিসের অবস্থিতি কালে তিনি গঙ্গার মোহানার নিকট তলুক্তি (Taluctæ) নামে একজাতির উল্লেখ করিয়াছেন। অনুবাদক ম্যাক্রিণ্ডল সাহেব তাহাকে তাম্রলিপ্তবাসী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

Vide Ancient India

Pliny mentions a people called Taluctæ belonging to this part of India, and the similarity of the name leaves little doubt of their identity with the people whose Capital was Tamluk.

Vide Ancient India as described by P'tolemy.

P. 170.

মহারাজাধিরাজ অশোকের কীর্ত্তিস্তম্ভ ৭ম শতাব্দীতে বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং দর্শন করিয়া গিয়াছেন। উক্ত স্তম্ভ উচ্চে ২০০ শত ফিট ছিল ও তাহার পার্শ্বে সিঁড়ি ছিল। বৌদ্ধ মঠ ব্যতীত ৫০টী হিন্দু মন্দির ছিল।

Vide Imperial Gazetteer of India Vol. VIII. P. 514.

Hunter's Orissa Vol. I. P. 299-310.

তমলুক যে সামুদ্রিক বন্দর ছিল তাহার আর অধিক প্রমাণ দিতে হইবে না এখনও যাত্রিগণ প্রতি বৎসর মকর সংক্রান্তিতে পুণ্য সঞ্চয় মানসে তমলুকে রূপনারায়ণ নদে স্নান করিয়া সাগর-সঙ্গমে স্নানের স্মৃতি বজায় রাখিয়াছে। রাজবাটির ছাদে উঠিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে নৈসর্গিক শোভা পুরাতনের স্মৃতি মনে জাগাইয়া দেয়। অদূরে বিশালকায় রূপনারায়ণ ও সরস্বতীর মিলন স্থানের গভীর প্রসারতা, তীরে বনসন্নিবিষ্ট শ্যামল তমাল ও তাল নারিকেল তরুরাজির সবুজ শোভা নীলাকাশের নীচে শীতকালে স্বচ্ছ নীল লবনাম্বুর ঊর্ম্মিমালা সন্দর্শন করিলে রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গের বর্ণনা স্মৃতিপথে উদিত হয়, যথা—

"দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী
তমালতালীবনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে-

সাগরতীরবর্ত্তী তালবন দ্বারা শ্যামবর্ণ উপকণ্ঠে গঙ্গার মোহানায় যে বঙ্গীয় ভূপতিগণের নৌসৈন্য সমাবেশের পূর্ব্বে মহারাজ রঘুর আক্রমণের কথা কালিদাস রঘুবংশের ৪র্থ সর্গে লিখিয়া গিয়াছেন সেই বঙ্গীয় ভূপতি-গণ যে তমলুক অঞ্চলের রাজন্যবর্গ তাহার আর সন্দেহ নাই। কালি-দাসও এই স্থানের নৈসর্গিক শোভা বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন—

"প্রাপ তালীবন শ্যামকণ্ঠং মহোদধেঃ"

তমলুকে সেই ত্রেতাযুগের তালীবনশ্যামকণ্ঠনদীতীরের নৈসর্গিক শোভা আজও দর্শকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে।

মাহিষ্যবীর বাহিনী সরযূ নদীর তটদেশ হইতে অভিযান করিয়া মধ্যভারত ভেদপূর্ব্বক কলিঙ্গদেশে ৫টী স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। Risley সাহেব ও বলিয়াছেন "They have five princedoms in the Midnapur District. It shows their position was a commanding one. তাম্রলিপ্ত, বালিসিতা, সুজামুঠা, তুর্কা ও কুতুবপুর এই সকল মাহিষ্য রাজ্যের বীর-বৃন্দ পিতৃবীর্য্যে বলবান্ হইয়া দক্ষিণ বাঙ্গালায় ও উৎকলে বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া আফ্রিকা হইতে অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত বিক্ষিপ্ত রত্নরাজির ন্যায় বিশাল রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। মাতৃশক্তির বলে বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া সিংহল, মিশর ও রোম প্রভৃতি প্রাচ্য জনপদে ভারতের বিজয় গৌরব ঘোষণা করিয়া আসিতেন। ইণ্ডিয়ান্ শিপিঙ্ গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে এখন যেমন বৈদেশিক পোতশ্রেণীতে কলিকাতার বন্দর শোভিত দৃষ্ট হয়, পূর্ব্বে রোমের বন্দরে বঙ্গীয় বা ভারতীয় অর্ণবপোত শ্রেণী শোভা পাইত। ষ্ট্রাবো যিনি খৃঃ ২৫ অব্দে পরলোক গমন করেন, তিনি বলিয়াছেন যে, তাহার সময়ে আলেকজান্দ্রিয়া নগর ঐ অঞ্চলের একমাত্র বাণিজ্য-বন্দর

ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বণিকেরা তথা হইতে সেগুলি লইয়া যাইত। তখন মাহিষ্যদিগেরও যে যাতায়াত ছিল তাহা 'ইণ্ডিয়ান্ শিপিঙে' লিখিত হইয়াছে।

"Alexandria has the whole monopoly to herself. She is the receptacle of all (Indian) goods, and the dispenser of them to all other nations."

Strabo translated. In Vincent's commerce and Navigation, Vol. II, Page 61, foot note.

ইজিপ্টদেশীয় গ্রীক বণিক এরিয়ান পেরিপ্লস নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি প্লিনির পরবর্ত্তী লোক। তিনি বলিয়াছেন ভারতবর্ষীয় লোকেরা ডাইস্‌কোরাইডস্, অর্থাৎ বর্ত্তমান সোকোট্রা দ্বীপে বাণিজ্যার্থ যাত্রা করিতেন। ঐ দ্বীপ লোহিত ও ভারত সাগরের মধ্যবর্ত্তী, অর্থাৎ উহা আফ্রিকার পূর্ব্বে ও আরবের দক্ষিণে অবস্থিত। ঐ দ্বীপের ভারতীয় নাম "দ্বীপ সুখাধার" বা "সুখতর"। ঐ নাম গ্রীক ভাষায় "ডাইয়স্‌কোরাইডস্" (Dioskorides) রূপে বিকৃত। "সোকোট্রা" (Socotra) বা "স্কোট্রা" (Scotra) শব্দও ঐরূপ "সুখাধার" বা "সুখতর" শব্দের অপভ্রংশ মাত্র।

"The Island of **Dioskorides**—"The population, which is but scanty, inhabits the north side of the island —that part of it which looks towards the main land (*of Arabia*). It consists of an intermixture of foreigners, Arabs, Indians, and even Greeks, who resort hither for the purposes of commerce."

Mc. Crindle's translation of the 'Periplus' pp 92 93.

জার্মানির সুপণ্ডিত ডাক্তার বুলার সাহেব এতদ্বিষয়ে বহুতর প্রমাণ

পর্য্যন্ত হিন্দুরা সমুদ্রপথে ভ্রমণ করিয়া ভারত সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল।

"During the time when Hindu rulers were strong, travelling beyond the sea, and living in foreign countries, was not forbidden. Numerous Sanskrit inscriptions in Champa, Kambooja (Tonking and Annam), in Java, and Sumatra tell us that Hindus conquered these countries, and held them from the 2nd century of the Christian era downwords until the twelfth century. Temples of Shiva and Vishnu were built there, the Vedas, the Purans, and the Bharata, were recited in those distant regions, among whose settlers were numerous Brahmins."

Dr. Bulher as quoted from the Bombay Gazette in "The Indian Mirror" of July, 1890.

বল্লালসেন দ্বাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন তাঁহার সময়ে বাঙ্গালা দেশে কেহই বৈশ্য বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। জর্ম্মাণ পণ্ডিত বুলার সাহেবও বলিয়াছেন খৃঃ ২য় শতাব্দী হইতে ১২শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতীয় বণিকদিগের সমুদ্র যাত্রা প্রবলবেগে চলিয়াছিল। বাঙ্গালীর বৈশ্য বৃত্তি নিষেধ হওয়ায় সামুদ্রিক বাণিজ্যের বেগ মন্দীভূত হইয়াছিল। পরে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য বিষ্ণুপুরাণীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার শুদ্ধিতত্ত্বে লিখিয়াছেন—

"মহানন্দীসুতঃ শূদ্রাগর্ব্ভোদ্ভবোঽতিলুব্ধো মহাপদ্মো নন্দঃ পরশুরাম ইবাপরোঽখিল ক্ষত্রিয়ান্তকারী [illegible]

ততঃ প্রভৃতি শূদ্রা ভূপালা ভবিষ্যন্তীতি। তেন মহানন্দী-পর্য্যন্তং ক্ষত্রিয় আসীৎ। এবঞ্চ ক্রিয়ালোপাদ্বৈশ্যানামপি তথা। এবমম্বষ্ঠাদীনামপী তিজাতি প্রসঙ্গাদুক্তম্॥"

স্মার্ত্তের মতে কলিতে ক্ষত্র বৈশ্য জাতির অস্তিত্ব নাই। গীতায় শ্রীভগবানের উক্তি "চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ" অপেক্ষা কি রঘুনন্দনের বচন মূল্যবান্? ভগবানের সৃষ্টি তবে কি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে? গীতার কথা কি মিথ্যায় পরিণত হইল? স্মার্ত্তগণ কি ইহা বুঝাইয়া দিতে পারিবেন? রঘুনন্দনের ব্যবস্থা অগ্রাহ্য করিয়া বঙ্গ-দেশেই ত ক্ষত্রিয়গণ ক্ষত্রিয়াচার ও বৈশ্যগণ বৈশ্যাচারে পালন করিতেছেন। রঘুনন্দনের মতেই কলিতে সমুদ্র যাত্রা নিষেধ হইয়াছে। যেন প্রবল পরাক্রান্ত মাহিষ্য জাতির গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য এই ব্যবস্থা হইয়াছে মনে হয়।

তাম্রলিপ্ত নগর সমুদ্র যাত্রীর প্রধান স্থান ছিল। এই বন্দর হইতেই তাম্রলিপ্তের মাহিষ্য বীরবাহিনী রণতরী বাহিয়া ভারত সাগরের দ্বীপ-পুঞ্জে উপনিবেশ স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। বৌদ্ধ যুগের পূর্ব্বে যব ও বালী দ্বীপে হিন্দু উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। Balfour সাহেবের মতে খৃঃ পূঃ ৭৫ অব্দে কলিঙ্গ বাসীরাই যবদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল

B. C. 75, an expedition left the ancient Kalinga kingdom and formed a colony in Java.

(*Vol. II, P.* 481)

Indian Shipping প্রণেতা শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—As far back as the 75th year of the Christian

and, instead of plying within the usual limits of the Bay of Bengal boldly ventured out into the open limitless expanse of the Indian Ocean and arrived at the island of Java. There the adventurous navigators planted a colony, built towns and cities, developed a trade with the mother country which existed for several centuries.

তৎকালে ব্রহ্মদেশের পশ্চিম দিকস্থ সমস্ত লোকই ক্লীং অর্থাৎ কলিঙ্গ নামে অভিহিত হইত।

"But the term Kling or Kalen is used in Burma to designate the people of the west of Burma and the Hindu religion of the Javanese seems to have come from them."

*Cyclopædia of India by Balfour, Vol. II, P.*484

কলিঙ্গদেশ গঙ্গানদীর মোহানা হইতে কৃষ্ণা নদীর মোহানা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

Indian Shipping. P. 144.

রামায়ণ রচনা কালে কলিঙ্গ রাজ্য গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মহাভারতীয় যুগের অবসানে ও কলির প্রারম্ভে মাহিষ্য রাজন্যবর্গ কর্ত্তৃক তাম্রলিপ্ত রাজ্য বিচ্ছিন্ন হইয়া ছিন্নাবয়ব কলিঙ্গ রাজ্যের সীমা সুবর্ণরেখা নদীর দ্বারা সীমাবদ্ধ হইয়াছিল। তৎপরবর্ত্তী রচিত পুরাণাদিতে কলিঙ্গ ও তাম্রলিপ্তের উল্লেখ পাওয়া যায়—

"অঙ্গাশ্চকলিঙ্গাস্তাম্রলিপ্তকা"

হরিবংশ।

"উৎকলিঙ্গ" বা "উৎকল" স্বতন্ত্র রাজ্য গঠিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে তাম্রলিপ্ত রাজ্য ওড্র দেশের অন্তর্গত ছিল। এখনও তমলুক অঞ্চলে উৎকল অক্ষরে লিখিত তালপত্রের দলিলাদি দৃষ্ট হয়। মহিষাদলে উৎকল পঞ্জিকামতে মাসের দিন গণনা হইয়া থাকে অর্থাৎ সংক্রান্তিকে পর মাসের ১লা বলিয়া গণনা করা হয়, এবং ভাদ্র মাসের ইন্দ্র দ্বাদশীতে বৎসর আরম্ভ হয়। মহিষাদলের সরোরিয়া ব্রাহ্মণ রাজবাটী হইতে ১২০ বৎসর পূর্ব্বে খোষালপুরের গৌড়ান্ত বৈদিক ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ৺ রামকান্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয় যে ২০০ শত বিঘা নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার দানপত্র তালপত্রে উৎকল অক্ষরে লৌহ কণ্টক দ্বারা লিখিত।

হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় তদীয় "উৎকলে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য" নামক পুস্তকের ১৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

"তখনকার ওড্রদেশ কিন্তু এখনকার বঙ্গদেশের মেদিনীপুর জেলায় রূপনারায়ণ নদের উপর তাম্রলিপ্ত অবস্থিত "তাম্রলিপ্ত হইতেই গজপতি বংশ উৎকল জয় করিয়াছিলেন। উৎকলের গঙ্গাবংশীয় গজপতি নৃপতিগণ তমলুক হইতে দ্বাদশ শতাব্দীতে উড়িষ্যা আক্রমণ করেন।"

(*Hunter's S. A. Orissa.*)

"প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বা আধুনিক তমলুক গঙ্গাবংশীয়দিগের আদিস্থান"।

পৃথিবীর ইতিহাস ২য় খণ্ড, ২৩৫ পৃঃ।

পণ্ডিত উইলসন্ সাহেব বলেন, কলভিন্ সাহেব বাঙ্গালিদিগের বিদেশ বিজয় বিষয়ে যে অনুশাসন পত্র প্রাপ্ত হন, তাহাতে অবগত হওয়া যায় যে, যিনি কলিঙ্গে প্রথম উপস্থিত হন তাঁহার নাম অনন্ত বর্ম্মা বা কোলাহল, তিনি গঙ্গারাঢ়ীয় অর্থাৎ গঙ্গাসন্নিহিত তমলুক ও মেদিনীপুর প্রদেশের অধিপতি ছিলেন।

H. H. Wilsons introduction to Mackenzie collection.

রাজকৃষ্ণ বাবু তদীয় বাঙ্গালা ইতিহাসে লিখিয়াছেন—

"১১৩১ খ্রীঃ অব্দে উড়িষ্যায় গঙ্গাবংশীয়দিগের রাজ্য আরম্ভ হয়। ইহারা গঙ্গারাঢ়ী অর্থাৎ তমলুক ও মেদিনীপুর প্রদেশ হইতে যাইয়া উড়িষ্যা জয় করেন। রজনীকান্ত গুপ্ত তাহাই বলিয়াছেন। সম্বন্ধ নির্ণয়কার শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি,"গৌড়ে ব্রাহ্মণ" প্রণেতা বারেন্দ্রশ্রেষ্ঠ ৺মহিমা-চন্দ্র মজুমদার স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন বাঙ্গালী মাহিষ্য জাতি পরাক্রান্ত হইয়া অশ্বপতি, গজপতি, নরপতি ও ছত্রপতি এই চারি শাখায় বিভক্ত-হন। গজপতিগণ উড়িষ্যায় স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। তুর্কীরাজ গজেন্দ্র মহাপাত্র বংশ এবং উৎকল সম্রাট গজপতি বংশ একই বংশলতার বিভিন্ন বল্লরী।

বিদ্যানিধি মহাশয় আরও বলিয়াছেন—

"মাহিষ্যবংশীয় রাজা অনঙ্গভীমদেব ৺জগন্নাথ দেবের বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ৺জগন্নাথ দেবের বর্ত্তমান সেবাকারী ক্ষুর্দরাজ গজপতিবংশীয় মাহিষ্য।" মহারাজ অনঙ্গভীমদেব ১১১৯ শকে বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন মন্দিরের শ্রীমূর্ত্তির পশ্চাতে খোদিত নিম্ন-লিখিত শ্লোকে শক নির্ণীত হইয়াছে—

"শকাব্দে রন্ধ্র শুভ্রাংশুরূপনক্ষত্র নায়কে
প্রাসাদং কারয়ামাসানঙ্গভীমেন ধীমতা।"

ভারতবর্ষের মোক্ষপ্রদ মহাতীর্থ পুরীধামে* মাহিষ্য নৃপতির গৌরবস্তম্ভ অভ্রভেদী শ্রীমন্দির দর্শনে ভারতের কোটী কোটী নরনারী ধন্য হইয়া যাইতেছে। গজপতিবংশ পিতৃপক্ষ স্মরণ করিয়া আপনাদিগকে চন্দ্রবংশজাত বলিয়া পরিচয় দেন। গজপতি অনঙ্গ ভীম-দেব আপনাকে "ক্ষত্রিয়কুলধর্ম্মকেতু" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার মুদ্রায় লিখা আছে "বীরশ্রীগজপতি গৌড়েশ্বর নবকোটি কর্ণাটোৎকল

* অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ॥
স্কন্দপুরাণম্।

বর্য্যেশ্বরাধিরাই ভূত ভৈরব সাধু শাসনোৎকরণ রাবতরাই অতুল বলপরাক্রম সংগ্রাম সহস্রবাহু ক্ষত্রিয়কুলধর্ম্মকেতু।" উৎকল সম্রাট স্পষ্টাক্ষরে ক্ষত্রিয় বলিতে সাহসী হন নাই কারণ মাহিষ্য জাতি পূর্ণ ক্ষত্রিয় নহে।

তমলুক রাজবাটীতে যে বংশলতা রক্ষিত আছে তাহার ১ম রাজা রাজর্ষি ময়ূরধ্বজ হইতে ৩৭শ রাজা নিঃশঙ্ক নারায়ণ পর্য্যন্ত তমলুকাধিপতিগণকে হাণ্টার সাহেব ময়ূরবংশীয় বলিয়াছেন। ৩৮শ পুরুষবর্ত্তী রাজা কানুরায়কে অনার্য্য ধীবর জাতীয় রাজা (Fisher King) বলিয়াছেন। তাঁহার উক্তি কতদূর সঙ্গত তাহাই এক্ষণে সমালোচ্য।

মহাভারতীয় যুগের অবসানের সময় রাজর্ষি ময়ূরধ্বজ হইতে অভগ্ন-শোণিত ধারায় প্রবাহিত বংশলতার বর্ত্তমান রাজা সুরেন্দ্রনারায়ণ জগতে কোনরূপে সঞ্জীবতা দেখাইতেছেন। অষ্টত্রিংশ রাজা কানুভূঁয়া রায়কে হাণ্টার সাহেব অনার্য্য ধীবর জাতীয়রাজা বলিয়াছেন, কিন্তু সেইরূপ বিশ্বাসযোগ্য কোন দৃঢ় কারণ দেখাইতে পারেন নাই। কানু ভুঁয়াকে কালুভূঁয়া বলিয়াছেন। কানুভুঁয়া যে রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের কন্যা রাণী চন্দ্রাদেইর পুত্র তাহা রাজবংশের কৌলিনামায় স্পষ্ট লিখিত আছে। তখন "ভূঁয়া" উপাধি অত্যন্ত গৌরবের ছিল। ভূঁয়া বা ভূমিয়া উপাধিবিশিষ্ট রাজাকে প্রবল ক্ষমতাপন্ন সার্ব্বভৌম রাজ চক্রবর্ত্তীকে বুঝাইত।

আইন-ই-আকবরীতে লিখিত আছে যে, বাঙ্গালা দেশ ১২ ভূঁয়ার রাজ্য ছিল। রাজা গণেশ ভূঁয়া তাহাদের অন্যতম। তিনি গৌড়ের শেষ হিন্দু নরপতি। তৎকালে তমলুকের সিংহাসনে ৪৩শ পুরুষ রাজা ধিতাই ভুঁয়া রায় বর্ত্তমান ছিলেন। খৃঃ ১৪০৩—১৪৫৫। ইহাঁরই পিতা রাজা ভাঙ্গড় ভূঁয়া রায়ের সমকালীন গৌড়ের বাদসা সুলতান গায়সুদ্দিন ছিলেন। রাজা ভাঙ্গড় ভুঁয়া রায় ১৪০৪ খৃ অব্দে মৃত হইয়াছিলেন। ইহাদের ৪৮

পুরুষবর্ত্তী রাজা কেশবরায় মোগল সম্রাট কর্ত্তৃক পর্য্যুদস্ত হন। উড়িষ্যার কমিশনার বাহাদুরের রিপোর্টে উল্লিখিত আছে—The 42nd. king of this dynasty died in 1404 A. D. and the 48th. king was deposed in 1654 by the mogul Govt."—এই বংশের অধস্তন ৪২শ পুরুষ খ্রীষ্টীয় ১৪০৪ সালে পরলোক গমন করেন এবং ৪৮ পুরুষবর্ত্তী রাজা মোগল সম্রাট কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হন। অতএব তমলুকের পূর্ব্ব রাজবংশের শোণিতধারা যে রাজা কানুভুঁয়ায় প্রবাহিত ছিল, তাহার কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। একদিনেই ১৭ জন মুসলমান অশ্বারোহীর পদতলে সমগ্র বঙ্গদেশ বিক্রীত হয় নাই। বখ্‌তিয়ার খিলিজির নবদ্বীপ অধিকারের পর পাঠানদিগকে বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন রাজন্যবর্গের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। তখনও উত্তরে কোচবিহার, পূর্ব্বে কামরূপ, ভোগ-বেতালে রাজা নববঙ্গরায়, দক্ষিণে বিষ্ণুপুর, তমলুক, ময়নাগড়, কুতুবপুর তুর্কাও সুজামুঠা প্রভৃতি মাহিষ্য রাজন্য বর্গ স্বাধীনভাবে রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়া বাঙ্গালার বিজয়-কেতন উড়াইতেছিলেন। তখন রাজাধিরাজ ধাঙ্গড়ভুঁয়া রায় প্রবল প্রতাপে তমলুকের রাজদণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১ম শিক্ষার বাঙ্গালার ইতি-হাসের ৩০ শ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন "যে সময়ে পাঠানেরা উড়িষ্যা জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিল, সে সময়ে তাঁহারা ১,৪০,০০০ পদাতিক, ৪০,০০০ অশ্বারোহী, ২০,০০০ কামান দেখাইতে পারিতেন, সে সময়েও এদেশের কিয়দংশ মাত্র হস্তগত করিতে পারিয়াছিলেন।" শেষ পাঠান বাদসাহ দায়ুদের শাসনকাল পর্য্যন্তও তমলুক রাজ বিশাল পাঠান বাহিনীকেও তুচ্ছ করিয়া বাঙ্গালা দেশের গৌরব রাখিয়াছিলেন। *

* "সময় পত্রিকার কায়স্থকুলোদ্ভব সম্পাদক বাবু জ্ঞানেন্দ্র নাথ দাস এম, এ, বি, এল, মহোদয় সন ১৩০৪ সালের ১৪ই কার্ত্তিক ২৬শে অগ্রহায়ন, ও ৩রা পৌষ পত্রে সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিয়াছেন—"মাহিষ্য কুলে বহু রাজা মহারাজা ছিলেন। মাহিষ্যগণ

গৌড়ের বাদশাহ সোলেমন কেরানীর সেনাপতি দুষ্ট কালাপাহাড় খৃঃ ১৫৭৬ অব্দে যাজপুরের যুদ্ধে গজপতি মুকুন্দ দেবকে নিহত করিয়া উড়িষ্যার যে সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া গিয়াছেন অদ্যও তাহার চিহ্ন ভুবনেশ্বরের মন্দিরে, যাজপুরে বিরজাক্ষেত্রে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। সেই দুর্দ্ধর্ষ দস্যু বাঙ্গালার অন্যান্য অঞ্চলেরও কি না সর্ব্বনাশই করিয়াছিল, কিন্তু তমলুকে আসিয়া তমলুক রাজ্যের কিছুই করিতে সমর্থ হন নাই। বস্তুতঃ দিল্লির সম্রাট আকবরের সেনাপতি রাজা মানসিংহের আমলেই তমলুক পরাধীনতার শৃঙ্খলে বদ্ধ হয়। ৪৬শ পুরুষবর্ত্তী রাজা শ্রীমন্ত রায়ের আমলে তমলুকের মাহিষ্য রাজত্বের গৌরব রবি পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িয়া ৪৮শ পুরুষবর্ত্তী রাজা কেশব রায়ের আমলে অস্ত গমন করায় মাহিষ্যাকাশে ঘোর তমসার সূত্রপাত হয়। গৃহবিবাদই এই সর্ব্বনাশের কারণ। রাজা শ্রীমন্ত রায়ের ভ্রাতা রাজা ত্রিলোচন রায় রাজ্যের সিকিঅংশ দখল করিয়া লইয়াছিলেন। শ্রীমন্তরায় ১৫৬৪ হইতে ১৬১৬ খৃঃঅব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১৫৫৬ খৃঃ অব্দে আকবর দিল্লির সিংহাসনে অধিকার করিয়া ১৫৭৬ খ্রীঃ অব্দে সমগ্র বাঙ্গালা বিহার, উড়িষ্যা ও নিজাধিকারে আনিয়াছিলেন। রাজা তোড়লমল্ল ১৫৮২ খ্রীঃঅব্দে আসল তুমার জমা প্রস্তুত করেন এবং ভুঁইয়া প্রথার উচ্ছেদ সাধন করিয়া জমিদারী প্রথার প্রচার করেন। মোগল ঐতিহাসিকগণ করদ রাজগণকে "মৌরসী জমিদার" উল্লেখ করিয়াছেন। আইন-ই-আকবরীতে তমলুক রাজ্যের কর ২৫,৭১,৪৩০, সিক্কা টাকা নির্দ্দিষ্ট ছিল। মোগল ঐতিহাসিকদিগের এত ঔদ্ধত্য ছিল যে তাহারা প্রতিপক্ষ স্বাধীন নৃপতিবর্গের রাজত্বের নাম পর্য্যন্ত স্বীকার করিতেন না।

সৈন্য সামন্ত রাখিয়া রীতিমত মুসলমান প্রতিপক্ষ সহ যুদ্ধ করিয়া স্বাধীনতার সহিত রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। ইংরেজরাজের দপ্তরেও এই সকল রাজকুলের কাহিনী আছে।

আবুলফজল উৎকলের স্বাধীন নরপতি গজপতির উপাধি মাত্র উল্লেখ করিয়া উৎকলের করদ নৃপতিবৃন্দকে 'রায়ান' বলিয়া খাস প্রজা স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন। মহাত্মা টড্ সাহেব লিখিয়াছেন—

"Zaminder an epithet by which these Tatar soverei-gns affected to call even the indigenous (Bhuinia) Princes অর্থ।—তাতার বাদসাহগণ (মোগল) গর্ব্বভরে দেশীয় প্রাচীন স্বাধীন ভূঁইয়া রাজপুত্রগণকেও জমিদার বলিতেন।

*রিয়াজ্-উস-সলাটিন নামক পুস্তক হইতে জানিতে পারা যায় যে

---

* Isha Khan Afgan flourished in Bhati in the reign of Daud, the last Afgan King of Bengal, and continued as 'overlord' or Mazabani-i-Bhati" as Abul Fazal in tne Ain styles him, with twelve great zamindars or princelings (known in those days as Bara Bhuinia) under him, after annexation of Bengal by Emperor Akbar to the Mogal Empire. Isa's Gadi was Known as Masnad-i-Ali. The existing Dewan families of Haibatnagar and Jangalbari in Mymensingh District claim descent from Isa. Bhati according to Abul Fazal extended 400 kos from east to west and 300 kos from north to the ocean to the south; it thus included the sunderban and the tracts along the Meghna. Grant defines "Bhati' as including the Sunderban and all the neighbouring lowlands (even Hijely) over flooded by the tides. The Musalman historians never use the term Sunderban but give the Sea-board from Hijely to the Meghna, one name 'Bhati' which signifies lowlands overflooded by tides—see Ain-i-Akbari. *Vol. I. P. 342. and J. A. S. No. 3-1874*

ইশা খাঁ হিজলীতে থাকিয়া হিজলী হইতে মেঘনা পর্য্যন্ত প্রদেশ সুন্দরবন বা ভাটী প্রদেশ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত তাম্রলিপ্ত রাজ্যকে সমগ্র "দক্ষিণ বাঙ্গালাব্যাপী" বলিয়া লিখিয়াছেন। তখন বোধ হয় তাম্রলিপ্ত রাজ্যের প্রবল প্রতাপরশ্মির কিরণচ্ছটায় সমস্ত দক্ষিণ বাঙ্গালা আলোকিত ছিল, সে সময় ১৬৫৪খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে বোধ হয়, কারণ তখনও তাম্রলিপ্তের সুখসূর্য্য মধ্যগগনে। মধ্যযুগে মুসলমান প্রতাপে আর্য্যাবর্ত্তের হিন্দুরাজগণ একে একে মুহ্যমান হইতেছিলেন এবং গৌড়ের রাজশক্তি মুসলমান নরপতির করায়ত্ত, তখনই তাম্রলিপ্ত রাজ্য সঙ্কীর্ণ হইয়া ২০০ শত মাইল পরিধিবিশিষ্ট হইয়াছিল তাই হাণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন যে তমলুক রাজ্য ২০০ মাইল পরিধিবিশিষ্ট ছিল। তমলুকের পশ্চিম ময়নাগড়ের রাজ্যাংশ সবং পরগণা বাদ দিয়া তমলুক রাজ্যকে ২০০ শত মাইল বিস্তৃত করিতে হইলে ২৪ পরগণার মাতলা সহর পর্য্যন্ত সীমা করিতে হয়।

তমলুকের দক্ষিণে হিজলী অঞ্চলে ইশা খাঁ প্রবল হইয়া শ্রীমন্ত রায়ের গৃহ বিবাদের সুযোগে তাম্রলিপ্তের দক্ষিণাবয়ব ছিন্ন করিয়া ভুঁইয়া উপাধি গ্রহণ করেন। তজ্জন্যই তমলুক রাজের শিরোভূষণ 'ভুঁইয়া' উপাধি ইশা খাঁর মস্তকে আরোপিত করিয়া আইন-ই-আকবরিতে লিখিত হইয়াছে।

সঙ্কীর্ণচিত্ত ব্যক্তিগণ রাজা কানু রায়ের ভুঁইয়া উপাধি দেখিয়া রাজা কানুকে অনার্য্য স্থির করাইয়াছেন। সম্রাট আকবরের আমলে বঙ্গজ কায়স্থ প্রতাপাদিত্য, চাঁদ রায় ও কেদার রায় প্রবল হইয়া ভুঁইয়া উপাধি ধারণ করেন। কিন্তু এক পুরুষের অধিক সেই উপাধি ভোগ করিতে

The Riyaz-us-Salatin (A History of Bengal) by Ghulam Hossain Salim and translated into English from the original Persian by Maulovi Abdus salam M. A.

Page 8, Footnote 3

সমর্থ হন নাই। খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দী হইতে পালবংশের আমল হইতে বার ভূঁইয়ার রাজ্য বলিয়া বঙ্গদেশ খ্যাত ছিল। তবে কি বাঙ্গালা দেশ ৭ম হইতে ১৬শ শতাব্দী পর্য্যন্ত অনার্য্য শাসনাধীনে ছিল ? এই কথা কি ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করিবেন ?

মাহিষ্য জাতির গৌরব খর্ব্ব করিবার জন্য নিশ্চয়ই কোন বিদ্বেষী ব্যক্তি হাণ্টার সাহেবকে চালিত করিয়াছিলেন। যদি কটমট নামের জন্য রাজা কানু, ভূঁইয়া উপাধি ধারণ করিয়া পূর্ব্ববংশের সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন হন, তবে মনুর টীকাকার "কুল্লুক ভট্ট," ময়মনসিংহের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর পূর্ব্বপুরুষ "ভল্লুকাচার্য্য প্রভৃতি মনীষী ব্যক্তিগণের গৌরব কোথায় ? হাণ্টার সাহেব কেবলমাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে—"ময়ূর বংশীয় ক্ষত্রিয় রাজবংশ নিশঙ্কনারায়ণে শেষ হইয়াছিল। অনার্য্য ধীবর জাতীয় কালুভূঁইয়া তাঁহার সিংহাসন অধিকার করিয়া কৈবর্ত্ত রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন ইত্যাদি ইত্যাদি"—

আবার কোন কোন মহাত্মা লিখিয়াছেন যে, তমলুকের সিংহাসনে সর্ব্বশুদ্ধ তিন বংশীয় রাজা, রাজত্ব করিয়াছেন। প্রথম চারিজন ময়ূরধ্বজ হইতে গরুড়ধ্বজ পর্য্যন্ত ময়ূরবংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। কারণ ধ্বজান্তক নামগুলি প্রাচীন কালের নাম তাহার পরেই রায়বংশীয়দিগের রাজত্ব আরম্ভ হয়। এই বংশের ২৭ জন রাজার রাজ্য শেষ হইলে কৈবর্ত্ত বংশীয়গণের রাজত্ব আরম্ভ হয় এবং তাহাদের বংশধরেরা এখন এখানকার ভূস্বামী।

তমলুক রাজবাটীতে রক্ষিত বংশ-তালিকায় দেখা যায়, বর্ত্তমান রাজা সুরেন্দ্রনারায়ণ ময়ূরবংশোদ্ভব। এই বংশতালিকা অবিশ্বাস করিতে হইলে কেবল মাত্র অনুমানের উপরনির্ভর করিলে চলিবে না। সেই অবিশ্বস্ততার দৃঢ় প্রমাণ উপস্থিত করা আবশ্যক।

ধ্বজান্তক নাম দেখিয়াই মহাভারতীয় কালের নাম ও ক্ষত্রিয় স্থির করা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ কুচবিহারের রাজা বিশু সিংহের পুত্র শুক্লধ্বজ (হাণ্টার, রংপুর ৩১৫ পৃষ্ঠা) হোসেন সাহার সমকালীন খ্যান্ জাতীয় রাজা নীলধ্বজ ও তৎপুত্র চক্রধ্বজ রংপুর দেশের রাজা হন (হাণ্টার, রংপুর, ৩১৪ পৃষ্ঠা)। ১৬শ শতাব্দীতে হিড়িম্বা রাক্ষসীর পুত্র ঘটোৎকচ-বংশীয় কাছাড়ের প্রসিদ্ধ রাজারা গরুড়ধ্বজ, হংসধ্বজ প্রভৃতি নাম গ্রহণ করিয়া রাজ্য করিয়া গিয়াছেন (হাণ্টার)। চটুঙ্গা সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া জয়ধ্বজসিংহ নাম গ্রহণ করেন" (আসামের ইতিহাস ৩৭ পৃষ্ঠা।) জয়ধ্বজ সিংহ নয় বৎসর রাজ্য শাসন করিয়া ১৬৬৩ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করিলে চক্রধ্বজ সিংহ (ইহার আর এক নাম চুসংমং) রাজা হইলেন। (আসামের ইতিহাস ৪২ পৃষ্ঠা)। অতএব এই সমস্ত ধ্বজান্তক নাম যখন আধুনিককালে দেখা যাইতেছে, তখন ময়ূরধ্বজাদির প্রাচীন নাম উল্লেখে তাঁহাদিগের তমলুকের বর্ত্তমান রাজবংশ হইতে বিচ্ছিন্ন করা কখনই যুক্তিযুক্ত নহে। তমলুকের বর্ত্তমান রাজগণ মাহিষ্য কৈবর্ত্ত অর্থাৎ ক্ষত্রিয়-ঔরসে বৈশ্য ভার্য্যার সন্তান সুতরাং পূর্ব্ব হইতেই ইহাদের ক্ষত্রাচার থাকা আশ্চর্য্য নহে। ইহাদের মধ্যে অদ্যাপি গজপতি, গজেন্দ্র, বাহুবলীন্দ্র, সেনাপতি, সামন্ত প্রভৃতি উপাধি সেই ক্ষাত্রতেজোব্যঞ্জক।

গরুড়ধ্বজের পর বিদ্যাধর রায় হইতে রাণী মৃগয়াদেই (দেবী) পর্য্যন্ত ৩৬ জন রাজা ও রাণীকে বর্ত্তমান রাজবংশ হইতে পৃথক করা হইয়াছে। এই পার্থক্যের কারণ পরবর্ত্তী রাজার কটমট নাম কালুভুঁইয়া। রাজবাটীর কোষিনামায় কানুভূঁইয়া লিখিত আছে। প্রাচীন বাঙ্গালা হস্তাক্ষরে "ন" ও ল"য়ের প্রভেদ নাই। ন অক্ষরের নিম্নে ০ দিলেই

প্রভৃতির আদরের নাম যে কালু। শ্রীকৃষ্ণের একটি হিন্দি নাম কালিয়াজী। দিনাজপুরের রাজবাটীতে অদ্যাপি কালিয়াজীর সেবা চলিতেছে, তবে কি শ্রীকৃষ্ণের অনার্য্য নাম কালিয়া ? সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়কুলে বাবা নানক জন্ম পরিগ্রহ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল "কালুবেদী"। বেদশাস্ত্রে পারদর্শী বলিয়া তিনি বেদী উপাধি লাভ করেন। "কালু" নামের জন্য বেদজ্ঞ ক্ষত্রিয়কে কি অনার্য্য বলিব ? তমলুকের ৩৮শ সংখ্যক রাজা ধাঙ্গড়ভূঁইয়া রায়। দিগ্‌গজ পণ্ডিতগণ উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছেন যে, প্রাচীন ক্ষত্রিয়বংশে এইরূপ কটমট নাম থাকিতে পারে না—বুদ্ধির কি বলিহারি ! এই ধাঙ্গড় নামের অনুরূপ নাম আর্য্যশ্রেষ্ঠ বঙ্গীয় ব্রাহ্মণবংশেও দেখা যায় যথা—

"হরিসুত অষ্ট বলাইত শ্রেষ্ঠ
তৎপুত্র ধেঁয়ো বাগছী মানেতে গরিষ্ঠ ॥"
বারেন্দ্র বংশাবলী সম্বন্ধ-নির্ণয় ৫১৭ পৃষ্ঠা।

বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণের মধ্যে ধেঁয়ো বাগছী শ্রেষ্ঠ কুলীন। তাঁহার নাম শ্রুতিসুখকর না হওয়ায় কি তিনি অনার্য্য হইবেন ?

তমলুকের রাজবংশের ৪১শ পুরুষ রাজা ভাঙ্গড় ভূঁইয়ার নাম শ্রবণ করিয়া কোন কোন সূক্ষ্মবুদ্ধি পণ্ডিত তাঁহাকে অনার্য্য স্থির করিয়াছেন। ভাঙ্গড় নামটী পিনাকী মহাদেবের নাম। ভাঙ্ ভক্ষণে নিপুণ বলিয়া তাঁহার আর একটী নাম ভাঙ্গড়। অন্নদা মঙ্গলের শিবনিন্দায় দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগ প্রবন্ধে ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন।—

"যবনে ব্রাহ্মণে, কুক্কুরে আপনে, শ্মশানে স্বরগে সম।
গরল খাইল, তবু না মরিল, ভাঙ্গড়ের নাহি যম ॥"

অপর কোন্দল ও শিবনিন্দা প্রস্তাবে—

"কেমন করে ওমা উমা করিবে বুড়ার ঘর লো।
আমার উমা, মেয়ের চূড়া, ভাঙ্গড় পাগল ঐ না বুড়া ॥"

ভবভয়হারী ভাঙ্গড়ের পবিত্র নাম আজ নিন্দকের জিহ্বায় অনার্য্যের ঘৃণিত নামে পরিণত হইল!

তমলুকের অধস্তন রাজবংশধরগণের মধ্যে ২।১টী কটমট নামের দোষে যদি তাঁহারা পূর্ব্বপুরুষ হইতে খারিজ হন এবং অনার্য্য বলিয়া নিন্দিত হন, তবে নিম্নলিখিত ভূদেব ব্রাহ্মণগণ কোথায় স্থান পান?

(ক) দক্ষবংশে পতো, ধনো, মনো, আনাই, জনাই, নাথাই, লথাই প্রভৃতি নাম আছে। (সম্বন্ধ-নির্ণয় ৪১৪ পৃষ্ঠা)। (খ) ঘোষাল-বংশে কোঁচ, গেঁথো, পুয়ো প্রভৃতি। (সম্বন্ধ-নির্ণয়, ৪১৪ পৃষ্ঠা।)

এইরূপে বহুবংশে এই প্রকার অপভ্রষ্ট ও বিকৃতনামের আধিক্য দেখা যায় (সম্বন্ধ-নির্ণয়ে ব্রাহ্মণ বংশাবলী দ্রষ্টব্য)

মণিপুরের বর্ত্তমান রাজগণ যেমন বভ্রুবাহনের বংশধর, কাছাড়ের রাজগণ যেমন ঘটোৎকচের বংশধর বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত, সেইরূপ তমলুকের বর্ত্তমান রাজগণ পরম বৈষ্ণব ময়ূরধ্বজের বংশধর বলিয়া প্রসিদ্ধ। এক্ষণে বর্ত্তমান রাজগণকে—ময়ূরধ্বজবংশীয় বলিয়া বিশ্বাস করিতে অবিশ্বাস রুচির উপর নির্ভর করে। পাবনার সুলেখক বাবু সুদর্শনচন্দ্র বিশ্বাস নব্যভারতে তমলুক-ইতিহাস প্রণেতা শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিত মহাশয়ের প্রবন্ধের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া তাঁহাকে নিরুত্তর করিয়াছেন।

বর্ত্তমান রাজবাটী পূর্ব্বমুখী, চতুর্দ্দিকে যথেষ্ট স্থান থাকিতেও জিষ্ণু হরির মন্দির পশ্চিমমুখী। জিষ্ণুহরি (নরনারায়ণ কৃষ্ণার্জ্জুন) বিগ্রহও পশ্চিমমুখে আছেন। এইরূপে মন্দির ও বিগ্রহের অবস্থান সর্ব্বদাই ময়ূরধ্বজ ও তদ্বংশীয়দিগের প্রতি অনুকূলতা প্রদর্শন প্রকাশ করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ রাজর্ষি ময়ূরধ্বজের ভক্তিতে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে দর্শন দিতে সর্ব্বদাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন।* এই মূর্ত্তি তাহারই নিদর্শন। সুতরাং

* জৈমিনীকৃত মহাভারত আশ্বমেধিক পর্ব্বাধ্যায় দ্রষ্টব্য।

বর্ত্তমান রাজবাটী ও রাজগণের সঙ্গে জিষ্ণুহরি বিগ্রহের একটি নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। এই বিগ্রহের সেবার জন্য মন্দির ও দেবোত্তর সম্পত্তি আদি সকলই তমলুক রাজবংশের প্রদত্ত। * অদ্যাপি রাজগণ পরম বৈষ্ণব ও জিষ্ণুহরির পরমভক্ত। মহাভারতের নরনারায়ণ মূর্ত্তি ভারতবর্ষের মধ্যে আর কোথাও নাই। রাজর্ষি ময়ূরধ্বজের প্রাণারাম দেবতাদ্বয় মহাভারতের প্রাচীন স্মৃতি মনে জাগাইয়া দিতেছে। জিষ্ণু হরি মন্দিরে উপস্থিত হইলে দর্শকের মনে কত কথা উদিত হইয়া হৃদয় উদ্বেলিত করিয়া দেয়। কোথায় সেই বীর শ্রেষ্ঠ তাম্রধ্বজ! আর কোথায় সেই পুণ্যতম দেব—বংশের কুটিল কালনিষ্পেষিত ক্ষীণ অঙ্কুর হতশ্রীক সুরেন্দ্র নারায়ণ—আহা! কোথায় সেই প্রাচীনতম যুগ—মধ্য যুগ,এমন কি তিন শত বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ শেষ যুগ—যে যুগে বর্ত্তমান সুরেন্দ্র নারায়ণের পূর্ব্ব পুরুষগণ ধর্ম্মক্ষেত্র তাম্রলিপ্তের গৌরব—বঙ্গের গৌরব—ভারতের গৌরবদীপ্ত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া জগতে উন্নত বক্ষে বঙ্গবাসীর বিজয় গৌরব ঘোষণা করিয়াছিলেন!! আর কোথায় এক্ষণে রাজ্যহারা বিত্তহারা রাজা সুরেন্দ্র নারায়ণ তাম্রলিপ্তের রাজবংশের শ্মশান ভূমিতে চিতার উপর চিন্তানলে বক্ষ দগ্ধ করিয়া দিন যাপন করিতেছেন!!! বাঙ্গালী! এ দৃশ্য দেখিয়া কি তোমার হৃদয় ব্যথিত হয়? কখনই না, বরং দুঃখের উপর —শোকের উপর মর্ম্মভেদী মিথ্যা কটু কাহিনীতে রাজ বংশকে অনার্য্য প্রতিপাদন করিবার সমবেত চেষ্টা করিয়া মরার উপর খাড়ার আঘাত করিতেছ। যাহাদের শ্বেত আতপত্রচ্ছায়ায় তোমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ সুখে শত শত বৎসর নিদ্রা গিয়াছিলেন, যাঁহাদের বীর্য্য শৌর্য্য প্রতাপে তোমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের—সমগ্র বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল হইয়াছিল, আজ

---

* তমলুকের দক্ষিণ রাউতাড়ি গ্রামে বার্ষিক প্রায় ৪।৫ হাজার টাকার আয়ের সম্পত্তি হইতে প্রত্যহ এক মণ চাউলের অন্ন ভোগ প্রদত্ত হইয়া থাকে এক ৩৬৫/০ বিঘা জমির আয় হইতে প্রত্যহ ক্ষীর ভোগ প্রদত্ত হইয়া থাকে।

তাঁহাদের বংশধরগণের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করিতেছ। ধিক বাঙ্গালী! জগৎ সমক্ষে আজ তুমি লাঞ্ছিত হইবে না ত হইবে কে? অকৃতজ্ঞ তোমরা, তোমাদের অধঃপতন যে ভগবানের অভিশম্পাতে অনিবার্য্য?

তমলুকে যে সমস্ত দেবকীর্ত্তি আছে তাহার সকল গুলিই বর্ত্তমান রাজার পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তি। রাজা ময়ূরধ্বজের আমল হইতে জিষ্ণু হরি (নর নারায়ণ মূর্ত্তি) এবং রাজা তাম্রধ্বজের আমল হইতে বর্গভীমা দেবী বিরাজিত আছেন। দেবীর মন্দির রাজবাটীর অভিমুখীন, দেবী চিরদিনই রাজবংশের উপর সদয়া। রাজারা দেবীর সেবার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। বহুতর নিষ্কর সম্পত্তি দেব সেবায় প্রদান করিয়াছেন।

রূপনারায়ণ নদের ভীষণ তরঙ্গাঘাতে পাছে দেবী মন্দিরের ক্ষতি হয় সেই জন্য নদের ভীষণ বান দেবী-মাহাত্ম্যে মস্তক নত করিয়া চলিয়া যাইত, এক্ষণে মন্দিরের পশ্চিমে চর পড়িয়া একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর সৃষ্টি হইয়াছে। তমলুকে দেবীর অবস্থিতি পুরাণ হইতে প্রমাণ করিয়াছি। কবিকঙ্কন মুকুন্দ চক্রবর্ত্তী চণ্ডীকাব্যে লিখিয়াছেন—

"গোকুলে গোমতী নামা তাম্রলিপ্তে বর্গভীমা
উত্তরে বিদিত বিশ্বকায়া।"

চণ্ডীকাব্যের শেষভাগে নিম্নলিখিত শ্লোকটী দৃষ্ট হয়—

"শকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা॥"

অর্থাৎ ১৪৬৬ শকাব্দে (খৃঃ ১৫৫৪ অব্দে কবি চণ্ডীকাব্য রচনা করেন। তখনও তিনি বর্গভীমা দেবীর উল্লেখ করিয়াছেন তখন তমলুকের রাজ সিংহাসনে রাজাধিরাজ রাম ভূঁয়া রায় বর্ত্তমান ছিলেন। তখনও মোগল

সেনাপতি তোড়লমল্ল ও মানসিংহের লোলুপদৃষ্টি তমলুক রাজ্যের উপর পতিত হয় নাই। শ্রীজগন্নাথের মন্দির ও রঘুনাথ জীউর মন্দিরও তমলুকরাজগণের কীর্ত্তি। রাজগণের প্রদত্ত বহু পরিমাণ নিষ্কর সম্পত্তির আয় হইতে দেবসেবা সুচারুরূপে চলিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান রাজার পিতা রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় তাঁহার দুঃসময়েও রঘুনাথজীউর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া দেবসেবার জন্য নিষ্কর সম্পত্তি প্রদান করিয়া গিয়াছেন। যে সময়ে চৈতন্যদেব হরিনাম প্রচার করিয়া প্রেমামৃতে ভারত মাতাইতেছিলেন, তখন তমলুকের সিংহাসনে মহারাজাধিরাজ রাম ভুঁয়ারায়, গৌড়ের সিংহাসনে বাদসা হোসেন সাহ, উৎকল-সিংহাসনে গজপতি প্রতাপরুদ্র দেব আসীন ছিলেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব ১৪০৭ শকে অর্থাৎ ১৪৮৫ খ্রীঃ অব্দে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া ১৪৫৬ শকে, অর্থাৎ ১৫৩৪ খৃঃ অব্দে অন্তর্হিত হন।* তিনি ২৪ বৎসর কাল সংসারাশ্রমে কাটাইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াই ভগবৎ-প্রেমে আকুল হইয়া ১৫১০ খ্রীঃ অব্দে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শন করিবার জন্য উৎকল যাত্রা করেন। তিনি কালীঘাটের গঙ্গা দিয়া ছত্রভোগের ঘাট হইয়া রূপনারায়ণ সরস্বতী নদীমুখে কুলপির ঘাটে পার হইয়া ভাগীরথীর অপর পারে প্রয়াগ ঘাটে উপনীত হন। তথায় স্নান করিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠির-

---

* "শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি।
অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহরি
চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ,
চৌদ্দশত ছাপ্পান্নে হইলা অন্তর্ধান॥"

শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত।

স্থাপিত মহেশকে প্রণাম করিয়া তমলুকে উপস্থিত হন। উক্ত অনাদি শিব-লিঙ্গ বর্ত্তমানে বদ্রীনাথ নামে পরিচিত। *

তিনি যে সময়ে তমলুকে আগমন করেন তখন তমলুক রাজসিংহাসনে রাজা যদুনাথ রায় ভুঁইয়া (১৪৯৬-১৫২৭) আসীন ছিলেন। তমলুকাধিপতি, কুতবপুরাধিপতি, বিষ্ণুপুরাধিপতি ও উৎকলাধিপতি প্রতাপ রুদ্রদেব প্রমুখ রাজন্যগণ শ্রীচৈতন্য মুখারবিন্দনিঃসৃত হরি নামামৃত পান করিয়া তাঁহার মতানুসারী হন বলিয়াই সমগ্র দক্ষিণ বঙ্গ ও উৎকল তাঁহার প্রেমময় সঙ্গীতে প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল। তজ্জন্যই দেখিতে পাওয়া যায় যে সমগ্র দক্ষিণবঙ্গের অধিবাসিগণ শ্রীগৌরাঙ্গভক্ত। তাঁহারই আগমন স্মরণ করিয়াই তমলুকে তাঁহার মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়া পূজিত হইতেছে। রাজা আনন্দ নারায়ণের † মহিষী রাণী হরিপ্রিয়া দেবী শ্রীগৌরাঙ্গদেবের

---

* "যুধিষ্ঠির স্থাপিত মহেশ তথা আছে।
স্নান করি তাঁরে নমস্কারিলেন পাছে॥"

শ্রীচৈতন্যভাগবৎ, অন্ত্যখণ্ড ২য় অধ্যায়।

"শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেবনদ পার হৈঞা।
উত্তরিলা তমোলিপ্তে সেয়াখালা দিঞা॥"

জয়ানন্দ মিশ্র কৃত চৈতন্য মঙ্গল।

† মুরশিদাবাদের নবাবের শক্তি অন্তর্হিত হইলে ইংরাজের আমলে রাজা আনন্দ নারায়ণের সময় তমলুক জমিদারী দশশালা বন্দোবস্তে আইনে। রাজা আনন্দ নারায়ণ ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ৫ই জুলাই তারিখে ১০,০৫,৫১৭৶৩ সদর জমায় তমলুক জমিদারী চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লইয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে কবুলতি লিখিয়া দেন। তখন বিচার কার্য্যের ভার ইংরাজ গ্রহণ করেন নাই। রাজাই বিচার কার্য্য করিতেন, গবর্ণমেণ্টের নিয়োজিত এজেণ্ট রাজস্ব আদায় করিতেন। রাজা আনন্দ নারায়ণ দশশালা বন্দোবস্ত লইবার পরেই পরলোক গমন করিলে ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের

মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছেন। প্রতাপ রুদ্র দেবের মৃত্যুর পর ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে কালাপাহাড় উড়িষ্যা-বিজয় বাসনায় তমলুকে আগমন করিয়াছিলেন।

যে কালাপাহাড় উড়িষ্যা বিজয় করিয়া গজপতি মুকুন্দদেবকে নিহত করিয়া জগন্নাথ বিগ্রহকে দগ্ধ করিলেন, বহুসংখ্যক পাণ্ডাকে মুসলমান করিয়াছিলেন, যিনি যাবতীয় দেবমূর্ত্তি চূর্ণ করিয়া বিষ্ঠায় ফেলি-তেন সেই কালাপাহাড় (কালাচাঁদ ভাদুড়ী) বর্গভীমা দেবীর চরণে প্রণত হইয়া বাদসাহী পঞ্জ-সহ পারসী ভাষায় লিখিত দলীল করিয়া দিয়া দেবীর সেবার সাহায্য করিয়াছিলেন।

যে মহারাষ্ট্রীয়গণ বঙ্গদেশ লুণ্ঠন করিয়া নবাব আলিবর্দ্দীর নিকট হইতে বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা বঙ্গদেশের চৌথ আদায় করিতে সমর্থ হইয়াছিল, যে নরপিশাচগণ শ্যামল শস্যক্ষেত্র দগ্ধ করিয়া শান্ত প্রজাগণকে উৎসন্ন দিতেছিল, গ্রামের পর গ্রাম, নগরের পর নগর ধ্বংস করিয়া এখনও প্রজাগণের আতঙ্কস্থল হইয়া আছে, * সেই দুর্দ্দান্ত নিষ্ঠুর মহারাষ্ট্রীয়গণ

জুলাই মাসে তমলুক জমিদারী মেদিনীপুরের কালেক্টরীর অন্তর্ভুক্ত হয়। তমলুক ইতি পূর্ব্বে হুগলির দেওয়ানির অধীন ছিল।

Hunter's Bengal M. S. Records :—5940. Letter from collector of Midnapore reporting that he has received charge of collection of mahals under the Salt Agent at Tamluk July 8 (1776) No. 10 page 227.

* খ্রীঃ ১৭৪১ অব্দে মহারাষ্ট্রীয়গণ বাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়া ভাগীরথীর পশ্চিম তীর-বর্ত্তী প্রদেশে লুঠপাঠ করিয়া প্রজাদিগকে অত্যন্ত কষ্ট দেন। নবাব আলিবর্দ্দী দেশ রক্ষার্থ দশ বৎসর কাল ভীষণ যুদ্ধ করিয়া অবশেষে রণক্লান্ত হইয়া খ্রীঃ ১৭৫১ অব্দে তাহাদিগকে উড়িষ্যা সমর্পণ করিয়া বাঙ্গালার চৌথ স্বরূপ ১২ লক্ষ টাকা দিবার অঙ্গী-

যখন তমলুকে উপস্থিত হইল, তখন তমলুকের শ্রীহীন করিতে পারে নাই। তখনও বীর রমণী রাণী কৃষ্ণপ্রিয়া ও রাজা কমলনারায়ণ নবাবের অধীনে তমলুক রাজ সিংহাসনে আসীন থাকিয়া বর্গীর হস্ত হইতে রাজ্য রক্ষা করিতেছিলেন। দুষ্ট মহারাষ্ট্রীয়গণ তমলুকের কোন অনিষ্ট করা দূরে থাকুক, ভীমাদেবীর চরণে ষোড়শোপচারে ও বহুমূল্য রত্নালঙ্কারে পূজা দিয়াছিল।

তমলুক রাজের বর্ত্তমান অবস্থা শোচনীয় হওয়ায় তমলুক জমিদারী অন্যের সম্পত্তি হইলেও আশ্বিন মাসের মহাষ্টমীর দিবস রাজবাটী হইতে

জন্মগ্রহণ করিয়া ১৭৬০ অব্দে পরলোক গমন করেন তিনি ১৬৭৪ শকে অর্থাৎ খ্রীঃ ১৭৫২ অব্দে লিখিয়াছেন—

"পাঠাইল রঘুরাজ ভাস্কর পণ্ডিত
বর্গী মহারাষ্ট্র সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি।
আইল বিস্তর সৈন্য বিকৃত আকৃতি॥
লুঠি বাঙ্গালার লোক করিল কাঙ্গাল।
গঙ্গাপার হৈল বান্ধি নৌকার জাঙ্গাল॥
কাটিল বিস্তর লোক গ্রাম গ্রাম পুড়ি।
লুঠিয়া লইল ধন ঝিউড়ি বহুড়ী॥
পলাইয়া কোটে গিয়া নবাব রহিল।
কি কহিব বাঙ্গালার যে দশা হইল॥"

অন্নদা মঙ্গল গ্রন্থসূচনা।

ইতিহাসবেত্তা ফেরিস্তা (1609 A. D.) মহারাষ্ট্রীয়দিগকে "বর্গী" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহারাষ্ট্রীয়গণ অশ্বারোহণে বর্গে বর্গে ভ্রমণ করিত বলিয়াই বোধ হয় তাহাদিগকে বর্গী বলিত। আজও জননী ইতিহাস-গর্ভ খেদপূর্ণ গীতটী গাহিতে গাহিতে শিশু সন্তানকে ঘুম পাড়াইয়া থাকেন—

"ছেলে ঘুমাল পাড়া জুড়াল বর্গী এল দেশে।

দেবীর খড়্গ আনিয়া রাজার নামে সংকল্প করিয়া সর্ব্ব প্রথম প্রধান বলি দেওয়া হয়।

তাম্রলিপ্ত সমুদ্রের ও রূপনারায়ণ-তীরে থাকায় সর্ব্বদা বহিঃ শত্রুর ভয় ছিল। এজন্য রাজগণ তাম্রলিপ্ত হইতে ৭ মাইল দূরে বৈঁচিবেড়ে নামক স্থানে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। দুর্গটি সমঅষ্ট ভুজাকার ছিল, চতুঃপার্শ্বে পরিখা ও প্রাচীর ছিল। প্রাচীরগুলি মৃত্তিকাস্তাৎ হইয়া গিয়াছে, পরিখার চিহ্নস্বরূপ খাদ বর্ত্তমান আছে। এই গড়টী রাজারা দুর্গাপূজার বাড়ী বলেন। এখানে চতুর্ভুজা মূর্ত্তি সুশিল্প-নৈপুণ্যবিশিষ্ট মন্দির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন। পাষাণমূর্ত্তি রাধাবল্লভ জীউ, পিত্তলমূর্ত্তি গোপীনাথ প্রভৃতি বিগ্রহ ও তৎ তৎ মন্দিরগুলি দর্শকের চিত্তাকর্ষক। রাধাবল্লভজীউর মূর্ত্তি অতি সুঠাম গঠন। ইহাঁর পাদপদ্মে রাজা কেশবনারায়ণের নাম অঙ্কিত আছে। বৈঁচিবেড়ের গড়টী দেখিলে রাজগণের পূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্ব্বে ৪০টী কামানে গড় রক্ষিত ছিল। এক্ষণে সমস্তগুলিই গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিয়াছেন, দুইটী মাত্র কামান পূর্ব্ব শক্তির নিদর্শন স্বরূপে আছে। রাজগণ গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে দুর্গোৎসব, রথযাত্রা প্রভৃতি পর্ব্বের সময়ে ঐ দুইটী কামান অদ্যাপি ব্যবহার করিতেছেন। যে কামান এক সময়ে দিগ্‌দাহকারী কালানল উদ্গীরণ করিত, আজি তাহা দোল দুর্গোৎসবের ব্যর্থ শব্দ ঘোষণায় নিযুক্ত। রাজগণের ক্রমাবনতিতে এই হৃদয়বিদারক অবস্থা হইয়াছে। কালের কঠোর করস্পর্শে গড় ভগ্নস্তূপে পরিণত হইলেও অতীতের ইতিহাস বক্ষে লইয়া প্রাচীন কীর্ত্তি কাহিনীর সাক্ষ্য দিতেছে! যে স্থান এক সময়ে নানা জনপদে বেষ্টিত ছিল, বীরের তূর্য্যনিনাদে ধ্বনিত হইত আজ তাহা গভীর নীরবতায় সমাহিত! গড়ে রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ এক্ষণে হতশ্রীক অবস্থায় ভাগ্য বিপর্য্যয় গণনা করিতেছেন। "প্রেমের স্বপনে"র কবি প্রাণের আবেগে সত্যই গাহিয়াছেন—

"কাল-স্রোতে সব গেছে শুধু স্মৃতি জেগে আছে
জাগাইতে স্বজাতির সুষুপ্ত হৃদয়
দেখায়ে বিগত বীর্য্য বৈভবনিচয়।"

ঢাকা মাহিষ্য-সমিতির লেখক হাণ্টার সাহেবের সমগ্র মত সমালোচনাপূর্ব্বক তাঁহাকে যে সবিস্তর পত্র লেখেন, ঐ পত্রের উত্তরে মহাত্মা স্বকীয় উচ্চ হৃদয়ের যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি অক্সফোর্ড অকেনহণ্ট হইতে লিখেন যে, বাঙ্গালার মাহিষ্য বা হালী-দাস্ (Mahishyas or Haliks of Bengal) জাতির বিবরণ অত্যন্ত ঔৎসুক্যের সহিত (with much interest) পাঠ করিয়াছেন এবং উহাতে প্রাসঙ্গিক যুক্তিগুলি এতই প্রবল ও পরিষ্কার (the arguments are so clear and forcible) যে জাতিতত্ত্বলিপ্সু কোন ব্যক্তি তাহা উপেক্ষা করিতে পারেন না। যখন হাণ্টার সাহেব স্বপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তাহার ষ্ট্যাটিসটিকেল একাউণ্ট লিখিয়াছিলেন, তখন যদি তাঁহার ভ্রম প্রদর্শন করা হইত, তাহা হইলে তমলুক রাজবংশের মিথ্যা অকীর্ত্তিকর কথা প্রচারিত হইত না।

স্যার হারবার্ট রিজলী সাহেবও যখন বঙ্গদেশে থাকিয়া তদীয় "Castes & Tribes of Bengal" নামক পুস্তক খানি প্রণয়ণ করেন তখন তিনি বিরুদ্ধ বাদিগণের প্রদত্ত, বিদ্বেষিগণের প্রচারিত অসার কিম্বদন্তী অবলম্বন করিয়া ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া চাষী কৈবর্ত্ত জাতি সম্বন্ধে অশাস্ত্রীয় অযৌক্তিক অপ্রীতিকর কথা লিখিয়াছিলেন, তাহার প্রতিবাদ করিয়া সুনামগঞ্জের উকিল শ্রদ্ধেয় ৺বসন্তকুমার রায় এম, এ বি, এল, মহোদয় ১৯১০ সালে ২৭শে আগষ্ট তারিখে যে প্রবন্ধ পাঠাইয়া ছিলেন তাহার প্রাপ্তি স্বীকার এবং প্রতিবাদে লিখিত যুক্তিগুলির গভীর সারত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া পত্রে লিখিয়া জানাইয়াছিলেন যে তাঁহার "Castes &

ছাপা হইতেছে, ১বৎসরের মধ্যেই প্রকাশিত হইবে এবারে তাহাতেই সাবধানতার সহিত বিশেষ বিবেচনা করিয়া লিখিত হইবে। তিনি সমালোচনা করিবার আরও উপকরণ চাহিয়াছিলেন। পরে বসন্ত বাবু গভীর গবেষণা পূর্ণ যে প্রবন্ধ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, যখন তাহা তাঁহার নিকট পৌঁছিয়াছিল তখন মাননীয় রিজলী সাহেব ভীষণ পীড়াক্রান্ত হইয়াছিলেন। ১৯১১ সালের ২৯ শে সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি পরলোক গমন করেন। মাহিষ্য জাতির দুর্ভাগ্য যে তিনি তাঁহার পূর্ব্ব প্রকাশিত ভ্রান্ত ধারণা সাধারণের নিকট প্রকাশ করিয়া তাঁহার উক্তির প্রত্যাহার করিবার অবসর পাইলেন না। মাননীয় রিজলী সাহেবের পত্র এবং তাঁহার মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া ইণ্ডিয়া অফিসে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত Seton সাহেব যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

India Office

White Hall S. W.

7 Octr. 1910

My dear Sir,

Very many thanks for your letter of the 27 Augt. and the ingenious chart that it contained. In a subject so intricate as the development of fresh Castes by intermarriage, the use of graphic method is both interesting and instructive, and I congratulate on the manner in which you have carried out the idea.

Your offer of information regarding religious and Caste movement is particularly welcome, as I am about to bring out a second edition of the Castes & Tribes

of Bengal (and East Bengal) with illustrations. The book will I hope, appear in about a year's time. Any material that you or your friends, may think fit to send me will be carefully considered and duly acknowledged.

Yours truely.

H. H. RISELY.

On the information being supplied by Babu Basanta K. Rai the following sad news was communicated.

To

Babu Basanta Kumar Rai

M. A. B. L.

India office

WHITE HALL S. W.

21st. Octr. 1911.

Sir,

In reply to your letter of the 9th Septr. addressed to Sir Herbert Risely, I have to inform you, that your previous registered letter and packet were duly forwarded to him. But he was dangerously ill when they reached him and you will no doubt have learned before now that he died on the 29th. September.

Yours Faithfully.

M. C. SETON.

ময়নাগড়ের রাজবংশ।

তমলুকের রাজবংশের ন্যায় ময়নাগড়ের গড়জাত রাজবংশও মহা প্রাচীন।

"The family of the Rajas of mayna is a very old one."

Hunter's Statistical Account of Bengal.

রাজা প্রেমানন্দ বাহুবলীন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ অস্মরণীয় কাল হইতে রাজত্ব করিতেছিলেন, উড়িষ্যার গজপতিগণকে সার্ব্বভৌম স্বীকার করিয়া সামন্তরাজরূপে বর্ত্তমান ছিলেন। ১১৩২ খৃঃ অব্দে গজপতি বংশীয় চুড়ঙ্গদেব উৎকলে সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। রাজা কালিন্দীরাম সামন্ত তাহার একজন প্রধান সামন্ত ছিলেন এবং বর্ত্তমান রাজবংশের একজন পূর্ব্বতন প্রসিদ্ধ বীরেন্দ্রকেশরী রাজা ছিলেন। ইহাঁরই অধস্তন ৬ষ্ঠ পুরুষ গোবর্দ্ধনানন্দ বাহুবলীন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রাজ্যের অনেক উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন; সেতুবন্ধন করিয়া কৃষিকার্য্যের সুবিধা করিয়া দেন, শত শত ব্রাহ্মণগণকে ব্রহ্মোত্তর দান করিয়া গিয়াছেন। ইনি উৎকলের দেবরাজকে নিয়মিত রাজস্ব প্রেরণ না করায় তিনি ইহাঁর বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করিয়া (শৌর্য্য ও বীর্য্য প্রদর্শন করিলেও) যুদ্ধে গোবর্দ্ধনকে পরাজিত করিয়াছিলেন। গোবর্দ্ধন ধৃত হইয়া উৎকলেশ্বর সমীপে অনীত হইলেন। উৎকল সম্রাটের সেনাপতিগণ রাজা গোবর্দ্ধনের অদ্ভুত বীর্য্য কাহিনী বর্ণনা করিলে তিনি রাজাকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইলেন। দেবরাজ সমীপে রাজা গোবর্দ্ধন মল্লযুদ্ধে খড়্গাদি অস্ত্র চালনায় বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করায় দেবরাজ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার রাজ্য তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করেন এবং সিংহাসন, ছত্র, উপবীত, বাগ, ডঙ্কা ও ধ্বজাদি সমূহ রাজচিহ্ন ও 'বাহুবলীন্দ্র' উপাধি প্রদান করেন। এই সময় তমলুকের পশ্চিম সরঙ্গ পরগণায় বালিসীতা গড়ে তাঁহার রাজধানী ছিল।

ময়নাগড়ই রাজা লাউসেনের গড়। ২৩২ পৃষ্ঠায় রাজা লাউসেনের কিঞ্চিৎ কথা লিখিত হইয়াছে। রূপরাম ও ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল হইতে অবগত হওয়া যায় গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপালের রাজত্বকালে কর্ণসেন তাঁহার অধীনে সেনভূম ও গোপভূম অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। সোম ঘোষের পুত্র ইছাই ঘোষ দেবী ভগবতীর বরে শক্তিশালী হইয়া কর্ণসেনকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া তাঁহার ছয় পুত্রকে বিনাশ করেন এবং তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। কর্ণসেন গৌড়েশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করেন। পুত্রশোকাতুরা কর্ণসেনের মহিষী বিষপানে আত্মহত্যা করেন। গৌড়েশ্বর নিজ শ্যালিকা রঞ্জাবতীর সহিত বিবাহ দিয়া কর্ণসেনকে দক্ষিণ বঙ্গের অংশ বিশেষে রাজা করিয়াছেন। কর্ণসেনের রাজধানী গড় কর্ণগড় * নামে বিখ্যাত হয়। এই কর্ণগড়ই পরে ময়নাগড় নামে প্রসিদ্ধ হয়।

রাণী রঞ্জাবতী রমাই পণ্ডিতের উপদেশে নিরঞ্জন ধর্ম্মের সেবিকা

---

* সম্রাট আকবরের সেনাপতি মানসিংহের চতুরঙ্গ সেনা সমভিব্যাহারে উৎকল যাত্রার কথায়—কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর লিখিয়াছেন—

"জগন্নাথ দেখিতে করিয়া মনোরথ।
ধরিলেন মানসিংহ দক্ষিণের পথ॥
গজে মানসিংহ পাল্কিতে মজুমদার।
ইন্দ্রসঙ্গে যেমন কুবের অবতার॥
ক্রমে ক্রমে অনেক সরাই এড়াইয়া।
মল্লভূমি কর্ণগড় দক্ষিণে রাখিয়া॥
এড়ায় মেদিনীপুর নারায়ণ গড়ে।
দাঁতন এড়ায়ে জলেশ্বরে দেড়াপাড়ে॥"

মানসিংহ নদীয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদার সহ মল্লভূমি (বিষ্ণুপুর) ও কর্ণগড় (ময়নাগড়) দক্ষিণে রাখিয়া উভয়ে জগন্নাথ দর্শনে পুরী যাত্রা করেন।

ছিলেন। ধর্ম্মের বরে রাণী রঞ্জাবতী শালে ভর দিয়া তপস্যা করিয়া লাউসেনকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন। লাউসেন গৌড়েশ্বরের সাহায্যে অজয় তীরে ঢেকুরের গড়ে ইছাই ঘোষকে পরাজয় করিয়া পিতৃরাজ্য সেনভূম অধিকার করিয়া শ্যামরূপার গড়ে রাজধানী স্থাপন করেন। ইছাইএর সেনাপতি হরিপালকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাঁহার বীরবালা কানোড়াকে বিবাহ করেন। লাউসেন হাকন্দে তপস্যা করিতে গমন করিলে গৌড়েশ্বরের মন্ত্রী পাত্র মহোম্মাদ ময়নাগড় আক্রমণ করেন। কানোড়ার বীরত্বে ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল মুখরিত ইহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। শ্যামরূপার গড়ে দেবী মন্দির এখনও বর্ত্তমান, কিন্তু দেবী স্থানচ্যুতা হইয়া বরাকরে কল্যাণেশ্বরী নামে পূজিতা হইতেছেন। পঞ্চকোটের রাজা কল্যাণসিংহ হাদলা পাহাড়ের সানুদেশে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া সেবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। বীরবর লাউসেন বীরভূম হইতে তমলুকের সন্নিকট ময়নাগড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত রাজ্যের অধিপতি থাকিয়া ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ময়নাগড়ে এখনও লাউসেনের কীর্ত্তিস্মৃতি রহিয়াছে। রঙ্কিনী নামে কালী ও লোকেশ্বর নামে শিবমন্দির লাউসেনের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এতদঞ্চলের লোকের বিশ্বাস। লাউসেনের প্রতিষ্ঠিত বৃন্দাবনচকের ধর্ম্মঠাকুর এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

রাঢ়দেশে ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করিয়া লাউসেন সুদূর কামরূপের রাজা কর্পূর ধবলকে যুদ্ধে সন্ত্রস্ত করিয়া গৌড়েশ্বরের অধীনতা স্বীকার করান। বঙ্গদেশের পশ্চিমার্দ্ধে লাউসেনের বীরকীর্ত্তি স্থাপিত হইলেও পূর্ব্ববঙ্গে তাঁহার প্রভাব প্রতিপত্তির কথা শুনা যায় নাই। সেই সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে ধর্ম্ম ভক্ত ময়নামতীর পুত্র গোবিন্দচন্দ্র রাজত্ব করিতেছিলেন উভয় বংশের মধ্যে বিবাদ বিসংবাদের সংবাদ পাওয়া যায় নাই বরং এক ভাবের ধর্ম্মনিষ্ঠা থাকায় উভয়ের মধ্যে সদ্ভাবই ছিল মনে হয়। (বঙ্গের

জাতীয় ইতিহাস রাজন্যকাণ্ড ১৮৩ পৃঃ)। গৌড়ের ইতিহাসের ১০৫ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে—

১ম ধর্ম্মপালের প্রায় ২০০ শত বৎসর পরে আর একজন ধর্ম্মপালের নাম পাওয়া যায়। প্রবাদ যে রঙ্গপুর জেলায় ডিমলা থানার অন্তর্গত ধরমপুর নামক গ্রামে ধর্ম্মপাল রাজত্ব করিতেন। ইনি বঙ্গরাজ্যের রাজা মাণিকচন্দ্রের স্ত্রী ময়নামতীর ভগিনী বনমালাকে (নামান্তর সাফুল্লাকে) বিবাহ করেন। মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর পর ধর্ম্মপাল তাঁহার রাজ্য অধিকার করেন; কিন্তু রাণী ময়নামতী সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক তিস্তা নদীর তীরে ঘোরতর যুদ্ধে ধর্ম্মপালকে পরাজিত করিয়া পুত্র গোবিন্দ চন্দ্রকে রাজা করেন। এই গোবিন্দ চন্দ্রের পত্নী পরনা সুন্দরী অদুনা, পদুনা সাভারের মাহিষ্য রাজা হরিশ্চন্দ্রের * কন্যা ছিলেন; জননীর উপদেশে যুবতী সুন্দরী স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছিলেন। সেই ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া করুণ গীতি গোবিন্দচন্দ্রের গীত বা গোপীলাল গীত পূর্ব্ব বঙ্গের দ্বারে দ্বারে ধ্বনিত হইত। গ্রীয়ারসন্ সাহেব Epics of Rangpur নাম দিয়া গোপীলালের গ্রাম্যগীত সংগ্রহ করিয়াছেন। চৈতন্য ভাগবতে লিখিত আছে—

"মহীপাল যোগীপাল গোপীলাল গীত।
ইহা শুনিয়া যত লোক আনন্দিত॥"

অদুনা পদুনার সৌন্দর্য্য সুখ্যাতি ভারত প্রসিদ্ধ ছিল। ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশে এই করুণ গাথা মারাঠী, হিন্দি ও উর্দ্দু ভাষায় রাজা গোপীচাঁদের কাহিনী লিখিত হইয়াছে। পদুনার আসল নাম পদ্মমালা,

---

* সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্রের মাহিষ্যজাতীয় বংশধর ভারতচন্দ্র রায় এক্ষণে কোণ্ডারগড়ে বসতি করিতেছেন। দীনেশচন্দ্র সেন ১৯১০ সালের আষাঢ় মাসের 'প্রবাসী' পত্রিকায় হরিশ্চন্দ্রের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন।

অদুনার আসল নাম অদৈন্যমালা ; অদুনার জন্মগ্রহণে রাজা হরিশ্চন্দ্রের রাজ্য ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় বলিয়াই কন্যার নাম অদৈন্যমালা রাখিয়াছিলেন। গোপীচাঁদের গাথার জনপ্রিয়তার কারণ গোপীচাঁদ অত্যন্ত রূপবান্ ছিলেন। গোপীচাঁদ পিতামাতার একমাত্র সন্তান, বিস্তীর্ণ রাজ্যের উত্তরাধিকারী। এরূপ একটী ভাগ্যবান যুবকের নবীন যৌবনে ১৮ শ বৎসর বয়সে সমস্ত রাজ্য-ধন-সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া যাওয়ার কথা জগতে বড় বেশী ঘটে নাই। ভারতবর্ষে গোপীচাঁদের পূর্ব্বে ও পরে মাত্র একএকবার ঘটিয়াছিল। ৩০শ বৎসর বয়সে নবজাত পুত্র ও পরমাসুন্দরী গোপাকে পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধার্থ সন্ন্যাসে বাহির হইয়াছিলেন। গোপীচাঁদের ৫০০ শত বৎসর পরে নবদ্বীপ আঁধার করিয়া নবপরিণীতা পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়াকে পরিত্যাগ করিয়া, শচী মায়ের বুকে শেল মারিয়া আর এক নিষ্ঠুর এইরূপে পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন—সমস্ত ভারতবর্ষময় একটা অসীম করুণ রসের উচ্ছ্বাস বহিয়া গিয়াছিল—বাঙ্গালাদেশ এখনও সেই করুণ রসধারায় সরস হইয়া আছে।

পূর্ব্ববঙ্গে ময়নামতীর পুঁথী আবিষ্কৃত হইয়াছে। কুমিল্লা হইতে ৫ মাইল দূরে ময়নামতী পাহাড় আছে। এই অনুচ্চ পর্ব্বতশ্রেণীর টিলায় টিলায় বহু প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। অদূরে গোপীচন্দ্রের বাড়ীর ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। ময়নামতীর পাহাড়ের এক টিলার নাম অদুনামুড়া এবং অন্য একটী টিলার নাম পদুনামুড়া। গোবিন্দচন্দ্র পাটিকায় রাজত্ব করিতেন। দুর্লভ মল্লিকের "গোবিন্দ গীত" নামক পুস্তক হইতে জানিতে পারা যায়—মাণিকচাঁদের মৃত্যুর পর ধর্ম্মপাল তাহার রাজ্য অধিকার করিয়া বসেন সুতরাং মাণিকচাঁদের তেজস্বিনী পত্নী ময়নামতীর সহিত ধর্ম্মপালের যুদ্ধ ঘটে। সেই যুদ্ধে সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্র

নদীরতীরে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মপালকে পরাস্ত করিয়া পূর্ব্ববঙ্গ হইতে দূরীভূত করিয়া দেন। তখন মহীপাল দেব উত্তররাঢ়ে রাজত্ব করিতেন। পঞ্জিকাতে পাল সম্রাট মহীপাল দেবের সহিত লাউসেন রাজচক্রবর্ত্তী মধ্যে তালিকাভুক্ত হইয়াছেন ; এই ধর্ম্মপাল পূর্ব্ববঙ্গ হইতে তাড়িত হইয়া দক্ষিণ বঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পূর্ব্বে লিখিয়াছি দাক্ষিণাত্যে কাঞ্চীপতি চোলরাজ রাজেন্দ্র দেবের দিগ্বিজয় জ্ঞাপক তিরুমলয় পাহাড়ে উৎকীর্ণ লিপি পাঠে জানা যায় যে তিনি ১০২৪ খ্রীষ্টাব্দে রাঢ় দেশ আক্রমণ করেন এসময়ে দন্তভুক্তি বা মেদিনীপুর জেলায় ২য় ধর্ম্মপাল রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি রাজেন্দ্র দেবের হস্তেই নিহত হন।

প্রাচ্যবিদ্যার্ণব নগেন্দ্র বাবু তদীয় বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের রাজন্যকাণ্ডের ১৮০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

"রাণী ময়নামতীর নিকট পরাজিত হইয়া সম্ভবতঃ ধর্ম্মপাল মধ্যরাঢ়ের পূর্ব্বাংশে মেদিনীপুর অঞ্চলে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ ময়নামতী ও সসৈন্যে তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। যে যে স্থলে রাণী কিছুকাল অবস্থান করেন সেই সেই স্থান অদ্যাপি 'ময়নাপুর' ও 'ময়নাগড়' নামে প্রসিদ্ধ। ময়নাপুর ও ময়নাগড় এখনও ধর্ম্মপূজার প্রধান পীঠস্থান বলিয়া পরিচিত।"

কর্ণসেনের কর্ণগড় এই রূপে ময়নাগড় নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়।

গৌড়রাজের অবসানে লাউ সেনের গড়—শ্রীধর হুইএর হস্তগত হয়। তিনি উৎকলের দেবরাজকে কর প্রদান না করায় সবঙ্গরাজ গোবর্দ্ধন উৎকলের সার্ব্বভৌম ভূপতির আদেশে শ্রীধর হুই-পরিরক্ষিত রাজা লাউ সেনের পুরাতন দুর্গ অবরোধ করেন। বীর শ্রীধর হুই কিছুতে গড় রক্ষা করিতে পারিলেন না। লাউ সেনের

পুরাতন গড় রাজা গোবর্দ্ধনানন্দ বাহুবলীন্দ্রের হস্তগত হইল। রাজা, গোবর্দ্ধন ঐ গড় অধিকার করিয়া তাহার জীর্ণ সংস্কার করিলেন। পুরাতন গড় ভাঙ্গিয়া গভীর পরিখাদিবেষ্টিত দুর্ভেদ্য নূতন বর্ত্তমান গড় নির্ম্মাণ করিলেন। * ময়নাগড়ের অভ্যন্তর প্রদেশের বহির্ভাগে চতুর্দ্দিকে যে পরিখা খনন করিয়াছিলেন তাহার আভ্যন্তরিক পার্শ্ব প্রতিদিকে ৭৫০ ফিট্ অর্থাৎ অন্তর্গড়ের পরিমাণ ৫৬২৫০০০ বর্গফিট, বহির্ভাগে আর একটী প্রশস্ত বহির্দুর্গ আছে তাহার বাহিরে যে একটী দ্বিতীয় পরিখা আছে তাহা অভ্যন্তর দিকে প্রতিপার্শ্বে ১৪০০ ফিট দীর্ঘ। ঐ ২য় পরিখাকে সীমা ধরিলে তাহার অভ্যন্তরস্থ সমস্ত গড়ের পরিমাণ ১৯,৬০,০০০ বর্গ ফিট বা ৩০৭ বিঘা ভূমি। পূর্ব্বে গ্রীষ্মকালেও ঐ দুই পরিখাতেই ২০ ফিটের ন্যূনজল থাকিত না, বাহিরের পরিখার পশ্চিমে ও অগ্নিকোণে আভ্যন্তরিক পরিখার প্রবেশদ্বার। ১ম পরিখা দ্বারা গড়ের যে অংশ বেষ্টিত

---

* "Even in the quieter and more civilised parts of the [Midnapur] District, the country contained many forts or strongholds to retreat on the occasion of the incursion of the Maharathas or their jungle neighbours. "Killa Mayna Chowra" is a well known place of this kind. It is surrounded by two ditches one wet and one (now) dry, both formerly very deep and broad and filled with alligators. Within its inner ditch was another defence of closely planted bamboos so intertwisted with each other as to be impervious to an arrow and unapproachable by cavalry which formed the main part of the Maharatha invaders. The ground thus enclosed is wide and contains many houses."

Report of the Commissioner of Orissa as quoted

তাহাই অন্তর্দুর্গ। ইহার চতুর্দ্দিকে প্রথম পরিখার পার্শ্ব দিয়া পার্ব্বত্য বাঁশের ঝাড় এরূপ নীরন্ধ্র ভাবে পরস্পর সংলগ্ন ও জড়িত যে, উহার মধ্য দিয়া কোন অস্ত্রই প্রবেশ করিতে পারে না, অশ্বারোহী সৈন্যও অতিক্রম করিতে পারে না। রাজা গোবর্দ্ধনানন্দ কিরূপ রণবিদ্ ছিলেন, তাহা তাঁহার গড় নির্ম্মাণেই প্রকাশ পায়।

ময়নাগড় সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত হইলে গোবর্দ্ধনানন্দ বালিসীতা গড় পরিত্যাগ করিয়া ময়নাগড়ে রাজধানী স্থাপন করেন এবং পৌষী পূর্ণিমায় অভিষিক্ত হন। তাঁহার এই বৈদিক ক্রিয়া সম্পাদন করিবার জন্য দ্রাবিড় দেশ হইতে সাগ্নিক বৈদিক ব্রাহ্মণ আনীত হন এবং তাঁহারা রাজকর্ত্তৃক সম্মানিত ও পূজিত হইয়া এতদ্দেশেই থাকিয়া যান। তদবধি প্রত্যেক পৌষী পূর্ণিমায় অভিষেক ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। রাজা গোবর্দ্ধনানন্দ আর একটী গড় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন উহা তিলদা জলচকের গড় বলিয়া খ্যাত। গড় মধ্যে অনেক দেব-দেবীর মন্দির আছে, তন্মধ্যে তিলেশ্বর শিবলিঙ্গই প্রধান। বালি-সীতা, ময়না ও তিলদা দুর্গত্রয়ের নির্ম্মাণ কৌশলে পার্ব্বত্যরাজগণ হইতে পরাক্রান্ত মহারাষ্ট্রীয় বর্গীরদল পর্য্যন্ত বার বার পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছে। ঐ তিলদার দুর্গে ১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দে নারায়ণগড়ের রাজা শ্রীমধুসূদন বল্লভ ও শ্রীচন্দ্রপাল মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য দ্বারা আক্রান্ত হইয়া সসৈন্যে আশ্রয় লইয়া রক্ষা পান, তথাপি অকৃতজ্ঞ পাপিষ্ঠ বাঙ্গালী উপকারক বন্ধুকে চিনিতে চাহে না।

গোবর্দ্ধনানন্দের মৃত্যুর পর পরমানন্দ বাহুবলীন্দ্র, মাধবানন্দ বাহু-বলীন্দ্র, গোকুলানন্দ বাহুবলীন্দ্র, কৃপানন্দ বাহুবলীন্দ্র, যথাক্রমে রাজসিংহাসনে আরোহন করিয়া ময়নার পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহারা গড়জাত রাজা বাহুবলীন্দ্ররূপে

স্বর্গের একখানি প্রস্তরও সরাইতে কাহারও সাধ্য হয় নাই। রাজা কৃপানন্দের পুত্র জগদানন্দ বাহুবলীন্দ্রের শেষ অবস্থায় এই পরগণা মুরশিদাবাদের সম্পর্কে কোম্পানির হস্তগত হয়। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে জগদানন্দের মৃত্যু হইলে ব্রজানন্দ বাহুবলীন্দ্র রাজা হন। ইহার রাজত্বকালে কয়েকবৎসর উপর্য্যুপরি ফসল অজন্মাহেতু ও অপরিমিত দাতৃত্বগুণে গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব প্রদানে অসমর্থ হইলে সবঙ্গ পরগণা নিলামে বিক্রীত হইয়া যায়। পরে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উত্তমর্ণগণের প্রাপ্য আদায় জন্য ময়না পরগণার অধিকাংশ গ্রাম ও নিষ্কর ভূমি খণ্ড খণ্ডরূপে নিলামে বিক্রীত হয়। ঐ সকল বিক্রীতাংশে এক্ষণে শত শত বুনিয়াদী তালুকদারের উদ্ভব হইয়াছে। ব্রজানন্দের সময়েই ময়না রাজ্য কোম্পানীর দশশালা বন্দোবস্তের অধীনে আইসে। ইংরাজের আমলে দশশালা বন্দোবস্তের সময় গড় ময়নার রাজাকে বন্দোবস্তে আনিতে কোম্পানী বাহাদুরকে অল্প বেগ পাইতে হয় নাই। যখনই রাজাকে বন্দোবস্তে আনিতে চেষ্টা হইয়াছিল তখনই রাজাবাহাদুর গড়ের কবাট বন্ধ করিয়া ভিতরে থাকিতেন এবং ইংরাজ-রাজ কিরূপ অধ্যবসায়ী ও শক্তিসম্পন্ন তাহা ধারণা করিতে পারেন নাই।* রাজা ব্রজানন্দ কোম্পানিকে নবাবের ন্যায় দুর্ব্বল মনে করিয়া স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। যাঁহাদের কৃপায় কাশ্মীরের ন্যায় ভূস্বর্গ গোলাপ সিং পাইয়াছিলেন, যাঁহাদের কৃপায় রাজপুতানার রাজন্যবর্গ এখনও সসম্মানে অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁহা-

---

*ময়নাগড়ের রাজগণ দুর্দ্দিনেও কিরূপ তেজস্বী ছিলেন তাহার পরিচয়ও গবর্ণমেণ্ট-রিপোর্টে আছে—"The Raja of Mayna Chowra was not then, as now a peaceful subject and used to shut himself up in his fort whenever called upon to settle for his lands or to pay his revenue."

Hunter's S. Acct.

দিগের কর্ণেল টড্ সাহেবের ন্যায় কোন মহাত্মা যদি ময়নার যশোগীত গাহিতেন তাহা হইলে আজ ময়নারাজকে সামান্ত জমিদাররূপে পরিণত হইতে হইত না।

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রজানন্দের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র আনন্দানন্দ বাহুবলীন্দ্র সিংহাসন প্রাপ্ত হন, তিনি অত্যল্পকাল রাজত্ব করিয়া ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন তাঁহার মৃত্যুর পর রাধাশ্যামানন্দ বাহুবলীন্দ্র সিংহাসন প্রাপ্ত হন। তিনি অতি মধুরভাষী কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। সকলের সহিত সমব্যবহারের গুণে সমস্ত প্রজাবৃন্দ ইহার নিকট পরস্পরের বিবাদ মীমাংসার জন্ত প্রার্থী হইত। তজ্জন্ত তাঁহার যথেষ্ট আয়ও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। বর্দ্ধিত আয়ের সদ্ব্যবহার দ্বারা নিজ গৌরব বৃদ্ধির সহিত অনেক রাজার আদর্শ স্থল হইয়াছিলেন। হাণ্টার সাহেব তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া এত প্রীত হইয়াছিলেন যে তিনি তাঁহার ষ্ট্যাটিস্টিকাল একাউণ্টে লিখিয়াছেন 'The Raja was a superior man অর্থাৎ রাজা একজন অপ্রাকৃত মানব। ৭ বৎসর বয়সে সিংহাসনপ্রাপ্ত হইয়া ৫৩ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁহার তিন পুত্র ৺প্রেমানন্দ বাহুবলীন্দ্র, ৺সচ্চিদানন্দ বাহুবলীন্দ্র ও পূর্ণানন্দ বাহুবলীন্দ্র। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রেমানন্দ বাহুবলীন্দ্রের মৃত্যু হয়। অল্প কতিপয় বৎসর হইল অপর দুই রাজাও স্বর্গীয় হইয়াছেন। ৺পূর্ণানন্দ বাহুবলীন্দ্রের পুত্র রাজা জ্ঞানানন্দ বাহুবলীন্দ্র ও কুমার নিরঞ্জনানন্দ বাহুবলীন্দ্র হতশ্রীক অবস্থার ভাগ্য গণনা করিয়া ১৩২২ সালে পরলোক গমন করিয়াছেন। সন ১৩১৮ সালে ২৫ শে অগ্রহায়ণ তারিখে তমলুক রাজবাটীর বহু জনাকীর্ণ সভায় দুই সহোদর উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের তেজোব্যঞ্জকমূর্ত্তি দ্বারা লুক্কায়িত ক্ষত্রিয়তেজের স্ফুলিঙ্গ স্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়াছিল।

সামন্ত চক্রের মধ্যে হিজলী সুজমুঠা রাজ্য মাহিষ্যবীরগণের লীলা নিকেতন ছিল। তাঁহাদের গৌরবমণ্ডিত বীরদর্পে গৌড়ের সর্ব্ব শক্তি সম্পন্ন পাঠান শক্তি মুহ্যমান হইয়াছিল। দক্ষিণ বঙ্গের হিন্দুরাজশক্তি বীর-শ্রেষ্ঠ হরিদাসের (দিবাসিংহ) বীর্য্য প্রতাপে মুসলমানের অঙ্কশায়িনী হইতে পারে নাই। হরিদাসের রাজত্ব কালের সমকালে সুলতান সেকেন্দর সাহ গৌড়ের সিংহাসনে আসীন ছিলেন। তিনি ১৩৫৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩৯২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৩২ বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দুরাজশক্তি নষ্ট করিবার জন্য একলক্ষ পাঠান সৈন্য সম-ভিব্যাহারে হিজলী রাজ্য আক্রমন করেন। আর্য্যের গৌরব বীরবর হরিদাস—বাঙ্গালীর গৌরব রাজাধিরাজ হরিদাস ভীরু কাপুরুষ লক্ষ্মণ-সেনের ন্যায় পাঠানের পাদমূলে দক্ষিণ বাঙ্গালা বিক্রয় করেন নাই। তিনি, তাম্রলিপ্তরাজ ধিতাই ভূক্যারায়, ময়নাপতি বাহুবলীন্দ্র, তুর্কাপতি গজেন্দ্র রায়, উৎকলাধিপতি গজপতি রাজগণের সহিত মিলিত হইয়া রসুলপুরের প্রান্তরে তিন দিন যে ভীষণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহাতে সেকেন্দর সাহ পরাজিত হইয়া যুদ্ধের ক্ষতিপুরণ স্বরূপ বিপুলঅর্থ ও বহুসংখ্যক কামান হিজলীপতি হরিদাসের চরণে উপঢৌকন দিয়া প্রাণ ভিক্ষা লইয়া পলায়ন করেন। অশীতি সহস্র মুসলমানের রক্তে রসুলপুরের প্রান্তর ও নদীর স্রোত রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। চল্লিশ সহস্র মাহিষ্য বীর জন্মভূমির জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া রসুলপুরের প্রান্তর বঙ্গের হলদিঘাটে পরিণত করিয়াছিল। রসুলপুরের প্রান্তরের প্রত্যেক বালুকারেনুর সহিত মাহিষ্যবীরগণের যে মধুর বীরত্ব জড়িত রহিয়াছে বঙ্গের একদেশদর্শী ঐতিহাসিকগণের কয়জন তাহার সংবাদ রাখেন? তাঁহারা সংবাদ রাখেন কাহার না রাজদ্রোহী, অরক্ষিত অবস্থায় স্নেহময় পালনকর্ত্তা পিতৃব্যের * শিরশ্ছেদকারী, বিবাহ রাত্রিতেই স্বীয়

---

* "প্রতাপের দুশ্চরিত্রতা ও অত্যাচারের জন্য সমস্ত ব্রাহ্মণ সমাজ ও প্রতাপের

জামাতার † বয়োযোগ্যী, আশ্রিত বিশ্বাসী ও সাহসী প্রসিদ্ধ পুর্টগীজবীর কার্ভালোর § হত্যাকারী, নিজদাসীর স্তনচ্ছেদকারী মহাপাপিষ্ঠ নৃশংস

আত্মীয়স্বজন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এখন আমরা প্রতাপের যেরূপ প্রশংসা করিতেছি প্রতাপ সেরূপ প্রশংসার পাত্র ছিলেননা। স্বাধীন রাজা হইতে হইলে যে সকল গুণ আবশ্যক তাহার অনেকগুলি তাঁহার ছিলনা" (গৌড়ের ইতিহাস ২য় খণ্ড ২৮৮ পৃষ্ঠার পাদটীকা)

† যশোহরেশ্বর মানীপ্রতাপস্য দুহিতরং।
বিন্দুমতীং মহাসতীমুপয়েমে নৃপোত্তমঃ॥
ততো বিবাহ যামিন্যাং ক্রূরো যশোহরেশ্বরঃ।
সমাজস্যাধিপত্যর্থং লাভং চন্দ্রদ্বীপস্য চ॥
মন্ত্রণাং পাত্রভিঃ সার্দ্ধং কৃত্বাসৌ ভীমবিক্রমঃ॥
কুচক্রং কল্পয়ামাস স্বজামাতুর্বধং প্রতি॥

* * * *

ষটককারিকা

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় কর্ত্তৃক প্রণীত।

"প্রতাপাদিত্য" ৭১ পৃঃ।

§ "Carvalho the gallant Captain of the Portugese was at Chandican, and the King of Chandican who was then at 'Jasor' sent for Carvalho and had him murdered in order to ingratiate himself with the King of Aracan. That Protapaditya was a cruel monster, and quite capable of directing the assassination of a brave man like Carvalho, we have proof enough in the work of his admiring biographer who tells us that Protapaditya cut off the breasts of a female slave who had offended him."

Beveridge's History of Bakargunj.

কায়স্থবীর প্রতাপাদিত্যের—আর কাহার না হিজলীর কাপালিকের কন্যা কপালকুণ্ডলার ও নবকুমারের সহিত নৌকানিমজ্জিত নবকুমারের ভ্রষ্টা যবনোচ্ছিষ্টা পত্নী পদ্মার। স্বার্থান্ধ একদেশদর্শী ব্যক্তিগণ বীরশ্রেষ্ঠ হরিদাসের কোন কথা না লিখিলেও ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের প্রভার ন্যায় তাঁহার বীরত্ব প্রভা সুদূর অতীতের অন্ধকার ভেদ করিয়া যে উজ্জ্বল কিরণ রশ্মি প্রকাশ করিতেছে তাহা হীনপ্রভ করিবার কাহারও সাধ্য নাই। বঙ্গের আধুনিক বাবুদিগের "সাহিত্য সম্রাট" বঙ্কিমবাবু যে স্থানে বসিয়া তাঁহার কপালকুণ্ডলা

এই সাহসী বীর কারভালোর শৌর্য্য বীর্য্য আশ্রয় করিয়া বিক্রমপুরের কেদার রায় বার ভুঞার একতম ভুঞা হইয়াছিলেন। মানসিংহের সহিত যুদ্ধে কেদার রায় নিহত হইলে প্রতাপাদিত্য কারভালোকে আশ্রয় দিয়া শেষে আরাকান রাজের মনস্তুষ্টির জন্য নিরপরাধে গোপনে তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিলেন। প্রতাপাদিত্যের লোমহর্ষণ নৃশংস চরিত্র শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত "কেদার রায়" নামক গ্রন্থে চিত্রিত হইয়াছে।

কুলাচার্য্যগণ লিখিয়াছেন যে কোন দরিদ্রা বৃদ্ধা ভিখারিনী ভিক্ষার জন্য রাজার নিকট বারম্বার ভিক্ষা যাচ্ঞা করায় দ্যূতক্রীড়াসক্ত রাজা তাহার কর্কশ রবে বিরক্ত হইয়া তাহার স্তনদ্বয় কর্ত্তনের আদেশ দেন।

"ভিক্ষার্থং মগমত্তত্র বৃদ্ধৈকা চিরদুঃখিতা॥
প্রার্থয়ামাস সা ভোজ্যং বাক্যৈরুচ্চৈঃ পুনঃ পুনঃ॥
তস্যা ঘোর ধ্বনিং শ্রুত্বা ক্রীড়ামত্তো নরাধিপঃ।
আনুজ্ঞাং ঘাতিনে প্রাদাৎ ছেদায়াস্যাঃ স্তনদ্বয়ম্॥
খড়্গাঘাতী ততো বৃদ্ধাং শ্মশানমানয়ৎদ্রুতম্।
অছিদৎ দুর্ম্মতিস্তস্যাঃ স্তনং খড়্গেন তৎক্ষণাৎ॥"

শ্রীনিখিল নাথ রায় প্রণীত "প্রতাপাদিত্য" ১৩১ পৃঃ।

লিখিয়াছিলেন সেইস্থানের প্রত্যেক মৃত্তিকাকণা, প্রত্যেক বালুকারেণু জন্মভূমি রক্ষার্থে বাঙ্গালীর পবিত্ররক্তে রঞ্জিত তাহা তিনি দেখিতে পান নাই। রসুলপুরের প্রান্তর যে রাজপুতানার হলদিঘাটের ন্যায় বাঙ্গালীর পুণ্যতীর্থ তাহা তিনি তাঁহার সাহিত্য গ্রন্থে আদৌ উল্লেখ করেন নাই। উজ্জ্বল মণিমাণিক্যকে হিজলীর আখ্যায়িকা "কপালকুণ্ডলা" ছাই ভস্মে কিকারণে চাপা দিয়া গিয়াছেন তাহা ১৬শঅধ্যায়ে তাঁহার,—"সাহিত্যগত রাজনীতি"—শীর্ষক প্রবন্ধে সমালোচনা করিয়াছি। রঙ্গপুরের সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত গৌড়ের ইতিহাসে হরিদাসের বীরত্বের কথা অল্পমাত্রই বর্ণিত আছে*। হরিদাস মাহিষ্য না হইলে বোধ হয় রসুলপুরের যুদ্ধ লইয়া এতদিনে কত নভেল নাটক রচিত হইয়া যাইত। ঢাকা জগন্নাথ কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক মদীয় শ্রদ্ধেয় বন্ধু ৺ বসন্তকুমার রায় এম, এ, বি, এল প্রণীত 'বিজয়াবসান' কাব্যে অতি সুললিত ভাষায় হরিদাসের বীরত্ব গাথা গীত হইয়াছে। পাঠক! বীরাগ্রগণ্য পরম বৈষ্ণব দিব্যসিংহ হরিদাসের পাঠান বিজয় বীরত্ব গৌরব গাথা পাঠ করিয়া ধন্য হও। অকৃতজ্ঞ বাঙ্গালী! উপকারক বন্ধুকে না চিনিয়া মিথ্যা গালি বর্ষণ করিয়া যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছ এবং এখনও করিতেছ তোমার পূর্ব্বপুরুষগণের ধন-ধর্ম্ম-প্রাণ রক্ষাকর্ত্তা মহারাজ হরিদাসের কীর্ত্তিকাহিনী স্মরণ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত কর।

দক্ষিণ বঙ্গে তমলুক, হিজলী সুজামুঠা ও ময়নাগড়ের সমৃদ্ধিসম্পন্ন মাহিষ্য রাজচক্রবর্ত্তিগণ প্রচণ্ড প্রতাপে রাজদণ্ড ধারণ করায় পাঠানের উৎকল বিজয় প্রায় দেড়শত বৎসর বন্ধ ছিল। রসুলপুরের

---

* "সেকেন্দার সসৈন্যে হিজলী আক্রমণ করিয়া পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তখন হিজলীতে হরিদাস নামক রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন।" গৌড়ের ইতিহাস ২য় খণ্ড ৬০ পৃষ্ঠা।

যুদ্ধজয়ে পাঠান শক্তি বিধ্বস্ত হইলেও সেই যুদ্ধে মাহিষ্য শক্তির যে অপচয় হইয়াছিল, তাহা আর পূর্ণ হইল না। এই সুবিধা বুঝিয়া সোলেমান কেরানী ভেদনীতি অবলম্বন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন মাহিষ্য রাজাদের মধ্যে অনৈক্য ঘটাইয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে পরস্পর কেহ কাহাকে আর সাহায্য করিতে আসিল না, এদিকে মহারাষ্ট্রীয়গণ কর্ত্তৃক বারম্বার আক্রান্ত হইয়া সকলেই হীনবল হইতেছিলেন। সুতরাং সোলেমানের সেনাপতি কালাপাহাড় অনায়াসেই যাজপুরের যুদ্ধে উৎকলাধিপতি মুকুন্দদেবকে নিহত করিয়া উৎকল অধিকার করিলেন।

রাজা হরিদাস মহারাজ মুকুন্দ দাসের অধস্তন ২১ পুরুষ ছিলেন। ৪ পুরুষে ১০০ বৎসর ধরিলে ২১ পুরুষে গড়পড়তায় ৫০০ বৎসর অগ্রবর্ত্তী হইতে হইবে। রাজা হরিদাস সুলতান সেকন্দর সাহের সমকালীন থাকায় তাঁহার রাজ্যকাল ১৪শ শকাব্দের শেষভাগে জানা যাইতেছে। তাহা হইলে মুকুন্দ দাসের আমল ৯ম শতাব্দীতে ধরিতে হইবে।

হিজলী-সুজামুঠা রাজবংশের ২৩শ পুরুষ রাজা গোবর্দ্ধন দাসের সময়ে ইশাখাঁ মছলন্দী শঠতাপূর্ব্বক হিজলী রাজ্য অধিকার করিয়া লন, কিন্তু তিনি অত্যন্ত চতুর রাজনৈতিক ছিলেন। গোবর্দ্ধনের রণ-কৌশলে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে 'রণঝম্প' উপাধি প্রদান করিয়া সুজামুঠার কাজলাগড়ে গোবর্দ্ধনকে রাজা স্বীকার করিয়া লন এবং নিজে হিজলীর একাংশ গ্রহণ করিয়া গোবর্দ্ধনকে সেনাপতিত্বে বরণ করিয়া সুন্দর বনের ভাটী রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। হাণ্টার সাহেব গোবর্দ্ধনকে 'রণজ' বলিয়াছেন। সুজামুঠার রাজবংশ ক্রমশঃ ধনসম্পত্তি হারাইয়া দীনভাবে কাল কাটাইতেছিলেন; শেষ রাজা গোলকেন্দ্র নারায়ণ অব্যবস্থিতচিত্ত হইয়া বর্দ্ধমানের মহারাজ মহাতাপ চাঁদ বাহাদুরের নিকট সম্পত্তি আবদ্ধ রাখিয়া আর উদ্ধার করিতে পারেন নাই। সুজামুঠার কাজলাগড় এক্ষণে বর্দ্ধমানরাজের সম্পত্তি।

কুতুবপুর রাজবংশ। এই রাজবংশ এখনও বিদ্যমান—ইহারাও প্রাচীন তাম্রলিপ্তের সামন্তরাজ ছিলেন এবং মুসলমান শাসনকালে বিশেষ পরাক্রান্ত ও স্বাধীন ছিলেন। আইন-ই-আকবরিতে লিখিত আছে যে, আকবরের সময়ে এই রাজ্যে একটী প্রস্তরময় দুর্গ ছিল, এই বংশের সুপ্রসিদ্ধ বীর ভূপাল, রাজা দলজিতসিংহ ও ভিখারী সিংহ বাহাদুর ১৫শ ও ১৬শ শতাব্দীতে অত্যন্ত ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছিলেন। ইহাঁরা উক্ত শতাব্দীদ্বয়ে বেহার দেশের গয়া জেলা পর্য্যন্ত শাসন করিয়াছিলেন। বেহারের নিকটবর্ত্তী নালন্দা গ্রামে ইহাঁদের বেহার প্রদেশের রাজধানী ছিল। এখনও তাহার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। (সেবানন্দ ভারতী প্রণীত "তমলুকের ইতিহাস" ১৪০ পৃষ্ঠা) কুতুবপুরের রাজগণের উপাধি সিংহ চৌধুরি। মহামহোপাধ্যায় গোরীচন্দ্র তৎপুত্র বংশীবদন এই রাজবংশের পুরোহিত ও সভাচার্য্য ছিলেন। বংশীবদনের প্রপৌত্র শুকদেব তর্কভূষণ ১১৬৮ সালে ১লা জ্যৈষ্ঠ তারিখে রাজা গোবর্দ্ধনচন্দ্র সিংহচৌধুরীর নিকট ব্রহ্মোত্তর ও সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

তুর্কারাজ। তুর্কারাজ্যের অধিপতিগণ গজেন্দ্র মহাপাত্র উপাধিধারী। ইহাদের জ্ঞাতিবর্গ পুরীর সন্নিধানে বর্ত্তমান, এবং উপবীতধারী বীরজাতি বলিয়া পরিগণিত। তুর্কারাজ গজেন্দ্র বংশ এবং পুরীর দেবরাজ গজপতি বংশ। গজেন্দ্র ও গজপতি একই বংশ। পুরীররাজা অনঙ্গভীমদেবকে ঐতিহাসিকগণ মাহিষ্য বলিয়াছেন। তুর্কারাজবংশের সংস্থাপয়িতা রাজা কৃষ্ণদাস উৎকলাধিপতি দেবরাজের সেনাপতি ছিলেন। তুর্কার তেলাঙ্গরাজ উৎকলের করদ রাজা ছিলেন। তিনি বিদ্রোহী হওয়ায় তাঁহাকে শাসন করিবার জন্য রাজা কৃষ্ণদাস পুরীরাজ কর্ত্তৃক সসৈন্যে প্রেরিত হইয়াছিলেন। যুদ্ধে তেলাঙ্গরাজ সবংশে বিনষ্ট হন। রাজার গড় আক্রমণকালে গড়ের বাহিরে কৃষ্ণদাস ভাকেশ্বরী দেবীর মন্দিরে একখানি খড়্গ প্রাপ্ত হন, তদ্দ্বারা

রাজাকে নিধন করেন। সেই খড়্গ অদ্যাপি কৃষ্ণদাসের বংশধরেরা তুর্কাগড়ে রাখিয়া পূজা করিতেছেন। ভাকেশ্বরী দেবীর মন্দির এক্ষণে তুর্কাগড়ের সম্মুখে বিদ্যমান। এই রাজবংশ এক্ষণে দীনভাবে খণ্ডরুইএর গড়ে বাস করিতেছেন। বর্ত্তমান রাজার নাম শ্রীযুক্ত পৃথ্বীরাজ গজেন্দ্র মহাপাত্র।

মাহষাদল—ময়নাধিপতি গোবর্দ্ধনানন্দ বাহুবলীন্দ্রের কোন বিজয়ী সেনাপতি মহিষাদল পরগণায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামিগণের উচ্ছেদ সাধন করিয়া একাধিপত্য স্থাপন করেন। সম্ভবতঃ তাহারাই রায়চৌধুরি উপাধিধারী রাজা। বর্ত্তমান রায় গোষ্ঠীগণ আপনাদিগকে, উক্ত সেনাপতির বংশ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাহাদিগের বংশে রাজা কল্যাণ রায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মহিষাদলের রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ১০৬০ সালে (১৬৫৩ খৃঃঅব্দ) তাঁহার প্রদত্ত দান পত্র দৃষ্টে জানা যায় যে, তিনি বঙ্গের সুলতান সুজার রাজত্বকালে বিদ্যমান ছিলেন। ঐ সময়ে গেঁওখালির পারঘাটে ব্যবসায়ী জনার্দ্দন উপাধ্যায় একটী নবজনস্থানের সূত্রপাত করিতেছিলেন। রাজা কল্যাণ রায়ের কীর্ত্তি "রায়খালী" নদী এখনও তাঁহার নাম স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। তিনিই কৃষিকার্য্যের সুবিধার্থ ময়না পরগণার মধ্য দিয়া কৃত্রিম পয়ঃপ্রণালী-যোগে কংসাবতীর প্রবল স্রোত হোল্‌দী নদীর সহিত মিলিত করিয়া দিয়াছিলেন। তজ্জন্য উহার নাম "রায়খালীর" নদী হইয়াছে। কল্যাণ রায়ের পুত্র হৃদয় রায় যে একটী বৃহৎ সরোবর খনন করিয়াছিলেন,তাহা ও 'হৃদয় রায়ের পুষ্করিণী' বলিয়া অদ্যাপি লোকমুখে কীর্ত্তিত হইতেছে। ইহার পুত্র রাজা উদয়চন্দ্রের সময়েই এই বংশের রাজত্ব শেষ হয়। ইনি যৌবনসুলভ চপলতার বশীভূত হইয়া রাজকোষ শূন্য করিয়া ফেলিয়াছিলেন। জনার্দ্দন উপাধ্যায়ের প্রপৌত্র রাজা রাজারাম উপাধ্যায়ের নিকট ঋণগ্রস্ত হইয়া রাজ্যসম্পত্তি তাঁহার করে অর্পণ

পূর্ব্বক বৃত্তিভোগী হইয়া শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। বর্ত্তমান রায়বংশীয়গণ বহুকাল ঐ বৃত্তি ভোগ করিয়াছিলেন। সন ১২৩০ সালে মহিষাদলের রাণী ইন্দ্রাণীদেবীর মন্ত্রী মনোহর ঘোষ ঐ বৃত্তি উঠাইয়া দেন। (ভগবতীচরণ প্রধান কৃত মহিষাদলের রাজবংশ নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত)।

মহিষাদলের রাজা আনন্দলাল উপাধ্যায়ের পত্নী পুণ্যশীলা রাণী জানকী দেবীর মন্ত্রী ছিলেন করুণাময় দাস এবং সভাচার্য্য ছিলেন খোষালপুরনিবাসী গৌড়াস্থ দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ ৺রামকান্ত বিদ্যাভূষণ। ইহাঁদের পরামর্শে রাণী মহিষাদলে গোপালমন্দির ও বৃন্দাবনে ৺নীলাথের দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। গোপাল মন্দিরের প্রতিষ্ঠা কার্য্য বিদ্যাভূষণ মহাশয় সম্পাদন করেন। রাণী জানকীদেবীর প্রেরিত নিমন্ত্রণ পত্র অদ্যাপি বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বংশধরগণের নিকট রক্ষিত আছে। মন্ত্রিপ্রবর করুণাময় দাস মাহিষ্যজাতীয় ছিলেন। তাঁহারই সময়ে তমলুক ও মহিষাদল প্রদেশ হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজ্যকালে বহুসংখ্যক মাহিষ্য পদাতি সৈন্য দাক্ষিণাত্যে হায়দর আলি ও টিপু সুলতানের সহিত যুদ্ধের সময় প্রেরিত হইয়াছিল। মান্দ্রাজের ভেলোর বিদ্রোহ দমনের সময় কর্ণেল পাওয়েল সাহেবের সিপাহী সৈন্যের সহিত মিলিয়া সেনানী কুটের নায়কত্বে মাহিষ্য সৈন্যদল রণপোত আরোহণপূর্ব্বক সমুদ্র পথে মান্দ্রাজে গমন করিয়া যেরূপ সাহস ও বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল, ভারত গবর্ণমেণ্টের দপ্তরে তাহার সন্ধান পাওয়া যায়।

Vide Military Despatch of Sir Eyre Coot to the Court of Directors and the Report of the Governor General to the Home Deptt. British Blue Book of 1806—07 from the Records of financial Department. Library of the Govt. of Bengal and the Imperial Government, (মাহিষ্য প্রকাশ)

গঙ্গারাঢ়ী বা গঙ্গারিডি বীর।

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে উৎকলের গজপতি সম্রাটগণ গঙ্গারাঢ়ী বংশীয়। হাণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন, তমলুক অঞ্চল হইতে তাঁহারা বিজয় যাত্রায় বহির্গত হইয়া উৎকল জয় করেন। গঙ্গারাঢ়ী বীরগণ কাহারা ছিলেন, তাহাই আলোচ্য। গৌড় রাজমালায় লিখিত হইয়াছে যে "ডিওডোরস মেগাস্থিনিসের অনুসরণ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন—গঙ্গানদী 'গঙ্গারিডি' দেশের পূর্ব্ব সীমা দিয়া প্রবাহিত হইয়া সাগরে পতিত হইয়াছে। গঙ্গারিডিগণের অসংখ্য বৃহদাকার রণহস্তী আছে। এই নিমিত্ত তাহাদের দেশ কখনও কোন বিদেশী রাজা কর্ত্তৃক অধিকৃত হয় নাই। বঙ্গদেশের যে অংশ গঙ্গানদীর পশ্চিমদিকে অবস্থিত, তাহা এখন "রাঢ়" নামে অভিহিত। * * *

প্লিনি লিখিয়াছেন—"গঙ্গানদীর শেষভাগ 'গঙ্গারিডি' কলিঙ্গ-রাজ্যের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে * * গঙ্গে নগর গঙ্গা-রিডির প্রধান বন্দর ছিল।"

প্রসিদ্ধ ভৌগলিক টলেমি লিখিয়াছেন—"গঙ্গার মোহানাসমূহের সমীপবর্ত্তী প্রদেশে গঙ্গারিডিগণ বাস করেন * * *

প্রসিদ্ধ কবি ভার্জিল [জর্জিকস কাব্যে ৩য় সর্গের সূচনায়] লিখিয়াছেন—"তিনি স্বকীয় জন্মস্থান মেণ্টুয়া নগরে ফিরিয়া গিয়া মর্ম্মর প্রস্তরের একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিবেন; এবং মন্দিরের দ্বারফলকে সুবর্ণ এবং হস্তি দন্ত দ্বারা "গঙ্গারিড়িগণের যুদ্ধের দৃশ্য এবং সম্রাটের রাজচিহ্ন অঙ্কিত করিবেন।"

যাঁহাদের যুদ্ধের দৃশ্য দেখিয়া মহাকবি ভার্জিল মুগ্ধ হইয়াছিলেন সেই গঙ্গারাঢ়ী বা গঙ্গারাষ্ট্রবাসিগণ বঙ্গীয় মাহিষ্য জাতি ভিন্ন আর কোন জাতি হইতে পারে না। কারণ গঙ্গার মোহানার সমীপবর্ত্তী দেশে অর্থাৎ হাওড়া, ২৪ পরগণা, তমলুক ও হিজলী অঞ্চলে প্রধানতঃ মাহিষ্য জাতির বাস। এক মেদিনীপুরেই ইহাঁদের পাঁচটী স্বাধীন রাজ্য ছিল। তন্মধ্যে তমলুক রাজ্যই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ছিল। এই অঞ্চল প্রধানতঃ মাহিষ্য জাতির দ্বারা অধ্যুষিত। এই অঞ্চলে এই জাতির মধ্যেই অদ্যাপি সামন্ত, হাজরা, সেনাপতি, দলপতি, দিকপতি, বাহুবলীন্দ্র,. গজেন্দ্র, রণঝম্প, রাণ গড়নায়ক, দৌবারিক, দেশমুখ, পাত্র, মহাপাত্র, সিংহ, ব্যাঘ্র (বাঘ) প্রভৃতি বীরত্ব সূচক উপাধি বহুল পরিমাণে বিদ্যমান। সেই প্রাচীন কালের বীরগণের সন্তানসন্ততিগণ এক্ষণে কেবল ব্যর্থ উপাধি বহন করিয়া প্রাচীন স্মৃতি জাগরূক রাখিয়াছেন।

হাণ্টার সাহেবের মতে ১২ শত শতাব্দীতে গঙ্গারাঢ়ী বীর-তমলুক হইতে গমন করিয়া উৎকল জয় করিয়াছিলেন। রাজ-কৃষ্ণবাবু তাঁহার বাঙ্গালা ইতিহাসে লিখিয়াছেন,—"১১৩১ খৃঃ অব্দে উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় রাজাদিগের রাজ্য আরম্ভ হয়। ইহাঁরা গঙ্গারাঢ়ী অর্থাৎ তমলুক ও মেদিনীপুর প্রদেশ হইতে যাইয়া উড়িষ্যা জয় করেন; গঙ্গাবংশীয় অনঙ্গভীমদেবের সময়ে জগন্নাথদেবের মন্দির নির্ম্মিত হয়।"

রজনীকান্ত গুপ্তও তাহাই লিখিয়াছেন। সুতরাং উৎকলের গঙ্গা-বংশীয় রাজগণ তমলুক ও মেদিনীপুর অঞ্চল হইতে গমন করিয়া উৎকল জয় করেন ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, ১২শ শতাব্দীতে তমলুক ও মেদিনীপুর অঞ্চল হইতে কোন জাতীয় বীরগণ উৎকল বিজয় করিয়া রাজ্য স্থাপনের যোগ্য ছিল? যদি তমলুক ও মেদিনীপুর অঞ্চল হইতে কোন প্রসিদ্ধ বীর উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া থাকেন, তবে তাঁহারা

মেদিনীপুরের "অনুপনীত মাহিষ্য" এবং যুগান্তকালস্থায়ী মহাপ্রবল তমলুক, তুর্কা ময়নাগড়, সুজামুঠা ও ময়নাগড় প্রভৃতি স্থানের রাজন্য-বর্গের জ্ঞাতি বান্ধব ভিন্ন আর কেহই হইতে পারে না। ১৫ শত শতাব্দী পর্য্যন্ত মেদিনীপুরে ঐ বীরগণের ক্রীড়াক্ষেত্র ছিল। তাঁহাদের আতপত্র-চ্ছায়ায় দক্ষিণ বঙ্গের প্রজাগণ সুখে কাল কাটাইয়াছিল। তদ্ভিন্ন অপর সকল জাতিই গললগ্নীকৃতবাসে তাঁহাদিগকেই আরাধনা করিয়াছে। অত এব যদি ১২ শত শতাব্দীতে মেদিনীপুর হইতে কোন বীর উড়িষ্যা জয় করিয়া থাকেন,তিনি ঐ সকল রাজবংশের শাখা ভিন্ন আর কেহই হইতে পারেন না ; কারণ স্বদেশে পরের পদলেহন করতঃ ভিন্নদেশে স্বাধীন সাম্রাজ্য স্থাপন করা অসম্ভব। ইংরাজগণ ইংলণ্ডদ্বীপে জর্ম্মান বা ফরা-সীর অধীনে থাকিয়া ভারতে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিতে পারেন, এরূপ কল্পনা মূর্খের পক্ষেই শোভা পায়। লেখনী চালনায় তাদৃশ পটু না হইলেও অসি চালনায় মাহিষ্যজাতি যে যোগ্যতা দেখাইয়াছে, তাহাতে মহা-পরাক্রান্ত মুসলমান বাদসাহগণও চমকিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রাচীন দুর্গের ও কীর্ত্তিমালার চিত্তস্পর্শী ভগ্নাবশেষ দেখিলেও অতি বড় দাম্ভিক পুরুষেরও মস্তক লজ্জায় অবনত হয়।

বিংশ অধ্যায়।

আত্মকথা।

এ পর্য্যন্ত আত্মকথা কিছুই বলা হয় নাই। গৌড়াদ্য বৈদিক শ্রেণী ব্রাহ্মণের বিশুদ্ধতা রাঢ়ীয় ঘটকঠাকুরগণের কারিকা হইতেই প্রমাণ করিয়া আসিয়াছি। প্রজাপতি ব্রহ্মার মানসপুত্র বোঢ়ু ঋষি হইতেই এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণের উৎপত্তি—

"সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।
কপিলশ্চাসুরীশ্চৈব বোঢ়ুঃপঞ্চশিখস্তথা"।

আহ্নিকাচার তত্ত্বম্।

এই বোঢ়ুর বোচু ও অন্যান্য ঋষিপুত্রগণ ভগবান জৈমিনির নিকট সামবেদ শিক্ষা করেন। বিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছে, বোঢ়ুপুত্র ও অন্যান্য ঋষিকুমার ব্যাসের নিকট সামবেদ শিক্ষা করেন।

"শৃণু বৎস! বোঢ়ু পুত্র বোচু স্ত্বং কৃতী কুশলী।
বেদভেদঞ্চ জ্ঞাতোঽসি গচ্ছ গৃহং যথাসুখম্" ॥

গীতার্ণব।

হে বৎস! শ্রবণ কর। বোঢ়ুপুত্র বোচু, তুমি সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী এবং বেদের ভেদ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়াছ; অতএব পরমসুখে গৃহে গমন কর।

অভবন্ ব্রাহ্মণাঃ সপ্ত ব্যাসেন পূজিতা দ্বিজাঃ।
ব্রহ্ম পুত্রোহি যো বোঢ়ুর্দ্রাবিড়ে চ মহাতপাঃ॥
বোঢ়ু পুত্রানবেহ্যেতে ধুর্য্যাখ্যাশ্চত্রয়োমুনে।
সামবেদাধ্যায়িনশ্চ শিষ্যাঃ সর্ব্বে চ জৈমিনেঃ॥
কুথুমি শাখিনস্তে চ বেদবেদাঙ্গপারগাঃ।
ভবেয়ুর্বিধিবাক্যেন কৃষি মাহিষ্য যাজকাঃ॥
সরযুপুলিনং জগ্মুর্মাহিষ্যাহলবৃত্তয়ঃ।
কেচিৎ কেচিদুত্তরস্থাং বসেয়ুর্গুপরান্তকে॥
তেষাং মধ্যে কলেরাদৌ দক্ষিণস্থাং দিশিস্থিতাঃ।
উৎকলখণ্ডপূর্ব্বস্থ প্রান্তভাগং প্রতিষ্ঠিতাঃ॥
অষ্টশত দ্বাবিংশতি শকাব্দাদ্যা ক্রমাদিদং।

আদ্যং মহাভারতোক্তং স্থানন্তু তাম্রলিপ্তকং॥
স্বর্গদ্বার সমং যত্র হরিজিষ্ণুবিরাজতে।
রাজ্ঞা তাম্রধ্বজোরাজ্যং চকার যত্র নিশ্চলং॥
দ্বিতীয়ং বালিসীতাখ্যদুর্গং সবঙ্গসংজ্ঞকম্।
তৃতীয়ং তুর্কারাজ্যঞ্চ চতুর্থঞ্চ সুজামুঠা॥
তৎসকাশং কুতব্ পুরং রাজ্যন্তু পঞ্চমং স্মৃতং।
দুর্গং নিশ্চিন্তপুরস্থ যত্র কংশাবতী নদী॥
তস্যাধিকারী তৈলঙ্গী খ্যাতং তৈলঙ্গদুর্গকম্।
তত্র স বাসয়াঞ্চক্রে ঋত্বিজোবোঢ়ু বংশজান্॥
আগতান্ দক্ষিণ দিশি দেশ উৎকলকে স্থিতান্।
দালভ্যস্ গোত্র ধাঁন্ধুঞ্চ বাৎস্য গোত্র ত্রিবিক্রমম্॥
ধুম্রীবংশ সমুদ্ভূতম্ ধৌম্যং শাণ্ডিল্যগোত্রকম্।
কাশ্যপ গোত্র বিড়টং লোচনস্য যশোধরম্॥

পৌলবংশ সমুদ্ভূতং বঙ্কটং গোত্র গৌতমম্।
পঞ্চ গোত্রানিমান্ সর্ব্বান্ সামবিদ্দ্বিজ পঞ্চকান্ ॥
তেষাং মধ্যে বালিসীতা-দুর্গাধিকারী হালিকঃ।
গোবর্দ্ধনানন্দোনাম্না ধর্ম্মশীলো মহোদয়ঃ ॥
মন্ত্রবিদ্যাসু নৈপুণ্যাৎ তথা সঙ্গীতশাস্ত্রকে।
সন্তোষাদ্দেবভূপস্য দিশি য উৎকলাধিপঃ।
ইন্দ্রদুর্গাধিকারীচ মহারাষ্ট্রাধিপো মহান্ ॥
লাউসেনভূপরাজ্যং দেবদত্তং মনোহরং।
ময়না দুর্গকং নাম বিখ্যাতং ধরণীতলে ॥
রাজা বাহুবলেন্দ্রেতি খ্যাতিঞ্চ প্রাপ্তবান্ পুনঃ।
ছত্র চামর বাণাদি ডঙ্ক যজ্ঞোপবীতকং ॥
সর্ব্বোচ্চ রাজ মর্য্যাদাং মহাত্মা সোঽলভত্তদা।
ময়নাধিপং শ্রীধরাখ্যং হহিং পরিবভূবহ ॥
পৌষীয় পৌর্ণমাস্যান্তু ভূতং রাজ্যাভিষেচনং।
ঋত্বিজো বৈ সমনীয় বিপ্রান্বৈ বোঢ়ৃবংশজান্ ॥
সংপূজ্য বিধিবদ্রাজা প্রণম্য পদপঙ্কজে।
পাদ্যার্ঘ্যাদি প্রদানেন বস্ত্র মাল্যৈঃ সুতোষিতান্ ॥
যৎকর্ম্ম যোগ্যা যে বিপ্রাস্তত্র তান্ সংন্যযোজয়ৎ।
রাজ্ঞঃসভাসদো ধৌম্য আচার্য্যো বিড়টোঽভবৎ ॥
পৌরাণিকো বঙ্কটশ্চ নানাবিদ্যা-বিশারদঃ।
বেদবিদ্ যাজ্ঞিকো ধাঁদুরভবৎ কর্ম্মনিষ্ঠকঃ ॥
এতান্ কর্ম্মসু সংযোজ্য স্বামাত্যৈঃ সহ বান্ধবৈঃ
মহাভাগো নরপতিঃ পালয়ামাসবৈ প্রজাঃ ॥
বস্ত্ররত্নাদানাদিনা ব্রাহ্মণানাঞ্চ ভোজনৈঃ।
দেবার্চ্চনা দক্ষিণাভির্বর্দ্ধয়ামাস তান্ দ্বিজান্ ॥

কর্ম্মণা তস্য তদ্রাজ্যমভবৎ নাক সম্মিতম্।
আদরাদ্বহুতুষ্টাব দ্রাবিড়াখ্যান্ দ্বিজান্ পুনঃ॥
তচ্ছ্রুত্বা হালিকাঃ সর্ব্বেঽপ্যদ্বিগ্ভিঃ সহসঙ্গতাঃ।
তদ্দেশ কৃতসংবাসাঃ কৃষিকর্ম্মরতাঃ সদা॥
দ্রাবিড়াঃ পঞ্চ বিখ্যাতা বৈদিকা উৎকলস্থিতাঃ।
সামবেদাধিকারৈশ্চ সার্দ্ধং হালিক ভূসুরৈঃ॥
প্রদানাদান যাজনৈঃ গৌড়াদ্যৈঃ সহ ভোজনৈঃ।
সামর্গ্যজুর্ব্বেদ বিজ্ঞা দ্রাবিড়াখ্যাং প্রপেদিরে॥
রজ্যেশ্বরো নৃসিংহশ্চ শাণ্ডিল্যো ধৌম্যবংশজঃ।

* * * *

রাজবল্লভ নামাতু গৌতমোবঙ্কটাত্মজঃ॥
বাৎস্যগোত্রো বৃহদ্ভানু র্হংসঋষিঃ সনাতনঃ।
কৌশিকো দেবচন্দ্রশ্চ রঘূষিঃ শুকদেবকঃ॥
সাবর্ণি কামদেবশ্চ দালভ্যসন্তু বামনঃ।
তিলকস্তু কর্ণঋষিনাম্না যঃ শ্যামসুন্দরঃ॥
পুণ্ডরীকাক্ষগোত্রঃ স ভরদ্বাজস্তু শঙ্করঃ।
কাত্যায়নো বীরবাহুঃ মৌদ্গল্যো হরলালকঃ॥
আলম্ব্যায়ন গোত্রস্তু পুরুষোত্তম নামকঃ।
এবং বিপ্রাঃ সপ্তদশ দেশ উৎকল সংস্থিতাঃ॥

* * * *

ততঃ কতি দিনান্তেতু কশ্চিত্তু জানুখণ্ডিকঃ।
বাণিজ্য কর্ম্ম নিরতঃ মাহিষ্যঃ কৃষিকারকঃ॥
গোমনুষ্য হিতার্থায় পরলোক সুখায় চ।
উৎকলস্য তু পূর্ব্বান্তে কাশীযোড়ান্তরালকে॥

ধনধান্যযুতঃ শ্রীমান্ রম্যাং বাপীং চখানবৈ।
অধিকারে ক্ষত্রিয়স্য নৃপতের্জনশূন্যকে ॥
যাং জানুখণ্ডীমধুনা তস্মিন্ দেশেজনোঽব্রবীৎ।
একদা তু প্রতিষ্ঠার্থং চিন্তয়ামাস ধর্ম্মবিৎ ॥
স্থিত্বা নিজালয়ে বিপ্রানানীয় বেদপারগান্।
বিনয়েনাব্রবীৎ বিজ্ঞঃ ফলভূয়স্ত্বলিপ্সয়া ॥
ক্রিয়মাণং সাগ্নিকেন ব্রাহ্মণেন তু কর্ম্ম যৎ।
ধ্রুবং তৎ কর্ম্মভবিতা শাস্ত্রপ্রোক্তফলপ্রদং ॥
অত আনয়ত বিপ্রাঃ সাগ্নিকান্ দ্বিজসত্তমান্।
ইতি শ্রুত্বা দ্বিজাঃ সর্ব্বে চিন্তয়া ক্ষুণ্ণমানসাঃ ॥
অক্ষুণ্ণা স্তেঽব্রুবং কর্ত্তুমুচুস্তে কৃষকাগ্রতঃ।
নাস্মাসু সাগ্নিকঃ কশ্চিদ্বিদ্যতে হ্যত্রকুত্রিকঃ ॥
হালিকো বচসাতেষাং চিন্তাযুক্তো মহামতিঃ।
কিঙ্করোমি ক্বাগচ্ছামি চিন্তয়ামাস নিত্যশঃ ॥
ততস্তু দ্রাবিড়ং দেশং প্রেরয়ামাস ঋত্বিজং।
কর্ম্মজ্ঞ বেদবিদ্বিপ্রাণানেতুং কার্য্যসিদ্ধয়ে ॥
সাগ্নিকঃ শাণ্ডিল্যগোত্রঃ নাম্না পঞ্চাননোঽভিজঃ।
শিবাগ্নিনা তনয়েন সহ স্নেহাৎ সমাগতঃ ॥
সন্ধিবিগ্রহ্যপাধিয়ো বেদবেদান্তপারগঃ।
দ্রাবিড়িনৌ বেদবিজ্ঞৌ সমানীয়র্ত্তি জাতুসঃ ॥
প্রতিষ্ঠাং কারয়ামাস দীর্ঘিকায়াং মহামনাঃ।
সুদর্শনঃ শিবাগ্নী চ হোতৃকার্য্যেবৃতোঽভবৎ ॥
তৌ বিনিষ্কাস্য বক্ত্রাত্তু বহ্নিং বহ্নিসমপ্রভৌ ॥
বহ্নিং সংরোপ্য বিধিনা কারয়ামাসতুঃ ক্রিয়াং
নির্ব্বর্ত্তায়াং প্রতিষ্ঠায়াং জানুখণ্ডী মহামতিঃ ॥

দক্ষিণাঞ্চ ভূমিং কাঞ্চনং গাং পয়স্বিনীং।
বিবিধধনরত্নানি দ্বিজেভ্যো হালিকাত্মজঃ ॥
তেষাং তেজঃ ক্ষমাং বিদ্যাং কর্ম্মকাণ্ডেষু নিষ্ঠতাং।
দৃষ্ট্বা দ্রাবিড়ি ভূদেবা তুষ্টুবুর্বিনয়ান্বিতাঃ ॥
পাদ্যার্ঘ্যাসন মাল্যৈস্তান্ সংপূজ্য বিধিবন্মুদা।
অগ্রমান্যমগ্রপূজ্যং গুণদোষবিচারকম্ ॥
শিবায়ি সন্ধিগ্রহিণং চক্রুর্বহুগুণান্বিতং।
স শিবায়ী মহাবিজ্ঞঃ পিতরৌ বান্ধবাংস্তথা ॥
কলত্রঞ্চ সমানীয় তত্র বাসং মুদাকরোৎ।
বহবস্তৎ সুতাজাতা নানা-দেশ-নিবাসিনঃ।
পঞ্চাননসুতাঃ পঞ্চ শিবায়ী প্রথমঃ স্মৃতঃ।
মহামান্যো মহাপূজ্যো গৌড়াদ্যকুলমধ্যতঃ
সারঙ্গ শ্রীনাথ রামচন্দ্র সাধুকরাঃ ক্রমাৎ।
পঞ্চাননাত্মজা জন্ম লেভিরেঽস্মিন্ প্রদেশকে।
অর্থাৎ পঞ্চাননোঽস্মিন্নাগতা চতুরঃ সুতান্।
দেশে সংজনয়ামাস নানাশাস্ত্র-বিশারদঃ ॥
তচ্চতুর্থো রামচন্দ্রো গজেন্দ্রখ্যাতিমাগতঃ।
শিবায়ীতু বহুপুত্রাঞ্জনয়ামাস তত্ত্ববিৎ ॥
চতুর্থ শোপনানন্দ পরমানন্দ দীঠলান্।
পঞ্চমং তু শ্রীনাথঞ্চ নানাগুণসমন্বিতং ॥
শোপনানন্দ পৌত্রস্তু রাজেন্দ্রো বহুশাস্ত্রবিৎ।
মন্ত্রসিদ্ধিং গতঃপুত্রস্তৎপুত্রস্তু সুবুদ্ধিমান্ ॥
পুণ্ডরীকাক্ষ নামা স মান্যঃ পূজ্যোদ্বিজাতিভিঃ।
গৌড়ীয়াণাং ব্রাহ্মণানাং দুর্ব্বাসা ইব চাগ্রভুক্ ॥
গৌরবস্যাতু পুত্রৌ দ্বৌ গুণযুক্তৌ বভূবতুঃ।

জ্যেষ্ঠোহলায়ুধো নাম্না মিশ্রোপাধিসমন্বিতঃ ॥
রাজপণ্ডিত বিখ্যাতঃ শ্রীবাসান্ত কনিষ্ঠকঃ।
রাজ্ঞঃ সভাসদ্ত্বাৎ স পণ্ডিতখ্যাতিমাপ্তবান্ ॥
সুদর্শন সুতঃ শ্রীমান্ ভবানন্দাখ্য ভৌমিকঃ।
সতু কাশ্যপ গোত্রেণ সমাজে পরিগীয়তে ॥
রাজবল্লভ ভট্টস্য তনয়ো হরিভট্টকঃ।
স বৈ শাণ্ডিল্যগোত্রেণ বিখ্যাতোঽভূন্মহীতলে ॥
রাজেশ্বরপুত্রঃ শ্রীমান্ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
গোয়ীচন্দ্রাভিধঃ খ্যাত উত্থাসনিক এবচ ॥
সংক্ষিপ্তসারস্য টীকাং চক্রে স তু সুনির্ম্মলাং।
পঠন্তি যত্নতস্তাংবৈ বৈয়াকরণিকা জনাঃ ॥
তদ্বংশ্যো বংশীবদনো ভট্টাচার্য্যাভিধো মহান্।
সংক্ষিপ্তসার টীকায়া টীপ্পনীং কৃতবান্ সুধীঃ ॥
কুতুব্‌পুর প্রদেশান্তর্গতো গ্রামো মনোহরঃ।
তালবাদীতি বিখ্যাতস্তত্র বাসং চকার সঃ ॥
তদ্দেশাধিপতে রাজ্ঞো বভূব স সভাসদঃ।
দ্রাবিড়ীনাং ব্রাহ্মণানাং ত্রয় আসন্ সমাজকাঃ ॥
ধর্ম্মসাগর এবৈকঃ শিবায়ী তত্র সংস্থিতঃ।
বৃন্দাবনপুরস্থশ্রীভবানন্দাখ্য ভৌমিকঃ ॥
সরস্বতীতি বিখ্যাতঃ সমাজো দ্বিতীয়োঽভবৎ।
বাঁকাকুলস্তৃতীয়স্তু সমাজঃ খ্যাতিমানভূৎ ॥
ভাগীরথীতীরাসন্নবাসেন বিখ্যাতাঃস্যুস্তে।
দক্ষিণোত্তর পশ্চিম পূর্ব্ব দেশেন ক্রমতঃ ॥
তত্র সংবসতিং চক্রে গোয়ীচন্দ্রোবিদাম্বরঃ।
অন্যান্যদেশে ন্যবসন্ বংশামনুগতা জনাঃ ॥

স্বজাতীয়দোষ গুণান্ বুদ্ধিপূর্ব্বং বিচারকাঃ।
মিশ্রোত্থাসিন সারঙ্গ আচার্য্যারাজপণ্ডিতাঃ॥
করোদণ্ড পাঠকশ্চ স্বদেশে ধর্ম্মরক্ষকাঃ।
এবং হালিক কৈবর্ত্ত দোষাদিকং বিবিচ্যতে॥
রক্ষকা দণ্ড কর্ত্তারো গুণদোষানুক্রমাৎ সদা।
বড়টশ্চ হংসঋষি র্হণ্ডি মুণ্ডিশ্চচল্লকঃ॥
দ্রাবিড় বৈদিকা এতে নানাদেশনিবাসিনঃ।
মিশ্রো কণ্ঠাভরণশ্চ উত্থাসনিক এবচ॥
ভট্টাচার্য্য হালদার ঘটক চক্রবর্ত্তিনঃ।
এতে উপাধয়োদত্তা রাজ্ঞা মানানুসারতঃ॥
কেচিদুৎকলদেশীয়া যজুর্ব্বেদদ্বিজাতয়ঃ।
কেচিদ্ দ্রাবিড়দেশস্থাঃ সামবিদো দ্বিজাতয়ঃ॥
তেঽপি বৈদিকসংসর্গাৎ বৈদিকাখ্যাং প্রলেভিরে।
যদাহম্মদ সাহাখ্যো নৃপতির্যবনোঽভবৎ॥
তদাতু তস্য দৌর্জ্জন্যাৎ কৈবর্ত্তাঃ কৃষিকারকাঃ।
উত্তরদেশাদাগত্য গঙ্গাতীরে সুশোভনে॥
মেট্যারি নামকে গ্রামেঽবসন্ সার্দ্ধং পুরোহিতৈঃ॥

* * * *

কুলজীর বঙ্গানুবাদ।

সনক, সনন্দ, সনাতন, কপিল, অসুরি, বোঢ়ু ও পঞ্চশিখ এই সাত জন ব্রহ্মার পুত্র ব্যাসদেব কর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছিলেন। হে সুনে, ধূরী প্রভৃতি তিন সেই বোঢ়ুর পুত্র। তাঁহারা সকলেই জৈমিনির শিষ্য, সামবেদাধ্যায়ী, কুথুমিশাখী এবং বেদবেদাঙ্গপারগ হইয়াছিলেন।

হলজীবি মাহিষ্যগণ প্রথমে সরযূপুলিনে গমন করেন। দ্বাপরের শেষভাগে তাঁহাদের অনেকে উত্তর দিকে বাস করিলেন এবং কলির প্রথমে কতক দক্ষিণ দিকে যাইয়া, উৎকল খণ্ডের পূর্ব্ব প্রান্তে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তখন ৮২২ শকাব্দ চলিতেছিল।

তাম্রলিপ্ত অর্থাৎ বর্ত্তমান তমলুক মহাভারতোক্ত আদিম স্থান; উহা স্বর্গদ্বার সম। এখানে এখনও জিষ্ণুহরি বিরাজমান আছেন। এই স্থলে তাম্রধ্বজ নরপতি নিশ্চলভাবে রাজ্য করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় রাজ্য সবঙ্গ, বালিসীতা ইহার দুর্গ ছিল। তৃতীয় রাজ্য তুর্কা এবং চতুর্থ রাজ্য সুজামুঠা। ইহার নিকটে কুতবপুর নামে পঞ্চম রাজ্য ছিল। কংশাবতী নদীর তীরে নিচিন্তপুরের দুর্গ। তৈলঙ্গীদেব অধিপতি হওয়ায় উহা তৈলঙ্গ দুর্গ নামে অভিহিত হইয়াছিল। তথায় তৈলঙ্গী মহারাজ দক্ষিণ দিকস্থিত উৎকলবাসী বোঢ়ুবংশজাত ঋত্বিজসকলকে আনাইয়া বাস করাইয়ছিলেন।

যথা—দালভ্যস গোত্র ধাঁন্ধু, বাৎস্যগোত্র ত্রিবিক্রম, ধূরীবংশসম্ভূত শাণ্ডিল্যগোত্রজ ধৌম্য, লোচনের যশোধর কাশ্যপগোত্রজ বিড়ট, পৌলবংশজ গৌতমগোত্রীয় বঙ্কট। এই পঞ্চগোত্রীয় দ্বিজগণ সকলেই সাম-বেদজ্ঞ।

পূর্ব্বোক্ত রাজ্যপঞ্চকের মধ্যে বালিসীতাদুর্গের অধিকারী হালিক গোবর্দ্ধনানন্দ অতিশয় ধর্ম্মশীল ও মহানুভব ছিলেন। তিনি মল্লবিদ্যা ও সঙ্গীতশাস্ত্রে নিপুণ; ইন্দ্রদুর্গাধিকারী, মহারাষ্ট্রাধিপ, উৎকলপতি দেবভূপের সন্তোষ বিধান করিয়া ধরণীখ্যাত মনোহর দেবদত্ত লাউসেন রাজার রাজ্য ময়না নামক দুর্গ; রাজা বাহুবলীন্দ্র আখ্যা এবং ছত্র চামর, বাণ, ডঙ্কা ও যজ্ঞোপবীতাদি সহ সর্ব্বোচ্চ রাজমর্য্যাদা লাভ করিলেন। ময়নার তাৎকালিক রাজা শ্রীধর হুইকে তিনি যুদ্ধে পরাজিত করেন। পৌষীয় পূর্ণিমা তিথিতে তাঁহার রাজ্যাভিষেক হয়। রাজা বোঢ়ুবংশজাত ঋত্বিকদিগকে

আনয়ন করিয়া প্রণামান্তর বিধিবৎ পূজা পূর্ব্বক পাদ্য অর্ঘ্য বস্ত্র মাল্যাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিলেন।

যিনি যে কার্য্যের উপযুক্ত, রাজা তাঁহাকে তাহাতে নিযুক্ত করিলেন। ধৌম্য সভাসদ্ ও বিড়ট আচার্য্য হইলেন। নানা বিদ্যা বিশারদ বঙ্কট-পুরাণ পাঠক এবং বেদবিৎ ও কর্ম্মনিষ্ঠ ধাঁন্ধু যজ্ঞ কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। এই সকল ব্রাহ্মণকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া বন্ধু-বান্ধব ও অমাত্যগণের সহিত মহাভাগ নরপতি প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। বহু রত্ন দান, দেবার্চ্চনায় নিযুক্ত এবং ভোজন ও দক্ষিণাদ্বারা তাঁহাদিগকে সংবর্দ্ধিত করিলেন। রাজার এই কার্য্য দ্বারা সেই রাজ্য স্বর্গতুল্য হইল। তিনি সাদরে দ্রাবিড় দ্বিজগণকে রত্ন স্তব করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া হালিকগণ ঋত্বিকদিগের সহিত মিলিত হইয়া সেই দেশে বাস করতঃ কৃষিকার্য্যে রত হইলেন। উৎকল দেশবাসী সামবেদাধ্যায়ী বিখ্যাত বৈদিক ব্রাহ্মণগণ পঞ্চদ্রাবিড় শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাঁরা হালিক ভূসুরবর্গের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। গৌড়াদ্য বৈদিকগণের সহিত আদান প্রদান যাজন ও ভোজন দ্বারা সাম ঋক্ যজুর্ব্বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ গৌড়াদ্য বৈদিকাখ্যা বা দ্রাবিড়াখ্যা প্রাপ্ত হইলেন।

রাজ্যেশ্বর ও নৃসিংহ শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ধৌম্যবংশজাত, চতুর্ভুজ ও গৌরব কাশ্যপ গোত্রীয় বিড়টের বংশে, বাৎস্য গোত্রীয় মহাতপা নানা শাস্ত্রপারদর্শী ও বেদবেদাঙ্গকুশল গৌরব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। গৌতম গোত্রীয় বঙ্কটাত্মজ রাজবল্লভ, বৃহদ্ভানু বাৎস্য গোত্রীয়, সনাতন হংসঋষি, কৌশিক দেবচন্দ্র, রঘুঋষি শুকদেব, সাবর্ণ গোত্রীয় কামদেব, দালভ্য গোত্রীয় বামন, কর্ণঋষি গোত্রীয় তিলক, পুণ্ডরীকাক্ষ শ্যামসুন্দর, ভরদ্বাজ গোত্রীয় শঙ্কর, কাত্যায়ন-গোত্রীয় বীরবাহু, মৌদ্গল্য হরলাল ও আলম্বায়ন

গোত্রজ পুরুষোত্তম; এই সপ্তদশ ব্রাহ্মণ উৎকল হইতে আসিয়া বাঁকা তীরে বাস করিয়াছিলেন। *

তাহার পর কিয়দ্দিন গত হইলে কৃষিবাণিজ্য রত, ধন ধান্যযুক্ত জাম্বু খণ্ডী নামক কোন মাহিষ্য, গো মনুষ্যের হিত এবং পারলৌকিক সুখের

* উত্তর রাঢ়ে শাখা সমাজ—ব্রাহ্মণগণ দ্রাবিড় দেশ হইতে আসিয়া মেদিনীপুর অঞ্চলে মাহিষ্য নৃপতিবর্গের আশ্রয়ে বসবাস করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে দ্বাদশ গোত্রের ব্রাহ্মণগণ পরে উত্তরাঞ্চলে গঙ্গাতীরে আসিয়া বিস্তৃত হইয়া পড়েন এবং পৃথক পৃথক স্থানে সমাজবন্ধন করেন। তাঁহাদিগের প্রতিষ্ঠিত কুলদেবতা এখনও সেই সেই স্থানে বর্ত্তমান আছেন। নিম্নে তাহার তালিকা প্রদান করিলাম—

	নাম	ধাম	গোত্র	কুলদেবতা
১।	রাজ্যেশ্বর উত্থাসনীর পুত্র— গোয়ীচন্দ্র	পূর্ব্বমেটেলী (মেট্টারি)	শাণ্ডিল্য	৺শ্যামসুন্দর।
২।	সনাতনের বংশ	দ্বারবাসিনী	হংসঋষি	৺হংসেশ্বরী দেবী।
৩।	শ্যামসুন্দরের বংশ	অম্বিকা-কালনা	পুণ্ডরিক	৺শ্রীধর।
৪।	রাজবল্লভের বংশ	গুড়বাড়ি-দশচন্দ্রপুর	গৌতম	৺রাধাবিনোদ।
৫।	শুকদেবের বংশ	চোঁপা	রঘুঋষি	৺দামোদর।
৬।	দেবচন্দ্রের বংশ	জায়গুলে	ঘৃতকৌশিক	৺যাগেশ্বরী কালী।
৭।	হরলালের বংশ	বাবলা বাসনা	মৌদ্গল্য	৺দেবী বিশালাক্ষী
৮।	গৌরবের বংশ	বগা	কাশ্যপ	৺বগাইচণ্ডী।
৯।	পুরুষোত্তমের বংশ	তিলকুড়	আলম্বায়ন	৺শ্যামসুন্দর।
১০।	তিলকের বংশ	সৌগন্ধ্যাগঠু	কর্ণঋষি	৺রাধাকান্ত।
১১।	বীরবাহুর বংশ	আঁটকুলো-পায়রা	কাত্যায়ন	৺রাধারমণ।
১২।	কামদেবের বংশ	দাবড়া-গোপালনগর	সাবর্ণ	৺শ্যামসুন্দর।

ঐ সকল বংশের সন্তানগণ বংশবিস্তারের বাহুল্যে পৈত্রিক বাস্তু পরিত্যাগ করিয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন, যথা—

শাণ্ডিল্য—চাঁদুর, তেঘরি, ভাণ্ডারদহ, মল্লিকপুর, মির্জ্জাপুর, কমলাপুর, মামুদপুর

জন্য উৎকলের পূর্ব্ব সীমায় কাশীযোড়ার অন্তরাল প্রদেশে ক্ষত্রিয় রাজার অধিকারস্থ জনশূন্য প্রদেশে একটী মনোহর বাপী অর্থাৎ বৃহৎ জলাশয় খনন করিয়াছিলেন। তদ্দেশবাসীগণ এখন সেই বাপীকে 'জামুদীঘী' বলে।

গৌতম—গুড়বাড়ি-দশচন্দ্রপুর, ভেড়ী, জঙ্গলপাড়া প্রভৃতি।

পুণ্ডরিক—কেশবনগর, হড়া অম্বিকা-কালনা।

হংসঋষি—দাবড়া-গোপালনগর, ওয়াদপুর, গোওলপাড়া, বাণিতবলা, কাঁসরা, পূর্ব্বহিজিলা, পলতাগড়, দ্বারবাসিনী তাজপুর প্রভৃতি।

মৌদ্গল্য—বাজেপ্রতাপ, কানসোনা, রঘুনাথপুর, বালিচক, কিঙ্করবাটী, সাকরা, বাজমেলে।

ঘৃতকৌশিক—জাগুলে, মাজেরগা, বাঁকিপুর জগদীশপুর, মহিয়াড়ী, রামচন্দ্রপুর প্রভৃতি।

রঘুঋষি—বলরামবাটী, দেবানন্দপুর, দেবাঁদি, জুলকে, প্যারাপুর, নিরলগাছি।

কাশ্যপ—গোপালপুর, সিড়েমোড়, আনুলিয়া রামচন্দ্রপুর, কাষ্ঠশ্যাওরা, হাঁটাল প্রভৃতি।

আলম্বায়ন—মামুদপুর, ওগারদহ, জঙ্গলপাড়া, তালবোনা, উনশানি।

কাত্যায়ন—আটকুলো-পায়রা, হরকড়া (মেমারির সন্নিকট)।

কর্ণঋষি—জগৎনগর, কুম্ভাগুগড় খোশালপুর প্রভৃতি।

উক্ত দ্বাদশগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের অধিকাংশই হুগলি, হাওড়া ও বর্দ্ধমান জেলায় দেখিতে পাওয়া যায়। উহাঁদের মধ্যে আচার, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তপঃ, দান প্রভৃতি সদ্‌গুণানু-সারে ৪ থাক আছে। (১) উত্থাসনী, (২) ভট্ট, (৩) প্রকরণী, (৪) মৌলিক। উত্থাসনী—শাণ্ডিল্য, গৌতম, হংসঋষি ও পুণ্ডরিক। ভট্ট—রঘুঋষি ও ঘৃতকৌশিক। প্রকরণী—মৌদ্গল্য, আলম্বায়ন। মৌলিক—কাশ্যপ, কর্ণঋষি, সাবর্ণ ও কাত্যায়ন। ষষ্ঠীদাস—শাণ্ডিল বলিয়া আর এক গোত্র দেখিতে পাওয়া যায় সেই গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ কুলীন নহে।

উত্থাসনী ও ভট্টগণ সমাজে কুলীন বলিয়া পরিচিত। উত্থাসনীগণের মধ্যে শাণ্ডিল্য গোত্রীয়গণ সমগ্র ব্রাহ্মণ সমাজের রাজা ও অন্য সকলে গোষ্ঠীপতি। শাণ্ডিল্য-গণ ব্রহ্মা-বরণ প্রাপ্ত হন। উত্থাসনীদিগের মধ্যে হংসঋষিগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ সদস্য (যজ্ঞস্থলের ভ্রমসংশোধনকারী) বরণ প্রাপ্ত হন। রঘুঋষি ও ঘৃতকৌশিক গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ সমাজের দেওয়ান ও আচার্য্য। রঘুঋষি আচার্য্য ও ঘৃতকৌশিক হোতৃবরণ প্রাপ্ত হন। উক্ত গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ শিষ্য ও ব্রাহ্মণ যজমান রাখিতেন, এখনও ২।৪ ঘর পূর্ব্ববৎ আছেন।

উক্ত সমাজের ৮টী পরগণা আছে, যথা বোর, বসন্দরি, বন্দিপুর, হাটলি,

সেই ধর্ম্মজ্ঞ বিজ্ঞ জানুথণ্ডী একদা ঐ দীর্ঘিকার প্রতিষ্ঠার জন্য চিন্তিত হইয়া বেদপারগ পুরোহিত বিপ্রগণকে নিজালয়ে আনয়ন পূর্ব্বক বিনয় বচনে বলিলেন ;—"সাগ্নিক ব্রাহ্মণ দ্বারা যে কার্য্য করা যায়, তাহা নিশ্চয়ই শাস্ত্রোক্ত ফলপ্রদ হয়, অতএব হে বিপ্রগণ আপনারা সাগ্নিক দ্বিজ আনয়ন করুন।" ইহা শুনিয়া সকল বৈদিক ব্রাহ্মণগণ তাঁহার নিকটে বলিলেন,—"হে কুষিক আমাদের মধ্যে কেহই সাগ্নিক নহেন।" তখন মহামতি তাঁহাদের বাক্যে চিন্তান্বিত হইয়া, কি করি? কোথায় যাই? বলিয়া ভাবিতে লাগিলেন। তৎপরে স্বকার্য্য সিদ্ধিহেতু বেদবিৎ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনাইবার জন্য নিজ পুরোহিতকে দ্রাবিড়দেশে পাঠাইলেন।

শাণ্ডিল্য গোত্রীয় সাগ্নিক পঞ্চানন নামে দ্বিজ, শিবায়ী নামক পুত্রের সহিত স্নেহবশতঃ আগমন করিলেন। তিনি 'সন্ধিবিগ্রহী' উপাধিযুক্ত এবং বেদবেদান্ত পারগ ছিলেন। জানুথণ্ডী পুরোহিত দ্বারা বেদবিজ্ঞ দুইজন ব্রাহ্মণ আনাইয়া দীর্ঘিকা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সুদর্শন শিবায়ী হোতৃকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। বহ্নিসম প্রভা বিশিষ্ট তাঁহারা দুইজন

বালিয়া, চৌমো, ও ভুরসুট। সমস্ত পরগণার গোষ্ঠীপতির মধ্যে কেবলমাত্র উক্ত ৪ ঘর উত্থাসনী। তন্মধ্যে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় গোয়ীচন্দ্র-বংশসম্ভূত তেঘরি ও ভাণ্ডারদহ-নিবাসী ব্রাহ্মণগণই শ্রেষ্ঠ। উক্ত বংশের শাখা প্রশাখা অদ্যাবধি বাসুদেবপুর, বেড়াবেড়ি, বন্দিপুর, চাঁদুর, মল্লিকপুর, মির্জ্জাপুর, অনন্তরামপুর, কমলাপুর, দুইলে প্রভৃতি স্থলে বসবাস করিয়া সমাজে রাজসম্মান প্রাপ্ত হইতেছেন। গৌতম গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ গুড়-বাড়ি-দশচন্দ্রপুর, হংসঋষিগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ হাউলে—দ্বারাবাসিনী, এবং পুণ্ডরিক-গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ অম্বিকা-কালনা প্রভৃতি অঞ্চলে গোষ্ঠীপতি আছেন। কিন্তু ভুরসুট পরগণার কানসোনা, বাজেপ্রতাপ, বালিচক ও রঘুনাথপুরের মৌদ্গল্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ ভাণ্ডারদহ সমাজ হইতে গোষ্ঠীপতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া অদ্যাপি সমাজ রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন।

ভট্ট রঘুঋষিগোত্রীয় বলরামবাটীস্থ ও ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় ভাঙ্গলে-নিবাসী ব্রাহ্মণ-

মুখ হইতে অগ্নি বহিষ্কৃত করিয়া, বিধিপূর্ব্বক অগ্নি সংরোপণ পুরঃসর প্রতিষ্ঠাক্রিয়া সমাপন করিলেন। প্রতিষ্ঠাকার্য্য শেষ হইলে ব্রাহ্মণগণকে হালিকাত্মজ মহামতি জ্ঞানুখণ্ডী ভূমি, স্বর্ণ, বিবিধরত্ন, দুগ্ধবতী গাভি ও প্রভূত দক্ষিণা প্রদান করিলেন। তাঁহাদের তেজঃ, ক্ষমা, বিদ্যা এবং কর্ম্ম কাণ্ডনিষ্ঠা দেখিয়া দ্রাবিড়দেশাগত (গৌড়ীয় দ্বিজগণ) বিনয়ান্বিত হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। পাদ্য, অর্ঘ্য, আসন ও মাল্য সানন্দে প্রদান ও যথাবিধি পূজা করণান্তর বহুগুণান্বিত শিবায়ী সন্ধিবিগ্রহীকে অগ্রমান্য, অগ্রপূজ্য ও দোষগুণ বিচারক করিলেন। মহাবিজ্ঞ শিবায়ী—পিতা মাতা বান্ধবগণ ও কলত্রাদি আনয়ন করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। পঞ্চাননের পাঁচ পুত্র, তন্মধ্যে শিবায়ী প্রথম। তিনি গৌড়াদ্য কুলের মধ্যে মহামান্য ও মহাপূজ্য ছিলেন। পঞ্চাননের সারঙ্গ, শ্রীনাথ, রামচন্দ্র ও সাধুকর নামক পুত্রগণ ক্রমে এ প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করিলেন। নানাশাস্ত্র বিশারদ পঞ্চানন এদেশে আসিয়া চারিটী পুত্র উৎপাদন করিয়া ছিলেন। চতুর্থ রামচন্দ্র গজেন্দ্র খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তত্ত্ববিৎ শিবায়ী বহুপুত্র উৎপাদন করিলেন।

শোপানানন্দের শাস্ত্রবিৎ পৌত্র রাজেন্দ্র মন্ত্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র অতি বুদ্ধিমান্ পুণ্ডরীকাক্ষ দ্বিজাতিগণের মান্য ও পূজ্য ছিলেন। গৌরবশালী তাঁহার দুইটী গুণবান্ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠ মিশ্রোপাধিক হলায়ুধ; তিনি রাজপণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত। কনিষ্ঠ শ্রীবাস রাজার সভাসদ্ হেতু পণ্ডিত আখ্যা পাইয়াছিলেন।

সুদর্শনসুত শ্রীমান্ ভবানন্দ ভৌমিক সমাজে কাশ্যপ গোত্রজ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। রাজবল্লভ ভট্টের পুত্র হরিভট্ট পৃথিবীতে শাণ্ডিল্য গোত্রজ বলিয়া খ্যাত ছিলেন।

রাজ্যেশ্বরের পুত্র সর্ব্ব শাস্ত্র বিশারদ শ্রীমান্ গোয়ীচন্দ্র 'উথাসনিক'

উপাধিতে খ্যাত হইলেন। তিনি সংক্ষিপ্তসারের সুনির্ম্মলা টীকা প্রস্তুত করেন। বৈয়াকরণিকেরা তাহা যত্নপূর্ব্বক পাঠ করেন। তাঁহার বংশে বংশীবদন 'ভট্টাচার্য্য' আখ্যা ধারণ করেন। ইনি সংক্ষিপ্তসারের টীপ্পনী করেন। কুতুব্‌পুর প্রদেশান্তর্গত বিখ্যাত তালবাঁদী গ্রামে বাস করিয়া সেই দেশের রাজার সভাসদ্ হইয়াছিলেন। দ্রাবিড় (গৌড়াদ্য বৈদিক) ব্রাহ্মণগণের তিনটী সমাজ ছিল। প্রথম ধর্ম্মসাগর। তথায় শিবায়ী অবস্থান করিতেন। দ্বিতীয় সমাজ বৃন্দাবনপুর। সরস্বতী উপাধিধারী ভবানন্দ ভৌমিক তথায় বাস করিতেন। বাঁকাকুলে বিখ্যাত তৃতীয় সমাজ ছিল। ভাগীরথী তীরে অবস্থিতিহেতু গোয়ীচন্দ্র বিখ্যাত হইয়াছিলেন। বিদাম্বর গোয়ীচন্দ্র শাস্ত্রে জয়লাভ করিয়া নানাদেশে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ অপরাপর দেশে বাস করিতে লাগিলেন। এবং স্বয়ং স্বজাতির দোষগুণ বিচারক হইলেন। মিশ্র, উত্থাসনিক, সারঙ্গ আচার্য্য, ইহাঁরা রাজপণ্ডিত ছিলেন। কর, দণ্ড, পাঠকও স্বদেশে ধর্ম্মরক্ষক হইলেন। এবং তাঁহারা হালিক কৈবর্ত্তগণের যথাগুণ বিচারপূর্ব্বক রক্ষাকর্ত্তা ও দণ্ডদাতা হইলেন। বড়ট হংসঋষি, হণ্ডি, মুণ্ডি, চল্লক প্রভৃতি দ্রাবিড় বৈদিকেরা নানাদেশে বাস করিতে লাগিলেন। মিশ্র, উত্থাসনিক, ভট্টাচার্য্য, হালদার, ঘটক, চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি উপাধি মর্য্যাদা অনুসারে রাজকর্ত্তৃক প্রদত্ত হইল। উৎকলদেশীয় যজুর্ব্বেদীয় কতক ব্রাহ্মণ এবং দ্রাবিড়দেশস্থ সামবেদীয় কতক ব্রাহ্মণ বৈদিকগণের সংস্পর্শে বৈদিক আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন। যে সময়ে আহম্মদ নামক যবন রাজা হইয়াছিলেন, সে সময়ে তাঁহার দৌর্জন্যে কৃষিকারক কৈবর্ত্তগণ দক্ষিণ দেশ হইতে সপুরোহিত আসিয়া গঙ্গাতীরে সুশোভন মেট্টারি নামক গ্রামে বাস করিয়াছিলেন।

৺গদাধর ভট্টের কুলজীর কতকাংশ।

মাহিষ্যবীর-বাহিনী নর্ম্মদাতটস্থ দেশ হইতে বিজয়যাত্রায় বহির্গত হইয়া মধ্য ভারত ভেদ করিয়া মেদিনীপুর ও উড়িষ্যা অঞ্চলে তাম্রলিপ্ত, বালিসীতা, দুর্গ তুর্কা, সুজামুঠা ও কুতব্‌পুর—এই পাঁচটী স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। বোঢ়ূ মহর্ষির বংশধরগণই সঙ্কীর্ণ ক্ষত্রিয় মাহিষ্য কৈবর্ত্তের যাজনকার্য্যে ব্রতী হন। ময়নাগড় বিজয়ী গোবর্দ্ধনানন্দ বাহু-বলীন্দ্র রাজাধিরাজের পৌষীয় পূর্ণিমায় রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে দ্রাবিড় হইতে বোঢ়ূবংশীয় ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন করা হইয়াছিল। পরে জানু-থণ্ডী মহাশয় কাশীযোড়া পরগণার অন্তর্গত জানুথণ্ডী দীঘী প্রতিষ্ঠাকালে দ্রাবিড় হইতে বোঢ়ূবংশজ সাগ্নিক বিপ্রগণকে আনয়ন করিয়াছিলেন। ঐ সকল বেদবিদ্ সাগ্নিক বিপ্রগণ স্ব স্ব দেশে প্রত্যাগমন না করিয়া মাহিষ্য রাজাধিরাজগণের আশ্রয়ে বসবাস করিতে থাকিলেন। কালে গৌড়ের আদি বৈদিক ব্রাহ্মণগণের সহিত যৌন সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া গৌড়াঢ্য-দ্রাবিড় বৈদিক বলিয়া পরিচিত হইতে লাগিলেন। যে সময় আহম্মদ সা দুরানি ভারতবর্ষের রাজচ্ছত্র ধারণ করিয়া অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে, সেই সময় তাহার দৌর্জন্যের কারণ নিজ নিজ পুরোহিত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়সহ মাহিষ্য কৈবর্ত্তগণ দক্ষিণ দেশ হইতে উত্তর দেশে সুশোভন গঙ্গাতীরে মেট্টারী নামক গ্রামে আসিয়া বসবাস করিতে লাগিলেন। শ্রীমৎ গদাধর ভট্ট দ্রাবিড়শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সমাজের বৃহৎ কুলজী লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। প্রত্নতত্ত্বে মহাপণ্ডিত হাণ্টার সাহেব এই কুলজীর কথা তাঁহার ষ্টেটিষ্টিকেল্ একাউণ্টে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। মান্দ্রাজদেশীয় প্রথিতনামা জগদ্বিখ্যাত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, মান্দ্রাজের মহামান্য হাইকোর্টের উকিল ও মান্দ্রাজের বৈদিক-ধর্ম্ম-প্রচারিণী সভার সম্পাদক ৺ পার্থসারথী আয়াঙ্গারের নিকট হইতে বহুকষ্টে মাহিষ্যকুল প্রদীপ কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল শ্রীমান প্রকাশচন্দ্র সরকার উহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার সারাংশ উদ্ধৃত হইল। বঙ্গের শেষ রাজা লক্ষ্মণ

সেনের রাজসভায় উমাপতিধর, গীতগোবিন্দ রচয়িতা জয়দেব গোস্বামী ও গোবর্দ্ধনাচার্য্য সভাসদ্ ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে পণ্ডিতাগ্রগণ্য গোবর্দ্ধনাচার্য্য দ্রাবিড় বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি মাহিষ্য ও মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের বিস্তৃত ইতিবৃত্ত কারিকাকারে লিখিয়াছিলেন। তাঁহার পরিচয় বাবা ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয় তাঁহার "সিদ্ধান্ত-সমুদ্র" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন; কিন্তু সম্বন্ধনির্ণয়কর্ত্তা পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি বলিয়াছেন যে, পণ্ডিত গোবর্দ্ধনাচার্য্য রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-প্রণেতা লিখিয়াছেন,তিনি মাহিষ্যযাজী দ্রাবিড় বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি কোন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ প্রমাণ করিতে অগ্রসর হইলে, অগ্রে দেখিতে হইবে যে, রাঢ়ী শ্রেণী ব্রাহ্মণ সমাজের মেল-রহস্য, মেল চন্দ্রিকা, মেলকাণ্ড প্রভৃতি যে সমস্ত কুলকারিকা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাদের প্রণয়নকর্ত্তা কোন্ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ? পাঠক মহাশয় দেখিবেন যে, এই সমস্ত কুলপঞ্জিকার প্রণয়নকর্ত্তা রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ; বারেন্দ্র অথবা অন্য কোন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সমাজের কুলপঞ্জিকা প্রস্তুত করিয়া যান নাই। স্বশ্রেণীর ব্রাহ্মণ-সমাজের ইতিবৃত্ত না লিখিয়া ভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ-সমাজের ইতিবৃত্ত লিখিবার আবশ্যকতা অসম্ভব। সেইরূপ বারেন্দ্র শ্রেণী ব্রাহ্মণ-সমাজের কুলপঞ্জিকা-প্রণয়নকর্ত্তা বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি রাঢ়ী বা অন্য কোন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন না। পণ্ডিত গোবর্দ্ধনাচার্য্য রাঢ়ী শ্রেণীয় ব্রাহ্মণ হইয়া মাহিষ্যযাজী দ্রাবিড়শ্রেণী ব্রাহ্মণ সমাজের ইতিবৃত্ত কারিকাকারে লিখিয়াছেন, ইহা কতদূর সম্ভবপর, তাহা পাঠক মহাশয় বিচার করিবেন। গোবর্দ্ধনাচার্য্য রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন, যদি ইহাও তর্কস্থলে স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও দ্রাবিড় বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সমাজের গৌরবের কথা যে রাঢ়ী শ্রেণীর পণ্ডিত গোবর্দ্ধনাচার্য্য মাহিষ্যযাজী দ্রাবিড় বৈদিক শ্রেণীর

ন্দের কথা আর কি আছে? পণ্ডিত গোবর্দ্ধনাচার্য্যের কারিকা প্রকাশবাবু প্রকাশ করিবেন।

কথিত হইয়াছে যে, প্রজাপতি ব্রহ্মার মানস পুত্র বোঢ়ু ঋষির বংশ ধরগণ দ্রাবিড় দেশ হইতে মাহিষ্য রাজাধিরাজগণের দ্বারা সমাদরে আনীত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারই পরে গৌড়ের আদি বৈদিক ব্রাহ্মণ-গণের সহিত যৌন সম্বন্ধে মিলিত হইয়া গৌড়াঢ্য-দ্রাবিড় বৈদিক আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। "সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা" লক্ষ্মীর শান্তি নিকেতন রূপা বঙ্গভূমির এমনই মহীয়সী মোহিনী শক্তি যে, যাঁহারা একবার এই লীলা-ক্ষেত্রের বিলাস-বিলসিত জলবায়ুর আস্বাদ গ্রহণ করিয়াছেন, আর তাঁহারা বঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। বঙ্গের ষড়ঋতু সমভাবে রাজত্ব করিতেছে। নিদাঘের তাপাতিশয্যে, প্রাবৃটের প্রবল ধারাবর্ষী মেঘমালার সহাস্য গর্জ্জনে, শরতের কৌমুদীশোভিত শারদীয় সৌন্দর্য্যে, শীতের শিশিরসিক্ত হিমানী-বিধৌত শস্যক্ষেত্রের মোহনীয় দৃশ্যে, বসন্তের মৃদুমন্দ মলয় প্রবাহে উচ্ছ্বসিত স্বভাব সুন্দরীর প্রাণোন্মাদকারী বেশ-পারিপাট্যে বঙ্গবাসিগণের দেহ, প্রাণ ও মন গঠিত এবং উন্নতি পথে অগ্রসর। যে বঙ্গভূমি এক সময়ে (মনুসংহিতা রচনাকালে) আর্য্যগণের আবাসের অযোগ্য ছিল, সেই বঙ্গভূমিকে আর্য্যগণ জন সংখ্যার বাহুল্যে পুরোহিত ব্রাহ্মণসহ ন্যূনাধিক ৫০০০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে হিংস্রজন্তু সমাকীর্ণ অরণ্যানী বিদূরিত করিয়া 'সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা ক্ষেত্রে' পরিণত করিয়াছিলেন, পূজনীয় ঋষিগণ বৈদিক মন্ত্রে বঙ্গদেশকে সঞ্জীবিত করিয়া বঙ্গের আকাশ মণ্ডল যজ্ঞীয় গিরিধূমে আচ্ছন্ন করিয়াছিলেন।

একবিংশ অধ্যায়।

শাকদ্বীপী গ্রহবিপ্র সম্প্রদায়।

গ্রহবিপ্র সমাজের প্রকৃত ইতিবৃত্ত সাধারণে সম্যক অবগত না হইয়া গ্রহবিপ্র ব্রাহ্মণগণকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। ইহাঁদের সাধারণ নাম "আচার্য্য"। আচার্য্য শব্দের অর্থ গুরু বা বেদাধ্যাপক। আচার্য্য শব্দ বিশেষ্যপদ ইহার পূর্ব্বে অন্য কোন শব্দ প্রয়োগ করিলে ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়, যথা সাহিত্যাচার্য্য, স্মৃত্যাচার্য্য ইত্যাদি। কিন্তু অন্য শব্দ বিরহিত আচার্য্য শব্দটী পঙ্কজ প্রভৃতি যোগরূঢ় শব্দের ন্যায় অন্য কাহাকে না বুঝাইয়া কেবল আচার্য্য ব্রাহ্মণ বা গ্রহবিপ্রশ্রেণীকে বুঝায়। আচার্য্য —আ (সম্যক্) + চর + ণ্যৎ = সম্যকরূপে বেদোক্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠাতা ও উপদেষ্টা।

গ্রহ বিপ্র সমাজের মধ্যে নদীয়া বঙ্গ সমাজ ও বালি ময়ূরেশ্বর সমাজ প্রসিদ্ধ। নদীয়া বঙ্গ সমাজের ব্রাহ্মণগণ কেবল নদীয়া সরযূপারী—গ্রহবিপ্র বলিয়া থাকেন। তাহাদের কুল পঞ্জিকাতে লিখিত আছে ভগবান রাম-চন্দ্র লঙ্কাধিপতি রাবণবধান্তে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলে ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অনেকেই রামচন্দ্রকে ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত জানিয়া অযোধ্যা পরি-ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। যাঁহারা রামচন্দ্রের প্রতি ভক্তিমান থাকিয়া সরযূ তীরে অযোধ্যায় থাকিয়া যান তাঁহারাই সরযূপারী ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত হন। গৌড় সম্রাট শশাঙ্কদেব গ্রহ বৈগুণ্যবশতঃ পীড়াগ্রস্ত হইলে সরযূতীর হইতে ১২শ জন ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহারাই শশাঙ্কদেবের গ্রহশান্তি যজ্ঞে গ্রহদান গ্রহণ করিয়া গ্রহবিপ্র নামে অভি-

হিত হইয়াছেন। শশাঙ্কদেবের রাজত্বকাল ৬ষ্ঠ শকাব্দের প্রথমার্দ্ধে ছিল। তিনি ৫৫২ শকাব্দে (৬৩০ খৃঃ অব্দে) গয়া ক্ষেত্রে বোধিদ্রুম উন্মূলিত করিয়াছিলেন। ৬৩৮ খ্রীঃ অব্দে শশাঙ্কদেবের রাজত্বকালে প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক হিয়ান থাসাং পুণ্ড্রবর্দ্ধন, কামরূপ, সমতট ও তাম্রলিপ্ত পরিভ্রমণ করিয়া শশাঙ্কদেবের রাজধানী কণসুবর্ণে উপস্থিত হন। অতএব ৭ম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের যে কোন সময়ে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ গণ গৌড় মণ্ডলে পৌরোহিত্য করিতে আসিয়া আচার্য্য আখ্যায় অভিহিত হন। কিন্তু এদেশের কনোজাগত ব্রাহ্মণগণ "আচার্য্য" নাম শুনিলেই অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া থাকেন।

গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণগণ প্রাগৈতিহাসিক যুগের বহু পূর্ব্বে গৌড়দেশে বাস করিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্ব অধ্যায়ে প্রমাণ করিয়াছি। প্রায় ১২০০ শত বৎসর পূর্ব্বে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ এদেশে আগমন করিয়াছিলেন। কনোজিয়া ব্রাহ্মণগণ একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে যবন অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া বঙ্গদেশে পলায়ন করিয়া আসিয়াছিলেন তাহাও প্রমাণ করিয়াছি এদেশে আসিয়া সেনবংশের শত্রু পালবংশের পক্ষপাতী গৌড়াদ্য-বৈদিক এবং পূর্ব্বাগত শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণকে হিংসার চক্ষে দেখিয়া সমাজে নিষ্পেষন করিবার নানা ষড়যন্ত্র ও কৌশলজাল বিস্তার করিয়াছিলেন। কারণ সাধারণের মনে এই দুই সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ জন্মাইতে না পারিলে তাহাদের আভিজাত্যের গৌরব বর্দ্ধিত করিবার উপায় ছিল না। গৌড়াদ্য-বৈদিক এবং শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রীতি থাকা বিশেষ আবশ্যক।

বালি-ময়ূরেশ্বর সমাজ।

গ্রহবিপ্রগণের বালি-ময়ূরেশ্বর সমাজ গঙ্গাতীরস্থ বালি গ্রাম হইতে বাঁকুড়া জেলায় ময়ূরেশ্বর গ্রাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহাঁরা আপনাদিগকে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত করিয়া থাকেন। শাম্ব পুরাণে ও মহা ভারতে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণের বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। জাম্ববতী তনয় শাম্ব দেবর্ষি নারদের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন না করায় তাঁহার ষড়যন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হন। রৈবতকোদ্যানস্থ সরোবরে জলক্রীড়ানিরত শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণের সম্মুখে পরম রূপবান শাম্ব উপস্থিত হইলে রুক্মিনী, সত্যভামা এবং জাম্ববতী ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য মহিষীগণ শাম্বকে দেখিয়া বিচলিত হইয়াছিলেন। শাম্বের ছিদ্রান্বেষী নারদ এই সুযোগ বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণকে মহিষীদিগের অবস্থা প্রদর্শন করান। তিনি ক্রোধান্ধ নয়নে শাম্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করায় শাম্বের সর্ব্বাঙ্গ কুষ্ঠরোগে বিকৃত হইল। পরে শাম্ব ঋষির ক্রোধাপনয়ন করিলে তাঁহার উপদেশে সূর্য্যের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার তপস্যা করিয়াছিলেন। সূর্য্যদেবের উপদেশে পিতার অনুমতি গ্রহণ করিয়া গরুড়ের সাহায্যে শাকদ্বীপ হইতে সূর্য্যোপাসক মগ ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন করিয়া সূর্য্যের পূজায় ব্রতী করেন। মিত্রবনে নিজনামে শাম্বপুর নগর স্থাপন এবং তথায় স্বর্ণমন্দির এবং তন্মধ্যে সুবর্ণের সূর্য্য প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

"শাকদ্বীপাৎ সুপর্ণেন চানীতা দ্বিজ পুঙ্গবাঃ।
শাকদ্বীপীতি বিখ্যাতাঃ জম্বুদ্বীপে বভূবহ॥"

শাম্ব পুরাণ।

খ্রীঃ ৭ম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক হিয়ান থাসাং এই মন্দির ও দেবমূর্ত্তি দেখিয়া গিয়াছিলেন। শাম্বের আনীত শাকদ্বীপীব্রাহ্মণগণ পরে

ভারতের চতুর্দ্দিকে বসবাস করিয়া নানা আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন। ব্রহ্মযামলে ১৪শ অধ্যায়ে লিখিত আছে—

"শরদ্বীপে চ বেদাগ্নিঃ শাকদ্বীপে চ সিদ্ধকঃ।
ভূমধ্যে চ ব্রহ্মচারী দৈবজ্ঞো দ্বারকাপুরে॥
দ্রাবিড়ে মৈথিলে চৈব গ্রহবিপ্রেতি সংজ্ঞকঃ।
অঙ্গদেশে ধর্ম্মবক্তা পাঞ্চালে শাস্ত্রি-সংজ্ঞকঃ॥
সারস্বতে শুভমুখো গান্ধারে চিত্রপণ্ডিতঃ।
তীরহোত্রে তিথিবিপ্রো নাটকে ঋক্ষসূচকঃ॥
উত্থানে জ্যোতিষী বিপ্রো ব্রহ্মলে বিধিকারকঃ।
বভ্রাটে যোগবেত্তা চ নিটালে দেবপূজকঃ॥
রাঢ়দেশে উপাধ্যায়ো গয়ায়াং তন্ত্রধারকঃ।
কলিঙ্গে জানবিপ্রঃস্যাৎ আচার্য্যো গৌড়দেশকে॥"

প্রাচ্যবিদ্যার্ণব নগেন্দ্রবাবু পালবংশের মন্ত্রিগণকে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ বলিয়া গ্রহবিপ্র ব্রাহ্মণগণের গৌরব বৃদ্ধি করিতে যাইতেছেন। শ্লোকের কষ্ট কল্পনা অর্থ করিয়া নানা তর্কজাল বিস্তার করিয়াছেন। গ্রহ-বিপ্রগণ নিজগৌরবেই গৌরবান্বিত আছেন। একের সম্মান কাড়িয়া অপরকে দিলে, তাহাতে অপরের গৌরব বৃদ্ধি হয় না বরং লেখকের চাটুকারিতাই প্রকাশ পায়। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের ১৪৯—১৫০ পৃষ্ঠায় পালবংশের জাতি নির্ণয়ে পালরাজ নারায়ণ পালের মন্ত্রী গুরুব মিশ্রের গরুড় স্তম্ভলিপিতে তিনি জমদগ্নি কুলোৎপন্ন এবং 'ক্ষত্র-চিন্তক' শব্দকে নক্ষত্রচিন্তক ধরিয়া নগেন্দ্রবাবু শশাঙ্কানীত ১২শ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে জমদগ্নি গোত্র সম্ভূত চতুর্ভুজকে শাকদ্বীপী গ্রহবিপ্র ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, ইহা কতদূর সত্য তাহা সমালোচনার যোগ্য।

গরুড়স্তম্ভের ১৮শ শ্লোকে লিখিত আছে—

"জমদগ্নিকুলোৎপন্ন সম্পন্নক্ষত্রচিন্তকঃ।
যঃ শ্রীগুরুব মিশ্রাখ্যো রামো রাম ইবাপরঃ॥"

বসু মহাশয় উক্ত সম্পৎ+ক্ষত্র চিন্তক শব্দকে সম্পৎ+নক্ষত্র চিন্তক ধরিয়া পালবংশের মন্ত্রীগণকে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ বলিয়া ধরিয়া লইতেছেন। যদি ক্ষত্রচিন্তক শব্দ না ধরিয়া নক্ষত্রচিন্তক শব্দই লওয়া যায় তাহা হইলে নক্ষত্র চিন্তক শব্দের অর্থ জ্যোতিষ গণনাকারী। ব্রাহ্মণ মাত্রকেই জ্যোতিষ শিক্ষা করিতে হয় নতুবা শুভাশুভ নক্ষত্রের গণনা, শুভাশুভ দিন গণনা, শুভাশুভ গ্রহের সঞ্চার গণনা করিয়া বৈদিক কর্ম্মকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারা যায় না। জ্যোতিষ শাস্ত্র বেদের একটী অঙ্গ যথা—

"ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্য হস্তৌ কল্পোঽথ পঠ্যতে।
জ্যোতিষাময়নং চক্ষুঃ নিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে॥ ৪১॥
শিক্ষা ঘ্রাণং তু বেদস্য মুখং ব্যাকরণং স্মৃতং।
তস্মাৎ সাঙ্গমধীত্যৈব ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥"(পাণিনিশিক্ষা).

জ্যোতিষ শিক্ষা করিলেই বসু মহশেয়ের মতে তাঁহাকে কি শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ ধরিতে হইবে? তাহা হইলে ভট্টপল্লীর অনেক ঠাকুর "জ্যোতিষ-বেত্তা, তাঁহাদিগকেও কি গ্রহবিপ্র বলিব?

গরুড়স্তম্ভের আদ্য শ্লোকে লিখিত হইয়াছে—

"শাণ্ডিল্যবংশেঽভূদ্বীরদেব স্তদন্বয়ে।
পাঞ্চালো নাম তদ্‌গোত্রে গর্গস্তস্মাদজায়ত॥"

অর্থাৎ শাণ্ডিল্যবংশে, তাঁহার অন্বয়ে বীরদেব তদ্‌গোত্রে পাঞ্চাল এবং এই পাঞ্চাল হইতে গর্গ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। গর্গের পুত্র দর্ভ-পাণি মিশ্র, তৎপুত্র সোমেশ্বর মিশ্র, তৎপুত্র কেদার মিশ্র তৎপুত্র শ্রীগুরু।

মিশ্র। ইহাঁর বিশেষণে লিখিত হইয়াছে তিনি 'জমদগ্নি কুলোৎপন্ন সম্পন্ন ক্ষত্র-চিন্তক'। শেষোক্ত বিশেষণের ব্যাখ্যা "সম্পন্ন ক্ষত্রিয়দিগের নিধন চিন্তাকারী"। যদি মন্ত্রিগণ শাকদ্বীপী গ্রহ বিপ্র হইতেন তাহা হইলে গুরুব মিশ্রের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ বারদেবের পরিচয় সূচক ১ম শ্লোকেই তাহার ইঙ্গিত থাকিত। যিনি যে বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন তিনি সেইরূপ বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন। পালবংশের মন্ত্রিগণের বংশ পরিচয়ে তাঁহারা শাণ্ডিল্য ঋষির বংশে এবং তদ্ গোত্রে জাত হইা স্তম্ভলিপির আদ্যশ্লোকেই স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। অতএব তাঁহারা জামদগ্ন্য গোত্র সম্ভূত ইহা সম্ভব নহে। উক্ত ১৮শ শ্লোকের অর্থ।

তিনি জমদগ্নি কুলোৎপন্ন সম্পন্ন ক্ষত্র-চিন্তক [অপর] দ্বিতীয় রামের [পরশুরামের] ন্যায় রাম [অভিরাম] শ্রীগুরুব মিশ্র এই আখ্যায় পরিচিত ছিলেন]।

গৌড়লেখমালা ৮৩ পৃষ্ঠা।

শ্লোকের মধ্যে দুইবার রামশব্দ লিখিত থাকায় বুঝিবার আর কোন সন্দেহ থাকিতেছে না। মন্ত্রিগণ যে কেবলমাত্র মন্ত্রণা দ্বারা পাল রাজগণকে চালিত করিতেন তাহা নহে; আবশ্যক হইলে তাঁহারা অস্ত্র শস্ত্র ধরিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে শৌর্য্য বীর্য্য প্রদর্শন করিতেন, নতুবা কেবলমাত্র মন্ত্রণা দ্বারা পাল রাজগণকে আর্য্যাবর্ত্তের সম্রাট করিতে পারিতেন না। উক্ত স্তম্ভলিপির ২১শ শ্লোকেই উক্ত হইয়াছে—

"শাস্ত্রানুশীলন-গভীর গুণৈর্বচোভি
র্বিদ্বৎ সভাসু পরবাদিমদাবলেপঃ।
উদ্ভাসিতঃ সপদি যেন যুধি দ্বিষাঞ্চ
নিঃসীম-বিক্রম-ধনেন (ভ)টাভিমানঃ॥"

অর্থাৎ শাস্ত্রানুশীলন-লব্ধ-গভীর-গুণ সংযুক্ত বাক্যে [তর্কে] তিনি (রাম

গুরুব মিশ্র) বিদ্বৎ সভায় প্রতিপক্ষের মদগর্ব্ব চূর্ণ করিয়া দিতেন ; এবং যুদ্ধক্ষেত্রেও অসীম বিক্রম প্রকাশে, অল্পক্ষণের মধ্যেই শত্রুবর্গের 'ভটাভিমান" (যোদ্ধা বলিয়া অভিমান) বিনষ্ট করিয়া দিতেন।

গৌড়লেখমালায় উক্ত শ্লোকের পাদ টীকায় লিখিত হইয়াছে—"ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর যুদ্ধক্ষেত্রে বিক্রম প্রকাশের এই আখ্যায়িকা কবি-কাহিনী বলিয়া প্রত্যাখ্যাত হইতে পারে না। সেকালে বাঙ্গালাদেশেও যে ইহা সত্য ঘটনা বলিয়া সুপরিচিত ছিল তাহা কুমারপালদেবের ব্রাহ্মণ মন্ত্রী বৈদ্যদেব কর্ত্তৃক, কামরূপ জয়ের বৃত্তান্ত পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়।"

অতএব যুদ্ধক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর ক্ষত্রিয় নিধনকারী শৌর্য্য বীর্য্য দেখিয়া তাঁহাকে জমদগ্নি কুলোৎপন্ন পরশুরামের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। রামগুরব মিশ্র শশাঙ্কদেব আনীত জামদগ্ন্য গোত্রসম্ভূত চতুর্ভূজের বংশজাত শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ ছিলেন না। তিনি সর্ব্বগুণসম্পন্ন ছিলেন। ২০শ শ্লোকে তাঁহার গুণ বর্ণনার সহিত জ্যোতিষে তাঁহার অধিকারের কথা লিখিত হইয়াছে কিন্তু তাঁহার পিতৃ পিতামহের ও প্রপিতামহের জ্যোতিষ বিদ্যায় যে অধিকার ছিল কোন শ্লোকেই তাহার আভাস পাওয়া যায় না। বৃহস্পতির তুল্য গর্গের মন্ত্রণাবল, দত্তপাণির নীতিকৌশল, সোমেশ্বরের জগদ্‌বিসদৃশ গুণগৌরব, কেদার মিশ্রের বৈদিক যজ্ঞশক্তি এবং গুরব মিশ্রের জ্যোতিষে অধিকারের কথা পরপর শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে।

বসু মহাশয় "জমদগ্নি কুলোৎপন্ন" শব্দ পাইয়া গুরব মিশ্রকে জমদগ্নি গোত্র সম্ভূত বলিয়াছেন। জমদগ্নি ঋষির পুত্র জামদগ্ন্যের (পরশুরামের) নাম গোত্রের তালিকাভুক্ত আছে। এই গোত্রের প্রবর হইতেছে জামদগ্ন্য, ঔর্ব্ব্য ও বশিষ্ট। "জামদগ্ন্যগোত্র" ও "জমদগ্নি কুলোৎপন্ন" একার্থবাচী নহে। শশাঙ্কদেবের গৃহযজ্ঞ সম্পন্ন করিবার

অন্য যে দ্বাদশ জন শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ সরযূতীর হইতে গৌড়ে আনীত হন তন্মধ্যে চতুর্ভুজ জমদগ্ন্য গোত্রীয় ছিলেন যথা—

"মৌঞ্জায়নশ্চ লোকেশো জামদগ্নিশ্চতুর্ভুজঃ।"

(উমেশচন্দ্র শর্ম্মণাধৃত মহাদেব কারিকা)

বসু মহাশয় রামপালের পুত্র কুমারপালের মন্ত্রী ব্রাহ্মণ বৈদ্যদেবকে কায়স্থ বলিয়া লিখিয়াছেন। তিনি বল্লালসেনকে কায়স্থ বলিতেছেন। তজ্জন্য "বল্লাল মোহমুদ্গর" নামক প্রতিবাদ পুস্তকে বসু মহাশয়ের উক্তির অসারত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব বাহুল্য ভয়ে ক্ষান্ত থাকিলাম।

যখন তমলুকের রাণী সন্তোষপ্রিয়া ও কৃষ্ণপ্রিয়া মুসলমান ও কোম্পানী বাহাদুরের মিলিত শাসনযুগে তমলুক গড় হইতে মির্জ্জা দিদার বেগকে তাড়াইয়া দেওয়ার জন্য গবর্ণর সমীপে প্রার্থনা করেন এবং পোষ্যপুত্র রাজা আনন্দ নারায়ণ রায় সম্বন্ধে ঘোর বিরোধ উপস্থিত করিয়া মহারাজ নন্দকুমারের সহায়তায় নিজ সম্পত্তি ফেরত পান অন্ততঃ সেই সময় হইতে তমলুক রাজ বংশের বংশ পত্র সাধারণের পরীক্ষার বিষয়ীভূত হইয়াছে। তদবধি উড়িষ্যার কমিশনার প্রভৃতি রাজপুরুষগণ ঐ বংশপত্র অনুসারেই রাজাদের বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত হাণ্টার সাহেব উক্ত কমিশনারের লিখিত বিবরণ নিজ ষ্টেটিষ্টিকাল গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। ঐ প্রসিদ্ধ বংশপত্র ছাড়া তমলুক রাজবংশের আর কোন বংশপত্র নাই। যদিও হাণ্টার সাহেব বিনা প্রমাণে অকারণে এই বংশপত্রিকার শেষ ২৫ জন রাজাকে মাত্র বর্ত্তমান মাহিষ্যবংশীয়, পূর্ব্বতন রাজাদিগকে ময়ূরবংশীয় বলিয়া ভ্রম করিয়াছিলেন তথাপি সার হারবার্ট রিজলী মাহিষ্য জাতিকে "Remote prehistoric age" প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে তাম্রলিপ্ত রাজ্য এই জাতির করতলগত বলিয়া নির্দ্দেশ করায় এবং ৺বটব্যাল প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ঐ রাজ্য চিরকাল মাহিষ্য জাতীয় রাজাদের অধীন

থাকা নির্দ্দেশ করায়, বাবু যতীন্দ্র নাথ মিত্র প্রভৃতি লেখকগণ উক্ত বংশ-পত্রের বর্ণনা মাত্র করিয়া ময়ূরধ্বজ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান রাজা সুরেন্দ্র নারায়ণ পর্য্যন্ত সকলকেই একই মাহিষ্য জাতির রাজা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। গত সেন্সাসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টও লিখিয়াছেন, মেদিনীপুর জেলাই মাহিষ্য জাতির মূল কেন্দ্রস্থান। এই জেলায় যে সকল মাহিষ্যগণের বাস করিবার স্থান কুলায় নাই তাহারাই স্ফীত হইয়া হাওড়া, ২৪ পরগণা ও হুগলী প্রভৃতি স্থানে উছলাইয়া পড়িয়াছে। এই জেলার ৭।৮ টি পুরাতন রাজবংশই এই জাতীয়। তমলুক রাজবংশের বংশপত্র ছাড়া রাজাদের নাম পাইবার উপায় নাই।

নগেন্দ্র বাবু কোন প্রমাণে তমলুক রাজবংশের বংশপত্রিকার কতিপয় রাজাকে গোপনে বেমালুম কায়স্থ বলিয়া লিখিয়া রাখিলেন? এইরূপ প্রক্ষেপ কার্য্যের দ্বারায় কি ভবিষ্যতে তাঁহার স্বজাতির পক্ষে একটা দাবির কারণ বলিয়া গণ্য হইবে? ইহাই কি তাঁহার গবেষণার মূলনীতি? এমন গবেষণাকেও ধিক! সন ১৩২২ সালের শ্রাবণ মাসের 'সাহিত্য পত্রিকায়' প্রসিদ্ধ অক্ষর ব্যাখ্যাতা শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু ইহাকে তাম্রশাসনে প্রক্ষেপ করা বলা সত্ত্বেও ইনি চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। প্রক্ষেপের "শ্যামকলঙ্ক" "রাধিকার অলঙ্কার" সাব্যস্ত হইয়াছে কি? সত্য বটে এখন কায়স্থ সমাজে তাঁহার বিরুদ্ধে চীৎকার উঠে নাই; কিন্তু তিনি সাবধান ও সংযত না হইলে নিজ সমাজেই অনাদৃত হইতে পারেন। ঐরূপ নীতি কোন ভদ্র সমাজেই আদৃত হইবার নহে। কায়স্থ-কুল-শিরোমণি স্যার রাজা রাধাকান্ত দেবের ন্যায় মনীষি ব্যক্তি আজ বর্ত্তমান থাকিলে নগেন্দ্র বাবুর এই-রূপ অভদ্র নীতি পদদলিত করিতেন।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় সন ১৩২১ সালের কার্ত্তিক মাসের সাহিত্য-পত্রিকায় 'ঐতিহাসিক রচনা কৌতুক' প্রবন্ধের শেষে লিখিয়া-ছেন :—

"সিদ্ধান্তবারিধি" মহাশয়ের নবপ্রকাশিত—"রাজন্যকাণ্ড" নামক গ্রন্থ এইরূপে অনেক রচনা কৌতুকের আধার। সকলগুলির ব্যাখ্যা করা দূরে থাকুক, উল্লেখ করিতে হইলেও একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করিতে হয়। "কায়স্থ-সমাজের বিশাল ইতিহাসের মুখবন্ধ" যে এইরূপে রচনা-কৌতুকের আধার হইয়াছে ইহা যথার্থই অনুশোচনীয়। অনবধানতা বশতঃ কোনও কোনও স্থলে যৎসামান্য ভ্রম প্রমাদ সঙ্ঘটিত হইলে শুদ্ধি-পত্রে তাহার সংশোধন কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারিত, কিন্তু রাজন্যকাণ্ডের ভ্রমপ্রমাদ মজ্জাগত, সুতরাং শুদ্ধিপত্রে তাহার সংশোধন কার্য্য অসাধ্য সাধন। গ্রন্থখানি পুনর্লিখিত না হইলে কায়স্থ সমাজের ইতিহাস ঐতি-হাসিক রচনা কৌতুকের অদ্বিতীয় আধার বলিয়াই চির কলঙ্কিত হইয়া রহিবে। ইহা ঐতিহাসিক বিচারনিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিতে পারে নাই, সংস্কৃত সাহিত্যে অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিতে পারে নাই; যাহার পরিচয় প্রদান করিতে পারিয়াছে তাহাকে ইতিহাস বলিবার উপায় নাই, তাহা "ঐতিহাসিক রচনা কৌতুক।"

প্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্র মহাশয় উক্ত মাসের 'সাহিত্য' পত্রিকায় "ঐতিহাসিক রচনা-গরজ" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয়ের উক্তির যে প্রতিবাদ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"সম্প্রতি প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় তাঁহার নব প্রকাশিত "রাজন্যকাণ্ড" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন ;—বরেন্দ্র ভূমির গরুড়-স্তম্ভলিপিতে উল্লিখিত গুরব মিশ্রের বংশ "মগবংশীয় সূর্য্যোপাসক গণকব্রাহ্মণের" বংশ। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় "রামচরিতম্" কাব্যের ভূমিকায় গরুড়-স্তম্ভলিপির কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে বরেন্দ্রনিবাসী গুরব মিশ্রের পিতা "দেবগ্রামভট্ট" ভবদেবীকে বিবাহ করিবার কথা উল্লিখিত থাকায়,

শাস্ত্রী মহাশয় দেবগ্রামকে নদীয়া জেলার স্বনামখ্যাত গ্রাম মনে করিয়া লিখিয়াছিলেন,—সেকালের রাঢ়ীবারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত ছিল ; তাঁহারা একালের রাঢ়ী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের ন্যায় স্বসমাজ-নিষ্ঠ ছিলেন না। সুতরাং শাস্ত্রী মহাশয় স্তম্ভলিপির ব্রাহ্মণবংশকে "গণকব্রাহ্মণের" বংশ বলিয়া বর্ণনা করিতে পারেন নাই।

গরুড়-স্তম্ভলিপিতে যে সকল বিবরণ উল্লিখিত আছে, তাহাতে ব্রাহ্মণত্বেরই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়,—"গণক-ব্রাহ্মণের" পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। গরুড়স্তম্ভ-লিপি ও নারায়ণপালদেবের তাম্রশাসনের একটি শ্লোক ভিন্ন গুরব মিশ্রের অন্য কোন পরিচয়-বিজ্ঞাপক প্রমাণ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। এই দুইটী মাত্র সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধের সংকীর্ণ পরিসর মধ্যে "গণক" ব্রাহ্মণের আবিষ্কারসাধন অনায়াসসাধ্য বলিয়া কথিত হইতে পারে না।

গুরবমিশ্র ভট্ট গুরব নামেও পরিচিত ছিলেন। ধর্ম্মপালদেবের তাম্রশাসনে যুবরাজ ত্রিভুবনপাল "দূতক" ছিলেন ;— দেবপালদেবের তাম্রশাসনে যুবরাজ রাজ্যপাল "দূতক" ছিলেন ; আর নারায়ণপালদেবের তাম্রশাসনে ভট্ট-গুরব "দূতক" ছিলেন। তাঁহার পদ-মর্য্যাদা কিরূপ ছিল, ইহাতে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। সে কালের শাস্ত্র-সংযত সুদৃঢ় সমাজ-বন্ধনের মধ্যে "গণকব্রাহ্মণের" পক্ষে এরূপ উচ্চপদ-লাভের সম্ভাবনা বড় অধিক ছিল বলিয়া বোধ হয় না। নারায়ণপাল-দেবের তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায়,—

"বেদান্তৈরপ্যসুগমতমং বেদিতা ব্রহ্মতার্থং
যঃ সর্ব্বাসু শ্রুতিষু পরমঃ সার্দ্ধমঙ্গৈরধীতি।
যো যজ্ঞানাং সমুদিত-মহাদক্ষিণানাং প্রণেতা
ভট্টঃ শ্রীমানিহ স গুরবো দূতকঃ পুণ্যকীর্ত্তিঃ॥"

ইহাতে দেখা যায়—ভট্ট গুরব সমগ্র বেদাঙ্গের সহিত সমস্ত বেদ

অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এরূপ ব্রাহ্মণকে "গণক ব্রাহ্মণ" বলিবার কারণ কি, তাহা সহসা বোধগম্য হয় না। তজ্জন্য 'সিদ্ধান্তবারিধি' মহাশয় অনেকগুলি কারণের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"নক্ষত্র-চিন্তক জমদগ্নি-গোত্র গৌড়বঙ্গের রাঢ়ীয় বারেন্দ্র বা বৈদিক ব্রাহ্মণগণ মধ্যেই সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কেবল মাত্র বঙ্গের শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ-গণের মধ্যেই পাওয়া গিয়াছে।" শেষের কথাটী "নদীয়া বঙ্গসমাজের কুল-পঞ্জিকার" কথা। সুতরাং তাহার আলোচনা করা সকলের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না। কারণ সে কুলপঞ্জিকা সকলে পরীক্ষা করিবার সুযোগ লাভ করেন নাই। তাহাতে "জমদগ্নি গোত্র" আছে কি না, জানি না; কিন্তু গরুড়স্তম্ভ-লিপিতে জমদগ্নি গোত্র নাই; তাহাতে (অষ্টাদশ শ্লোকে) গুরবমিশ্র "জমদগ্নি কুলোৎপন্ন" বলিয়া উল্লিখিত। এই শ্লোকে শ্লেষের অনুরোধে "জমদগ্নি" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহার উপর নির্ভর করা চলে না; চলিলেও গোত্রের সমাচার প্রাপ্ত হওয়া যায় না। স্তম্ভ-লিপিতে "শাণ্ডিল্য বংশের" এবং "জমদগ্নি-কুলের" উল্লেখ থাকায় বুঝিতে পারা যায়, তদ্দ্বারা কিছুমাত্র অসামঞ্জস্য সূচিত হয় নাই। প্রথম শ্লোকের প্রথম শব্দটী বিসর্গান্ত; দুইটি অক্ষর ছিল, দুইটি অক্ষরই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কেবল বিসর্গ-চিহ্নই বর্ত্তমান আছে। ঐ শব্দটিকে অধ্যাপক কিল্‌হরণ "বিষ্ণু" বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন। কিন্তু এরূপ অনুমানের হেতু কি, তিনি তাহার উল্লেখ করেন নাই।

স্তম্ভলিপিতে যে ব্রাহ্মণবংশের পরিচয় উল্লিখিত আছে, তাহাকে "শাণ্ডিল্যবংশ" বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়; সে বংশের ব্রাহ্মণগণকে "জমদগ্নি গোত্রীয়" বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কোনও অপ্রকাশিত কুলপঞ্জিকায় "জমদগ্নি গোত্রের গণক-ব্রাহ্মণের উল্লেখ থাকা সত্য হইলেও তাহার বলে গরুড়-স্তম্ভলিপির ব্রাহ্মণবংশকে গণক-ব্রাহ্মণের বংশ বলিয়া বর্ণনা কদাচ চলে না। কিন্তু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় পাদটীকায়

লিখিয়াছেন,—"নক্ষত্র-চিন্তক" এই বিশেষণ থাকায় এই বংশকে আমরা নিঃসন্দেহে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।" দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইবে, এই বিশেষণে সকলের সন্দেহ সহজে দূরীভূত হইতে পারে না। কারণ, গরুড়-স্তম্ভলিপিতে আদৌ "নক্ষত্র-চিন্তক" বিশেষণ নাই; তাহাতে আছে—"সম্পন্নক্ষত্রচিন্তক।" তাহার একাংশ পরিত্যাগ করিয়া, আর এক অংশ মাত্র গ্রহণ করিয়া, সকলে "নিঃসন্দেহে" ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত প্রচারিত করিতে সম্মত হইবেন বলিয়া বোধ হয় না।

গরুড়-স্তম্ভলিপির একস্থানে ভট্ট গুরব "সম্পন্নক্ষত্রচিন্তক" বলিয়া, এবং আর একস্থানে "জ্যোতিষে নিষ্ণাত" বলিয়া উল্লিখিত। প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব মহাশয় তাহার মধ্যে "নক্ষত্র-চিন্তক"—শব্দটী বাছিয়া লইয়া, তাহাকেই গণকব্রাহ্মণের পরিচয়-বিজ্ঞাপক প্রধান প্রমাণ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। জ্যোতিষে নিষ্ণাততা তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছে। সুতরাং এই দুইটি মুখ্য প্রমাণ আলোচনার যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ ব্যাখ্যা শাস্ত্রী মহাশয়ের কল্পনায় স্থান লাভ করিতে পারিত না। কারণ, বেদাঙ্গের সংখ্যা ছয়টি; তন্মধ্যে একটির নাম জ্যোতিষ। ষড়ঙ্গ-বেদাধ্যায়ী আদর্শ ব্রহ্মণের পক্ষে জ্যোতিষ অধ্যয়ন করাও যে অবশ্যকর্ত্তব্য, শাস্ত্রী মহাশয় তাহা বিস্মৃত হইতে পারিতেন না। জ্যোতিষে নিষ্ণাততা ধরিয়া "গণক ব্রাহ্মণ" বলিতে হইলে, সকল আদর্শ ব্রাহ্মণকেই "গণকব্রাহ্মণ" বলিতে হয়। একটি মাত্র কাব্য-কথার জোরে এত বড় সিদ্ধান্তের অবতারণা করা যে ব্রাহ্মণোচিত হইত না, শাস্ত্রী মহাশয়কে তাহা স্বীকার করিতেই হইত।

স্তম্ভলিপির যে শ্লোকে নক্ষত্র চিন্তকের উল্লেখ আছে, তাহাতেই তাহা সুব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। "গৌড়-লেখামালা"র সম্পাদন-কালে সে কথা সংক্ষেপে বুঝাইতে গিয়া গণক না বলিয়া জ্যোতিষিক

গণনাকারী বলিয়া বন্ধনী মধ্যে একটি কথার উল্লেখ করিয়াছিলাম। তাহাই প্রকৃত অনর্থের মূল হইয়াছে। শ্লোকটিতে শ্লেষের সম্পর্ক থাকায়, একটু তলাইয়া বুঝিতে হইবে। যথা ;—

"জমদগ্নিকুলোৎপন্ন সম্পন্নক্ষত্রচিন্তকঃ।

যঃ শ্রীগুরবমিশ্রাখ্যো রামো রাম ইবাপরঃ॥"

এই শ্লোকে 'নক্ষত্রচিন্তক' মাত্র নাই—"সম্পন্নক্ষত্রচিন্তক" আছে। গুরবমিশ্রকে পরশুরাম বলিয়া বর্ণনা করিতে গিয়া "জমদগ্নিকুলোৎপন্ন' "সম্পন্নক্ষত্রচিন্তক" এই দুইটি বিশেষণ পদের অবতারণা করিতে হইয়াছিল। তাহা পরশুরাম-পক্ষে "সম্পন্ন+ক্ষত্র+চিন্তক" রূপে পাঠ করিতে হইবে ; কারণ কোথায় নিধনার্থ কোন্ সম্পন্ন ক্ষত্রিয় আছে, তাহার চিন্তাই পরশুরামের প্রধান ছিল। গুরবপক্ষে "সম্পৎ+নক্ষত্র +চিন্তক" রূপে পাঠ করিতে হইবে ; কারণ, তিনি "সম্পৎ নক্ষত্রের" চিন্তা করিতেন।

"সম্পৎ-নক্ষত্র" একটি পারিভাষিক সংজ্ঞা। তাহা প্রতিবর্ষেই "নূতন পঞ্জিকায়" ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। সুতরাং তাহার ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন পূর্ব্বে অনুভব করিতে না পারিয়া "গৌড়লেখমালায়' অনুবাদমধ্যে সম্পৎ নক্ষত্রচিন্তক এইরূপে পদচ্ছেদ করিয়া পাঠ করিবার সঙ্কেত ব্যক্ত করিয়াই নিরস্ত হইয়াছিলাম। আমাদের দেশের পাঠকের পক্ষে এইটুকু ইঙ্গিত যথেষ্ট হইবে বলিয়া মনে হইয়াছিল। এখন দেখিতেছি, সকলের পক্ষে তাহা যথেষ্ট হয় নাই। যাঁহার যে নক্ষত্রে জন্ম, তাঁহার পক্ষে সেই নক্ষত্রের নাম "জন্মনক্ষত্র"। সেই নক্ষত্র ধরিয়া পর পর নয়টি নক্ষত্র তাঁহার পক্ষে পৃথক নামে কথিত হয়। এইরূপ পর্য্যায়ে গণনা করিবার সময় যাহাকে দ্বিতীয় নক্ষত্র বলিতে হয়, তাহাই সম্পৎ নামে কথিত হইয়া থাকে। নক্ষত্রগুলির নাম এইরূপ :—

"জন্ম-সম্পৎ-বিপৎ-ক্ষেমং প্রত্যরিঃ সাধকো বধঃ।
মিত্রং পরমমিত্রঞ্চ নবতারাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।"

জাতকের পক্ষে যে নক্ষত্রটি 'সম্পৎ', সেই নক্ষত্রে শুভ-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, তাহা সুসম্পন্ন হয়। ভট্টগুরব অনেক শুভ-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন। সুতরাং কোন্ সময়ে তাঁহার সম্পৎ-নক্ষত্র উদিত হইবে তাহা জানিবার জন্য তাঁহাকে জ্যোতিষিক গণনা করিতে হইত। ইহা ভট্টগুরবের নিয়ত সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের আগ্রহ সূচনার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছিল। তাহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া "সম্পৎ" শব্দটী ছাড়িয়া দিয়া প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় কেবল "নক্ষত্রচিন্তক" টুকু বাহাল রাখিয়াছেন, এবং তাহাকেই "নক্ষত্র পাঠক" অর্থে প্রমাণরূপে খাড়া করিয়া এক অশ্রুতপূর্ব্ব শাস্ত্রব্যাখ্যায় বঙ্গসাহিত্যকে এমন করিয়া উপহাসাস্পদ করিয়াছেন। সুতরাং গত্যন্তর না দেখিয়া, বাধ্য হইয়াই বলিতে হয়—"গরজ বড় বালাই।"

গরুড়স্তম্ভ-লিপির প্রথম শ্লোকের প্রথম শব্দটি বিলুপ্ত হইয়া গেলেও, তাহা যে গুরুব মিশ্রের পূর্ব্ব-পুরুষের নাম সূচিত করিত, তাহা সহজেই প্রতিভাত হয়। তিনি যে শাণ্ডিল্যবংশীয় ছিলেন, তাহা স্পষ্টাক্ষরেই উল্লিখিত আছে। * * * পঞ্চব্রাহ্মণের মধ্যে যিনি শাণ্ডিল্যবংশীয় ছিলেন, তাহার নাম নারায়ণ। স্তম্ভ-লিপির বিলুপ্ত নামটি নারায়ণ হইতে পারে না। তাহাকে নারায়ণের তুল্যার্থবোধক "বিষ্ণু" বলিয়া অধ্যাপক কিলহরণ অনুমান করিয়া গিয়াছেন। সে অনুমান সঙ্গত হইলেও ভট্ট-নারায়ণ সূচিত হইতে পারে না। উক্ত শ্লোকে পরশুরাম ও গুরবমিশ্র, উভয়েই "জমদগ্নি-কুলোৎপন্ন" বলিয়া বর্ণিত। পরশুরাম-পক্ষে তাহার সার্থকতা সুস্পষ্ট। কারণ তিনি "জমদগ্নি"র পুত্র বলিয়া সুপরিচিত। গুরব-পক্ষে "জমদগ্নিকুলোৎপন্ন" বিশেষণটি ব্যবহৃত হইবার সার্থকতা সূচক কোনও নাম স্তম্ভলিপিতে উল্লিখিত না থাকিলে, শ্লেষের অবতারণা

করিবার সুযোগ ঘটিত না। "শাণ্ডিল্যবংশে" এই পদের সাহায্যে, অথবা প্রথম শ্লোকের প্রথম পদেই তাহা সূচিত হইয়াছিল। সুতরাং কোন-রূপ হেতু ধরিয়া সে নামটীর অনুমান করিতে হইলে বলিতে হইবে,—সে নাম 'বিষ্ণু' নহে—'ভৃগুঃ'। তিনিই বীজপুরুষ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিলেন। অতএব তাঁহার বংশধরগণকে অথবা শাণ্ডিল্যবংশধরগণকে শ্লেষের অনুরোধে "জমদগ্নি-কুলোৎপন্ন" বলা চলিতে পারে। এই-রূপে স্তম্ভ-লিপির ব্যাখ্যা করিলে, তদুল্লিখিত শাণ্ডিল্য-বংশীয় ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে আদিশূরানীত পঞ্চ ব্রাহ্মণকাহিনীর সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায় না। * * ইহাতে বরং এই মাত্র বুঝা যায় যে—পালরাজগণের শাসন-সময়ের পূর্ব্ব হইতেই বঙ্গদেশে বেদ-বেদাঙ্গ-পারগ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের অসদ্ভাব ছিল না। কিন্তু এরূপ প্রমাণের সহিত আদিশূরের ব্রাহ্মণানয়ন-কাহিনীর মূল প্রয়োজনের কিঞ্চিৎ অসামঞ্জস্য সূচিত হইতে পারে। সেই আশঙ্কা নিবারণের উদ্দেশ্যে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় পরে এক নূতন ব্যাখ্যায় গুরবমিশ্রের বংশকে গণক-ব্রাহ্মণের বংশ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া, আদিশূর-কাহিনীর পক্ষ সমর্থনের জন্য এক অভিনব গরজের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এরূপ রচনা-গরজের আতিশয্যে বাঙ্গালীর ইতিহাসের লুপ্তাবশিষ্ট উপাদানগুলির যথাযোগ্য আলোচনার পথ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে। আগে সিদ্ধান্ত, তাহার পর প্রমাণের আলোচনা—এরূপ বিচার-পদ্ধতি পরিত্যাগ করিতে সম্মত না হইলে আমাদিগের ঐতিহাসিক গবেষণা আমাদের বিচারনিষ্ঠার গৌরব বর্দ্ধন করিতে পারিবে না।"

মধ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণ।

নগেন্দ্রবাবু তাহার বিশ্বকোষে মদীয় পূর্ব্বপুরুষ গোয়ীচন্দ্রকে মধ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন, আজকাল কাড়াকাড়ির পালা পড়িয়াছে। সম্বন্ধ নির্ণয়কার ৺লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় গোয়ীচন্দ্রকে রাঢ়শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন। এই সকল পণ্ডিতগণের প্রলাপোক্তি শুনিয়া হাসি পায়। এক্ষণে মধ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনার আবশ্যক হইয়াছে।

মেদিনীপুর জেলাই মধ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের প্রধান স্থান। এই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় উৎকল ও বঙ্গের মধ্যস্থলে বাস হেতু আপনাদিগকে "মধ্যশ্রেণীর" ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত করেন। হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ সারদা বাবু তাঁহার "উৎকলে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য" নামক পুস্তকে হাণ্টার সাহেবের উক্তি উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন যে এখনকার মেদিনীপুর জেলা রূপনারায়ণ নদীর তীরবর্ত্তী তাম্রলিপ্ত পর্য্যন্ত ওড্রদেশের অন্তর্গত ছিল। অতএব মেদিনীপুর জেলা উৎকল ও বঙ্গের মধ্যস্থলে ছিল না। কোন্ দেশ মধ্যদেশ মনুসংহিতায় তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে—

হিমবদ্বিন্ধ্যয়োর্মধ্যং যৎ প্রাগ্বিনশনাদপি।
প্রত্যগেব প্রয়াগশ্চ মধ্যদেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

মনু ২য় অধ্যায়।

অতএব প্রয়াগ অঞ্চলই মধ্যদেশ। মেদিনীপুর অঞ্চল ভারতের মধ্য নহে, বাঙ্গালা দেশও মধ্য নহে। আর ভারতবর্ষে—যে দশ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে তাহাতেও মধ্যশ্রেণীর তালিকা নাই। যথা—

"সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড়া মৈথিলিকোৎকলাঃ।
পঞ্চ গৌড়াঃ সমাখ্যাতা বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ॥
কর্ণাটাশ্চৈব তৈলঙ্গাস্তর্ব্জর রাষ্ট্রবাসিনঃ।
অন্ধ্রাশ্চ দ্রাবিড়াঃ পঞ্চ বিন্ধ্য দক্ষিণবাসিনঃ॥"

অতএব ভারতবর্ষে বিন্ধ্যগিরির উত্তরে পঞ্চগৌড় ও দক্ষিণে পঞ্চদ্রাবিড় এই দশ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছে। মধ্যশ্রেণী বলিয়া কোন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় কোন পুরাণে লিখিত হয় নাই। মধ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ আপনাদিগকে রাঢ়ী বলিয়া পরিচিত করেন। রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের সহিত কি যৌন সম্বন্ধ, কি পঙ্‌ক্তি ভোজন সম্বন্ধ কোন সম্বন্ধই নাই। বিশেষতঃ পঞ্চগোত্র ছাড়া ইহাদের মধ্যে ঘৃতকৌশিক, কৃষ্ণাত্রেয়, পরাশর ও গৌতম গোত্র প্রভৃতি অন্যান্য গোত্রের ব্রাহ্মণ আছেন। সুধীগণ বিচার করিয়া দেখিবেন যে মধ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ কিরূপে রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ হইতে পারেন। নগেন্দ্রবাবু 'বিশ্বকোষে' লিখিয়াছেন—"উৎকল ও রাঢ়ী শ্রেণীর মিশ্রণে এই শ্রেণীর উৎপত্তি এজন্য ইহারা মধ্যশ্রেণী নামে খ্যাত হইয়াছেন।" এই উক্তির উপরে টীকা টীপ্পনী করিতে যাইলে ভাষা অশ্লীল হইয়া পড়িবে, অতএব ক্ষান্ত থাকিলাম। মধ্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ গায়ের জোরে আপনাদিগকে রাঢ়ী বলিয়া পরিচিত করেন। কিন্তু তাঁহাদের কৃষ্ণাত্রেয়, ঘৃতকৌশিক, পরাশর ও গৌতম গোত্র বিদ্যমান থাকায় তাঁহাদের স্বকপোলকল্পিত যুক্তির মূলে কুঠারাঘাত হইয়াছে। কুলতত্ত্বার্ণব আবিষ্কর্ত্তা মধ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত কুমুদবান্ধব বিদ্যারত্ন মহাশয় মধ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে রাঢ়ীশ্রেণী বলিয়া ঘোষণা করিলে মেদিনী বান্ধবে তীব্র ধারাবাহিক প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

নগেন্দ্র বাবু তাঁহার "বিশ্বকোষে" মাহিষ্য জাতিকে এবং তদ্‌যাজী-ব্রাহ্মণগণকে অযথা আক্রমণ করিয়া গালি দিয়াছেন। অনুস্বার বিসর্গ

সংযুক্ত নিম্নলিখিত শ্লোক আশ্বলায়নের উক্তি বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন—

"মহিষী সোচ্যতে ভার্য্যা ভগেনোপার্জ্জিতং ধনম্।
তস্যাং যো জায়তে পুত্রো স মাহিষ্যঃ সুতঃ স্মৃতঃ॥"

অর্থাৎ যে ব্যক্তির স্ত্রী বেশ্যাবৃত্তি দ্বারা ধন উপার্জ্জন করে সেই ভার্য্যাকে মহিষী বলে, তাহাতে যে পুত্র জন্মে, সেই মাহিষ্য সুত নামে কথিত। তিনি মহিষ্যাং সাধুরিতি মহিষী যঞ্ জাতি বিশেষ বলিয়া বিশ্বকোষে মাহিষ্য শব্দের ধাতু প্রত্যয় সিদ্ধ করিয়াছেন। মহিষী শব্দে ব্যভিচারিণী স্ত্রী লিখিয়াছেন। মহিষী শব্দের অর্থ কৃতাভিষেকা রাজ্ঞী। রাজার অনেক পত্নী থাকিতে পারে তন্মধ্যে যিনি রাজার সহিত অভিষিক্তা হন না তাঁহার নাম ভট্টিণী। অমর সিংহ লিখিয়াছেন "কৃতাভিষেকা মহিষী ইতরাসুচ ভট্টিণী" ইত্যমরঃ। এই মহিষী শব্দ মহ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। মহ্ ধাতুর অর্থ পূজা। রাজাকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান মনু বলিয়াছেন "মহতী দেবতাহ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি"। অর্থাৎ ইনি মহতী দেবতা, নররূপে স্থিতি করিতেছেন, এইজন্য মহিষী দেবতাবৎ পূজার্হা। সুতরাং মহ্ ধাতু এস্থলে সার্থক হইয়াছে। কিন্তু যেস্থলে মহিষী শব্দের অর্থ ব্যভিচারিণী স্ত্রী সেস্থলে ঐ মহ্ ধাতুর সার্থকা কিরূপে স্বীকার করা যায়? ব্যভিচারিণী স্ত্রী কি অভিষিক্তা রাজ্ঞীর ন্যায় নগেন্দ্র বাবুর পূজার্হা! তিনি কোন্ ব্যাকরণ অনুসারে মহিষ্যাং সাধুরিতি যঞ্ নিষ্পন্ন করিয়াছেন তাহা নির্দ্দেশ করেন নাই। মহিষী শব্দের ষ প্রত্যয় হইতে পারে না। বোপদেব বলেন "নাপ্যপত্যার্থেক্য। অপত্যার্থে ক্য প্রত্যয় হয় না। ভগবান্ পাণিনী "গর্গাদিভ্যো যঞ্" এইসূত্র দ্বারা কতকগুলি শব্দের উত্তর অপত্যার্থে যঞ্ প্রত্যয় স্বীকার করেন। সেই সকল শব্দ গর্গাদির অন্তর্নিবিষ্ট। গর্গাদির অন্তর্নিবিষ্ট শব্দের তালি-

কার ভিতর মহিষী শব্দই নাই। নগেন্দ্র বাবু কোন সূত্র অনুসারে মহিষ্যাং সাধুরিতি যঞ্ প্রত্যয় সিদ্ধ করিয়া মাহিষ্য শব্দ নিষ্পন্ন করিয়াছেন? তাই নাকি তিনি "সিদ্ধান্তবারিধি"? না ইহাকে আর্ষ-প্রয়োগ বলিব?

পাঠক মহাশয় একবার নগেন্দ্র বাবুর ভুঁড়িতে হস্তামর্শণ করিলে দেখিতে পাইবেন যে এরূপ অনেক আর্ষ্যপ্রয়োগ তাহাতে গিজ্ গিজ্ করিতেছে। কিন্তু পাঠক মহাশয় সাবধান! মহাকবি কালিদাস কাশী-ধামে একবার এইরূপ করিয়াছিলেন। একদা মহাকবি কালিদাস কাশী-ধামে ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে করিতে বেদব্যাসের শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বেদব্যাসের প্রকাণ্ড ভুঁড়িটীর উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। বেদব্যাসের ভুঁড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে মহাকবি বলিয়া উঠিলেন "ওঃ। এখনও মহর্ষির ভুঁড়িতে অসংখ্য আর্ষ্য প্রয়োগ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে মহাভারতাদি পুরাণমধ্যে ব্যাসদেব যে সকল ব্যাকরণসিদ্ধপদ সন্নিবেশিত করিয়াছেন তদপেক্ষা অনেক অসিদ্ধ পদ, তাঁহার পেটের ভিতর আছে। শ্রীমূর্ত্তি কোন উত্তর দিলেন না বটে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ দৈববাণী হইল;—

"যান্যুজ্জহার মাহেশাৎ ব্যাসো ব্যাকরণার্ণবাৎ।
তানি কিং পদরত্নানি সন্তি পাণিনিগোষ্পদে॥"

অর্থাৎ ব্যাসদেব মাহেশ নামক ব্যাকরণ সমুদ্র হইতে যে সমস্ত পদরত্ন উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহা কি গোষ্পদতুল্য পাণিনি ব্যাকরণে থাকিতে পারে? তাই বলি পাঠক মহাশয় সাবধান! নগেন্দ্র বাবুর ভুঁড়িতে হাত বুলাইয়া তদীয় ক্রোধকে উদ্দীপিত করিবেন না। কেননা তিনি ত আর বেদব্যাসের মত বিনয়ী নহেন, "ন চাহং সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞঃ—" অর্থাৎ আমি ত সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ নহি। নগেন্দ্র বাবুর প্রকৃতি কি ঠিক তাহার বিপরীত নহে!

কারণ তিনি ব্যাসদেব অপেক্ষা সর্ব্বতন্ত্রজ্ঞ 'সিদ্ধান্ত বারিধি' বলিয়া মাহিষ্যজাতি এবং তাহার পুরোধা ব্রাহ্মণবর্গের উপর তাঁহার বিষকোপে অযথা অকারণ গালিবর্ষণ তাহার প্রমাণ।

মহিষী শব্দের অন্যতম অর্থ ব্যভিচারিণী, একথা সত্য বটে, কিন্তু এই মহিষী শব্দ হইতে মাহিষ্য শব্দ নিষ্পন্ন হয় না। যে মহিষী শব্দের অর্থ ব্যভিচারিণী সেই মহিষী হইতে যে শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, নগেন্দ্র বাবু চতুরতা পূর্ব্বক তাহা গোপন করিয়াছেন। স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণের নিকট তাঁহার এই চতুরতা সহজে ধরা পড়িবে। যম স্মৃতির ৩৬শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে।

"মহিষীত্যুচ্যতে ভার্য্যা যা চৈব ব্যভিচারিণী।
তান্ দোষান্ ক্ষমতে যস্তু স বৈ মাহিষিকঃ স্মৃতঃ॥"

অর্থাৎ যে ভার্য্যা ব্যভিচারিণী তাহাকে মহিষী বলে। যে ব্যক্তি তাহার সেই ব্যভিচারিণী স্ত্রীর দোষগুলি ক্ষমা করে তাহাকে মাহিষিক বলা যায়। যমস্মৃতি অনুসারে এই মাহিষীক শ্রাদ্ধকর্ম্মে বর্জ্জনীয়। মহিষীর স্বামী মাহিষিক পরন্তু মহিষী পুত্র মাহিষ্য নহে।

মাহিষ্য শব্দের অর্থ।

মহীং ভূমিং স্তৃতি দারয়তি শৃঙ্গেণ মহিষঃ পশুঃ। মহীং ভূমিং স্তৃতি দারয়তি লাঙ্গলেন মহিষঃ কর্ষকঃ হালিকঃ। স এব মাহিষ্যঃ স্বার্থে ষ্ণ্য। অশিতি শুকারস্য আতোঽনুপসর্গে ক ইত্যনেন সুবন্তাৎ আকরান্তাৎ ধাতোঃ ক প্রত্যয়োসিদ্ধৌ মহীতি সুবন্তাৎ সো ধাতেঃ ক প্রত্যয়ঃ কর্ত্তরি ভাপোঃ সংজ্ঞাছন্দসোর্বহুলমিত্যনেন বৈদেহি বন্ধুবৎ হ্রস্বত্বং ইকারাৎ ষত্বঞ্চ।

নগেন্দ্র বাবু আশ্বলায়নের দোহাই দিয়া কৃষি কৈবর্ত্তকে অধম মাহিষ্য ধরিয়া জলাচরণীয় ধীবর বলিয়াছেন এবং তাহারা ধন সম্পদে বহুধন

হইতে দক্ষিণ রাঢ়ে মেদিনীপুর জেলায় প্রাধান্য লাভ করিলেও সদ্ ব্রাহ্মণের অযাজ্য বলিয়া জালিক কৈবর্ত্তের পুরোহিত ব্রাহ্মণ গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিলেন বলিয়া লিখিয়াছেন।

নগেন্দ্র বাবু আদাজল খাইয়া (এখানে আদাজলের অর্থ স্কট টমসনের জিঞ্জারেট বুঝিলে ক্ষতি নাই) মাহিষ্য জাতিকে যখন গালি দিতে বসিয়াছেন তখন তাহাদের পুরোহিতকে ছাড়িবেন কেন ? তাঁহার সকল কথার প্রতিবাদ করিতে যাইলে একখানি "মহাভারত" প্রস্তুত করিতে হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে মাহিষ্য জাতির বিশুদ্ধত্ব এবং তাঁহাদের পুরোহিত গণের পবিত্রতা প্রমাণ করিয়াছি। তিনি চতুরতাপূর্ব্বক বিশুদ্ধ কৈবর্ত্ত জাতির পাতিত্য সূচনা করিয়া সমগ্র হিন্দু জাতির পাতিত্য সংসাধনে ব্রতী হইয়াছেন। যে বিশুদ্ধ কৈবর্ত্ত জাতি নিজ পুরোহিতের পাদোদক পান এবং উচ্ছিষ্ট প্রসাদ গ্রহণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতেছে, সেই কৈবর্ত্ত জাতির জল রাঢ়ী বারেন্দ্র বৈদিকাদি ব্রাহ্মণবর্গ এবং কায়স্থাদি জাতি নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করিতেছেন। নগেন্দ্র বাবু বিশুদ্ধ হিন্দু, যদি এরূপ ধারণা রাখেন তাহা হইলে ত তিনি এবং তাঁহার গুরু পুরোহিতবর্গ অনাচরণীয় জাতির জল গ্রহণ করিয়া পতিত হইয়াছেন। কেবল জল গ্রহণ করা কেন ? বারেন্দ্র বৈদিকাদি ব্রাহ্মণবর্গ তাঁহাদের যে মন্ত্রদাতা ইষ্টদেব ? বিভীষণ রাবণকে বলিয়াছিলেন :—

"আপনি মজিলি ভাই লঙ্কা মজাইলি।"

বল্লাল সেনের পূর্ব্বে জালিকাদি অন্ত্যজ জাতির পুরোহিত ব্রাহ্মণই ছিল না। বল্লাল সেনের সময় হইতে রাঢ়ীয় ঠাকুরগণ জালিকাদি অন্ত্যজ জাতির যাজন করিয়া বর্ণব্রাহ্মণ হইয়া রহিয়াছেন ইহা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি। জালিকের পুরোহিত ব্রাহ্মণের গাঁই গোত্র মিলাইলেই সন্দেহ দূর হইবে। রাঢ়ীয় ঠাকুরগণের পিতৃপুরুষ ব্রাহ্মণ পঞ্চক ১০ম শতাব্দীতে কনৌজ হইতে যে কারণেই হউক বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন।

১০ম শতাব্দীর বহু পূর্ব্বে মাহিষ্যগণ বঙ্গদেশে রাজ্য স্থাপন করিয়া নিজ পুরোহিত ব্রাহ্মণ সহ সনাতন হিন্দুসমাজ শাসন করিতেছিলেন অতএব প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্র বাবু কিরূপে লিখিলেন যে মাহিষ্যগণ সদ্‌ব্রাহ্মণ না পাইয়া জালিকের পুরোহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন? তাই বলি—

"চণ্ডালের হাতে দিয়া পোড়াও পুস্তক।
ভস্মরাশি করে ফেল কর্ম্মনাশা জলে॥"

বসু মহাশয়ের এরূপ চাতুরী প্রশংসনীয় নহে বরং নিন্দনীয়। কারণ—

"যা লোকদ্বয় সাধনী চতুরতা,
সা চাতুরী চাতুরী"।

"মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ।
যমাপস্তম্বসম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়ন বৃহস্পতি॥
পরাশরব্যাসশঙ্খলিখিতা দক্ষ গৌতমৌ।
শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রয়োজকাঃ॥"

মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞ্যবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সম্বর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতাপ ও বশিষ্ঠ, ইহাঁরা ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রবর্ত্তক।

কলিকালে পরাশরের স্মৃতিই মান্য। তিনি লিখিয়াছেন—

"যুগে যুগে চ যে ধর্ম্মাস্তেষু ধর্ম্মেষু যে দ্বিজাঃ।
তেষাং নিন্দা ন কর্ত্তব্যা যুগরূপাহি ব্রাহ্মণাঃ॥"

'প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি' মহাশয় সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ হইয়াও অযথা

ব্রাহ্মণ নিন্দা করিয়াছেন? তজ্জন্য তিনি নিশ্চয়ই পাপপঙ্কে লিপ্ত হইয়াছেন।

শাস্ত্রে উপদেশ আছে :—

"শাস্ত্রার্থমন্যথা যস্তু ব্যাখ্যায়তি বিমূঢ়ধিঃ।
স চাপি ব্রহ্মহত্যায়াঃ পাতকী নাত্র সংশয়ঃ॥"

অর্থাৎ শাস্ত্রের অন্যায় ব্যাখ্যাকারী ব্রহ্মহত্যা মহাপাপের ভাগী হয়।

"সিদ্ধান্তবারিধির" বিকট লোনা জল উচ্ছ্বলিত হইয়া পড়িয়াছে। অনন্ত হিন্দুশাস্ত্রের সুবিমল জ্যোতিতে 'প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের' চক্ষু ঝলসিত হইয়া তিনি উন্মত্তের প্রলাপ বকিয়াছেন। যিনি শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ এবং সমাজের সত্য তত্ত্ব গোপন করেন তাঁহার প্রতি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব পণ্ডিত ৺প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয় উপদেশ দিয়াছেন :—

"অস্মিন্ পদ্মপরাগপিঞ্জরপয়ঃ স্বচ্ছাশয়ে সাম্প্রতম্।
গুঞ্জন্তো মধুরং হরন্তি মধুপাশ্চিত্তং নৃণাং শৃন্বতাম্॥
নৈতৎ পল্বলমঙ্গ! পঙ্কিলজলপ্রোদ্ভূতকুম্ভীকুলম্।
ন শ্রোতাস্তি তবাত্র গানরসিকো ভেকেহমূকোভব॥"

"এযে রম্য সরোবর অতি নিরমল।
অপূর্ব্ব পরাগরাগে শোভিছে কমল,
মধুপ মধুর তানে করিতেছে গান,
হরণ করিছে সবাকার মনপ্রাণ;
যার জলে পানাগুলা ভাসে অবিরল,
এ নহে সে পঙ্কভরা বিকৃত পল্বল;
তোমার গানের হেথা শ্রোতা কেহ নাই,
তাই বলি ওহে ভেক চুপ কর ভাই!"

বসু মহাশয় হিংসাবিষজর্জ্জরিত হৃদয়ে জাতিতত্ত্ব উদ্ধার করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। হিংসা পরিত্যাগ না করিলে এই পবিত্র ব্রত উদ্‌যাপন হয় না। এতদ্দেশের অনেক প্রাচীনতত্ত্ব বিবিধভ্রান্তি পরিপূর্ণ রহিয়াছে তাহার উপর নূতন সৃষ্টি না করিয়া যিনি প্রাচীন তত্ত্বগুলিকে যথাযথভাবে রক্ষা করিয়া সাধারণের চক্ষে ধরিতে পারেন, তিনিই দেশের ও সমাজের যথার্থ হিতৈষী। বর্ত্তমানে কায়স্থ জাতির সভ্যতা, ভব্যতা; শিক্ষা ও দীক্ষা দর্শন করিলে মনে বড় আনন্দ হয়। কেবলমাত্র বসু মহাশয়ের অযথা উক্তির প্রত্যুত্তর দিবার জন্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও অপ্রিয় কথার আলোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছি। বসু মহাশয় শাস্ত্রের কদর্থ, শ্লোকের কষ্ট-কল্পনা অর্থ করিয়া একটি বিশিষ্ট 'গরিষ্ট' সম্প্রদায়কে গালি দিয়াছেন। পুরাণ স্মৃতিতে কায়স্থের নিন্দাজনক যে সমস্ত শ্লোক প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে যদি তিনি অন্যকে গালি দিবার সুবিধাজনক এইরূপ শ্লোক প্রকৃতপক্ষে পাইতেন তাহা হইলে তিনি আরও কি করিতেন বলা যায় না।

মহাভারত, পুরাণ, সংহিতায় অপ্রক্ষিপ্ত শ্লোকগুলিতে নগেন্দ্র বাবুর জাতি কায়স্থের সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা পর অধ্যায়ে উদ্ধৃত করিলাম। কায়স্থবন্ধুগণ ক্ষমা করিবেন। এতদিন আমরা নীরবে সকল অত্যাচার সহ্য করিয়া আসিয়াছি। সকলেরই ধৈর্য্যের সীমা আছে, 'ইটকেল' মারিলেই 'পাটকেল' খাইতে হয়।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

কায়স্থ-তত্ত্ব।

বৈদিক সাহিত্য দূরে থাকুক, মন্বাদি প্রাচীন স্মৃতিতেও কায়স্থ নামে কোন একটা জাতি দৃষ্ট হয় না। প্রাচীন কালের পাটোয়ারী সমুচিত লিপি-কার্য্য অনার্য্য শূদ্রগণ সম্পন্ন করিত। মনুতে লিখিত আছে বিবিধ শিল্প কার্য্যে শূদ্রগণেরই অধিকার আছে। (মনু ১০ অং। ১০০)। কুল্লূক ভট্টাদি পণ্ডিতগণ উক্ত শিল্প শব্দে লিপি এবং চিত্রকরণাদি (চিত্র লিখিতাদীনি) ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ স্বকীয় ইতিহাসে মনুর অনুবাদ স্থলে শূদ্রের বৃত্তি "writing and painting" (লিপি ও চিত্র) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী যাজ্ঞবল্ক্য এবং বিষ্ণু সংহিতায় লেখক, গণক, কেরাণী এইরূপ বৃত্তিবাচক অর্থে কায়স্থ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। বিষ্ণু ও যাজ্ঞবল্ক্যের সময় পর্য্যন্ত "কায়স্থ" নামে কোন একটা জাতির সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। যাজ্ঞবল্ক্য পাঠে বোধ হয়, যাহারা কায়স্থ-বৃত্তি করিত তাহাদের পদ সমাজে উচ্চ ছিল না। নতুবা হিন্দু আইন কর্ত্তা যাজ্ঞবল্ক্য কায়স্থদিগকে তস্করাদির শ্রেণীভুক্ত করিতেন না। যদি উহারা বৈশ্য বা ক্ষত্রিয় শ্রেণীর লোক হইত, তবে যাজ্ঞবল্ক্য কখনও ক্ষত্রিয়ের সভায় বসিয়া ক্ষত্রিয়ের স্বজাতিদিগকে এত অবজ্ঞা করতঃ হীন বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন না। যাজ্ঞবল্ক্য লিখিয়াছেন :—

"চাটুতস্কর দুর্ব্বৃত্ত মহাসাহসিকাদিভিঃ।
পীড্যমানাঃ প্রজারক্ষেৎ কায়স্থৈশ্চ বিশেষতঃ॥"

অর্থাৎ চাটুকার, তস্কর, বদ্‌মায়েস, দস্যু প্রভৃতি হইতে, বিশেষতঃ কায়স্থগণ হইতে, প্রজাদিগকে যত্নপূর্ব্বক রাজা রক্ষা করিবেন।

এই কথাগুলি কোন একটা ভদ্রশ্রেণীকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হইতে পারে না। তখন ঐ শব্দে কোন জাতি বুঝায় নাই; বৃত্তিই বুঝাইয়াছে সত্য; ঐ বৃত্তিও তদানীন্তন ভদ্র সমাজে প্রচলিত বা আদৃত ছিল না।

শুক্রনীতির "শুল্কগ্রাহীতু বৈশ্যঃ" অর্থাৎ বৈশ্য শুল্কগ্রহণে নিযুক্ত হইবে এই কথা দ্বারা বুঝায় কতকগুলি বৈশ্য শুল্ক গ্রহণ করিতেন, তাঁহাদের কেহ কেহ যেন কায়স্থ-বৃত্তিও করিতেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে কায়স্থ করণ নামক সঙ্কর জাতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহাতে মনে হয়, পরবর্ত্তী কালে লিপিব্যবসায়ী বিবিধ শ্রেণীর শূদ্র এবং কতক বৈশ্যও বৃত্তি-সাম্যে মিশিয়া কায়স্থ নামে একটা মিশ্রিত জাতি হইয়া গিয়াছিল।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তকার যে শ্রেণীকে জাতিতে কায়স্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই করণ জাতিও একটা ভদ্র শ্রেণী বলিয়া ব্রাহ্মণাদি উচ্চ সমাজে গণ্য ছিল বলিয়া বোধ হয় না। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য কায়স্থকে যেভাবে উপস্থিত করিয়াছেন, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণকার ব্যাসদেব লিপিকর করণ-কায়স্থজাতিকে তদপেক্ষাও কুৎসিৎরূপে উপস্থিত করিয়াছেন। যথা :—

"তৈলচৌর স্তৈলকীটো মূর্দ্ধি কীটস্ত্রিজন্মকম্।
তদাভবেৎ স্বর্ণকারো জন্মৈকং (দুষ্ট) মানসঃ।
বিপ্রৈক লিপিকর্ত্তাচ ভক্ষ্যদাতুর্ধনং হরেৎ।
তমঃকুণ্ডে বর্ষশতং স্থিত্বা স্বর্ণবণিক্‌ভবেৎ।
জন্মৈকঞ্চ দুরাচারো জন্মৈকং করণোভবেৎ।
কায়স্থেনোদরস্থেন মাতুর্মাংসং ন খাদিতম্

স্বর্ণকারঃ স্বর্ণবণিক্ কায়স্থশ্চ ব্রজেশ্বর।
নরেষু মধ্যেতে ধূর্ত্তাঃ কৃপাহীনা মহীতলে।
হৃদয়ং ক্ষুরধারাভং তেষাঞ্চ নাস্তি সাদরম্।
শতেষু সজ্জনঃ সোঽপি কায়স্থো নেতরৌ চ তৌ।
সুবুদ্ধিঃ শিবযুক্তশ্চ শাস্ত্রজ্ঞো ধর্ম্মমানসঃ।
ন বিশ্বসেৎ তেষু তাত স্বাত্ম কল্যাণ হেতবে।"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ব্রহ্মখণ্ড ৮৫ অং। ১২৮—১৩৩)

অনুবাদ। কেহ তৈল চুরি করিলে তিন জন্ম তৈল কীট (তেল-চোরা), তিন জন্ম মাথার উকুন হইয়া জন্মগ্রহণ করে; তৎপর এক জন্ম দুষ্টচিত্ত স্বর্ণকার, এক জন্ম ব্রাহ্মণের লিপিকারক হইয়া অন্নদাতার ধন হরণ করে; তৎপর একশত বৎসর নরকে বাস করিয়া এক জন্ম সুবর্ণ বণিক্ হইয়া জন্মগ্রহণ করে; তৎপর একজন্ম দুরাচার করণ হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। এই করণকায়স্থ জননীর গর্ভে থাকিয়া যে জননীর উদরস্থ মাংস ভক্ষণ করে না ইহা তাহার কৃপা বশতঃ নহে, কিন্তু দন্তের অভাব বশতঃ। হে ব্রজেশ্বর নন্দরাজ! স্বর্ণকারক, সুবর্ণ বণিক্ ও কায়স্থ এই তিন জাতি পৃথিবীতে মনুষ্য মধ্যে ধূর্ত্ত এবং কৃপাশূন্য। এই তিনের হৃদয় ক্ষুরধারের ন্যায় তীক্ষ্ণ, তাহাদের সমাদর নাই। একশত কায়স্থের মধ্যে একজন সজ্জন থাকিলে থাকিতে পারে, কিন্তু সুবর্ণ বণিক্ ও স্বর্ণকারের মধ্যে তাহাও নাই। এই তিনের মধ্যে যদি কাহাকে সুবুদ্ধি, শুভলক্ষণ-যুক্ত, শাস্ত্রজ্ঞ এবং ধর্ম্মের-দিকে-মতিবিশিষ্ট দেখা যায়, আত্মকল্যাণকামী ব্যক্তি, তেমন সুবর্ণবণিক্, স্বর্ণকার এবং কায়স্থেও বিশ্বাস করিবেন না।

কেবল বৈশ্য এবং শূদ্র নহে, ব্রাহ্মণগণও এই কায়স্থবৃত্তি করিয়া ঐ দলে মিশিতেন বলিয়া বোধ হয়। পাটোয়ারী ব্রাহ্মণ সুবিধামত বৈশ্য পাটোয়ারী স্ত্রীতে উপগত হইবার ফলে অন্য এক শ্রেণীর কায়স্থ জন্মিয়া-

ছিল। ঔশনসঃ ধর্ম্ম শাস্ত্র এই কায়স্থ জাতির উৎপত্তি লিখিয়া ঠিক যাজ্ঞবল্ক্য ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণকারের ন্যায় কায়স্থ চরিতের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। যথা :—

"বৈশ্যায়াং বিপ্রতশ্চৌর্য্যাৎ কুন্তকারঃ স উচ্যতে ॥ ৩২ ॥
কুলালবৃত্ত্যা জীবেত নাপিত্যাবা ভবন্ত্যতঃ।
সূতকে প্রেতকে বাপি দীক্ষাকালেঽথ ব্যপনম্ ॥ ৩৩ ॥
নাভেরুর্দ্ধন্তু ব্যপনং তস্মান্নাপিত উচ্যতে।
কায়স্থ ইতি জীবেত্তু বিচরেচ্চ ইতস্ততঃ ॥ ৩৪ ॥
কাকাল্লৌল্যং যমাৎ ক্রৌর্য্যং স্থপতে রথ কৃন্তনং।
আদ্যক্ষরানি সংগৃহ্য কায়স্থ ইতি কীর্ত্তিতঃ ॥" ৩৫

(ঔশনসং ধর্ম্ম শাস্ত্রম্—৩২—৩৫ শ্লোং)।

অনুবাদ। ব্রাহ্মণ বৈশ্যের স্ত্রীতে গোপনে সংসর্গ দ্বারা কুন্তকার জাতি উৎপাদন করেন। সে কুলাল বৃত্তি (ঘটাদি বিক্রয় ও প্রস্তুত দ্বারা) অথবা নাপিতের কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। সূতিকাশৌচে মৃতকাশৌচে এবং দীক্ষা গ্রহণ করা কালে নাভি হইতে মাথা পর্য্যন্ত ব্যপন (কামান) করে বলিয়া নাপিত বলা হয়। সে কায়স্থ এই নামেও ইতস্ততঃ ভ্রমণ করতঃ জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। এই বহুরূপী ব্যক্তি কাকের মত চঞ্চল, যমের ন্যায় নিষ্ঠুর এবং স্থপতির (প্রস্তর-খোদকের) ন্যায় অঙ্গের মর্ম্মস্থল বিদারক। কাকের আদি অক্ষর কা, যমের আদি অক্ষর য, স্থপতির আদি অক্ষর স্থ এই তিনের সংযোগে কায়স্থ নাম হইয়াছে।

কমলাকর ভট্ট কৃত শূদ্র ধর্ম্মতত্ত্বে আর এক শ্রেণীর কায়স্থের উৎপত্তি

"মাহিষ্য বনিতা সূনুঃ বৈদেহাৎ যঃ প্রসূয়তে।
সঃ কায়স্থ ইতি প্রোক্ত স্তস্য ধর্ম্মো বিধীয়তে।
অধমঃ শূদ্র জাতিভ্যঃ পঞ্চ সংস্কারবান্ সৌ।"

অনুবাদ। বৈদেহ জাতীয় পুরুষ উপপতিভাবে মাহিষ্যের স্ত্রীতে যে সন্তান উৎপাদন করে সে কায়স্থ, তাহার ধর্ম্ম বলিতেছি শ্রবণ কর; সমস্ত শূদ্র জাতির মধ্যে কায়স্থ অধম এবং তাহার সংস্কার মাত্র পাঁচটী।

ব্যাস সংহিতায় কায়স্থ অন্ত্যজ, অদৃশ্য ও অস্পৃশ্য বলিয়া বর্ণিত আছে। যথা:—

"বণিক্ কিরাতি কায়স্থ মালকার কুটুম্বিনঃ।
বরটো মেদ চণ্ডাল দাশশ্বপচ কোলকাঃ।"
এতেঽন্ত্যজাঃ সমাখ্যাতা যে চান্যে চ গবাশনাঃ।
এষাং সম্ভাষণাৎ স্নানং দর্শনাদর্ক বীক্ষণম্।"

(১ম অং। ১১—১২)।

অনুবাদ। বণিক্, কিরাত কায়স্থ, মালাকার, কুটুম্বী, বরট, মেদ, চণ্ডাল, দাশ, শ্বপচ এবং কোল জাতি ও যাহারা গো মাংস ভক্ষণ করে ইহারা অন্ত্যজ। ইহাদের সহিত আলাপ করিলে স্নান করিয়া, এবং ইহাদিগকে দেখিলে সূর্য্য দর্শন করিয়া পবিত্রতা লাভ করিতে হইবে।

এসম্বন্ধে আর অধিক উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক। এই সকল শাস্ত্রীয় বচন দ্বারা কি নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিপন্ন হয় না যে কায়স্থ জাতি সঙ্কর শূদ্র বিশেষ এবং এই জাতি পূর্ব্বে হিন্দু সমাজের অন্তর্গণ্ডীতে প্রবেশ করিতে পারিত না?

শুক্রনীতিতে কায়স্থ অধমপাত্র এবং নাট্যশাস্ত্রেও লেখক অধম পাত্র মধ্যে নির্দ্দিষ্ট আছে। এই সকল কথা কখনও ক্ষত্রিয়ের উপযোগী নহে। শুক্রনীতিতে লিখিত আছে:—

"ভাগহারী ক্ষত্রিয়স্তু সাহসাধিপতিশ্চ সঃ।
গ্রামপো ব্রাহ্মণো যোজ্যঃ কায়স্থোলেখকঃ স্মৃতঃ।"

(শুক্র। ৩। ৪২৮)।

অনুবাদ। রাজা ক্ষত্রিয়দিগকে রাজার প্রাপ্য ভাগ সংগ্রহ কার্য্যে, এবং দস্যু প্রভৃতি দমন কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন এবং কায়স্থদিগকে লেখক (কেরাণী) নিযুক্ত করিবেন।

অতএব কায়স্থ জাতি ক্ষত্রিয় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক জাতি।

বহুরূপী কায়স্থগণ এখন আবার ক্ষত্রিয় সাজিতেছেন। "কায়স্থকুল-তত্ত্ব" রচয়িতা কালাচাঁদ বসু মহাশয় (বিশ্বকোষ প্রণেতা বসু মহাশয়ের স্বজাতি) তাঁহার পুস্তকের ৩২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

"ক্ষত্র হ'তে বড় সাধ যুক্তি পরিপাটী।
লেখনীর চর্চ্চা ছেড়ে ঘুরাবেন লাঠি॥"

---

* ইং ১৯১৬ সালে মহামান্য হাইকোর্টের বিচারে কায়স্থ শূদ্র বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। যথা—

We agree with the learned Subordinate Judge the Kayasthas according to the law prevalent in Bengal are considered as Sudras. The question has frequently arisen in connection with cases of adoption and it is settled that as Sudras, no religious ceremony is in their case necessary, but that the mere giving and taking of a son is sufficient to give validity to adoption amongst them.

* * * * *

Bengali Kayasthas have been uniformly treated as Sudras in our Courts and the question does not appear capable of serious argument, although attempts may

কায়স্থ যদি ক্ষত্রিয় তবে তাহাদের রাজ্য কোথায় ছিল? বিশাল ভারতে তাঁহাদের বীর্য্যবহ্নির চিহ্ন কৈ? জয়ন্তকে আদিশূর ধরিয়া শূর বংশের দৌহিত্র বল্লালসেনকে কায়স্থ বলিয়া দলপুষ্টি করিলে চলিবে না। জয়ন্ত যে আদিশূর নহে তাহা নবম অধ্যায়ে ১০৫ পৃষ্ঠায় সমালোচনা করিয়াছি। সন ১৩২১ সালের মাঘ মাসের 'সাহিত্য' পত্রিকায় শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্র মহাশয় বসুমহাশয়ের উক্তির প্রতিবাদ করিয়া বিশেষ ভাবে প্রমাণ করিয়াছেন যে জয়ন্ত আদিশূর নহেন। জেলা যশোহরের অন্তঃপাতী ব্রাহ্মণডাঙ্গা নিবাসী ঘটক শ্রেষ্ঠ ৺বংশীবদন বিদ্যারত্ন মহাশয়ের কুলপঞ্জিকা হইতে বসু মহাশয় তাঁহার ব্রাহ্মণকাণ্ডে নিম্নলিখিত দুইটী শ্লোক—

১। ভুশূরেণচ রাজ্ঞাপি শ্রীজয়ন্ত সুতেন চ।
নাম্নাপি দেশ ভেদৈস্তু রাঢ়ীবারেন্দ্র সাতশতী॥

২। বেদবাণাঙ্গ শাকেতু নৃপোঽভূচ্চাদিশূরকঃ।
বসু কর্ম্মাঙ্গকে শাকে গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ॥

তুলিয়া কবি কহ্লনোক্ত ক্ষত্রিয়রাজ জয়াপীড়ের শ্বশুর পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ জয়ন্তকে আদিশূর বানাইয়া এবং বেদবাণাঙ্গ বা ৬৫৪ শকে (৭৩২ খৃঃ অব্দ) আদিশূরের রাজ্য লাভ এবং ৬৬৮ শকে কনৌজ হইতে ব্রাহ্মণ পঞ্চকের আগমন কাল নির্দ্ধারিত করিয়া কায়স্থের

---

have recently been made by some members of the community to trace their descent from Khatriyas and some of them may have actually taken the sacred thread as belonging to the degenerate classes.

20 C. W. N. p. 901 Chaudhuri and Newbold. J. J.

ক্ষত্রিয়ত্বের অকাট্য প্রমাণ ঢক্কানাদে ঘোষণা করিয়াছেন। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি হইতে শ্রীযুক্ত পুরন্দর কাব্যতীর্থ মহাশয় প্রেরিত হইয়া ব্রাহ্মণডাঙ্গায় উক্ত ঘটক মহাশয়ের বাটীতে যাইয়া বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়া আসিয়াছেন যে উক্ত কুলগ্রন্থে নগেন্দ্র বাবুর উদ্ধৃত "ভূশূরেণচ রাজ্ঞাপি শ্রীজয়ন্ত সুতেন চ" শ্লোক নাই; আছে "ভূশূরেণ চ রাজ্ঞাপি আদিশূর সুতেন চ"। আর "বেদবাণাঙ্গ শাকেতু নৃপোঽভূচ্চাদিশূরকঃ" শ্লোক নাই, আছে—

"বেদবাণাঙ্ক শাকেতু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ।"

অর্থাৎ ৯৫৪ শকে (১০৩২ খৃঃ অব্দে) বিপ্রগণ আগমন করিয়াছিলেন।

অতএব কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী সব "চিচিঙ্ ফাঁক"। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে বসু মহাশয় "প্রক্ষেপে" সিদ্ধ হস্ত! কেমন হাত সাফাই!! একদম বেমালুম ওলট পালট!!! তিনি মনে করিয়াছিলেন যে তাঁহার এই লুকোচুরি ধরিবার কাহারও সাধ্য নাই। লোকে কথায় বলে—

চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা,
যদি পড়ল ধরা তবে * * *

তিনি যখন তমলুকের রাজগণকে কায়স্থ বলিয়া লিখিতে পারিয়াছেন তখন বীর্য্যসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই বসুমহাশয়ের নিকট কায়স্থ! কি বৈদিক কি ঐতিহাসিক যুগে বংশপরম্পরায় স্বাধীনভাবে কায়স্থগণ রাজচক্রবর্ত্তী হইয়া রাজত্ব করিয়াছেন, কোন ঐতিহাসিক এপর্য্যন্ত অবগত নহে। কেবলমাত্র কায়স্থকোষ বিশ্বকোষেই কায়স্থের বহুরূপের ক্ষত্রিয়রূপ চিত্রিত হইয়াছে।

মুদ্রারাক্ষস প্রণেতা ব্রাহ্মণ কবি বিশাখ মহাশয় চাণক্য পণ্ডিতের মুখে কায়স্থ জাতির প্রতি যেরূপ অবজ্ঞা ও উপেক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন তাহার

দ্বারা মনে হয় যে অতিপূর্ব্বে কায়স্থগণ রাজসভায় কোন সম্মানসূচক পদ পাইত না যথা—

"কায়স্থ ইতি "লঘ্বী" এষা মাত্রা"

কেবলমাত্র মুসলমান ও ইংরাজ আমলে রাজসংসারে প্রবেশ করিয়া শিক্ষা ও অধ্যবসায় বলে নিজেদের অবস্থা উন্নত করিয়াছে। ক্ষত্রিয়বাদী কায়স্থগণ সনাতন আর্য্যযুগ হইতে নিজেদের মধ্যে রাজচক্রবর্ত্তী দেখিতে না পাইয়া অযোধ্যাপতি ত্রেতাবতার শ্রীরামচন্দ্রকে, দ্বাপরে শ্রীভগবানের পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে স্বজাতি ঘোষণা করিয়া নিজেদের মাসিক পত্রিকা "আর্য্য কায়স্থ প্রতিভা" ১৩১৮ সালের শ্রাবণ মাসের সংখ্যায় ১৫২ পৃষ্ঠায় দেশের সমগ্র ব্রাহ্মণ সমাজকে ভীষণভাবে আক্রমণ করিয়াছেন। কায়স্থগণ পূজনীয় ব্রাহ্মণগণের প্রতি যেরূপ ধৃষ্টতা, অবজ্ঞা ও অসম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, প্রাণ শিহরিয়া উঠে। নগেন্দ্র বাবু ক্ষত্রিয়বাদী কায়স্থগণের নেতা তিনিই এই ধৃষ্টতার পথপ্রদর্শক। পাঠকমহাশয়! কায়স্থের ধৃষ্টতা ও অহঙ্কার কত উচ্চে উঠিয়াছে তাহা উক্ত মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত "কায়স্থ" শীর্ষক পদ্যাংশ পাঠ করিয়া অবগত হউন।

"কায়স্থ।"

কায়স্থ! ক্ষত্রিয় তুমি আর্য্য বংশধর, বেদ মন্ত্রে বেদ ধর্ম্মে তুমি অধিকারী।
তুমি নহ নীচ শূদ্র গোলাম নফর, নত মস্তক পাদ্যহস্ত পদসেবাকারী॥
সিংহাসনে তুমি রাজা রাজদণ্ডধারী, রণক্ষেত্রে তুমি সৈন্য তুমি সেনাপতি।
মন্ত্রগৃহে তুমি মন্ত্রী রাজকর্ম্মচারী, শাসনে পালনে তব সুখী বসুমতী॥

* * *

দেবালয়ে তুমি কৃষ্ণ বিষ্ণু অবতার, রামরূপে বিরাজিছ বৈকুণ্ঠ বিহারী।
ব্রাহ্মণ চণ্ডাল পূজে চরণ তোমার, তুমি বুদ্ধ জগতের পাপতাপহারী॥

তব পুণ্য পাদস্পর্শে তীর্থ বৃন্দাবন, অযোধ্যা মিথিলা কিবা দ্বারকা প্রভাস।
কি গৃহস্থ বানপ্রস্থ তপস্বী ব্রাহ্মণ, গোলক বৈকুণ্ঠ ছাড়ি করে অভিলাষ॥
অহল্যা ব্রাহ্মণ পত্নী পাতকী পাষাণী, তোমার চরণ স্পর্শে হইল উদ্ধার।
হইল বাল্মীক মুনি দস্যু যারে জানি, তোমার পবিত্র নাম জপি অনিবার॥
তব মন্ত্রে শত শত দীক্ষিত ব্রাহ্মণ, ভক্তি ভরে অবিরত জপে তব নাম।
মুমূর্ষুর ক্ষীণ কর্ণে করে উচ্চারণ. লেখে কণ্ঠে বক্ষে ভালে হরে কৃষ্ণ রাম॥
পুণ্যশ্লোক তবনাম পাতক নাশন, সুপ্রভাত হেতু স্মরে প্রভাত সময়।
রোগে শোক দুর্নিমিত্ত করে নিবারণ, পাপ তাপ দুঃখ দৈন্য দূরীভূত হয়॥
পবিত্র ভারত গাঁথা কাব্য রামায়ণ, তোমারি বংশের কীর্ত্তি পুণ্য ইতিহাস
তোমারি গীতার ধর্ম্ম বিজ্ঞান দর্শন, জগতের একমাত্র আশা অভিলাষ!
সেই রক্ত সেই মাংস সেই তুমি আজ, সেই ক্ষত্রিয়ের বংশ কায়স্থ সন্তান।
তোমারি কি পরিচর্য্যা পদসেবা কাজ, এই কি বেদান্তবেদ শাস্ত্রের বিধান?
ধূর্ত্তভণ্ড মিথ্যাবাদী মহাপ্রবঞ্চক, কোন যাদু মন্ত্রে তব হরিল চেতনা?
কি বিষম ইন্দ্রজাল কি ঘোর কুহক, পবিত্র ধর্ম্মের নামে ঘোর প্রতারণা!
উঠ জাগ সুপ্ত সিংহ ঘুমায়োনা আর, অতি উদ্ধে অতি উচ্চে তব সিংহাসন।
তোমার চরণ তলে অর্ঘ্য উপহার, যুগে যুগে দেখ কত অর্পিছে ব্রাহ্মণ॥
আত্মমান মর্য্যাদার অতুল গৌরবে পর সে জগদ্দীপ্ত যশেরকিরীট,
অশাস্ত্র ভণ্ডের শাস্ত্রে স্তূপে স্তূপে হবে, বিরচিত সংগ্রথিত তব পাদপীঠ
লহ সে গায়ত্রী মন্ত্র লহ উপবীত, পবিত্র ক্ষত্রিয় বেশ করহ ধারণ
ক্ষত্রিয় আচার নিষ্ঠা ক্ষত্রিয় উচিৎ, পাল সে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম করি প্রাণপণ!

পাঠক মহাশয় আরও শ্রবণ করিয়া কর্ণ সুশীতল করুন—

"* * গোমূর্খ ব্রাহ্মণকুলকলঙ্ক সমাজ কণ্টক বিপ্রপশুগণ কায়স্থ দিগকে উপবীত প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন।"

যে জাতি ব্রাহ্মণ দিগকে সম্মানে সম্মানিত করিয়া আসিতেছেন সেই

শুবুদ্ধি কায়স্থজাতিকে পল্লীগ্রামে অধম দ্বিজগুলা শূদ্র বলিয়া অভিহিত করে।"

শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মা কর্ত্তৃক "মন্দাকিনী" নাম্নী মাসিক পত্রিকার আষাঢ় মাসের সংখ্যা ৮৭ পৃষ্ঠা—

ইহার টীকাটীপ্পনী অনাবশ্যক।

যাহারা নিজের গুরু পুরোহিতকে এইরূপ অশ্রাব্য গালি দিতে পারে তাহারা যে অন্য ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে অবজ্ঞা করিবে তাহা বিচিত্র নহে।

ক্ষত্রিয়বাদী কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়দিগের 'দেববর্ম্মা' উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় কুল্লুক ভট্ট তদীয় মনুর টীকায় ঘোষ, বসু ও মিত্রদিগকে শূদ্র বলিয়া "দাস" দাসীরূপে অভিহিত করিয়াছেন। "দেব" অথবা "দেবী" সংজ্ঞার নির্দ্দেশ করেন নাই, স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন 'উদ্বাহতত্ত্বে' নিম্নলিখিত কুল্লুকের টীকা তুলিয়াছেন—

সংস্কারমাত্রেণ কুলধর্ম্মানুরোধেন কালান্তরেঽপি মঙ্গলবিশেষাচরণং শূদ্রাণাং নামকরণে বসুঘোষাদিপদ্ধতিযুক্তনামত্বঞ্চ বোধ্যং। দেব্যন্তাস্ত্রিয়ঃ স্মৃতা ইতি দ্বিজাতিস্ত্রীপরং, শূদ্রা দাসান্তকাঃ স্মৃতা ইতি বচনাৎ তৎপত্ন্যাশ্চ পুংযোগাৎ জাতেশ্চেতি "ঈ" প্রত্যয়েন দাস্যন্ততা। শূদ্রে শিষ্টব্যবহারোঽপি তথা। যত্তু সর্ব্ববর্ণস্ত্রীপরং দেব্যন্ততা ইতি তন্ন, প্রকরণাৎ দ্বিজাতিপুংযোগবোধাচ্চ। "শর্ম্মণী" "বর্ম্মণী" প্রয়োগস্তু ন ব্যবহার্য্যঃ। দেবপূর্ব্বং নরাখ্যং স্যাদিত্যস্য তৎপরত্বানৌচিত্যাৎ। এবমেব কুল্লুকভট্টঃ। তেন বাক্যেঽপি তথা কল্পনা।—উদ্বাহতত্ত্ব।

অতএব মহামহোপাধ্যায় কুল্লুকভট্ট ক্ষত্রিয়বাদী কায়স্থগণের নিকট মূর্খ! শাস্ত্রানভিজ্ঞ!! ভণ্ড!!!

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

রাঢ়ীয় ঠাকুরগণের সাধের মেলকাহিনী।

কোন বিষয়ের ভাল মন্দ বিচার করিতে হইলে সেই জিনিষ বা বিষয়টীর সম্বন্ধে ভালরূপে জানিতে হইবে। সাধারণের চক্ষে রাঢ়ীয় সমাজ ভাল—গৌড়াদ্য বৈদিক সমাজ মন্দ। রাঢ়ীয় সমাজের ইতিবৃত্ত বিশেষ ভাবে কিছুই লিখিত হয় নাই, প্রসঙ্গচ্ছলে দুই এক কথা উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র। যেমন কনৌজ ব্রাহ্মণ দিগের সহিত সপ্তশতী মিশিয়া আধুনিক শ্রোত্রিয় রাঢ়ীয় সমাজের গঠন হইয়াছে সেইরূপ গৌড়াদ্য বৈদিকগণের সহিত দ্রাবিড় ব্রাহ্মণগণের যোগে মিলিত সমাজ গৌড়াদ্য বৈদিক আখ্যা পাইয়াছে। আবার এই সম্প্রদায়ের ভূদেবগণের অশেষ শাস্ত্র জ্ঞান এবং বেদ ব্যাখ্যানে পারদর্শিতার জন্য তাঁহারা অত্যুচ্চ সম্মানাস্পদ "ব্যাস" আখ্যায় আখ্যাত হইয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ভাল কি মন্দ তাহা পাঠকগণ বিচার করিবেন। কোন যষ্টিকে ছোট বলিতে যাইলে তাহার পার্শ্বে তদপেক্ষা আর একটী বড় যষ্টিকে রাখিতে হইবে, নতুবা কোনটী বড় কোনটী ছোট তাহার বিচার করা কঠিন। বাস্তবিক রাঢ়ীয় সমাজ বিশাল সমাজ। শিক্ষা, দীক্ষা, বিদ্যা, বুদ্ধিতে রাঢ়ীয় সমাজ যে বঙ্গের শোভাস্বরূপ তাহা আমি শতবার স্বীকার করিতেছি। এত বড় সমাজের ইতিবৃত্ত লিখিতে যাওয়া মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তির বিড়ম্বনামাত্র। তাঁহাদের বংশ মর্য্যাদার কথা লিখিতে যাওয়া বাঁমনের চন্দ্র ধারণের প্রয়াস অথবা ভেলার সাহায্যে সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা বলিতে হইবে। মহাকবি কালিদাসের কথায় বলিতেছি —

"প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ"।

* * *

ক্ব সূর্য্য প্রভবো বংশঃ ক্ব চাল্পবিষয়ামতিঃ
তিতীর্ষুর্ দুস্তরং মোহাদুড়ূপেনাস্মি সাগরম্ ॥"

কবি মীমাংসাস্থলে আবার বলিতেছেন—

"অথবা কৃতবাগ্দ্বারে বংশেঽস্মিন্ পূর্ব্বসূরিভিঃ।
মণৌ বজ্র সমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ ॥

অর্থাৎ পূর্ব্বকবিগণ (বাল্মীকি প্রভৃতি গ্রন্থকর্ত্তৃগণ) বর্ণনারূপে (রামায়ণাদি কাব্যরূপে) এই বংশের প্রবেশদ্বার উদ্ঘাটিত করিয়াছেন, অতএব হীরক সূচিদ্বারা ছিদ্রিত মণির অভ্যন্তরে যেমন সূত্রপ্রবেশ করে তেমনি এই বংশেও আমার (ক্ষুদ্র-বুদ্ধিশক্তির) প্রবেশ হইতে পারিবে।

দেবীবর, নূলোপঞ্চানন, ধ্রুবানন্দ মিশ্র,বংশীবদন বিদ্যারত্ন প্রভৃতি রাঢ়ীয় কুলাচার্য্যগণ পূর্ব্বেই মেলকারিকা, মেলকাণ্ড, মেলরহস্য, মেলচন্দ্রিকা ও মেলমালা প্রভৃতি বহুতর কারিকায় গোষ্ঠীকথার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকলের সাহায্যে শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্র নাথ বসু রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বিবরণ লিখিয়াছেন; তদবলম্বনেই রাঢ়ীয় সমাজের কিঞ্চিৎ বিবরণ পাঠকগণকে উপহার প্রদান করিতে সাহসী হইলাম।

নবম অধ্যায়ে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ঠাকুরগণের পূর্ব্বপুরুষ ব্রাহ্মণপঞ্চকের কল্পিত আদিশূরের পুত্রেষ্টি যজ্ঞে আগমন বৃত্তান্ত অলীক তাহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। কুলাচার্য্যগণের কুলকারিকা ব্যতীত তাহা কোন ঐতিহাসিক প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন নহে। কুলাচার্য্যগণ আরও একটী ঐন্দ্রজালিক গল্প রচনা করিয়া রাখিয়াছেন যে কনৌজ হইতে আনীত ব্রাহ্মণ পঞ্চকের বেশ ভূষা, এবং চর্ম্মপাদুকাপদে তাঁহাদিগকে তাম্বূলচর্ব্বণ করিতে শুনিয়া রাজা আদিশূর তাঁহাদের সহিত যখন আর দেখা করিলেন না তখন ব্রাহ্মণ পঞ্চক

রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য যে অর্ঘ্য আনিয়াছিলেন সেই অর্ঘ্য রাজপুরীর মধ্যে শুষ্ক মল্ল কাষ্ঠে স্থাপন করিবামাত্র উহা সঞ্জীবিত হইয়া ফলপুষ্পে শোভিত হইল। যদি যথার্থ এই ঘটনা ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে ব্রাহ্মণগণের তপস্যা বা যোগশক্তির মাহাত্ম্যে হইয়াছে বলিতে হইবে। এই রূপ অদ্ভুত ক্ষমতা সম্পন্ন ঋষিতুল্য মহাত্মাগণ সেই সময়ে কনৌজে উপস্থিত থাকিতে মুসলমানগণের দ্বারায় কনৌজের দুর্দ্দশা হইল কেন? গজনির মামুদের ভীষণ অত্যাচারের একটা প্রতিকার হইল না কেন? বৌদ্ধদিগের অত্যাচার নিবারণকল্পে অর্ব্বুদ পর্ব্বতে ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ করিয়া যজ্ঞানল হইতে চালুক্য চৌহান প্রভৃতি বীরগণকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন তাহা রাজস্থানে লিখিত হইয়াছে। দ্রোণাচার্য্য কর্ত্তৃক অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য দ্রুপদ রাজার যজ্ঞে দ্রোণাচার্য্যের প্রাণহন্তাকারী ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্ম বিবরণ মহাভারতে লিখিত হইয়াছে। তপোবল সম্পন্ন ব্রাহ্মণগণের যোগশক্তির কথা এখনও ভারতবাসীর কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কনৌজের যোগবলসম্পন্ন অদ্ভুত ক্ষমতাশালী ব্রাহ্মণগণ একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে যবন কবলিত কনৌজের উদ্ধার সাধন না করিয়া গৌড়দেশে আসিয়া ভেল্কীবাজী দেখাইয়াছিলেন ইহা সহজে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না—

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বসু মহাশয় আদিশূরের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ ৮ম শতাব্দীতে সম্পন্ন হইয়াছিল তাহাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ব্রাহ্মণদিগের আগমন কাল সম্বন্ধে নবম অধ্যায়ে বসু মহাশয়ের উক্তির প্রতিবাদ করিয়াছি। সন ১৩২১ সালের মাঘ মাসের 'সাহিত্য' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্র মহাশয় বসু মহাশয়ের উক্তির প্রতিবাদ করিয়া ১১শ শতাব্দীতে ব্রাহ্মণগণের আগমন কাল প্রমাণ করিয়াছেন। ৺মহিমা চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের প্রণীত "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" নামক পুস্তকেও তাহাই স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে:

রাঢ়ীয় ঠাকুরদিগের পূর্ব্বপুরুষ ব্রাহ্মণ পঞ্চকের ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতার কথা, তাহাদিগের ঘটকগণ প্রচার করায় পাশ্চাত্য বৈদিকগণও শ্যামল বর্ম্মা দেবের শাকুন শত্র সম্পন্ন করিতে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের আগমনের কথা প্রচার করিলেন। শ্যামল বর্ম্মা দেবের গৃহের উপর যে শকুনি বসিয়াছিল মন্ত্রবলে তাহাকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়া যজ্ঞে আহুতি প্রদান করা বড় অল্প শক্তির কথা নহে ১০০১ শকাব্দে অর্থাৎ ১০৭৯ খ্রীষ্টাব্দে কনৌজ হইতে বৈদিকগণের আগমনকাল তাঁহাদিগের কুলপঞ্জিকাতে লিখিত হইয়াছে। সেই সময়ে ভারতের পশ্চিম প্রান্তের রাজনৈতিক গগন ঘোর ঘন ঘটাচ্ছন্ন; সেই করাল কাল মেঘের বজ্রপাতে কনৌজ বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। দেবমন্দিরের সৌধচূড়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছিল। ১০০১ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১১৯২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত গজনির মামুদ ও মহম্মদঘোরীর বারম্বার আক্রমণে সনাতন আর্য্য গৌরবরবি চিরতরে অস্তমিত। সেই সময়ে যোগবল সম্পন্ন ব্রাহ্মণগণ নিজেদের দেশ রক্ষা না করিয়া কুলকারিকায় রচিত বৈদিকধর্ম্ম লুপ্ত বৌদ্ধভাবাপন্ন বঙ্গ দেশকে উদ্ধার করিতে আসিলেন ইহা গল্প কথা ভিন্ন আর কিছু নহে। কুলকারিকাতে লিখিত হইয়াছে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাবল্যে বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণগণনিরগ্নিক হইয়া গিয়াছিল, তাঁহাদিগের যোগশক্তি অন্তর্হিত হইয়াছিল ইহা সত্য কি না তাহাই আলোচনার যোগ্য হইয়াছে। ৭ম শতাব্দীতে হিউয়েনসাং কনৌজে আগমন করিয়া ১০০ সঙ্ঘ ১০০০০ সহস্র বৌদ্ধশ্রমণ দেখিয়াছিলেন, বঙ্গদেশে (পুণ্ড্রবর্দ্ধন উত্তর বঙ্গে) ২০টী সঙ্ঘ ৩০০ শ্রমণ, কামরূপে কিছুই ছিল না সমতট (পূর্ব্ব বঙ্গে) ৩০টী সঙ্ঘ ২০০০ শ্রমণ, তাম্রলিপ্তে (দক্ষিণ বঙ্গে) ১০টী সঙ্ঘ এবং ১০টী কর্ণ সুবর্ণে (পশ্চিম বঙ্গে) পরে পশ্চিম বঙ্গে রাজা শশাঙ্কদেবকে গয়া ক্ষেত্রে বোধিবৃক্ষ ছেদন করিতে দেখিয়াছিলেন। অতএব কনৌজ অপেক্ষা বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাবল্য কিরূপে বলা যায়। কায়স্থ-প্রবর বাবু গিরীন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত "ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ" নামক পুস্তকের

২৫শ ও ২৬শ পৃষ্ঠা হইতে পাঠকগণের অবগতির জন্য কিছু কিছু উদ্ধৃত করিলাম। যথা—

"There is hardly any occasion to believe that genuine Brahmans were imported from a country where Budhism was more predominant and where a constant dispute of the Budhists and the Hindus prevailed.

* * * *

The date of the migration of the ancestors of the Pas'chatya Vaidic is given as 1001 Saka (1079) A. D. But the themost probable date may be 1017 when Mahammad of Ghazni invaded and plundered Kanouj. Mahammad Ghori in 1192 A. D. defeated the Rathore King jaichand of Kanouj in the battle fought near Etwa, and annexed the country from Kanouj to Benares the seats of Brahmanism and there can, therefore, be no doubt of a further migration then from these countries to Bengal to escape the ravages of the begoted Moslem invaders.

Besides the five principal gotras of the Pas'chatya Brahmans descended from the 5 Brahmans alleged to have came in Syamal Varma's court, six others are said to have come afterwards from Kanouj during 1204—1210 Saka=1282—1288 A. D.

The probable date may be 1232 A. D. when Sultan

conquered Ujjain and destroyed the celebrated temple of Mahakal, reigned at Delhi. The aforesaid historical facts clearly prove that the traditions of the Brahmans having been invited to perform the Vedic rites of the kings are pure myths, afterwards got up by the Brahman Ghataks in order to impart a sacerdotal influence on the Community and that these Brahmans and the Kayasthas were not guests but refugees in Bengal who had absconded from their homes to save themselves from the persecution of the Budhists and the Moslem kings.

নবম ও দশম অধ্যায়ে যাহা সমালোচনা করিয়াছি, কায়স্থ গ্রন্থকার গিরীন্দ্র বাবু ও তাহাই বলিয়াছেন : যজ্ঞাদি কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য কাশি কনৌজ হইতে ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন করিবার কথা কিছুতেই সত্য নহে। মুসলমানদিগের আক্রমণ হইতে স্ব স্ব ধন, ধর্ম্ম ও প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য পাশ্চাত্যবৈদিক ও রাঢ়ীয় ঠাকুরগণের পূর্ব্বপুরুষগণ পশ্চিমাঞ্চল হইতে পলায়ন করিয়া আসিয়া বঙ্গদেশে আশ্রয় লইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী ঘটকগণ অধস্তন বংশ পরম্পরার আভিজাত্য প্রচার করিবার জন্য এই সমস্ত গল্প কথা তাঁহাদিগের রচিত কারিকায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন ; ইহাতে ঐতিহাসিক সত্য কিছু নাই, সব মিথ্যা।

যাঁহারা কুল কারিকাগুলি অভ্রান্ত সত্য বলিয়া আদিশূরের অস্তিত্বের কথা, আদিশূরের পুত্রেষ্টী যজ্ঞের কথা বেদ বাক্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, সেই কুলকারিকা দ্বারাই তাঁহাদের সমাজ চিত্র অঙ্কিত করিব। যদি সেই কারিকাগুলির একাংশ সত্য বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে তাহাদের অন্যাংশ সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে।

বারেন্দ্র কুলপঞ্জী হইতে জানিতে পারা যায়, যে ভট্ট নারায়ণ দক্ষ প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরা অযাজ্য আদিশূরের যাজন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হইলে দেশীয় ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদিগকে সমাজচ্যুত করিয়াছিলেন (১৩৯ পৃষ্ঠা দেখুন)। ভট্টনারায়ণাদি ব্রাহ্মণগণ কোন উপায় না দেখিয়া পুনরায় গৌড়দেশে আদিশূরের সমীপে উপস্থিত হন। আদিশূর তাঁহাদিগকে গৌড়ে অবস্থান করিতে দিয়া সপ্তশতী ব্রাহ্মণ কন্যাগণকে সম্প্রদান করাইয়া কনোজাগত ব্রাহ্মণগণকে গৌড়দেশে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহারাও শ্বশুরালয়ের সন্নিকটে ধান্যশালী রাঢ় দেশে বসবাস করিয়া সপ্তশতী কন্যাতে পুত্র কন্যা উৎপাদন করিলেন। এদিকে কালে ভট্ট নারায়ণাদির মৃত্যু হইলে কান্যকুব্জবাসী পূর্ব্বপক্ষীয় পুত্রেরা তাঁহাদের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া শ্রাদ্ধ করিলেন। কিন্তু সমাজের প্রতিবাসী ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের দান গ্রহণ, কি অন্নভোজন না করায় তাঁহারা অনন্যোপায় হইয়া পরিবারবর্গের সহিত গৌড়ে আসিলেন। আদিশূর তাঁহাদিগকে রাঢ়দেশে বাস করিতে অনুরোধ করিলে বৈমাত্র ভ্রাতৃগণের সহিত রাঢ়দেশে থাকিতে অসম্মতি প্রকাশ করিলে নিজ রাজধানীর নিকট বারেন্দ্র দেশে তাঁহাদের বাসের জন্য শস্যপূর্ণ মনোহর গ্রাম প্রদান করিলেন।

* * *

"যে সপ্তশতিকা বিপ্রা রাঢ়দেশ নিবাসিনঃ।
ছান্দোগা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞা নীতিমন্ত্রবিশারদাঃ॥
এভ্যঃ কন্যাঃ প্রদাস্যন্তু বিপ্রমুখেভ্য এবতে।
এতেষাং নিগড়ো তেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥
যাপ্রজাঃ প্রজায়েরণ ভবেন্মেকীর্ত্তিরক্ষয়া।
কান্যকুব্জদ্বিজাগ্রণ্যং বংশোঽস্মিন্ স্থাপিতো ময়া॥
নৃপাজ্ঞয়াদ্দুস্তেভ্যঃ কন্যাঃ সপ্তশতী দ্বিজাঃ।

রাঢ়ায়াং বহুধান্যায়াং শশুরালয়সন্নিধৌ ॥
নিবাসঃ রুরুচে তেভ্যঃ সমাদৃত্য সুহৃজ্জনৈঃ।
সদৃশান্ জনয়ামাসুস্তাসু পুত্রান্ কুমারিকাঃ ॥
তেজস্বিনো গুণবতো দীপো দীপান্তরাৎ যথা।
ততস্তে ক্রমশো বিপ্রাঃ পরলোকমুপাগমন্ ॥
পুত্রা যে পূর্ব্বপক্ষীয়াঃ কান্যকুব্জনিবাসিনঃ।
জ্যেষ্ঠাঃ পিতৃমৃতিং শ্রুত্বা ক্রমাৎ শ্রাদ্ধং কৃতঞ্চতৈঃ ॥
শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিতা যে যে ব্রাহ্মণা গ্রামবাসিনঃ।
নো ভুক্তং ন গৃহীতং তদন্নং দানঞ্চ তৈর্দ্বিজৈঃ ॥
ততোবমানিতা বিপ্রাঃ সদারাঃ সহপুত্রকাঃ।
আগতা গৌড়দেশেস্মিন্ পায়মুপলক্ষিতাঃ ॥
ততস্তে পূজিতা রাজ্ঞা নিবস্তুং প্রার্থিতাস্তথা।
রাঢ়ায়াং ভ্রাতরো যত্র নিবসন্তি সুহৃজ্জনৈঃ ॥
বাচো নিশম্য নৃপতেরুচুস্তে দ্বিজসত্তমাঃ।
বসামো নৈব রাঢ়ায়াং বৈমাত্র ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥
শ্রুত্বেতন্নৃপতিঃ প্রাহুঃ রাজধানী সমীপতঃ।
বারেন্দ্রাখ্যে সুশস্যাঢ্যে দেশে বসথ সুব্রতাঃ।
গ্রামাংস্তত্র প্রদাস্যামি শস্যযুক্তান্ মনোহরান্ ॥"

গৌড়ে ব্রাহ্মণ-ধৃত বারেন্দ্র কুলপঞ্জী।

'সম্বন্ধ নির্ণয়ের পণ্ডিত' লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় রাঢ়ীয় ঠাকুরগণের 'সপ্তশতী কন্যাগ্রহণ বারেন্দ্র ঠাকুরগণের 'উন্মত্তের প্রলাপ' বলিয়াছেন। এই অপ্রিয় সত্য কথাকে তিনি উন্মত্তের প্রলাপ

অর্থাৎ পাগলের কথা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন, কিন্তু নুলো পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য তাঁহার গোষ্ঠীকথায় স্পষ্টরূপে বিবৃত করিয়াছেন এবং সপ্তশতী ব্রাহ্মণ কাহারা তাহারও বিবরণ দিয়াছেন—

"সাতশতী দ্বিজগণে, পটু শূদ্রের যাজনে, নাহি যা'তে বেদ অনুষ্ঠান।
বিধি সিদ্ধ ক্রিয়াদায়, শূদ্রেও যে গোত্র পায়, যে যার চরণে লয় স্থান॥
শতধারা শূদ্রজাতি, গোত্র পায় নানা ভাতি, চাকলা-যাজীচক্কতি কারণ।
যবগ্রামে অবস্থান, গোত্রে গৌতম সন্তান, নাম লয় গোঁসাঞি নন্দন॥
চক্র ঋত্বিকেতে গত, নিপাতনের, ঋ হত, ঋত্বিকে চক্কতি মহাশয়।
তদবধি অর্থ হলে, কহে যে স্বদলে বলে, ভগ্নীপতি মুকুজ্যে মশায়॥
সাতশতী স্বস্ব খ্যাতি, আর নাহি পায় ভাতি, গুপ্ত আছে যেথায় সেথায়।
সেকথা ব'লবো কিবা নাহি আছে কিছু প্রভা, জীয়ন্তে ঠিক মরার প্রায়॥
সাতশতী দলে বলে, মেশে যে চক্কতি কুলে, ছাড়াইতে সে জঘন্য নাম।
সাতশতী দ্বিজ যারা, আগে শূদ্রজাতি ধারা, যেহেতু ব্রাহ্মণ্যে ছিল বাম॥

* * *

কান্যকুব্জের শ্রী গেল, সাতশতী মান্য হ'ল তার কন্যায় করে রন্ধন॥
দৌহিত্রে পিণ্ড দিল, চক্কতি উদ্ধার হ'ল, কন্যাদানে গোষ্ঠীপতি খ্যাতে
সাতশতী দ্বিজ যারা, মিশেল হইল তারা, কান্যকুব্জ দ্বিজ সমাগতে॥
কান্যকুব্জ অধস্তনে, ত্রয়োদশ মিশ্রার্জ্জুনে, মজে পিতাড়ী কন্যা দর্শনে
সেই হতে প্রবেশিলে, সাতশতী দলে, খোঁটা হয় বন্দ্য মুখোগণে॥"

* * * *

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—৯৫ পৃষ্ঠা।

রাঢ়ীয় গোষ্ঠীপতি নুলো পঞ্চানন বারেন্দ্রগণের উক্তিই সমর্থন করিতেছেন। অতএব রাঢ়ীয়গণের সাতশতী কন্যাগ্রহণ ব্যাপার "উন্মত্তের প্রলাপ" কিরূপে বলিতে পারা যায়?

"শুন রাঢ়ী বারেন্দ্র সাতশতী বিচার।
কেহ আগে কেহ পাছে এই মাত্র সার॥
কহে সাতশতীগণে সে ব্রাহ্মণ্য পেয়ে।
কান্যকুব্জের বিবাহে সাতশতীর মেয়ে॥
অতএব সাতশতী হেয় নয় মান্য।
সুবুদ্ধিতে এই কথা নাহি গণে অন্য॥"

অন্যস্থলে নুলো পঞ্চানন লিখিয়াছেন—

"কান্যকুব্জ তেজীয়ান লয় সাতশতী
মূর্খ নিন্দক দেখুক তায় যে কি ক্ষতি।
সাতশতীর প্রভা, কান্যকুব্জের আভা"

এক্ষণে সপ্তশতী ব্রাহ্মণ কাহারা ছিলেন তাহাই আলোচনা করিব।

চন্দ্রদ্বীপাধিপতি রাজা প্রেমনারায়ণের সভাসদ্ ধ্রুবানন্দ মিশ্র লিখিয়াছেন—

"মহারাজ আদিশূর পুত্রেষ্টী যজ্ঞ করিবার অভিপ্রায়ে কান্যকুব্জপতি বীরসিংহের নিকট ব্রাহ্মণ আনয়নের জন্য দূতদ্বারা পত্র পাঠান। বঙ্গদেশে তীর্থযাত্রা ব্যতীত অন্য কোন কারণে আসিলে পতিত হইবে, এই আশঙ্কায় কোন ব্রাহ্মণকে তিনি পাঠাইতে চাহিলেন না। সুতরাং কনোজপতি আদিশূরের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন। দূত ফিরিয়া আসিলে তাহার মুখে নিজ নিন্দাবাদ শুনিয়া আদিশূর কনোজপতির বিরুদ্ধে সেনাপতি বীরবাহুকে পাঠাইলেন। উভয় দলে যুদ্ধ হইল। গৌড় সেনাপতি নিহত হইলেন, কাজেই গৌড়রাজের পরাজয় হইল। তিনি আবার হেড়ম্বাধিপতিকে যুদ্ধ চালাইতে আদেশ করিলেন। হেড়ম্বরাজ অতিশয় চতুর। তিনি শুনিলেন কান্যকুব্জরাজ গো-বিপ্রের প্রতিপালক ও মহাযোদ্ধা কূটযুদ্ধ ভিন্ন তাঁহাকে পরাজয় করা সহজ নহে। তখন তিনি বঙ্গদেশীয় হীন

অস্পৃশ্য সপ্তশত ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ সাজাইয়া গরুর উপর চড়াইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। কনোজরাজের সেনাপতিগণ গো-বিপ্র বধের আশঙ্কায় রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন। কনোজপতি এই অভূতপূর্ব্ব সংবাদ পাইয়া বাধ্য হইয়া গৌড়েশ্বরের সহিত সন্ধি করিলেন এবং যথাকালে পাঁচজন ব্রাহ্মণ ও তাঁহাদের সহিত পাঁচজন কায়স্থকে গৌড়ের রাজসভায় পাঠাইয়া দিলেন। যে সাতশত লোক ব্রাহ্মণ সাজিয়া যুদ্ধ করিতে গিয়াছিল, আদিশূরের অনুগ্রহে তাহারা সপ্তশতী ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত হইল।"

* * *

কান্যকুব্জংপতিং ধীরং গোবিপ্র-প্রতিপালকম্ ।
চক্রঞ্চ কল্পয়ামাস ধর্ম্মশাস্ত্রবিগর্হিতম্ ॥
সসর্জ্জ সৈনিকান্ সর্ব্বান্ গবারূঢ়া মহাবলান্ ।
ততঃ সপ্তশতা বঙ্গা অস্পৃশ্যা হীনসম্ভবা ॥
বিপ্রবেশং সমাস্থায় গবারূঢ়া ধনুর্দ্ধরাঃ ।
নৃপাদেশেন তে সর্ব্বে নানা সজ্জসমন্বিতাঃ ॥

* * *

হেড়ম্বাধিপতিং বীরং প্রশংস মুহুর্মুহুঃ ।
বরং সপ্তশতেভ্যোসৌ সৈনিকেভ্যো মদোমুদা ॥
ভবন্তু ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে সত্যং সত্যং মমাজ্ঞয়া ।
সপ্তশতীতি বিখ্যাতাস্তেঽলিকা প্রভবন্ তদা ॥
অসংস্পৃশ্যা অনার্য্যাশ্চ কথ্যন্তে বংশবিজ্জনৈঃ ॥

(বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে উদ্ধৃত ধ্রুবানন্দের গৌড়বংশাবলী)

সপ্তশতী ব্রাহ্মণোৎপত্তি সম্বন্ধে আরও কতপ্রকার কাহিনী প্রচারিত আছে। সকলগুলি উদ্ধৃত করিতে যাইলে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি হইবে।

কুলকারিকায় বল্লালসেনের পরিচয়।

রাঢ়ীয় ঠাকুরগণের বিশ্বাস যে বল্লালসেনই কৌলীন্য মর্য্যাদা দিয়া রাঢ়ীয় সমাজকে সম্মানিত করিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব কর্ত্তৃত্ব, সমাজের আধিপত্য ব্রাহ্মণদিগের সত্ত্বগণের উপর চিরদিন প্রতিষ্ঠিত। প্রবল প্রতাপান্বিত ক্ষত্রিয় রাজচক্রবর্ত্তীর রাজসভা হইতে দরিদ্রের কুটীর পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের সম্মান বিজয়দুন্দুভী নাদে বিঘোষিত। স্বয়ং শ্রীভগবান ব্রাহ্মণের সম্মান ঘোষণা করিয়াছেন। নিজ বক্ষস্থলে ব্রাহ্মণের পদচিহ্ন সাদরে ধারণ করিয়াছেন। সেই ব্রাহ্মণ সমাজের উপর ব্রাহ্মণেতর জাতি সেনবংশ আবার কি উচ্চ সম্মান প্রদান করিবেন তাহা পাঠকগণ বিচার করিবেন। যদি যথার্থই বল্লালসেন রাঢ়ীয় সমাজ কৌলীন্য সম্মানে ভূষিত করিয়া থাকেন তাহা হইলে বলিতে হইবে ব্রাহ্মণোচিত গুণের অভাবেই রাঢ়ীয় সমাজ রাজদত্ত সম্মান মস্তকে সযত্নে ধারণ করিয়াছিলেন। যাহারা নিজ নামের গুণে, কর্ম্মের গুণে জগৎপ্রসিদ্ধ তাঁহাদিগকে পরিচয় দিবার জন্য বল্লাল প্রদত্ত কৌলীন্য সম্মান গ্রহণ করিবার আবশ্যক ছিল না। স্বর্ণাঙ্গুরী অনামিকা অঙ্গুলিতেই পরিয়া তাহার শোভা বর্দ্ধন করিতে হয়। যে অঙ্গুলীর পরিচয় সূচক নাম আছে তাহাতে অঙ্গুরী পরিতে হয় না একথা সকলেই অবগত আছেন।

যে কৌলীন্য সম্মানের জন্য কুলীন সমাজ উৎসন্ন গিয়াছে ও যাইতেছে সেই কৌলীন্য সম্মান প্রদাতা বল্লালের নৈতিক চরিত্র, কতদূর উন্নত ছিল তাঁহার রক্ষিতা বেশ্যা চণ্ডালিনী উপপত্নী পদ্মিনীই তাঁহার জলন্ত প্রমাণ। এরূপ ইন্দ্রিয়াসক্ত কামুক লম্পট রাজার প্রদত্ত সম্মান কাকবিষ্ঠাবৎ তখন পরিত্যাগ করিলে রাঢ়ীয় সমাজে নারকীয় চিত্র, কুলগৌরবান্ধ পিশাচের

তাণ্ডব লীলার প্রশ্রয় পাইত না। বৃক্ষ যেমন তাঁহার ফলও সেইরূপ। সেই বল্লালসেনের জন্ম বিবরণ কুলজ্ঞগণ লিখিয়া গিয়াছেন—

বল্লালসেন বিজয়সেনের ঔরসজাত পুত্র নহে, ক্ষেত্রজ পুত্র ছিলেন। তিনি আপনাকে ব্রহ্মপুত্র নদের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। মাতা অসতী হউক ক্ষতি নাই আপনাকে দেবপুত্র বলিয়া পরিচয় দেওয়া চাই! যথা—

আদিশূরাৎ কুলে জাতা পুরুষাৎ সপ্তমাৎ পরং।
কন্যকা সুন্দরী সাধ্বী নাম্না ভাগ্যবতী শুভা॥
স্বপ্নে সা দদৃশে চৈনং পুরুষং কামরূপিণং।
কৌপীটিনং নীলবাসং লোহিতাঙ্গম্ দ্বিজোত্তমং॥
তংদৃষ্ট্বা কন্যকা ভীত্যা কম্পিতেব মুবাচ হ।
কস্ত্বং ভো দেবপুরুষ কস্মাদত্রাগমো বদ॥
তচ্ছ্রুত্বা ব্রহ্মপুত্রোপি তামুবাচ সতীম্প্রতি।
হে রাজকন্যে সুভগে ব্রহ্মপুত্রোঽহমাগতঃ॥
নিমিত্তং শৃণু চারুাঙ্গি যস্মাদহমিহাগতঃ।
বরার্থিনী ত্বং কল্যাণী বরত্বেন গৃহানমাং॥

*　　*　　*

দেবোপিতদ্বচঃ শ্রুত্বা তাঞ্চ কন্যামুদূঢ়বান।
কালে তদ্গর্ভজাতো বল্লালসেন ভূপতিঃ॥

লঘুভারত—২য় খণ্ড ১২৭।১২৮ পৃষ্ঠা।

রাজনগরনিবাসী রাজা রাজবল্লভের অনুজ্ঞাতে প্রস্তুত, বৈদ্যকুলজিতে আছে—

"অশোক দৌহিত্র জান আদি নৃপতির।
তাঁহার তনয় হন শূরসেন বীর॥
যাঁহার ঔরসে জন্মে বীরসেন রায়।
তাঁহার পুত্র ভূপ সামন্ত নাম তার॥
সামন্তের হেমন্ত নামে তুল্য নন্দন।
বিধ্বক তাত বলি যারে করে বন্দন॥
কলিতে ক্ষেত্রজপুত্র নাহি ব্যবহার।
কিন্তু বৈদ্যবংশে পাই এক সমাচার॥
আদিশূরের বংশ ধ্বংশ সেনবংশ তাজা।
বিধ্বকসেনের ক্ষেত্রজ পুত্র বল্লালসেন রাজা।"

আনন্দ ভট্ট বিরচিত "বল্লাল চরিতের" পরিশিষ্ট হইতে বাবা ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী প্রণীত "সিদ্ধান্ত সমুদ্রে" নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

"নিশ্চিতং জারজঃ সোপি দুষ্কর্ম্মা মন্দধীশ্চৈব।
চাণ্ডাল ডোম কন্যা দৌরতৌসৌ সাধুপীড়কঃ॥"
পরস্ত্রী কাতরো দ্রোহী পররাজং ধনেষু চ॥"

অর্থাৎ তিনি (বল্লাল সেন) নিশ্চয়ই জারজ, দুষ্কর্ম্মান্বিত, মন্দবুদ্ধি সম্পন্ন। চাণ্ডাল ডোম প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতীয় কন্যাতে তিনি আসক্ত, সাধুব্যক্তিদিগের ইনি পীড়াদায়ক, পরস্ত্রীকাতর এবং পররাজ্য ও পরধন অপহরণে পটু।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক কলিকাতা আসিয়াটিক সোসাইটী হইতে প্রকাশিত আনন্দ ভট্ট বিরচিত "বল্লাল চরিত" উত্তর খণ্ডের ১ম অধ্যায়ে বল্লালের চরিত্র চিত্রিত আছে; যথা—

"প্রভুশ্চ যৌবনস্থোপি তস্মিন্নাসীদ্বিবেকতা।
নাহারি ব্রাহ্মণী কন্যা কদাচিদপিভুভূতা॥ ৩

কামাচারোপি দৃপ্তোঽপি স প্রিয়ঙ্কর কিঙ্করঃ
কদাচিচ্চ পরস্ত্রীনাং জারত্বং নাকরোন্নৃপ ॥ ৪
অসেবি চাণ্ডাল কন্যা রাজ্ঞা দ্বাদশবার্ষিকী।
নটী কন্যা চ সিদ্ধ্যর্থং পাষণ্ডমতবর্ত্তিনা ॥ ৫
যাবন্নাসীৎ ভট্টপাদেরুপদিষ্টো মহীপতিঃ।
তাবৎ স কৃতবান্ কর্ম্ম তত্তৎ সজ্জনগর্হিতং ॥ ৬"

অর্থাৎ প্রভু (বল্লালসেন) যৌবনকালে বিবেকশূন্য ছিলেন। চামার কোরি প্রভৃতি অন্ত্যজ কন্যায় তিনি উপগত হইতেন। বল্লালসেন যথেচ্ছাচারী ও গর্ব্বিত রাজা ছিলেন। দ্বাদশ বর্ষীয়া চাণ্ডালিনী নটী প্রভৃতি কন্যায় তিনি রত থাকিতেন ইত্যাদি।

শ্রীনারায়ণ পণ্ডিত বিরচিত "বল্লাল "বিকারোদয়" গ্রন্থ হইতে সিদ্ধান্ত সমুদ্রে নিম্নলিখিত কথা উদ্ধৃত হইয়াছে—

"তেঁই রাজা কৈলা বিয়া ডোমকন্যা থুই হিয়া।
পকাইলা সরম গাঁড়িপো ভাঙ্গিথিলা ধরম গাঁড়িপো।"

যদুনন্দন কৃত মূল ঢাকুরের ২১ পৃষ্ঠা হইতে "সিদ্ধান্ত সমুদ্রে" উদ্ধৃত হইয়াছে যথা—

"কুক্রিয়া করিতে রাজার নাহি ধর্ম্মভয়।
যে কেহ নিন্দয়ে তারে দূর করি দেয় ॥
মৃগয়া বসতি করে ডোমের আশ্রয়ে।
শর্ব্বরী যাপন কৈলা ডোম লোকালয়ে ॥
ডোমের ঘরেতে থুই তীর ধনু অসি।
মিলিলেক ডোমকন্যা প্রাতঃকালে আসি ॥"

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজের কৌলীন্য সম্প্রদাতা রাজা বল্লালের নৈতিক চরিত্র অতীব জঘন্য ছিল, তিনি ঘোরতর ব্যভিচারী ছিলেন। অনেক সতী স্ত্রীলোকের সতীত্ব নষ্ট করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জন্ম বিবরণ যেমন জঘন্য তাঁহার কর্ম্ম বিবরণও সেইরূপ জঘন্য ছিল। নিজে এইরূপ কলঙ্কিত ছিলেন বলিয়াই ব্রাহ্মণ সমাজকে তদবস্থায় অপনীত করিবার জন্য বোধ হয় কৌশলে কৌলীন্য প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়া রাঢ়ীয় সমাজকে অধঃপাতে দিয়া গিয়াছেন। আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপ, দান, এই নবগুণান্বিত ব্যক্তিরা কৌলিন্য প্রাপ্ত হন।

"আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণং॥"

বাচস্পতি মিশ্র কৃত কুলরাম।

সপর্য্যায় হইতে কন্যা গ্রহণ এবং সপর্য্যায়ে কন্যাদান করাকে আবৃত্তি কহে। সমান কুলভাব, সমান দানাদান, সমান বংশ-পর্য্যায় শব্দে কথিত হয়। কুলীনের মধ্যে পরিবর্ত্ত ব্যতীত বিবাহ হইবার নিয়ম না থাকাতে কন্যার অভাবে পরিবর্ত্ত হইবার সম্ভাবনা না থাকায় অনেক কুলীনের বিবাহ স্থগিত এবং অনেক কন্যা অবিবাহিত অবস্থায় থাকিল। আদানপ্রদানকারী কুলীনের সমবংশ সর্ব্বদা পাওয়া যাইত না। কুলের ৯টী লক্ষণের মধ্যে একমাত্র "আবৃত্তি" লক্ষণের জন্য রাঢ়ী ব্রাহ্মণ কুলে কালিমা পড়িয়াছে।

কুলীনেরা শ্রোত্রিয়ে কন্যা দিতে পারিতেন না, দিলে কুলভঙ্গ হইয়া বংশজ হইতেন। পূর্ব্বে যখন কৌলীন্য-মর্য্যাদা স্থাপিত হয় তখন বংশজ ছিল না। বল্লাল সেনের সময়ে অথবা তাহার অব্যবহিত পরেই রাঢ়ীয় কুলে কুলভঙ্গ হইয়া বংশজের উৎপত্তি হইয়াছে। মুখ্য কুলীনেরা কুলরক্ষার অনুরোধে কখনও বা ধনলোভে বহু বিবাহ করেন।

রাঢ়ীয় কুলে কুলীন বংশজ ব্যতীত স্বকৃতভঙ্গ এই এক থাক হইয়াছে। এই স্বকৃতভঙ্গ ও তাঁহার পুত্রগণ পবিত্র বিবাহ সংস্কারকে ব্যবসায়ে পরিণত করিয়াছেন। গঙ্গোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায় ও বন্দ্যোপাধ্যায় গোষ্ঠীর মধ্যে এক এক জন ১০০।১৫০ শত বিবাহ করিয়া কত শত কুলীন কন্যাগণকে বিবাহ বাসরের পর আর পতিমুখ দর্শন করিতে দেন নাই, কত শত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ কুলললনা জাতি কুল বিসর্জ্জন দিয়াছে, এখনও দিতেছে। কৌলীন্য মর্য্যাদায় রাঢ়ীয়কুল কলঙ্কিত হইয়াছে। যদিও বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতায় অনেক কুলীনের মতিগতি ফিরিয়াছে, তথাপি পূর্ব্ববঙ্গের কুলীনগণ এখনও পূর্ণমাত্রায় সর্ব্ববিধ পাপের প্রশ্রয় দিতেছেন। এ হেন কুলীন সমাজের ব্যক্তিগণ "কুলীন" "কুলীন" বলিয়া উচ্চ চীৎকারে ভ্রান্ত সমাজের আদর লাভ করিতেছেন!

দনৌজ মাধবের সময় রাঢ়ীয় কুলে কৌলীন্য মর্য্যাদার যে কিছু পরিবর্ত্তন হয় তাহার পর আর দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত কুল বিষয়ে কেহ হস্তক্ষেপ করেন নাই। কুলীনেরা ধনলোভে স্বেচ্ছাচারী হইয়া নিষিদ্ধ বিবাহ করিতে লাগিলেন! রাজদত্ত কৌলীন্য মর্য্যাদা অর্থোপার্জ্জনের উপায় হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের ২৭৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

"পূর্ব্বেই বলিয়াছি, করণীয় পাত্রের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ও কন্যার সংখ্যা অধিক থাকায় বহু বিবাহ উৎপত্তি হয়। আবার অনেক স্থলে পাত্রাভাবে কুলীন-কন্যার বিবাহ বন্ধ হইয়া যায়। এই দুই কারণে কুলীন সমাজে কি দারুণ অনর্থ সংঘটিত হইয়াছে-ও হইতেছে। কত শত কুলললনা জাতিকুলমান বিসর্জ্জন দিয়াছে: কত পরিবারের সর্ব্বনাশ,

কত অভাবনীয় কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে! তাহা আর উল্লেখ করিয়া আমাদের পূজনীয় ব্রাহ্মণ সমাজকে কলঙ্কিত করিতে ইচ্ছা করি না।"

"যখন কোন সমাজ নানা ঘাতপ্রতিঘাত সহ্য করিয়া অবনতির চরম সীমায় উপনীত হয়, তখন যেমন তাহার জীবনীশক্তি নিস্তেজ হইয়া পড়ে, সদ্‌বিবেচনা শক্তি ক্রমে লোপ হইয়া আসে, রাঢ়ীয় মেলি সমাজের সেইরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত। কি পরিতাপের বিষয়, যাঁহারা বিদ্যা বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যে ভারতপ্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, এমন অনেক কুলীন সন্তানও কুলাচার্য্যগণের কুহকে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। সমাজের মর্ম্মস্পর্শী কলঙ্ক অপনোদন করিবার ক্ষমতা থাকিলেও সমাজরক্ষার দিকে তাঁহাদের আদৌ যত্ন ছিল না। তাঁহারা জানিতেন 'কুলীন' নাম থাকিলেই তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বসাধারণের পূজ্য, সমাজে সম্মানিত ও মহাপুরুষ গণিয়া গণ্য হইবেন। বাস্তবিক শত দোষ থাকিলেও কুলীন-সন্তান সমাজে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিতেন।"

যখন রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য স্মৃতি-সংগ্রহ, শ্রীগৌরাঙ্গ বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার এবং রঘুনাথ শিরোমণি মিথিলাতে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তত্রত্য নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্রকে পরাস্ত করিয়া ন্যায়শাস্ত্রের দীধিতি নামা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন সেই সময়ে ভট্টনারায়ণের অধস্তন ১৬ পুরুষে বন্দ্যবংশে সর্ব্বানন্দ ঘটকের ঔরসে দেবীবর ঘটক জন্মগ্রহণ করেন। দেবীবর ঘটক রাঢ়ীয় কুলীনগণকে দুষ্কর্ম্মান্বিত দেখিয়া তাহাদিগকে ৩৬ মেলে বিভক্ত করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, যোগেশ্বর পণ্ডিত ও সর্ব্বানন্দাত্মজ দেবীবর এক মাতামহের দৌহিত্র ছিলেন। যোগেশ্বর মুখ্য কুলীন. দেবীবর বংশজ। একদিন যোগেশ্বর কার্য্যান্তরে গমন করিয়া পথিমধ্যে দেবীবরের আলয়ে গিয়াছিলেন। তৎকালে দেবীবর বাটীতে উপস্থিত ছিলেন না। দেবীবরের মাতার বিশেষ অনুরোধ সত্ত্বেও কুলগৌরব নিবন্ধন দেবীবরের বাটীতে অন্নগ্রহণ করেন নাই। মধ্যাহ্ন সময়ে

ব্রাহ্মণ অভুক্ত অবস্থায় গমন করায় দেবীবরের মাতার মনে অত্যন্ত ক্ষোভ জন্মিল। দেবীবর বাটীতে আসিয়া মাতার মনঃক্ষোভের কারণ জানিতে পারিলেন। তিনি মাতার নিকট প্রতিজ্ঞা করিলেন—'আমি শীঘ্রই আপনার ক্ষোভ দূর করিব। যোগেশ্বর আপনার সাধ্য সাধনা করিয়া আপনার অন্নভিক্ষা করিবে। যদি ইহা করিতে না পারি, তাহা হইলে এ মুখ আর দেখাইব না, এ জীবন আর রাখিব না'। দেবীবর কুলীন-গণের দোষানুসন্ধান করিয়া মেলবন্ধন করার মনন করেন। এই অসাধারণ কার্য্য দৈববর ব্যতীত হইতে পারে না বিবেচনা করিয়া দেবীবর কামরূপ যাইয়া মন্ত্রসিদ্ধি করিয়া আরাধ্যা কামরূপেশ্বরী দেবী হইতে অভিলষিত বরপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে তাঁহার অপর কোন নাম ছিল, এখন হইতে তাঁহার নাম হইল দেবীবর। কিন্তু মেল বন্ধনকালে একবার যাহাকে যাহা কহিবেন তাহার অন্যথা করিতে তাঁহার ক্ষমতা ছিল না। "একদা যৎবদেদ্ধীমন্নান্যথা কর্ত্তুমর্হসি" এই নিয়মযুক্তবর প্রাপ্ত হন। তাহার পর দেবীবর রাঢ়ে বঙ্গে ভ্রমণ করিয়া কুলীনদিগের দোষগুলি নির্ব্বাচন করিয়া ৩৬ মেলে বিভক্ত করেন। দেবীবর-কৃত ৩৬ ভাগের সকল কুলীনই দোষযুক্ত। দোষান্মেলয়তি মেলঃ। দেবীবরের মতে "দোষ নাই যার কুল নাই তার" অর্থাৎ দেবীবর দোষরহিত কুলীন পান নাই। উদয়নাচার্য্য বারেন্দ্রকুলের, দেবীবর রাঢ়ীয় কুলের কৌলীন্য মর্য্যাদার উৎকর্ষ-সাধন করিতে গিয়া উহাকে সভ্য সমা-জের ঘৃণার্হ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। দেবীবর মেল বন্ধন করিয়া রাঢ়ীয় কুলীন কন্যাদিগকে চিরদিনের মত দুঃখিনী করিয়াছেন। মেল বন্ধন হইয়া সর্ব্বদ্বারিক বিবাহ রহিত হওয়াতে উপযুক্ত পাত্রাভাবে কুলীন কন্যাগণ অনেকেই অবিবাহিত অবস্থায় যৌবনকাল অতিবাহিত করেন, ষষ্টিবর্ষ বয়স্ক বরে এক সময়ে ৮ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্কা ৮।১০টী কন্যা সমর্পিতা হয়। দেবীবর কুলীন সমাজকে রসাতলে নিক্ষেপ

করিয়াছেন। প্রাচীন ঘটকেরাও দেবীবর কৃত মেলবন্ধনের নিন্দা করিয়াছেন—

‘কিছু পরে সন্তোষের বংশে এক ছেলে।
নামে খ্যাত দেবীবর লোকে যারে বলে॥
সেই ছোঁড়া মনে করে কুলে করে ভাগ।
তদবধি কুলে আছে ছত্রিশের দাগ॥
দোষ দেখে কুল করে এক চমৎকার।
অজ্ঞান কুলীন পুত্র কুলে হয় সার॥”

নগেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন—

“খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীতে দেবীবর মেলবন্ধন করেন। তাঁহার মেলবিধি প্রচলিত হইবার শতাধিক বর্ষপরে রাঢ়ীয় সমাজের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া চৈতল চট্ট দিনকরের পৌত্র নূলোপঞ্চানন তীব্র সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কারিকাগুলি পাঠ করিলে কুলীন সমাজের ভীষণ চিত্র, তাঁহার হৃদয়ের জ্বলন্ত মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস হৃদয়ঙ্গম হয়।”

দেবীবর সমস্ত কুলীনগণের দোষ বাছিয়া নিম্নলিখিত ৩৬ মেলে বিভক্ত করেন যথা—

১ ফুলিয়া	১৩ বিদ্যাধরী	২৫ মালাধর খানী
২ খড়দহ	১৪ পারিহাল	২৬ রাঘব ঘোষালী
৩ বল্লভী	১৫ শ্রীরঙ্গভট্টী	২৭ দেহাটী
৪ সর্ব্বানন্দী	১৬ প্রমোদিনী	২৮ নড়িয়া
৫ পণ্ডিতরত্নী	১৭ বালী	২৯ কাকুস্থী
৬ বাঙ্গাল	১৮ চন্দ্রপতি	৩০ ধরাধরী
৭ সুরাই	১৯ শ্রীবর্দ্ধনী	৩১ রায়ী
৮ আচার্য্য শেখরী	২০ শতানন্দী খানী	৩২ ভৈরব ঘটকী
৯ গোপাল ঘটকী	২১ ছয়ী	৩৩ পরমানন্দ মিশ্রী
১০ চট্টরাঘবী	২২ আচম্বিতা	৩৪ শুদ্ধ সর্ব্বানন্দী
১১ বিজয় পণ্ডিতী	২৩ দশরথ ঘটকী	৩৫ হরি মজুমদারী
১২ মাধাই	২৪ শুভরাজ খানী	৩৬ চান্দাই

দেবীবরের "মেলবিম্বি" নামক সংস্কৃত গ্রন্থে লিখিত আছে যে তিন প্রকার দোষে মেল হয়। জাতিগত, কুলগত ও শ্রোত্রিয়গত।

"কোচ, পোদ্দ আর হেড়া—হালান্ত রজক।
কলু হাড়ী বেড়ুয়া হুঁাড় যবন অন্ত্যজ॥"

এইগুলি জাতিগত দোষ।

উক্ত ৩৬শ মেল কোন্ কোন্ দোষে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল;—

(১) জাতিগত দোষজ মেল।

মেলের নাম	জাতিগত দোষ	মেলের নাম	জাতিগত দোষ।
বিজয়পণ্ডিতী	কলু, কোচ।	ভৈরব ঘটকী	যবন।
চট্টরাঘবী, বাঙ্গাল	হেড়া।	কাকুস্থী	ঐ
বিদ্যাধরী	হেড়া, হালান্ত।	শতানন্দখানী	ঐ
শ্রীরঙ্গভট্টী	রজক।	দশরথ ঘটকী	ঐ
গোপাল ঘটকী	রজক।	মালাধরখানী	ঐ
পণ্ডিতরত্নী	বেড়ুয়া,হাড়ী, যবন।	শুঙ্গ সর্ব্বানন্দী	ঐ
ফুলিয়া	যবন।	শুভরাজখানী	ঐ
দেহাটা	যবন	হরিমজুমদারী	ঐ

(২)কুলগত দোষজ মেল।

"কন্যাপুংসোরভাবেন রণ্ডিকাগমনাদপি।
জীবিতঃ পিণ্ডদানেন স্বজনাক্ষিপ্ত এবচ॥
ত্যাজ্যপুত্র ভবেদ্দোষস্তথা কন্যাবহির্গগাৎ।
অগ্নিদগ্ধা কৃতোদ্বাহে বলাৎকারস্তথৈবচ॥
পোষ্যপুত্রো ব্রহ্মহত্যা জন্মান্ধঃ কুষ্ঠরোগকঃ।
খঞ্জেনাপি বিপর্য্যায়ান্নীচোদ্বাহে চ নাস্তিকে॥

অন্যপূর্ব্বা বয়োজ্যেষ্ঠা মাতৃনামা সগোত্রিকা।
দুষ্টকন্যাঙ্গহীনা চ কাণা কুব্জা চ বাগ্‌জড়া॥
পঞ্চবিংশতি দোষাশ্চ কুলহীনকরাঃ স্মৃতাঃ॥"

কুলগত দোষ হইতে যে সকল মেলের উৎপত্তি হয়, তন্মধ্যে ৯টী রক্ত দোষে, ১২টী বলাৎকার দোষে, ৬টী বিপর্য্যায় দোষে, ৭টী খঞ্জদোষে, ২টী স্বজনাক্ষেপে, ২টী অন্যপূর্ব্বা দোষে, ১টী বিবর্জ্জন দোষে, ২টী ব্রহ্ম-হত্যা দোষে ও ৫টী মেল কন্যাবহির্গম দোষে হইয়াছিল। যে যে কুলগত দোষে যে যে মেল হয় নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া গেল :—

মেলের নাম	দোষের নাম	মেলের নাম	দোষের নাম
বল্লভী	পিণ্ড।	কাকুস্থী	রক্তপিণ্ড
সর্ব্বানন্দী	রক্ত, পিণ্ড, বিপর্য্যায়, আচম্বিতা ও বলাৎকার।		বিপর্য্যায়, বলাৎকার, ত্যাজ্যপুত্র।
পণ্ডিতরত্নী	বিপর্য্যায়, স্বজনা।	দেহাটা	রক্ত, স্বজনা।
আচার্য্যশেখরী	রক্ত, বলাৎকার।	নড়িয়া	রক্ত, বলাৎকার।
গোপালঘটকী	খঞ্জ।	শ্রীবর্দ্ধনী	রক্ত, বিপর্য্যায়, বলাৎকার।
চট্টরাঘবী	খঞ্জ।		
ছায়ানরেন্দ্রী	বলাৎকার, অন্যপূর্ব্বা।	পরমানন্দমিশ্রী	খঞ্জ
সুরাই	অন্যপূর্ব্বা।	দশরথ ঘটকী।	কন্যাবহির্গম। পিণ্ড, খঞ্জ.
চান্দাই	বিপর্য্যায়, ব্রহ্মহত্যা।		
মাধাই	পিণ্ড, ব্রহ্মহত্যা।		
বিদ্যাধরী।	খঞ্জ।	রাঘবঘোষালী	বলাৎকার।
শ্রীরঙ্গভট্টী	ঐ।	শুভরাজখাণী	কন্যাবহির্গম।
প্রমোদিনী	রক্ত, বিপর্য্যায়, বলাৎকার।	শুঙ্গসর্ব্বানন্দী	কন্যাবহির্গম
বালি	খঞ্জ।	হরিমজুমদারী	বলাৎকার
শতানন্দ	পিণ্ড, বলাৎকার।		কন্যাবহির্গম
ভৈরবঘটকী	ঐ ঐ	ছয়ী	বলাৎকার

(৩) শ্রোত্রিয়গত দোষজ মেল।

"দুষ্টাশ্চ সপ্তশতয়ো দুষ্টা গৌণাশ্চতুর্দ্দশ।
সুসিদ্ধা অপি সন্দিগ্ধা দুষ্টা দোষজ্ঞসম্মতাঃ ॥"

পারিহালদোষে ৪টী, কুলভিদোষে ২টী, চৌৎখণ্ডীদোষে ৪টী, কেশর-কোণীদোষে ১টী, পিপ্পলীদোষে ১টী, হড়দোষে ৬টী এবং গড়গড়িদোষে ৯টী মেল উৎপন্ন হয়। যিনি বিস্তৃত তালিকা দেখিতে চাহেন, তিনি বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের ২০৭ পৃষ্ঠা দেখিবেন।

দেবীবর ঘটক বিশারদ যে মেলে ন্যূন দোষ দৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। তদনুসারে ফুলিয়া খড়দহ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। ফুলিয়া মেলের ধাঁন্ধাদোষ যদি গুরুতর না হয় তবে কাহাকে গুরুতর দোষ বলে, তাহা রাঢ়ীয় ঠাকুরগণই বলিতে পারেন। যিনি দোষাদির বিবরণ জানিতে চাহেন তিনি মেলমালা গ্রন্থ অথবা নগেন্দ্র বাবুর সঙ্কলিত "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন। প্রত্যেক মেলের বিবরণ লিখিতে হইলে বহু কুলীনের কুল বিবরণ এবং শত শত দোষের ইতিবৃত্ত লিখিতে হয়। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তাহার স্থান হইবে না। ফুলিয়া, খড়দহ, বল্লভী, সর্ব্বানন্দী ও পণ্ডিতরত্নী এই ৫টী মেলই প্রসিদ্ধ, অতএব সংক্ষেপে তাহাদের বিবরণ লিখিত হইল।

"নাদা ধাঁদা বারুইহাটী আর মূলুকজুড়ী।
কুলের প্রধান তাতে পড়ে হুড়াহুড়ি।"

নাদা ধাঁদা বারুইহাটী ও মূলুকজুড়ী এই চারি দোষে ফুলিয়া মেলের উৎপত্তি।

১ম নাদা ও ৪র্থ মূলুকজুড়ী দোষ তত দোষের বলিয়া গণ্য নহে, কিন্তু ২য় দোষ ধাঁদা এবং ৩য় দোষ বারুইহাটি দোষের কথা শুনিলে

চক্ষুস্থির হইবে। পাঠকগণের অবগতির জন্য রাঢ়ীয় সমাজের শোভা-স্বরূপ "ফুলিয়া" মেলের উক্ত প্রধান দুই দোষের সুমধুর কাহিনী নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

(১) ধাঁন্দা দোষ—

"অনাথ শ্রীনাথসুতা ধন্দঘাটস্থলেগতা।
হাঁসাই-খানদারেণ যবনেন বলাৎকৃতা॥
ধন্দস্থানগতা কন্যা শ্রীনাথ চট্টজাত্মজা।
যবনেন তু সংস্পৃষ্টা সোঢ়া কংসসুতেন বৈ॥
নাথাই চট্টের কন্যা হাঁসাই খানদারে।
সেই কন্যা বিভা করে বন্দ্য গঙ্গাধরে॥"—মেলমালা।

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ২১১ পৃষ্ঠা।

"শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের দুইটি অবিবাহিতা কন্যা ছিল; তাঁহারা ধান্দা নামক থালে স্নান করিতে গিয়াছিলেন। হাঁসাই খানদার নামক জনৈক যবন ঐ দুই কন্যাকে আপন বাটীতে লইয়া গিয়া বলাৎকার করে। তাহার এক কন্যা কংশারী তনয় পরমানন্দ পতিতুণ্ড আর এক কন্যা গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় বিবাহ করেন। ইহার নাম ধান্দা দোষ।"

গৌড়ে ব্রাহ্মণ—১৮৭-১৮৮ পৃষ্ঠা।

ফুলিয়ার মুখটিগণের আদি জননী অবিবাহিতা অবস্থায় যবনের ভোগ্যা হইয়া পরে কুলীন ব্রাহ্মণের গৃহিণী হওয়ার বৃত্তান্ত শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু তাহার সঙ্কলিত ব্রাহ্মণ-কাণ্ডের ২১০ হইতে ২১২ পৃষ্ঠায় ঠিক এই সকল কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। পিষ্টপেষণ অনাবশ্যক।

(২) বারুইহাটী দোষ—

* "ব্রাহ্মণ কন্যায় অবারিত মুসলমান সংস্রব হেতু বারুইহাটীর ব্রাহ্মণেরা দূষিত হইয়াছিল, এজন্য এখানে কোন সদ্‌ব্রাহ্মণ কার্য্য করিতেন

না।" পরে গঙ্গানন্দ 'ভট্টাচার্য্য' বারুইহাটী দোষাক্রান্ত হন।"—বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—ব্রাহ্মণকাণ্ড—৩৫০ পৃষ্ঠা।

উক্ত "গঙ্গানন্দ উপাধ্যায় 'ভট্টাচার্য্য' উপাধি গ্রহণ করেন, ইহাতেই মুখটিগণের 'মুখোপাধ্যায়' এই উপাধি ব্যবহার হইয়াছে। মুখকুলের উপাধি দৃষ্টে বন্দ্য, চট্ট এবং গাঙ্গুলী ইহারাও উপাধ্যায় শব্দ ব্যবহার করেন। ইহাতেই বর্ত্তমান সময়ে মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় ও গঙ্গোপাধ্যায় শব্দ দৃষ্টিগোচর হয়।"—গৌড়ে ব্রাহ্মণ—১৮৯।১৯০ পৃষ্ঠা।

আজকালি বিদ্যাশূন্যে ভট্টাচার্য্য ও ঐশ্বর্য্যাভাবে রায় হইতেছে ;—

"বেদের শাখা মাত্রাধ্যাপনে উপাধ্যায়।
ভট্টাচার্য্যাদি-খ্যাতি সমগ্র বিদ্যায়॥
চন্দ্রশেখর ত্রয়ী-সিদ্ধ বিদ্যালঙ্কার।
অধস্তনে বিদ্যালোপ, কুলে অহঙ্কার॥
আজি বিদ্যাশূন্যে ভট্টাচার্য্য, উপাধ্যায়।
রৈ শব্দে ঐশ্বর্য্য, কহে অভাবেও রায়॥"

নূলো পঞ্চাননের গোষ্ঠীকথা।

খড়দহ মেল।

"খড়দা ফুলিয়া মেল যুগলং। সম্প্রতি ঘাতং ফুলিয়া বিমলং॥
আদৌ খড়দা ফুলিয়া শেষ। খড়দা ফুলিয়া নাস্তি বিশেষ॥"

"পূর্ব্বগড়গড়ি দোষে হরি অচেতনে।
সুরা সংগ্রহ দোষ শ্রীহরি মদনে॥
মধু দোষে খড়দহ রায় করণে।
যোগেশ্বরে পিপলাই ঘটকে বাখানে॥

শ্রীকণ্ঠে পরীবাদ লোকে কানাকানি।
ভাস্কর রমণ করেন যবন-রমণী॥"

* * *

"ইহা ছাড়া খড়দহ মেলে বারুইহাটী, সুখনালী, যবন পরীবাদ প্রভৃতি দোষ আছে।—(বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রদত্ত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বিবরণ—৩৫১ পৃষ্ঠা)

বল্লভী মেল।

"রণ্ডপিণ্ডাদিদোষেরিদানীং যা চ কুলশ্রীঃ সা বল্লভী।"

"যে কন্যার পিতা ভ্রাতা এবং পিতামহাদি দান করার উপযুক্ত পাত্র না থাকে অর্থাৎ যাহার পরিবর্ত্ত হইতে পারে না তাহাকে রণ্ডপিণ্ড কহে। কুলীনেরা এই কন্যা গ্রহণ করেন না, গ্রহণ করিলে কুলভঙ্গ হয়। বন্দ্য বল্লভাচার্য্যে রণ্ডপিণ্ড দোষ ঘটিয়াছিল শান্তিপুর বল্লভী মেলের প্রধান স্থান।"—গৌড়ে ব্রাহ্মণ—১৯১ পৃষ্ঠা।

"নপাড়ি বল্লভাচার্য্য কুলেতে প্রধান।
পিতৃখোড়িমুখ পিণ্ড প্রথমেতে পান॥
সর্ব্বানন্দ ঘোষালের বিয়া অনর্থের মূল।
বশিষ্ঠ নপাড়ির কন্যা দেখিয়া প্রতুল॥
পুত্রবতী রামা সে প্রমত্ত পাগল।
আর পক্ষের কন্যা দেখি লজ্জায় বিকল॥
তপন গাঙ্গুলী তাহে মজিয়াছে মন।
সৎ মায়ে দিলা পিণ্ড কুলরক্ষার কারণ॥
সেই কন্যা ধরণী ধরে শুন মন দিয়া।
দুই পিণ্ডে বল্লভী মেল এই সে লাগিয়া॥

কার্য্যাভাবে বন্দ্য গৌরী আইলা এই মেলে।
মধুর খাতক বলি সেই হেতু বলে॥"

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের ২১৫ পৃষ্ঠা (মেল রহস্য)।

"নপাড়ী বন্দ্যবশিষ্ঠের কন্যা সর্ব্বানন্দের স্ত্রী, তিনি সপত্নী কন্যা দুষ্ট হওয়ায় পাছে সেই দোষে কুল যায়, এই ভয়ে কন্যা মরিয়াছে রটনা করেন ও কন্যার নামে পিণ্ড দেন। ওদিকে ঐ কন্যা তপন গাঙ্গের সঙ্গে নষ্ট হয় ও গর্ভবতী হয়। ধরণী চট্ট সেই কন্যাকে বিবাহ করেন। ধরণীর সঙ্গে বল্লভ কুল সংস্রবে আইসেন। এইরূপে ও অন্যান্য দোষেও বল্লভী মেল হইয়াছে।"

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—ব্রাহ্মণ কাণ্ড—৩৫১ পৃষ্ঠা॥

সর্ব্বানন্দী মেল।

"নপাড়ী বশিষ্ঠ সুত সর্ব্বানন্দের মহিন্তা নামক কষ্ট শ্রোত্রিয়ের কন্যা বিবাহহেতু কুল যায়। রাঘব গাঙ্গুলির সঙ্গে তাহার কুল হয়। রাঘব গাঙ্গের কন্যা অবিবাহিত অবস্থায় কৈবর্ত্ত দুষ্ট হয় ও বাহির হইয়া যায়। পরে সেই কন্যা কাঁটাদিয়া-বন্দ্য গঙ্গাগতির পুত্র গোবিন্দকে প্রদান করায় তাহার সঙ্গে কুল হয়। * * *

বিং মুঃ জানকীনাথের বিপর্য্যায়ে বিশ্বচট্ট সহ ক্ষেম্য কুল হয়। জন্ম দোষহেতু বর্ণসঙ্কর কন্যা লইয়া ভুবন ঘোষালের কুল হয়। এই সকল দোষ লইয়া সর্ব্বানন্দী মেল। ঐ ঐ

পণ্ডিতরত্নী মেল।

"কি কহিব উধোর দোষ, যাতে অনিরুদ্ধ ঘোষ, আর পরিবর্ত্ত শৌরিগাঙ্গ।
হাড়ি দোষ লক্ষ্মীনাথে, বেড়ুয়া দৈত্যারি সাথে, গোপাল বেদের যোগে সাঙ্গ
হায়াসখানি সুখনালী, পিতার আছিল গালি, ছকড়ী কন্যাতে পরীবাদ।
শেষে আঠা সঙ্গে যোগ, হইল বিষম রোগ, জাতিকুলে বড়ে পরমাদ॥

তবে চতুর্ভুজ গাঙ্গ, তাহার ঝাঞ্জাল সাঙ্গ, সেও ছাড়ি করে অহঙ্কার।
লোভে লোকনাথ মরে, প্রতিগ্রাহীর কন্যা ধরে, শুনি লাগে কুলে চমৎকার॥
(কেচিত্তু) বুদ্ধিবল পুত্র রঘুনাথ এখন করি কি
বৈরি হইল যোগেশ্বর, আর ঘটক দেবীবর, অবজ্ঞা রহিল চারি ঝি।
চলে যাব জগন্নাথ, কিনিয়া খাইব ভাত, সিকদারে কন্যা দিব ভেট॥
রুক্মিণী আদি চারি ঝি, এহায় করিব কি, তারা মাসে মাসে ** পেট।

* * * "মেলরহস্য।"

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ২১৮ পৃঃ।

আড়িয়ার মুখটী দৈবকীনন্দন পণ্ডিত রত্নের সবাই-সুত দেবীবর চট্টের সঙ্গে কুল হওয়ায় পণ্ডিতরত্নী মেল হয়।

"দৈবকীনন্দনের দোষ—রুদ্রপুত্র বিষ্ণু, বিষ্ণুপুত্র উদ্ধরণ, উদ্ধরণ-পুত্র দৈবকীনন্দন। রুদ্রের দোষ—সুখনালী বিবাহ হেতু কুলনষ্ট। তাহার পুত্র বিষ্ণুর দোষ—প্রথম প্রজাপতি চট্টের সঙ্গে কুল করায় ৩টী দোষ পায় অর্থাৎ প্রজাপতির সঙ্গে কুল হয় তাহা বিপর্য্যায় কুল, প্রজাপতি চট্ট পারিহাল কন্যা বিবাহ দোষে দুষ্ট এবং তাহার আনো ঘোষালী দোষ ছিল। আনোর পিতা সূর্য্য ঘোষালের বিপর্য্যায় বিবাহ এবং তাহার কন্যাগণ অবিবাহিত অবস্থায় নীচজাতি সংস্রব ও ভ্রূণ হত্যা দোষে দুষ্ট ছিল, আনো ঘোষালে এই সকল দোষ আসায় তাহা হইতে আনো ঘোষালী দোষ। বিষ্ণুর ২য় দোষ শৌরি গাঙ্গের সঙ্গে কুল, কিন্তু শৌরিগাঙ্গও তাহার বংশনাশ দোষে দোষী। শৌরির পিতা লক্ষ্মীনাথ হাড়িনী লইয়া থাকিত। দৈত্যারি চট্টের সঙ্গে লক্ষ্মীনাথের কুল হয়; দৈত্যারি বেড়ুয়া জাতীয় স্ত্রীলোক লইয়া দুষ্ট ও তাহার অপর কুল হয় যে গোপাল বন্দ্যের সঙ্গে, সেও বেদিনী লইয়া থাকিত। তাহা ছাড়া লক্ষ্মীনাথ যে ছকড়ি কন্যা গ্রহণ করেন, সে অবিবাহিতকালে নীচ জাতির সহিত দুষ্টা।" * * * বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ৩৫২ পৃষ্ঠা।

এই সমস্ত মেলের মধ্যে আবার ভাগ, ভাব ও যূথ নামে, তিন শ্রেণী আছে।

খড়দহ মেলে ৫টী ভাগ যথা যজ্ঞেশ্বরী পঞ্চানর্থী, বৈদ্যনাথী, হড়সিদ্ধান্তী ও হরিমিশ্রী। এই সমস্ত ভাগের বিবরণ লিখিত হইলে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি হইবে এবং পাঠকেরও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবে। তজ্জন্য সমস্ত ভাগের বৃত্তান্ত লিখিতে ক্ষান্ত থাকিয়া কেবল মাত্র "হড় সিদ্ধান্তী" ভাগ কাহাকে বলে তাহাই নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"কেশবের কি কহিব কথা জগো ঘোষালীর নিয়া সুতা
দোলমঞ্চে করিল নিছনি।
চাবা খাইয়া সুন্দরী * * সুখ ভোগ করি, শেষে দেবী চট্টের গৃহিণী॥
কৃষ্ণানন্দে বলাৎকার, নরাইতে চমৎকার, সন্তোষে নরাই করেন বলে।
বিপর্য্যায় দেবীদাসে, বলে রতি সর্ব্বনেশে, রমাই চণ্ডীদাস মজায় কুলে॥
লক্ষ্মণ গুণানন্দখানী, অনন্তের কন্যা আনি, বিভা করি করে বলাৎকার।
দুর্গাই নরাই সুতা, কৃষ্ণাই সুতা বিবাহিতা, বিপর্য্যায় কিবা কুল তার॥"

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—২৪৪।২৪৫ পৃষ্ঠা।

বল্লভীমেলে একটী ভাগ, তাহার নাম গোবিন্দখোড়ী ভাগ। সর্ব্বানন্দী মেলে ভাগ নাই। পণ্ডিতরত্নী মেলে অনেকগুলি ভাগ আছে, যথা—আঠা ভাগ, সুখনালী, জাফরখানী, শ্রীমন্তখানী ও স্ত্রীবহির্গম প্রভৃতি।

"সুখনালী জাফরখানী, দিণ্ডীদোষ তাতে গণি, যায় গদাধরের দর্ভযোগ।
নৃসিংহ চট্টের নারী, কোথা গেল কারে ধরি, শ্রীমন্তখানী বাড়ে রোগ॥
যবনগামী কন্যা সুতে, ত্রৈলোক্য মজিল তাতে, আর দোষ তাতে কিছু গণি।
আঠাকাশী দুই ভাই, মৎসরে না পাইল ঠাঁই, কুপথ দোষে কুল টানাটানি॥"

ছায়া মেলে বাণ ভাগ। তিন বাণেশ্বর লইয়া বাণভাগ পরষড় বং বাণ চং বাণ, কুষ্ঠরোগগ্রস্ত এবং পাটুলী চং বাণ। গং বং বাণের

কন্যা দিগুীরায় হরণ করেন। এই বাণের পুত্র নারায়ণ কুষ্ঠরোগী বাণের কন্যাকে হরণ করেন। দ্বিতীয়তঃ গং বং বাণের অপর পুত্র দিগুীরায় কর্ত্তৃক ভগিণী হরণের দোষে লিপ্ত করিবার জন্য পূর্ব্বের রাগ ও বিদ্বেষ বশতঃ পাং চং বাণের বাড়ী গিয়া তাহার অবিবাহিতা কন্যাকে নষ্ট করেন। যৎকালে গং বং বাণপুত্র সেই কন্যাকে লইয়া পাং চং বাণের বাড়ীর একটা ঘরে রঙ্গ রসে রত, সেই সময় কন্যার মা জানিতে পারিয়া কন্যাকে বঁটী দিয়া কাটিয়া ফেলে। এই কাটা যাওয়ায়, ইহাদের সংস্রবে আগত কুলীনেরা "কাটা বাণ" ভাগযুক্ত হইল। কুল আর কিছুতেই যায় না—এমনই না ছোড় কুললক্ষ্মী !!!

"রায়ের হাতে বজ্রাঘাতে বাণ মরিল পুড়িয়া।
সেই আগুণে ঝাঁপ দিলেন চট্টবাণ কুড়িয়া॥
বাণসুত নারায়ণ কুড়িয়ার কন্যা হরে।
সেই কন্যা সাঙ্গা দিয়া কুড়িয়া পুড়িয়া মরে॥
নানিভিল বজ্রাখিক মাপিয়া উঠে কাজি।
লোক মুখে অপবাদ ঘটকে লেখে পাঁজি॥
উমাপতি সুত বাণ গয়ঘড় কুলে।
দিগুিরায় নিল কন্যা সর্ব্বলোকে বলে॥
মনে মনে বাণ পুত্র ভাবিয়া উপায়।
পাটলিয়া বাণের বাড়ী উভালড়ে যায়॥
ধরিয়া বাণের কন্যা পুষ্প বিয়া করে।
দেখিয়া জননী তারে ক্রোধে বঁটী মারে॥
গলা কাটা গেল কন্যার রক্তে উতরোল।
পাটলিয়া বাণের বাড়ী কিসের গণ্ডগোল॥
গোবিন্দ পুরাই বন্দ্য তাহাতে মজিল।
কাটা-বাণ-ভাগ বলি কুলজ্ঞে রচিল॥"

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—২৪৭ পৃষ্ঠা।

বল্লভী মেলে ঋতুধ্বজী ভাব। এই ভাবের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে পাঠক মহাশয় বিস্ময়ান্বিত হইবেন।

"বুঢ়ণ গ্রাম নিবাসী সপ্তশতী পিতাড়ী গাঁঞি নরসিংহ মজুমদারের স্ত্রী ঋতুধ্বজ নামক হাড়ীর সঙ্গে ভ্রষ্টা হয়, তাহাতে যে কন্যা জন্মে সেই কন্যা চৈতল চট্টবংশীয় ষষ্ঠীদাস (ষাঠীয়া) বিবাহ করেন, ইহাতে ঋতুধ্বজী ভাবের উৎপত্তি। বল্লভী মেলের যে সকল ব্রাহ্মণ ষষ্ঠীদাসের সংস্রবে আসিয়া পড়েন তাহারাই বল্লভী মেলের "ঋতুধ্বজী" ভাবের কুলীন বলিয়া পরিচিত।"

"গাঞি পিতড়ী বুঢ়ন-বাড়ী, বল করিয়া ধরে হাড়ী।
ঠেকিল ষাঠিয়া বিষম ফান্দে, হাড়ির কোদাল ঠেকিল কান্দে॥
সম্পর্ক বল্লভী মেলে, টুটিল ষাঠিয়া বিষম শেলে।
যার গড়াগড়ি ভূমিতলে, জাত নাই কুলীনে বলে,
কুল নাই ঘটকে বলে॥"

অন্যচ্চ—"বুঢ়ণ বসতি নরসিংহ মজুমদার,
পিতাড়ী বংশেতে জন্ম অতি কুলাঙ্গার॥
তাহার রমণী ছিল পরমাসুন্দরী, তাহাতে গমন করে ঋতুধ্বজ হাড়ী।
তাহাতে জন্মিল এক সুন্দরী তনয়া,
অনন্তসুত ষষ্ঠীদাস তারে করে বিয়া॥"

প্রধান প্রধান মেলী কুলীনে যে সকল দোষ ঘটিয়াছে তাহা হরিহর কবীন্দ্র, দনুজারি মিশ্র প্রভৃতি কুলজ্ঞগণ কারিকায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। হরি কবীন্দ্রের "দোষতন্ত্র" হইতে কয়েকটী দোষের নমুনা উদ্ধৃত হইল—

খড়দহে—"১ ভাস্করে যবনী গমনং।
২ বাপ্পী-ব্রাহ্মণ্যাং পাঠানগত দোষঃ॥"

ফুলিয়ায়—"পূর্ব্বং জাফরখানি দোষঃ। ইদানীং সাহসখানি চাঁদখানি সম্পর্কঃ।

নং বং গুণানন্দ ছোট ঠাকুরস্থ পত্নী সহিতা অদত্তা কন্যা সাহসখাঁ যবনেন নীতা অতঃ সাহসখানি ভাবঃ।"

তথাচ—

"গুনানন্দস্য পঞ্চত্বং তৎপত্নী ব্যভিচারিণী।
সাহসায় সুতাং দত্ত্বা নিশ্চলো জায়তে ধ্রুবম্॥"

৩ "কাজীর বেড় নবাই থানদার—দৌহিত্র হরিদাসস্য সমন্বয়ঃ।"

"জুনিদখানী ভাবঃ। যথা—বীরভূমিনিবাসি বসন্ত চৌধুরী তস্য পত্নীং জুনিদ খাঁ চিরমরীরমৎ। তজ্জাত কন্যা মুং কাশীশ্বর সুত হরিহরেনোঢ়া। তথাহি—

"কাশীশ্বর সুত হরিহর ফুলিয়ার মুখটি।
ভাল বিয়া ছিল তার জুনিদখাঁনের বেটী॥
আছিল উত্তম কুল মুখ হরিহর।
জুনিদখাঁর হেড়া রুটীতে ভরিল উদর।"

বল্লভীমেলে—"মছলন্দখানাঘ্রাত-পুতিনারায়ণ সম্পর্কঃ।"

সর্ব্বানন্দীমেলে—"১ বনমালিখানীয়ঃ বনমালি যবনান্ন ভক্ষণ দোষঃ॥"

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—২৬৪ পৃঃ।

পাঠক মহাশয়! এই জঘন্য মেলকাহিনী আর শুনিয়া আবশ্যক নাই। ৩৬ মেলের ইতিবৃত্ত লিখিতে হইলে পঞ্জিকা বাড়িয়া যাইবে। রাঢ়ীয় ঠাকুরদিগের মতে যে ব্রাহ্মণপঞ্চকের পদার্পণে বঙ্গদেশ পবিত্র হইয়াছিল তাঁহাদের বংশ ব্যসন ব্যভিচারে উৎসন্ন গিয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু রাঢ়ীয় ঠাকুরগণের কৌলীন্য মর্য্যাদার কথা লিখিতে যাইয়া তাঁহার বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের ২৭৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে,—

"কত শত কুললনা জাতিকুল বিসর্জ্জন দিয়াছে। কত পরিবারের সর্ব্বনাশ ও কত অভাবনীয় কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে,তাহা আর উল্লেখ করিয়া আমাদের পূজনীয় ব্রাহ্মণ সমাজকে কলঙ্কিত করিতে ইচ্ছা করি না।" আমিও ৩৮শ মেলের অশ্লীল কাহিনী লিখিয়া লেখনী কলঙ্কিত করিব না। সমাজতত্ত্বজ্ঞ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কুলীন সমাজের বিষয় যাহা লিখিয়াছেন তাহাই পাঠক মহাশয়কে অবগত করিয়া গ্রন্থ শেষ করিব।

"কৌলীন্যে যে কতদূর সর্ব্বনাশ করিতেছে ও করিতে পারে—তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতে ইচ্ছা হইলে, পশ্চিম বঙ্গে বোধ হয় এখন আর তত্টা সুবিধা হইবে না। জ্ঞান চর্চ্চায় লোকের মতিগতির পরিবর্ত্তন বা যে কারণেই হউক কৌলীন্যের বিষদন্ত পশ্চিম বঙ্গে অনেকটা ভঙ্গ হইয়া আসিয়াছে ও আসিতেছে এবং তাহা দেখিয়া অনেকে বিশ্বাস করিতেছেন এবং আমিও করিতাম যে, বুঝি দেবীবরের কৌলীন্য সত্য সত্যই এতদিনে স্বীয় স্বাভাবিক উচ্ছেদ-পথে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু হায়! সে কতই যে ভ্রান্ত বিশ্বাস তাহা একবার পূর্ব্ববঙ্গের প্রতি না তাকাইলে অনুভব করিতে পারা যায় না। পূর্ব্ববঙ্গে আসিলে এবং পূর্ব্ববঙ্গীয় সমাজের প্রতি তাকাইলে এখনও প্রত্যক্ষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় যে, কৌলীন্য কি ভীষণ মূর্ত্তি এবং এখনও তাহা কিরূপ পূর্ণ প্রভাবে বিরাজমান! এখানে এখনও দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক রাত্রির মধ্যে চারি মাস হইতে সপ্ততিবর্ষ বয়স্কা (পাড়ার সমস্ত সমমেলের) কন্যা শ্বেতকেশ লোলচর্ম্ম এক বৃদ্ধের করে অর্পিত হইতেছে; অথবা এক সাত বর্ষ বয়স্ক বালকের স্কন্ধে ৩০ বর্ষ হইতে ৬০ বর্ষ পর্য্যন্ত বয়সের ৮।৯টী সহধর্ম্মিণী চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এখানেই কেবল কন্যা জন্মিবামাত্র অবধারিত হইতে পারে যে, ইহজন্মে ইহার ভাগ্যে বিধাতা বিবাহ সংস্কার লিখেন নাই; এখানেই কেবল প্রতি ব্রাহ্মণ-প্রধান

গ্রামে যেমন একদিকে শত শত কুলীনকন্যা বিবাহ অভাবে বৃদ্ধা, তেমনি অন্যদিকে আবার অন্যরূপ অনুপাতে কত কত শ্রোত্রিয় ও বংশজের বিবাহ অভাবে বংশলোপ হইতে বসিয়াছে। তাহার পর এই সকলের পরিণাম স্বরূপ যে নৈতিক পাপের চিত্র, তাহাতে পটক্ষেপ করাই উচিত।"

ফলতঃ আমারও এতদিন এরূপ ভ্রম ছিল যে, কৌলীন্য প্রথা যথার্থ উচ্ছেদ-পথে বসিয়াছে এবং বলিতে কি কৌলীন্য সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যত শুনিতাম ও পড়িতাম তাহা যেন আমার নিকট কতকটা অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হইত এবং যাহা বা এতদিন দুই একটা বহু বিবাহের বিষময় ফল চক্ষের উপর দেখিতে পাইতাম, তাহাকে অতি বিরল সামাজিক ঘটনা বলিয়া ধরিতাম। কিন্তু এই এক বৎসর ধরিয়া পূর্ব্ববঙ্গের গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করায় এখন বুঝিতেছি যে, যাহাকে আমি বিরল সামাজিক ঘটনা বলিয়া ভাবিতাম, তাহাই বিরল না হইয়া সাধারণ এবং যাহা শুনিয়া পড়িয়া ভাবিতাম অতিরঞ্জিত, তাহাই অতিরঞ্জিত না হইয়া বরং অতি কম রঞ্জিত এবং উচ্ছেদের পথে বসা দূরে থাকুক, ইহা এখনও যৌবনের পূর্ণ জীবনীশক্তি বিশিষ্ট। যে ঘটকের ব্যবসা পশ্চিম বঙ্গে একরূপ লুপ্তপ্রায়, এখানে তাহা প্রায় প্রতি গ্রামে পূর্ণপ্রতাপে চলিতেছে। * *

এই কৌলিন্য প্রথা যদি সমাজস্থ কোন একটী সম্প্রদায় বিশেষকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া ক্ষান্ত থাকিত, তাহা হইলেও উহাকে গণনায় আনিতাম না; কিন্তু উহার দ্বারা সমস্ত সমাজ ও সমস্ত দেশ যে প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, জগতের ইতিহাসে আর কোথাও তাহার অনুরূপ ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা দ্বারা পাপ, তাপ, অধর্ম্মপ্রাণতা ও অকর্ম্মণ্যতা ত যতদূর দেশমধ্যে প্রবেশ করিতে হয় তাহা করিয়াছে, তদতিরিক্ত যাহাদের লইয়া হিন্দু সমাজের জীবনী ও গৌরব সেই শ্রেষ্ঠ জাতিগুলি দিন দিন লোকক্ষয়ে ধ্বংশমুখে অগ্রসর হইতে বসিয়াছে। লোকক্ষয় প্রতিকারের

উপায় যে উহার কল্যাণে সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা কেবল জ্ঞানের চক্ষেই সম্যক্ প্রকারে দর্শনীয়।"—বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস পৃঃ ২৮৪।

কৌলীন্য মর্য্যাদার মাহাত্ম্যে মেলি-কুলীন কন্যা অবশ্যই করণীয় কুলীন পাত্রে অর্পিত হইবে। যদি তাহার আজীবন বিবাহ না হয় সেও ভাল, তথাপি শ্রোত্রিয় বা বংশজের সহিত তাহার বিবাহ হইতে পারে না। যদি কোন বংশে একটী পুত্র অপর বংশে দশটী কন্যা জন্মে তাহা হইলে কুলের খাতিরে সেই একটী পাত্রের সহিত দশটী কন্যার বিবাহ না দিলে মেলীর কুল রক্ষা হইবে না। তজ্জন্যই বহু বিবাহের উৎপত্তি এবং এক অশীতি-পর ষোলচর্ম্ম বৃদ্ধের করে সময়ে সময়ে বহুসংখ্যক কন্যা দান করিতে হইয়াছে। আবার যদি এক পক্ষে পুত্র সন্তান না থাকে তবে সেই কন্যাগণের অদৃষ্টে বিবাহ ঘটিল না। কুল রক্ষা করিতে গিয়া বরকন্যার বয়সের কোন ঠিক রহিল না। এক সাতবর্ষ বয়স্ক বালকের স্কন্ধে ৭।৮টী প্রৌঢ়া কন্যা চাপাইয়া সভ্য সমাজে পবিত্র বিবাহ-সংস্কারের মর্য্যাদা রক্ষা হইল! কুলীনের কুল কন্যাগত বলিয়াই এই অসার কৌলীন্য-প্রথা আজও এদেশে বর্ত্তমান আছে, নচেৎ পুত্রগত হইলে, এতদিন ইহার চিহ্নও থাকিত না। কন্যা আর গোধন এই উভয়ই তুল্য কাহারও কথা কহিবার ক্ষমতা নাই; সুতরাং ইহাদের প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া, কৌলীন্য প্রথা বজায় রাখা অতি সহজসাধ্য।

বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় তাঁহার "শুভবিবাহতত্ত্বের" ১৬২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন "নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে গেলে এখন আর পৃথক পৃথক ছত্রিশটী মেল না বলিয়া, সকলকে একমেল ভুক্ত বলিলেও অসঙ্গত হয় না, কারণ সকলেই ধারাবাহিক দোষে তুল্যতা লাভ করিয়াছেন, পরন্তু যাঁহারা বর্ত্তমান সময়েও অজ্ঞের নিকটে শ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়া বিবেচিত হন, তাঁহাদের গুপ্ত দোষ গুলির উদ্ঘাটন করিলে অর্থাৎ রজস্বলা-কন্যা-বিবাহ, কুমারীর অবস্থায় ভ্রূণ হত্যা, বহির্গতা কন্যার পুনঃগ্রহণ,

লোক সমাজে নিন্দার ভয়ে বিষ-প্রয়োগে অবিবাহিতা কন্যা কিম্বা ভগিনীর জীবন বিনাশ প্রভৃতি পাশবিক দোষের আলোচনা করিলে তাঁহাদিগকে কুলীন সমাজে স্থান দেওয়া দূরের কথা ব্রাহ্মণ সমাজ হইতে বিদূরিত করিয়া দেওয়াই সঙ্গত। বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুরাজা থাকিলে সম্ভবতঃ কন্যা ও ভগিনীর উৎপীড়ক কুলীনদিগের রাজশাসনে নির্ব্বাসিত দণ্ড অথবা ইহাদের মস্তক মুণ্ডন, গলদেশে ছিন্ন পাদুকার মাল্যধারণ করাইয়া নগর প্রদক্ষিণ করাইতেন।"

এই সমস্ত পৈশাচিক তাণ্ডব লীলা দর্শন করিয়া স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন দশমোর্দ্ধ বয়স্কা কন্যার এবং পাত্রাপেক্ষা অধিক বয়স্কা কন্যার বিবাহ নিষেধ করিয়া উদ্বাহতত্ত্ব লিখিয়াছেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন যে, বয়স্থা রজঃস্বলা কন্যা গৃহে থাকিলে তাহার পিতৃপুরুষ ও জ্ঞাতিবর্গ সকলেই নরকস্থ হইবে। অন্যান্য সমাজ স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের ব্যবস্থা মানিয়া চলিয়াছে; কিন্তু তাঁহার নিজের সমাজের কয় জন ব্যক্তি তাঁহার ব্যবস্থা মানিয়া চলিয়াছেন বা এখনও চলিতেছেন? এই কি বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পালনের প্রকৃষ্ট পন্থা? আজ যদি ভট্টনারায়ণাদি প্রমুখ ব্রাহ্মণ-পঞ্চক জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে বর্ত্তমান রাঢ়ীয় সন্তানগণকে কি বলিতেন? কুলীন সমাজের ব্যভিচার, বিশৃঙ্খলা দেখিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে হাওড়ার খ্যাতনামা ৺প্রাণবল্লভ মুখোপাধ্যায় "সমাজ-কালিমা" ময়মনসিংহের উকীল ৺যাদবচন্দ্র লাহিড়ী "কুল-কালিমা" লিখিয়াছেন। কত নাটক, নভেল ও প্রহসনের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই, তথাপি কি সমাজের মতি গতি ফিরিয়াছে? পশ্চিম বঙ্গে কুলপ্রথার শৃঙ্খল কতকটা শিথিল হইলেও কন্যার বিবাহকালীন অনেক কুলীন সন্তানকে ভিটামাটি বিক্রয় করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইতেছে, তথাপি দেবীবরের মেলদুর্গ পালটী প্রথা ভঙ্গ করিবার কি কাহারও সাধ্য আছে?

নহে। যাঁহারা ৩৬শ মেলের বিবরণ জানিতে ইচ্ছুক তাঁহারা বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বিবরণ পাঠ করিবেন।

আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি, যে ধনে মানে বিদ্যায় বুদ্ধিতে বঙ্গের রাঢ়ীয় ঠাকুরগণ সমাজের সর্ব্বোচ্চস্থান লাভ করিয়াছেন। বুদ্ধির প্রখরতায়, বিদ্যার প্রতিভায় রাজকীয় উচ্চাসন লাভ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু অন্য সমাজকে নিন্দা করিবার সময় একবার মানস চক্ষে ধর্ম্মের দিকে তাকাইয়া উভয় সম্প্রদায়ের প্রকৃত ব্রাহ্মণোচিত সম্মান-মর্য্যাদা তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া দেখিবেন কোন পাল্লা গুরু ও কোন পাল্লা লঘু ভারাক্রান্ত হইয়া উচ্চে উত্তোলিত হয় বা নিম্নে অবনমিত হয়। ভ্রান্ত সমাজের জ্ঞান চক্ষু উন্মীলন করিবার জন্য—ভ্রান্তি দূর করিবার জন্য বাধ্য হইয়া অপ্রিয় সত্য কথার আলোচনা করিয়াছি—পুরস্কার বা তিরস্কারের আকাঙ্ক্ষা করি নাই। সমাজের গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করিবার আরও যথেষ্ট উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি কিন্তু এক্ষণে তাহার সমস্তগুলি প্রকাশ করিতে ক্ষান্ত থাকিয়া পাঠক মহাশয়ের নিকট হইতে এইস্থানে অবসর গ্রহণ করিলাম। পাঠক মহাশয়! আমার সুরে সুর মিলাইয়া বলুন—

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ॥
ওঁ শন্নো মিত্রঃ শংবরুণঃ শন্নো ভবত্বর্য্যমা।
শন্নো ইন্দ্রো বৃহস্পতি শন্নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ।
নমো ব্রহ্মণে নমস্তে বায়ো ত্বমেব প্রত্যক্ষং
ব্রহ্মাসি ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি।
ঋতং বদিষ্যামি সত্যং বদিষ্যামি তন্মামবতু,
তদ্বক্তারমবত্ববতু মামবতু বক্তারং।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওঁ॥

সমাপ্তম্।

পরিশিষ্ট ।

(১)

গরুড়স্তম্ভে প্রশস্তি-পাঠ ।

১ । * * * : শাণ্ডিল্যবংশেভূদ্বীরদেব স্তদন্বয়ে ।
পাঞ্চালো নাম তদ্গোত্রে গর্গস্তস্মাদজায়ত ॥ (১)
শক্রঃ পুরোদিশি পতি র্ন দিগন্তরেষু ।
তত্রাপি দৈত্যপতিভির্জিত এব । [সন্থঃ]
ধর্ম্মঃ কৃত স্তদধিপস্ত্বখিলাসুদিক্ষু
স্বামী ময়েতি বিজহাস বৃহস্পতিং যঃ ॥ (২)
পত্নীচ্ছানাম তস্যাসী দিচ্ছেবান্ত-র্ব্বিবর্ত্তিনী ।
নিসর্গ-নির্ম্মল-স্নিগ্ধা কান্তিশ্চমন্দ্রসো যথা ॥ (৩)
বিদ্যা-চতুষ্টয় মুখাম্বুরুহান্ত-লক্ষ্মা
নৈসর্গিকোত্তম-পদা-ধরিত-ত্রিলোকঃ ।
সূনু স্তয়োঃ কমল-যোনিরিব দ্বিজেশঃ
শ্রীদর্ভপাণি রিতি নাম নিজ ন্দধানঃ ॥ (৪)
আরেবা-জনকান্মতঙ্গজ-মদ-স্তিম্যচ্ছিলা সংহতে-
রাগৌরী-পিতু-রীশ্বরেন্দু-কিরণৈঃ পুষ্যৎ সিতিস্নো গিরেঃ ।
মার্ত্তণ্ডাস্তময়োদয়ারুণ-জলাদাবারি-রাশি-দ্বয়াৎ
নীত্যা যস্ত ভুবং চকার করদাং শ্রীদেবপালোনৃপঃ ॥ (৫)
মাস্তন্নানা-গজেন্দ্র-স্রবদনবরতোদ্দাম-দান-
প্রবাহোন্মৃষ্ট-ক্ষোণী-বিসর্পি-প্রবল
ঘনরজঃ-সম্বৃতাশাবকাশং ।

দিক্‌চক্রারাত-ভুষ্টং-পরিকর-বিসরবাহিনী-দুর্ব্বিলোকস্তস্থৌ
শ্রীদেবপালো নৃপতি রন্নেরাপেক্ষয়া দ্বারি যস্ত ॥ (৬)
দত্ত্বা প্যানন্নমুড়ূপ-চ্ছবি-পীঠ মগ্রে
যস্যাসনং নরপতিঃ সুররাজকল্পঃ।
নানা-নরেন্দ্র-মুকুটাঙ্কিত-পাদপাংসুঃ
র্যসংস্থাসনং সচকিতঃ স্বয় মাসসাদ ॥ (৭)
তস্য স্ত্রীশক্তিরাদেব্যা মন্ত্রেঃ সোম ইব দ্বিজঃ।
অভুৎ সোমেশ্বরঃ শ্রীমান্ পরমেশ্বর-বল্লভঃ ॥ (৮)
ন ভ্রান্তং বিকটং ধনঞ্জয় তুলামারুহ্য বিক্রামতা
বিদ্যাস্তর্থিষু র্ধতা স্তুতি-গিরো নোদ্গর্ব্ব মাকর্ণিতাঃ।
নৈবোক্তা মধুরং বহু-প্রণয়িনঃ সম্বল্‌গিতাশ্চ শ্রিয়া।
যেনৈবং স্বগুণৈ র্জ্জিগদ্বিসদৃশৈ শ্চক্রে সতাং বিস্ময়ঃ ॥ (৯)
শিব ইব করং শিবায়া হরিরিব লক্ষ্ম্যা গৃহাশ্রম-প্রেপ্সুঃ।
অনুরূপায়া বিধিবৎ রল্লাদেব্যাঃ স জগ্রাহ ॥ (১০)
আসন্নাঙ্কিক্ষ-রাজদ্বহল-শিখিশিখা চুম্বি-দিক্‌চক্রবালো
দুর্ব্বার-ক্ষারশক্তিঃ স্বরস-পরিণতা-শেষ-বিদ্যাপ্রতিষ্ঠঃ।
তাভ্যাং জন্ম প্রপেদে ত্রিদশজন-মনো-নন্দনঃ স্ব-ক্রিয়াভিঃ।
শ্রীমান্ কেদারমিশ্রো গুহ ইব বিকসজ্জাতরূপ-প্রভাবঃ ॥ (১১)
সকৃদ্দর্শন-সম্পীতান্ চতুর্ব্বিদ্যা-পয়োনিধীন্।
জহাসাগস্ত্য-সম্পত্তি মুদ্গিরন্ বাল এব যঃ ॥ (১২)
উৎকীলিতোৎকলকুলং হৃতহূণগর্ব্বং খর্ব্বীকৃত
দ্রবিড়-গুর্জ্জর-নাথ-দর্পং।
ভূপীঠ-নব্ধি-রশনাভরণ স্থভোজ
গৌড়েশ্বর শ্চির মুপাস্ত শ্রিয়ং যদীয়াং ॥ (১৩)
স্বয়মপহৃতবিদ্যানর্থিনো যোঽনুমেনে

দ্বিষদি সুহৃদি চাসীন্নির্ব্বিবেকো যথাত্মা।
ভবজলধি-নিপাতে যস্য ভীশ্চ ত্রপা চ।
পরিমৃদিত-কষায়ো যঃ পরে ধাম্নি রেমে ॥ (১৪)
যস্তেজ্যাসু বৃহস্পতি-প্রতিকৃতেঃ শ্রীশূরপালো নৃপঃ
সাক্ষাদিন্দ্র ইব ক্ষতাপ্রিয়বলো গর্ব্বৈব ভূয়ঃ স্বয়ং।
নানাম্ভোনিধি-মেখলস্য জগতঃ কল্যাণ-সঙ্গী চিরং
শ্রদ্ধাস্তঃ-প্লুত-মানসো নত-শিরা জগ্রাহ পূত স্পয়ঃ ॥ (১৫)
দেবগ্রাম-ভবা তস্যোপত্নী বব্বাভিধাঽভবৎ।
অতুল্যা চলয়া লক্ষ্ম্যা সত্যা চাপ্যনপত্যয়া ॥ (১৬)
সা দেবকীব তস্মাৎ যশোদয়া স্বীকৃতং পতিং লক্ষ্ম্যাঃ।
গোপাল-প্রিয়কারক মসূত পুরুষোত্তমং তনয়ং ॥ (১৭)
জমদগ্নি-কুলোৎপন্নঃ সম্পন্নক্ষত্রচিন্তকঃ।
যঃ শ্রীগুরব মিশ্রাখ্যো রামো রাম ইবাপরঃ ॥ (১৮)
কুশলো গুণবান্ বিবেক্তুং বিজিগীষু র্যন্নৃপ শ্চ বহুমেনে।
শ্রীনারায়ণপালঃ প্রশস্তি রপরাস্য কা তস্য ॥ (১৯)
বাচা স্বৈভব মাগমেষ্বধিগমং নীতেঃ পরাং নিষ্ঠতাং
বেদার্থানুগমা-দসী-মমহসো বংশস্য সম্বন্ধিতাং।
আসক্তিং গুণকীর্ত্তনেষু মহতাং নিষ্ণাততাং জ্যোতিষী
যস্তানল্পমতে রমেব যশসো ধর্ম্মাবতারোঽবদৎ ॥ (২০)
যস্মিন্ মিথঃ শ্রীভৃতি বাগধীশে
বিহায় বৈরাণি নিসর্গজানি।
উভে স্থিতে সখ্যমিবাদি (ধি) গম্ভ্যা-
বেকত্র লক্ষ্মীশ্চ সরস্বতী চ ॥ (২১)
শাস্ত্রানুশীলন-গভীরতরৈ র্বচোভি-
র্বিদৎ সভাসু পরবাদি-মদাবলেপঃ।

উদ্ভাসিতঃ সপদি যেন যুধি দ্বিষাঞ্চ
নিস্সীম-বিক্রম-ধনেন ভটাভিমানঃ ॥ (২২)
আবির্ব্বভূব সহসৈব ফলং ন যস্ত
য স্তাদৃশং ব্যথিত কর্ণসুখ ন্ন কিঞ্চিৎ।
যৎ প্রাপ্য দানপতি মর্থিজনোঽপ্য মেত্তি
তৎ কেলিদানমপি যস্ত ন জাতু ॥ (২৩)
অতিলোমহর্ষণেষু কলিযুগ-বাল্মীকি-জন্ম-পিণ্ডনেষু।
ধর্ম্মেতিহাসপর্ব্বসু পুণ্যাত্মা যঃ শ্রুতীর্ব্ব্যবৃণোৎ ॥ (২৪)
অসিন্ধু-প্রসৃতা যস্ত স্বধুনী * * ধা।
বাণী প্রসন্ন-গম্ভীরা ধিনোতি চ পুনাতি চ ॥ (২৫)
পিতৃত্বং স্বয় মাস্থায় পুত্রত্ব মগমৎ স্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পুরুষান্ যস্ত বংশে যঞ্চ প্রপেদিরে ॥ (২৬)
শোভো স্বকীয়-বপুষো লোকেক্ষণ-গ্রাহিণি
স্বাভিপ্রায় ইবাতুলোন্নতিমতি স্বপ্রেমবন্ধ-স্থিরে।
স্পষ্টং শল্য ইবার্পিতে কলিঙ্গদি স্তম্ভেত্র তেন
ফণিনাং হরেঃ প্রিয়সখ স্তার্ক্ষ্যায় মারোপিতঃ ॥ (২৭)
ভ্রান্ত্বা দিগন্ত মখিলং গত্বা পাতালমূল মপ্যস্মাৎ
যশ ইহ তস্যোত্তস্থৌ হৃতাহি-গরুড়চ্ছলাদমলম্ ॥ (২৮)
সূত্রধারবিষ্ণুভদ্রেণ প্রশস্তি ক্ষণিতং ॥

বঙ্গানুবাদ।

শাণ্ডিল্যবংশে (বিষ্ণুঃ)*? তদীয় অন্বয়ে বীরদেব, তদ্‌গোত্রে পাঞ্চাল, এবং পাঞ্চাল হইতে তৎপুত্র গর্গ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

---

* এই শ্লোকের প্রথম দুইটি অক্ষরে একটি বিসর্গান্ত শব্দে যে প্রথম পুরুষের নাম উৎকীর্ণ হইয়াছিল তাহার বিসর্গ চিহ্নমাত্র বর্ত্তমান আছে। অধ্যাপক কিলহর্ণ তাহাকে বিষ্ণু বলিয়া অনুমান করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন কিন্তু এই শব্দ "ভৃগুঃ" হওয়াই সঙ্গত। কারণ ১৮শ শ্লোকে এই বংশ জমদগ্নি কুলোৎপন্ন বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

২। সেই গর্গ এই বলিয়া বৃহস্পতিকে উপহাস করিতেন যে,— (শক্র) ইন্দ্রদেব কেবল পূর্ব্বদিকেরই অধিপতি, দিগন্তরের অধিপতি ছিলেন না; (কিন্তু বৃহস্পতির ন্যায় মন্ত্রী থাকিতেও) তিনি সেই একটিমাত্র দিকেও (সদ্যঃ) দৈত্যপতিগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন; আর আমি সেই পূর্ব্ব দিকের অধিপতি ধর্ম্ম (ধর্ম্মপাল) নামক নরপালকে অখিল দিকের স্বামী করিয়া দিয়াছি।

৩। নিসর্গ-নির্ম্মল-স্নিগ্ধা চন্দ্রপত্নী কান্তিদেবীর ন্যায় অন্তর্ব্বিবর্ত্তিনী ইচ্ছারূপা, তাঁহার ইচ্ছানাম্নী পত্নী ছিলেন।

৪। বেদচতুষ্টয়রূপ-মুখপদ্ম-লক্ষণাক্রান্ত, স্বাভাবিক উৎকৃষ্ট পদ-গৌরবে ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ, কমলযোনি ব্রহ্মার ন্যায়, তাঁহাদের দ্বিজোত্তম পুত্র নিজের "শ্রীদর্ভপাণি" এই নাম ধারণ করিয়াছিলেন।

৫। সেই দর্ভপাণির নীতি-কৌশলে শ্রীদেবপাল (নামক) নৃপতি মতঙ্গজ-মদাভিষিক্ত-শিলাসংহতিপূর্ণ রেবা (নর্ম্মদা) নদীর জনক (উৎপত্তিস্থান বিন্ধ্য-পর্ব্বত) হইতে আরম্ভ করিয়া মহেশ ললাট-শোভি-ইন্দু-কিরণ শ্বেতায়মান গৌরীজনক হিমালয় পর্ব্বত পর্য্যন্ত, সূর্য্যোদয়াস্তকালে অরুণরাগ-রঞ্জিত (উভয়) জল-রাশির আধার পূর্ব্ব-সমুদ্র এবং পশ্চিম-সমুদ্র (মধ্যবর্ত্তী) সমগ্র ভূভাগ কর-প্রদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

৬। নানা-মদমত্ত-মতঙ্গজ-মদবারি-নিষিক্ত-ধরণীতল-বিসর্পি ধূলিপটলে দিগন্তরাল সমাচ্ছন্ন করিয়া, দিক্‌চক্রাগত-ভূপালবৃন্দের চিরসঞ্চরমান সেনা-সমূহ যাঁহাকে নিরন্তর চকিতলোক করিয়া রাখিত, সেই দেবপাল (নামক) নরপাল (উপদেশ গ্রহণের জন্য) দর্ভপাণির অবসরের অপেক্ষায়, তাঁহার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিতেন।

৭। সুররাজকল্প (দেবপাল) নরপতি (সেই মন্ত্রিবরকে) অগ্রে চন্দ্রবিম্বানুকারী (মহার্হ) আসন প্রদান করিয়া, নানা-নরেন্দ্র-মুকুটাঙ্কিত-পাদপাংশু হইয়াও, স্বয়ং সচকিতভাবেই সিংহাসনে উপবেশন করিতেন।

৮। অত্রি হইতে যেমন চন্দ্রের উৎপত্তি হইয়াছিল, সেইরূপ তাঁহার এবং শর্করা দেবীর পরমেশ্বর-বল্লভ শ্রীমান্ সোমেশ্বর (নামক) পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল।

৯। তিনি বিক্রমে ধনঞ্জয়ের সহিত তুলনা লাভের উপযুক্ত (উচ্চ) স্থানে আরোহণ করিয়াও (বিক্রম প্রকাশের-পাত্রাপাত্র-বিচার সময়ে ধনঞ্জয়ের ন্যায়) ভ্রান্ত বা নির্দ্দয় হইতেন না ; তিনি অর্থিগণকে বিত্তবর্ষণ করিবার সময়ে, (তাহাদের মুখের) স্তুতি-গীতি শ্রবণের জন্য উদ্গর্ব্ব হইতেন না ; তিনি ঐশ্বর্য্যের দ্বারা বহু বন্ধুজনকে (সংবর্দ্ধিত) নৃত্যশীল করিতেন ; (বৃথা) মধুরবচন-প্রয়োগেই তাঁহাদিগের মনস্তুষ্টির চেষ্টা করিতেন না। (সুতরাং) এই সকল জগদ্বিসদৃশ-স্বগুণগৌরবে তিনি সাধুজনের বিস্ময়ের উৎপাদন করিয়াছিলেন।

১০। শিব যেমন শিবার, (এবং) হরি যেমন লক্ষ্মীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিও সেইরূপ গৃহাশ্রম-প্রবেশ-কামনায় আত্মানুরূপা রম্লাদেবীকে যথাশাস্ত্র (পত্নীরূপে) গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১১। তাঁহাদিগের কেদারমিশ্র নামে তপ্ত-কাঞ্চন-বর্ণাভ কার্ত্তিকেয়-তুল্য (এক) পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার (হোমকুণ্ডোত্থিত) অবক্র-ভাবে বিরাজিত সুপুষ্ট হোমাগ্নি-শিখাকে চুম্বন করিয়া, দিক্‌চক্রবাল যেন সন্নিহিত হইয়া পড়িত। তাহার বিস্ফারিত শক্তি দুর্দ্দমনীয় বলিয়া পরিচিত ছিল। আত্মানুরাগ-পরিণত অশেষ বিদ্যা (যোগ্যপাত্র পাইয়া) তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছিল। তিনি স্বকর্ম্মগুণে দেব-নরের হৃদয়-নন্দন হইয়াছিলেন।

১২। তিনি বাল্যকালে একবারমাত্র দর্শন করিয়াই, চতুর্ব্বিদ্যা-পয়োনিধি পান করিয়া, তাহা আবার উদ্গীর্ণ করিতে পারিতেন বলিয়া অগস্ত্য-প্রভাবকে উপহাস করিতে পারিয়াছিলেন।

১৩। [এই মন্ত্রিবরের] বুদ্ধিবলের উপাসনা করিয়া, গৌড়েশ্বর [দেবপালদেব] উৎকল-কুল উৎকলিত করিয়া, হূণ-গর্ব্ব খর্ব্বীকৃত করিয়া

এবং দ্রবিড় গুর্জ্জর-নাথ-দর্পচূর্ণীকৃত করিয়া, দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সমুদ্র-মেখলাভরণা বসুন্ধরা উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১৪। তিনি যাচকগণকে যাচক মনে করিতেন না;—মনে করিতেন তাঁহার দ্বারা অপহৃত-বিত্ত হইয়াই, তাহারা যাচক হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার আত্মা শত্রু-মিত্রে নির্ব্বিবেক ছিল (কেবল) ভব-জলধি-জলে পতিত হইবার ভয় এবং লজ্জা (ভিন্ন) অন্য উদ্বেগ ছিল না। তিনি (সংযমাদি অভ্যাস করিয়া) বিষয়-বাসনা ক্ষালিত করিয়া, পরম-ধাম-চিন্তায় আনন্দলাভ করিতেন।

(১৫)। সেই বৃহস্পতি-প্রতিকৃতি (কেদারমিশ্রের) যজ্ঞস্থলে, সাক্ষাৎ ইন্দ্র-তুল্য শত্রু সংহারকারী নানা-সাগর-মেখলাভরণা বসুন্ধরার চির-কল্যাণকামী শ্রীশূরপাল (নামক) নরপাল, স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, অনেকবার শ্রদ্ধা-সলিলাপ্লুত-হৃদয়ে, নতশিরে, পবিত্র (শান্তি) বারি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(১৬)। তাঁহার দেবগ্রাম-জাতা ববা (দেবী) নাম্নী পত্নী ছিলেন। লক্ষ্মী চঞ্চলা বলিয়া, এবং (দক্ষ-দুহিতা) সতী অনপত্যা (অপুত্রবতী) বলিয়া, তাঁহাদের সহিত (ববা দেবীর) তুলনা হইতে পারে না।

(১৭)। দেবকী গোপাল-প্রিয়কারক পুরুষোত্তম তনয় প্রসব করিয়াছিলেন; যশোদা সেই লক্ষ্মীপতিকে (আপন পুত্ররূপে) স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। ববা দেবীও, সেইরূপ, গো-পাল-প্রিয়কারক পুরুষোত্তম তনয় প্রসব করিয়াছিলেন; যশো-দাতারা তাঁহাকে লক্ষ্মীর পতি বলিয়াই স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন

(১৮) তিনি জমদগ্নিকুলোৎপন্ন সম্পন্ন-ক্ষত্র-চিন্তক (অপর) দ্বিতীয় রামের (পরশুরামের) ন্যায়, রাম (অভিরাম), শ্রীগুরবমিশ্র এই আখ্যায় (পরিচিত ছিলেন)।

১৯। (পাত্রাপাত্র বিচার)-কুশল গুণবান্ বিজিগীষু শ্রীনারায়ণপাল

(নরপতি) যখন তাঁহাকে মাননীয় মনে করিতেন, তখন আর তাঁহার অন্য (প্রশস্তি) প্রশংসা-বাক্য কি (হইতে পারে ?)

২০। তাঁহার বাগ্ বৈভবের কথা, আগমে ব্যুৎপত্তির কথা, নীতিতে পরম নিষ্ঠার কথা, মহতের গুণ-কীর্ত্তনে আসক্তির কথা, জ্যোতিষে অধিকারের কথা, এবং বেদার্থ-চিন্তাপরায়ণ অসীম-তেজঃসম্পন্ন তদীয় বংশের কথা, ধর্ম্মাবতার ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

২১। সেই শ্রীভৃৎ (ধনাঢ্য) এবং বাগধীশ (সুপণ্ডিত) ব্যক্তিতে একত্র মিলিত হইয়া, পরস্পরের সখ্যলাভের জন্যই, স্বাভাবিক শত্রুতা পরিত্যাগ করিয়া, লক্ষ্মী এবং সরস্বতী উভয়েই যেন (একত্র) অবস্থিতি করিতেছেন।

২২। শাস্ত্রানুশীলন-লব্ধ-গভীর-গুণ-সংযুক্ত বাক্যে (তর্কে) তিনি বিদ্বৎ-সভায় প্রতিপক্ষের মদগর্ব্ব চূর্ণ করিয়া দিতেন ; এবং যুদ্ধক্ষেত্রেও অসীম-বিক্রম-প্রকাশে, অল্পক্ষণ মধ্যেই, শত্রুবর্গের "ভটাভিমান" (যোদ্ধা বলিয়া অভিমান) বিনষ্ট করিয়া দিতেন।

২৩। যে বাক্যের ফল তৎক্ষণাৎ প্রতিভাত হইত না, তিনি সেরূপ (বৃথা) কর্ণ-সুখকর বাক্যের অবতারণা করিতেন না। যেরূপ দান পাইয়া (অভীষ্ট পূর্ণ হইল না বলিয়া) যাচককে অন্য ধনীর নিকট গমন করিতে হয়, তিনি কখনও সেরূপ (কেলি-দানের) দান-ক্রীড়ার অভিনয় করিতেন না।

২৪। কলিযুগ-বাল্মীকির জন্ম-সূচক, অতি রোমাঞ্চোৎপাদক, ধর্ম্মেতিহাস-গ্রন্থ-সমূহে, সেই পুণ্যাত্মা শ্রুতির বিবৃতি (ব্যাখ্যা) করিয়াছিলেন।

২৫। তাঁহার সুর-তরঙ্গিণীর ন্যায় অ-সিন্ধু-গামিনী প্রসন্ন-গম্ভীরা বাণী (জগৎকে) যেমন তৃপ্তিদান করিত, সেইরূপ পবিত্র করিত।

২৬। তাঁহার বংশে ব্রহ্মা স্বয়ং পিতৃত্ব গ্রহণ করিয়া, আবার স্বয়ং

পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; (ইতি) এইরূপ মনে করিয়া, (লোকে) তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষগণের এবং তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিত।

২৭। তাঁহার (সুকুমার) শরীর-শোভার ন্যায় লোক-লোচনের আনন্দদায়ক, তাঁহার উচ্চান্তঃকরণের অতুলনীয় উচ্চতার ন্যায় উচ্চতা-যুক্ত, তাঁহার সুদৃঢ় প্রেম-বন্ধনের ন্যায় দৃঢ়সংবদ্ধ, কলি-হৃদয়-প্রোথিত-শলাবৎ সুস্পষ্ট (প্রতিভাত) এই স্তম্ভে, তাঁহার দ্বারা হরির প্রিয়সখা ফণিগণের (শত্রু) এই গরুড়মূর্ত্তি (তার্ক্ষ্য) আরোপিত হইয়াছে।

২৮। তাঁহার যশ অখিল দিগন্ত পরিভ্রমণ করিয়া, এই পৃথিবী হইতে পাতাল-মূল পর্য্যন্ত গমন করিয়া, (আবার) এখানে হৃতাহি-গরুড়চ্ছলে উত্থিত হইয়াছে।

(এই) প্রশস্তি সূত্রধার বিষ্ণুভদ্র কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ হইয়াছে।

গৌড়লেখমালা।

---

(২)

TO

The District Registrar of Howrah.

Honoured Sir,

The undersigned members of the Mahishya Community in the jurisdiction of Amta thana beg most respectfully to lay before your honour this humble representation for your honour's kind consideration. The Sub-Registrar of Amta Babu Dwarikanath Ghoshal is insulting your honour's petitioners and their Brahmins by making insulting endorsements about their caste and professions. Whenever he writes their caste and occu-

pation, he calls them as Kaibarttas and cultivators; whereas in body of the documents they have written their caste as "Mahishya" the true shastric appellation in which they have been classified by the kind Government after due enquiry in the last census in order to separate them from Kaibarttas (jelias). For your honour's kind perusal your honour's humble petitioners annex hereto certain documents noted below, in which your honour will see that they have been called by the Sub-Registrar as "Kaibarttas" and "cultivators", though the executants are really following more honourable professions as merchandise, &c. The Sub Registrar is also kind enough to call your petitioners' Brahmins who fall as victims before him, as Kaibarttas' Brahmins, while he does not call other classes of Brahmins who are acting as priests to Napitas, Kumars, Malis,etc. in such way as Napita's, Kumar's or Nabashakha's Brahmins; in these cases he writes them as Brahmin only.

As for example your honour's petitioners drawing your honor's kind attention to the Kabulyat executed by one Babu Mathura Nath Hait who is a merchant and land holder and is also paying license and income tax in the Calcutta Collectorate for his such profession. The Sub-Registrar has written his caste and occupation on the back of the document as "Kaibartta" and "culti-

vator" though the executant has clearly signified himself as "Mahishya" and his occupation as merchandise and land-holder. In another document the Sub-Registrar has also written the caste and profession of one passed Muktear, Babu Moni mohan Das who identified Babu Kali Pada Haldar, as Kaibartta and cultivator respectively and that Kali Pada Haldar has also been signified as Kaibartta's Brahmin in the same document. Under the circumstances your honouor's petitioners most respectfully pray that your honour will kindly save your honour's petitioners from such reckless mortification and your honor's petitioners as in duty bound shall ever pray.

We have the honour to be,

Sir,

Your most obedient servants,

(Sd.) HARISH CH. CHAKRABARTI,
MATHURA NATH HAIT & OTHERS.

No. 100.

From

THE REGISTRAR OF HOWRAH.

To

Babu Mathura Nath Hait,

Of Pancharul, thana Amta, Howrah.

The 11th Feb., 1902

Sir,

With reference to your letter dated the 23rd ultimo from yourself and others complaining of the use by

the Sub-Registrar of Amta of certain terms to which you take objection, I beg to inform you that necessary instructions have been issued to the Sub-Registrar.

I have &c.

(Sd.) RAMENDRA LALA MITRA,

For Registrar.

(৩)

সেন্‌সাস্ ও বঙ্গীয় মাহিষ্য-সমিতি।

From

THE SECRETARY "BANGIYA MAHISHYA SAMITI."

38, *Police Hospital Road, Entally. Calcutta.*

To

The Superintendent of Census Operations, Bengal.

Dated, Calcutta, the 31st December 1910.

Sir

With reference to your letter No 1609 C dated the 8th November 1910, I beg most respectfully to approach you with the following points for your kind consideration ;—

(a) About issue of distinct orders to District Officers for returning Chashi-Kaibarttas as Mahishyas as done in the previous Census.

(b) About provision for separate heading "Mahishya" in the abstract final tables which will be published hereafter with report,

(c) The priests of the Mahishyas are not degraded Brahmins (Barna Bipras) like those of Goalas, Sunries &c., but they are ancient settlers of Bengal long before the migration of Rarhi Brahmins.

As regards point (a) I beg to state that it appears from the entry No 5 column 2 of the Specimen Schedule attached to the Instructions to the Supervisors that in caste column 8 'Chashi-Kaibartta'has been entered instead of the appellation of "Mahishya"and from this specimen the supervisors and Enumerators in mafasil have raised objection to enter the name "Mahishya" in the said column as the instructions laid down in the caste index are not circulated to them. It appears from your reply No 1542 C dated the 31st, October 1910 that there would be no further objection to enter the name Mahishya in the caste column; but the Census Supervisors and Enumerators have been mislaid to raise frivolous objection in absence of a distinct order as issued by your predecessor E. A. Gait Esqr., now Census Commissioner in his Circular No. 16-19 dated the 21st November 1900.

As regards point (b) I beg humbly to state that I am given to understand that Mahishyas, if returned such

and not under separate heading "Mahishya" in the final tables and other records which will be published with census report, and that if this be the fact, the whole Mahishya Community would be greatly aggrieved. It will not be out of place to state that the local correspondents appointed for *Ethnographical* enquiries belong to the castes other than Mahishyas and consequently we can hardly expect any impartial justice at their hands. As it has become characteristic of our present Hindu social organization that the interests of the different sections must always continue to be conflicting and the upholders of such sectarian views, being men of the sections other than Mahishyas as a rule, must continue to trample on the right of the weaker in society for an indefinite length of time.

After the conquest of a larger portion of Bengal by the Sen Kings, there were two contending social and political forces in the country :—the Sens and the Mahishyas. The Sens as supporters and patrons of the newly migrated Rarhi Brahmins and Kayastha, *colonists* and more powerful of the two, claimed and secured better title to the leadership of the then Hindu society of Bengal. But the Mahishyas, though overwhelmed by the then Sen power, yet under the powerful Mahishya rulers of *Lat Dwipa* and *Kanka Dwipa* did

not yield so easily. The history of this contest as preserved in the writings of the Bramhin genealogists of Bengal was re-capitulated by a high class Barendra Brahmin late Babu Jadab Chandra Lahiri, in his work "Kula-Kalima." The Mahishya Community of Bengal thus passed through various sorts of political revolutions since the time of Raja Ballal Sen. The present descendants of the other castes patronised by the Sen Dynasty are looking with hereditary jealousy and great abhorrence upon the Mahishyas and their Brahmins who are the ancient settlers of Bengal even long before the migration of the five ancestors of the Rarhi Brahmins. The Mahishyas and their Brahmins believe that nothing but a glance of kindness and favour of the gracious and benign Government, help them in all respects, as they have all along been loyal to the British Throne, devoting their lives and strength for the British cause in their wars in southern India, under Colonel Powell and Sir Eyre Coote. It would not be out of place to mention here that the Mahishya soldiers from Midnapur rendered signal help to the British Government in quelling the Vellore Mutiny in the days of Sir John Shore in the early days of the last century : (See the Military Despatch of Sir Eyre Coote to the Court of Directors and the Report of the

Governor-General to the Home department, British Blue Book of 1806-07 from the Records of the Financial Department Library of the Government of Bengal and the Imperial Government.)

In the index to the Census Code, it has been noted that Barna-Bipras are those Brahmins who act as priests to low castes including Sutradhars, Chandals, Dhobis, Kapails, Gohalas, Bagdis, Kaibarttas and Kalus, &c.

There would be no objections, if after the word *Kaibarttas* the word—"other than Mahishyas" or within parenthesis the word "Jelia" were inserted, as there are two classes of Kaibarttas, one of whom is pure and possesses a higher social status, and the other is impure, and both of whom are descended from quite different parents, and as such, the pure Kaibarttas who are descended from a Kshatriya father and a Vaishya mother have been separated from the impure Kaibarttas otherwise called Jelias, who came from a Nishad father and a Ayogabi mother. The social position of the Mahishyas is also far higher than that of the low caste Jelia Kaibarttas mentioned in the index. The Mahishya caste is the most important and influential section of Hindu Community of this province. The writings of eminent Sociologists of Bengal as quoted in the

annexed appendix, also bear testimony to the high position held by them.

As regards point (C.) I beg to state that the priests of the Mahishyas, as is well known, are *Drabir Baidic Brahmins*, who form a separate class by themselves having come to Rarh country long before the advent of the Kanauj or Rarhi Brahmins about the time of Maharaja Adisur, and they being the ancient settlers of Bengal ; but they were thrown into the back ground by the advent of the above Kanauj Brahmins, and afterwards ostracised in society because of their unwillingness to submit to the authority of the newcomers.

The priests of the Mahishyas are not regarded as degraded by the sociologists of the highest authority as will be seen from a perusal of Sir W. W. Hunter's Statistical Account of Bengal. Sub-Divisional Officer of Uluberia's report No. 854 dated the 15th August 1910, and certificates of purity of the priest of the Mahishyas granted by Mahamahopadhyaya Pandits of whole India published in "Mahishya Prokash" by Babu Prokash Chandra Sarkar, Vakil, High Court, Calcutta. It is an undeniable fact that these Brahmins are the family-priests only of the Mahishyas who were described in the Bishnu Puran as Semi-

Kshatriya caste, as Saraswat Brahmins act as priests to the Kshatriyas only, while the priests of all the low castes, otherwise called "Barna-Brahmins" came from Rarhi Brahmins and they are rightly designated as such. The priests of the Mahishyas do still possess *Brohmottar Lands* granted to their ancestors by the Raj families of Natore, Nadia, as well as by the Brahmin Rajas of Mahisadal as marks of favour shown only to good Brahmins for religious services done to them.

The priests of the Mahishyas are not inferior in any way to those Srotriya Brahmins who are acting as priests to many Sudras as it will be clear from the following Sanskrit Verses which run thus :—

শূদ্রাতিরিক্তযাজী যো গ্রামযাজী চ কীর্ত্তিতঃ।
দেবোপদ্রব্যজীবী চ দেবল পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ২০২
শূদ্রপাকোপজীবী যঃ সূপকার ইতি স্মৃতঃ॥
সন্ধ্যাপূজাবিহীনশ্চ প্রমত্তঃ পতিতঃ স্মৃতঃ॥ ২০৩
উক্ত পূর্ব্বপ্রকরণে লক্ষণং বৃষলিপতেঃ।
এতে মহাপাতকিনঃ কুম্ভিপাকং প্রযান্তিতে॥ ২০৪
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ৩০শ অধ্যায়)।

As such, the Rarhi priests of the Nabasakhas are looked upon as *degraded* by the *Naikashya Kulin* Rarhi Brahmins who do not partake of rice in the house of the

former ; nor they eat together. though they are not excluded totally from their society.

In the East Bengal, the residence of Naikashya Kulin Brahmins, hundreds and hundreds of inter-marriages were solemnised between the Baidic Brahmin Priests of the Mahishyas and Barendra and Rarhi Kulin Brahmins (Vide details in the "Sebika." Vol—No. 1.)

Had the former class been degraded their daughters would not have been married to the Kulin Brahmins, though this practice has not yet been introduced in West Bengal. Had these Brahmins been degraded, the Mahishyas who partake of food cooked by their Priests and even eat of the remnants of the dishes of their priests, would not have been clean castes, whose waters are drinkable by all good Brahmins, whether Rarhi, Barendra or otherwise. Those who officiate as priests to a caste from whose hands good Brahmins do take water can never be stigmatized as "degarded" in Society.

Under the circumstances, I, on behalf of the whole Mahishya Community of Bengal, most respectfully pray that your honour would be graciously pleased :

(a) To consider the case favourably and to *issue distinct Circular* to the District Officers as E. A. Gait

Esqr., your predecessor in office during the last Census did ;

(c) To provide for a separate heading "Mahishya" in the abstract final tables to be pubiished with the Census Report as done in the case of Kayasthas, Kumars, &c. ;

(c) To exclude the priests of Mahishyas from the category of Barnabipras after considering the arguments fully and logically and impartially as set forth in the annexed Extracts from "Bhranti-Bijoy," a short history of the Brahmins of Bengal, edited by Babu Harish Chandra Chakrabartty and "Mahishya Prokash" by Babu Prokash Chandra Sarkar, Vakil, High Court, Calcutta.

I have the honour to be,
Sir
Your most obedient servant,
Narendra Nath Das,
Secretary.

এই পত্রের উত্তরে মাননীয় ওমালি সাহেব বাহাদুর বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতির সম্পাদক মহাশয়কে বিগত ১৯১১ খৃঃ অব্দের ৩রা জানুয়ারী তারিখে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এই :—

No. 3121 C.

FROM

L. S. S. O'Malley, Esqr., I. C. S.,
Superintendent of Census Operations,
Bengal.

To

The Secretary, "Central Mahishya Samiti",

Bengal.

38, Police Hospital Road, Entally,

Dated, Calcutta, the 3rd January 1911.

SIR,

With reference to your letter of the 31st December 1910 I have the honour to say that the District Census Officers are being informed that there is no objection to Chashi-Kaibarttas entering themselves as Mahishya on the occasion of the census.

2. As regards the Brahmans who officiate as priests to the Mahishyas I have the honour to inform you that, Brahmans of all classes will be entered in the Census schedules simply as Brahmans.

I have the honour to be,

Sir,

Your most obedient servant,

(Sd.) L. S. S. O'Malley,

Superintendent.

মর্ম্মার্থ :—মহাশয়, (১) আপনার ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের পত্রানুসারে জেলার সেন্সাস কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীদিগকে জ্ঞাত করা হইতেছে যে, লোকগণনায় চাষী কৈবর্ত্তগণকে "মাহিষ্য" বলিয়া লিখিতে কোন আপত্তি হইতে পারে না।

(২) মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে আপনাকে জানান যাইতেছে যে,

লোকগণনার সিডিউলে সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ কেবলমাত্র "ব্রাহ্মণ" বলিয়াই উল্লিখিত হইবে।

(স্বাক্ষর) শ্রীওমালি।

---

(২)

উলুবেড়িয়ার সবডিভিসনাল অফিসার বাঁহাদুরের রিপোর্টের একাংশ।

Extract para 3 from the Sub Divisicnal Magistrate's Letter No. 854 dated the 15th August 1910

* * * *

3. Kaibarttas have been rightly divided into two parts, one Chasi and the other Jelia. The Chasi Kaibarttas who are known as Mahishyas are superior to the Jelia Kaibarttas. Water touched by the Jelia Kaibarttas is not used by the Brahmins, where as the same touched by the Chasi Kaibarttas is used by the Brahmins. As such, the Brahmins of the Mahishya caste are superior to those of the Brahmins of the Jelia Kaibartta and as such the classification of both as *Barna Bipras* of the Kaibartta caste without distinction is objectionable. The Brahmins of the Mahishya caste claim a much higher status and they may be shown separately from the *Barna Bipras*. Where Brahmins of the Mahishya caste are found they may be noted as such.

(Sd.) Rakhal Das Chatterjee,
Sub-Divisional officer, Uluberia.

Extract para 2 from the letter No. 966 G. dated 21st September 1911 of the Sub-Divisional Officer, Uluberia, to the address of the District Magistrate of Howrah, in reply to the Census Superintendent's letter No. 688 dated the 25th August 1911.

"2. The Brahmins who stand at the top of the hierarchy of the caste and those shown in Column 1 of the annexed *Statement* do not come under any category ; but, the castes shown in Column 3 come uuder the categories* Nos ; 5, 7 and 8 except Goala and Sutradhar who come only under category 5 and not under 7 or 8. The Chashi Kaibarttas or Mahishyas while not coming under any of the categories are ministered by Brahmins who are excluded from Barna Bipras or degraded Brahmins. Hence they are shown as in separate column 2."

I have &c.,

(Sd.) M. N. MUKHERJI,

---

* Categories :—

(5) Not served by good Brahmins.

(7) Denied access to the interior of Ordinary Hindu temples,

(8) Cause pollution by (a) touch b) within a certain distance.

STATEMENT OF CASTES.

Castes which are ministered by good Srotriya Brahmins.	Caste ministered by Baiaic Brahmins who have been excluded from Barna Bipras or degarded Brahmins.	Castes ministered by degraded Brahmins.	Caste which has no Brahmins but regarded higher in position than those in column 5.	Castes which have no priests.	REMARKS.
1	2	3	4	5	6
Baidya	Chasi Kaibartta or Mahishya	Bagdi	Baishnab	Dom	
Barui		Dhopa & Chasa Dhopa		Kaora	
Gandha Banik		Goala		Hari	
Kamar		Kaibartta Jelia		Jogi or Jugi	
Kayastha		Kalu			
Kumhar		Muchi			
Mali or Malakar		Namasudra			
Mayara		Pod			
Napit		Subarna Banik			
Sadgopa		Sunri			
Tambuli		Sutradhar			
Tanti		Tiyar			
Teli					

(Enclosure to S. D. O. Uluberia's No. 966 G., dated 21-9 1911)

জাতি-বিবরণ।

৪৭২

ভ্রান্তিবিজয় সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের অভিমত।

(১)

কলিকাতাস্থ প্রধান সংস্কৃত-বিদ্যামন্দিরস্যাধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায়-বিদ্যাভূষণোপাধিক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র শর্ম্মণা এম্ এ, পি-এচ্-ডি উপাধি-ধারিণা প্রদত্তং প্রশংসাপত্রম্ :—

পণ্ডিত শ্রীমদ্ধরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তিণা সঙ্কলিতং ভ্রান্তি-বিজয়নাম• গ্রন্থমামূলং পঠিত্বা পরাং প্রীতিমগমম্। গ্রন্থকারেণ হালিককৈবর্ত্তা মাহিষ্যাস্তেষাং পুরোহিতাশ্চ গৌড়াদ্যব্রাহ্মণা ইতি প্রমাণীকৃতম্। গ্রন্থান্তরে লিখিতং চ যৎ অস্মদ্দেশে কান্যকুব্জীয় ব্রাহ্মণানামাগমনাৎ প্রাক্ গৌড়াদ্য ব্রাহ্মণা নিবসন্তিস্ম ইতি। মাহিষ্যাস্তেষাং পুরোধসশ্চ অতীব প্রাচীনকালাদারভ্য গৌড়ভূমিমধিবসন্তীত্যত্র নাস্তি সন্দেহস্যাবকাশঃ।

কলিকাতা,
শকাব্দা ১৮৩৪ সৌর
জ্যৈষ্ঠস্য তৃতীয় দিবসে।

মহামহোপাধ্যায়-বিদ্যাভূষণোপাধিক
(স্বাক্ষর) শ্রীসতীশচন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ।

(ENGLILH TRANSLATION.)

Mahamahopadhyaya Dr. Satish Chandra Vidyabhusan M. A., Ph. D., Principal, Sanskrit College, Calcutta, writes :—

"I have gone through the whole work "Bhranti Bijaya" edited by Pandit Srimat Harish Chandra Chakrabarti and have been exceedingly glad. The author has proved that the priests of the Halik-Kaibarttas—Mahishyas are Gauradya Brahmans. It has been stated in the book that before the migration of the Kanoujea

Brahmans to our country there lived Gauradya Brahmans. There is no shadow of doubt that the Mahishyas and their priests have been living in Gaur since a very ancient time.

(২)

বঙ্গীচক-চতুষ্পাঠীস্থাধ্যাপক শ্রীমৎ হংসেশ্বর চট্টোপাধ্যায় বেদান্তশাস্ত্রিণা প্রদত্তং প্রশংসাপত্রম্'।

সুধী প্রবর শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র উত্থাসনিমহোদয়েন 'ব্রাহ্মণবিচারে ভ্রান্তি বিজয়নামকগ্রন্থমিমং বিরচয়তা স্বশ্রেণীস্থা অন্তদেশীয়া অন্যশ্রেণীস্থাশ্চ দ্বিজাশ্চিরকৃতজ্ঞতাপাশেন বদ্ধাঃ। যে গৌড়াদ্য-বৈদিক-ব্রাহ্মণা ব্যাসক্তইত্যপনাম্নাভিহিতাশ্চিরবিদ্বেষিদ্বিজৈরপিহিতমর্য্যাদা ভস্মাচ্ছাদিত-বহ্নয় ইবাসন্। গ্রন্থকৃদ্বহুবিধাখণ্ডা স্মৃতীতিহাসপুরাণকানাং বচনাবলি-সমীরণেন সমুৎসারিতপাংশবস্তে পৌর্ব্বিক-স্বরূপজ্যোতিরব্যাপ্তবন্তঃ। উত্থাসনিমহোদয়েনৈষাং দ্বিজানাং গৌড়াদ্যবৈদিকত্ব প্রতিপাদনে যাদৃশ্যঃ শাস্ত্রীয় যুক্তিশ্রেণয়োদর্শিতাঃ প্রতিপক্ষীয়া বহুভির্জন্মৈর্নতানিরাকর্ত্তুং শক্ষ্যন্তীতিমন্যে। এতৎ প্রসঙ্গেনান্যশ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণানামপি বহুবিধং বিবরণ-মভিহিতবতা গ্রন্থকৃতা স্বস্থধীষণা সামাজগবেষণা তত্ত্বপক্ষপাতিত্বঞ্চ প্রকটিতম্। কিং বহুনাসৌ মহোদয়োঽনেন গ্রন্থেন ব্যাসোক্ত ব্রাহ্মণানাং জাত্যভ্যুদয়েঽভিনব যুগমেকমানীতবানিত্যলং পল্লবিতেন।

(স্বাক্ষর) শ্রীহংসেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কাব্যতীর্থবেদান্তশাস্ত্রিণঃ।

(৩)

শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিরচিত "ভ্রান্তি-বিজয়" নামক গ্রন্থ পাঠে আমাকে অতিমাত্রই আনন্দিত হইতে হইয়াছে। উহাতে প্রদর্শিত বিচার প্রণালী, শাস্ত্রার্থের প্রকৃত মর্ম্ম নিষ্কা-

সীন প্রয়াস—যার-পর-নাই সুখ্যাতিযোগ্য। সঙ্কলয়িতার গবেষণা ও অধ্যবসায়, শ্রম ও যত্ন প্রশংসার্হ। আশা করি, যদুদ্দেশ্যে গ্রন্থখানি সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহার সাফল্য ঘটিবে। ইত্যলং পল্লবিতেন।

বঙ্গাব্দ ১৩১১।
১৯শে বৈশাখ।

(স্বাক্ষর) শ্রীমহেন্দ্রনাথ শর্ম্মা বিদ্যানিধি (বন্দ্যোপাধ্যায়),
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক,
এসিয়াটিক সোসাইটির ভূতপূর্ব্ব সদস্য, অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনী-প্রণেতা, ইত্যাদি।

শ্রীলশ্রীযুক্ত (এক্ষণে স্বর্গীয়) বাবু নৃসিংহ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়
এম, এ, এফ, আর, সি, এস, (লণ্ডন) কলিকাতা
বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ, ও বি, এ, পরীক্ষার
পরীক্ষক মহাশয়ের প্রশংসাপত্র।

আমি পণ্ডিত শ্রীহরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহশেয়ের প্রণীত ভ্রান্তিবিজয় নামক সুন্দর পুস্তকখানি পাঠ করিয়া পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি, পুস্তকের সর্ব্বাংশেই পণ্ডিত মহাশয়ের গবেষণার ফল দেখিতে পাইলাম, তিনি যে উদ্দেশ্যে পুস্তকখানি লিখিয়াছেন, প্রমাণ প্রয়োগাদি দেখিয়া আমার দৃঢ় সংস্কার হইয়াছে যে, পণ্ডিত মহাশয়ের সেই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে। মাহিষ্য-গণ যে একটী জলাচরণীয় সঙ্করজাতি ইহা আমার বহুদিবস পূর্ব্ব হইতেই বেশ জানা ছিল এখন পণ্ডিত মহাশয়ের পুস্তক পাঠে নিঃসন্দেহ বুঝিলাম যে অত্রত্য মাহিষ্যজাতি ও তদীয় পুরোহিতগণ অতি প্রাচীনকাল হইতেই বঙ্গদেশে বাস করিতেছেন। সুতরাং মাহিষ্যজাতি যে জলাচরণীয় ও তাঁহাদের পুরোহিতগণ যে বিশুদ্ধ নমস্য ব্রাহ্মণ, ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

ইতি—ইং ১৯১২।১৬ই নভেম্বর।

শ্রীনৃসিংহচন্দ্র শর্ম্মা।

(৫) * * * * আপনার ভ্রান্তিবিজয়ের প্রশংসা শীঘ্রই পাঠাইতেছি এ বিষয়ে আপনার অনুসন্ধান ও গবেষণা নিতান্ত প্রশংসনীয় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, এবং উহা যে সকল ব্রাহ্মণগণের স্বীয়বংশ পরিচয়ের একান্ত উপযোগী ইহা ধ্রুব সত্য। অধিক লেখা বাহুল্য মাত্র।

শ্রীশ্যামাচরণ স্মৃতিতীর্থ। (এক্ষণে স্বর্গীয়)

নবদ্বীপ, বুড়াশিবতলা।

দ্বারহট্ট ও খামারঘাড়ী জ্ঞানানন্দ ও রামচন্দ্র চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকশ্রীযুক্ত দাশরথি মুখোপাধ্যায় ব্যাকরণ-তীর্থ ও স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের অভিমত।

(৬) সর্ব্বগুণালঙ্কৃত

শ্রীমৎ হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

মহাশয় কুশেশয়ে।—

বিদাম্বর!

ভবদ্ভির্বিলোড়িতেতিহাস পুরাণ স্মৃত্যাদি নিখিলশাস্ত্রসাগরৈঃ সঙ্কলিতম্ ভ্রান্তিবিজয়নামকগ্রন্থমিনং পঠিত্বা প্রাপ্তাখিলানন্দহৃদমনেনৈবাতিক্ষুদ্র-প্রশংসা পত্রেণ ভবন্তমভিবন্দে। ভারতেঽস্মিন্ "কান্যকুব্জীয়েভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যঃ" প্রাক্ মাহিষ্যযাজগোড়াদ্যা বৈদিকা ব্রাহ্মণাঃ গৌড়ভূমিমধিকৃত্যাসন্নিত্যুপপন্নায়াং যাদৃশী শাস্ত্রীয়া যুক্তি রীতয়ঃ প্রদর্শিতা স্তা ন প্রতিপক্ষিয়া বহুবিধৈঃ প্রতিপক্ষৈরপি নিরাকর্ত্তুং শক্ষ্যন্তীত্যত্র মতভেদোঽপি ন ভবিষ্যতীত্যলমতি বিস্তরেণ।

খামারগোড়ী রামচন্দ্র সংস্কৃত বিদ্যালয়াধ্যাপকস্য

ব্যাকরণতীর্থ স্মৃতিতীর্থ নামক—

শ্রীদাশরথি বেদশাস্ত্রিণঃ।

গ্রাম চাঁদবাটী, পোঃ দ্বারহাট্টা, জিলা হুগলি।

১৯১২।১৪।১২

বৈদিকশ্রেণী কুলপ্রবর নারিটের "ন্যায়রত্ন" হাইস্কুলের প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাণীকণ্ঠ কাব্যতীর্থ মহাশয়ের অভিমত।

(৭) পণ্ডিত শ্রীমদ্ধরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তিনা সঙ্কলিতং ভ্রান্তিবিজয়ং নাম গ্রন্থমামূলম্ পঠিত্বা নিতরাং প্রীতিমগমং। যদ্‌গ্রন্থকারেণাস্মিন্ গ্রন্থে শাস্ত্রযুক্ত্যা স্বযুক্ত্যা চ প্রতিপাদিতং "কান্যকুব্জীয় ব্রাহ্মণানামাগমনাৎ প্রাক্ গৌড়াদ্য ব্রাহ্মণা অত্রাসন্, ত এবাধুনাপি হালিক কৈবর্ত্তানাং মাহিষ্যাণাং পৌরহিত্যং কুর্ব্বন্তীতি" নাস্মাকমত্রসন্দেহাবকাশঃ অপিবাস্মিন্‌গ্রন্থে গ্রন্থকারস্যানুসন্ধিৎসা মবলোক্য অতোঽধিকতরাং প্রীতিং অনুভবামঃ।

ইত্যলং

চৈত্রমাসস্য পঞ্চমদিবসে
১৯৩।১৪

কাব্যতীর্থোপাধিক
শ্রীবাণীকণ্ঠ দেবশর্ম্মণঃ—
নারিট, ন্যায়রত্ন বিদ্যালয়স্য প্রধান পণ্ডিতস্য।

কলিকাতা ভবানীপুর লণ্ডন মিশনারী হাইস্কুলের প্রধান পণ্ডিত রাঢ়ীয়কুলপ্রবর শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের অভিমত—

(৮) চক্রবর্ত্তী সমাখ্যাতো হরিশ্চন্দ্রো মহামনাঃ।
তেন সঙ্কলিতো গ্রন্থো ভ্রান্তিবিজয় নামকঃ ॥ ১
সমীচীনঃ সদাযুক্ত্যা, ধর্ম্মশাস্ত্রার্থ সঙ্গতঃ।
গ্রন্থোঽয়ং শোভতে লোকে মাহিষ্যকুলপোষকঃ ॥ ২
গৌড়াদ্য ব্রাহ্মণানাং হি বিবৃতিশ্চিত্তহারিণী।
বর্ণিতা গ্রন্থমধ্যে তু লোকানামুপকারিণী ॥ ৩
সন্তুষ্টোঽস্মি পঠিত্বাতে ভ্রান্তিবিজয় নামকম্।
গ্রন্থং সুসঙ্গতং মন্যে, যুক্ত্যা, শাস্ত্রেণ সঙ্গতম্ ॥ ৪

মাহিষ্যকার্য্যসিদ্ধ্যর্থং পাতুত্বাং জগদীশ্বরঃ।
সর্ব্বলোকহিতার্থায় বন্দেঽহং জগদীশ্বরং ॥ ৫

বিদ্যারত্নোপাধিক

শ্রীআনন্দচন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ,

ভবানীপুরান্তর্গত বকুলবাগানাস্থিত চতুর্থ ভবনাৎ। ৫ চৈত্র ১৩১৯।

পাশ্চাত্য বৈদিকশ্রেণীকুলধুরন্ধর :কলিকাতা বাগ-বাজারনিবাসী শ্রীযুক্ত ভূতনাথ স্মৃতিকণ্ঠ মহাশয়ের অভিমত।

(৯) পণ্ডিতবর শ্রীহরিশ্চন্দ্র শর্ম্মণা চক্রবর্ত্তীণা কৃতং ভ্রান্তিবিজয় নাম পুস্তকং যৎ তৎপঠিত্বাহং পরমাং প্রীতিং প্রাপ্তবান্ অত্র ব্রাহ্মণাদিবর্ণাঃ কথিতাঃ অপিচ হ্যালিকৈবর্ত্তা মাহিষ্যা স্তেষাং পুরোহিতাশ্চ গৌড়াদ্য ব্রাহ্মণা এতে গ্রন্থকারেণ পূর্ব্বাচার্য্যবৎ বহুতর প্রমাণেন প্রমাণীকৃতাশ্চ মাহিষ্যা স্তেষাং পুরোহিতাশ্চ প্রাচীনকালাদারভ্য অস্মদ্দেশে নিবসন্ত্যত্র সংশয়ো নাস্তীতি। কলিকাতা নিবাসী—

শ্রীভূতনাথ স্মৃতিকণ্ঠ শর্ম্মণঃ।

স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত বারেন্দ্র কুলপ্রবর নবদ্বীপ নিবাসী শ্রীযুক্ত রামকণ্ঠ গোস্বামি তর্করত্ন মহাশয়ের অভিমত।

(১০) শাস্ত্রার্থ নিষ্ণাত পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহোদয়েণ সঙ্কলিতমিমার্য্যবংশধৌরেয়েণাং কৌলিক বিচার কৈরবেষু চন্দ্রমসমিব শাস্ত্রীয় প্রমাণাংশু পূরিত তয়া ভ্রান্তিবিজয়নামধেয় গ্রন্থমহমালোকয়ন্নি-তরাং চন্দ্রকান্ত ইব মুদা গলিতান্তঃকরণোঽস্মি জাতঃ।

যেষামাসীদন্বয় পরিচয় চন্দ্রিকা তাবদকাল জলদোদয়ৈরিব পাশ্চাত্যেতি-হাস প্রচারৈঃ সমাচ্ছাদিতা। সা কিলেদানীং শ্রীমতাগ্রন্থকারেণ স্মৃতি পুরাণাদিনামখণ্ড্যযুক্তি-প্রমাণ প্রয়োগানিলৈর্দূরীকৃতেতি বিজ্ঞানতাং সুম-হান্ ভবত্যানন্দ সন্দোহঃ।

মন্তে কিলাস্য গ্রন্থস্য প্রধানতঃ সামাজিকানাং অগ্রজন্মাদিকানাং জাত্যন্বয় পরিচয়ে সমুপযোগো ভবতীত্যলং প্রপঞ্চিতেন।

তর্করত্নোপাধিকঃ
শ্রীরামকণ্ঠ গোস্বামি দেবশর্ম্মণঃ।

সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত রাঢ়ীয় কুলোজ্জ্বল শ্রীযুক্ত রামদয়াল চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন মহাশয়ের অভিমত।

(১১) তত্ত্বানুসন্ধিৎসুনা সুধীবরেণ শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তিনা বিরচিত মিমং ভ্রান্তিবিজয়গ্রন্থং পঠিত্বাহং পরাং প্রীতি মগমম্।

অস্মদ্দেশীয়াঃ কৃষিজীবিনঃ কৈবর্ত্তা মাহিষ্যা স্তে চার্য্যা ক্ষত্রিয়য়োরনুলোমজাঃ। মাহিষ্যযাজিনশ্চ গৌড়াদ্য ব্রাহ্মণা স্তে চ বোচু কুলসম্ভূতা নর্ম্মদা সন্নিহিত দক্ষিণাবর্ত্তাদাগতা বৈদিকশ্রেণীস্থাঃ সদ্‌ব্রাহ্মণা স্তেচাস্মনাং মৌলিকত্বং-রক্ষণায় চির-তৎপরাঃ, সপ্তশত্যাদিব্রাহ্মণবৎ পঞ্চ কান্যকুব্জীয় বংশীয়ৈঃ সহ ন মিশ্রা ইত্যেতৎ তেষাং গৌরবকরমিতি মন্যে। কেচিত্তেষাং যাঃ কল্পিতকুৎসাঃ কথয়ন্তি ন সা সমীচীনা ন প্রামাণিকা।

রাঢ়ীয়-বারেন্দ্র বৈদিকাদিষু ব্রাহ্মণেষু ঈদৃশানি যানি বিদ্বেষবচনানি শ্রূয়ন্তে ন তানি শ্রদ্ধেয়ানি। অলমিতি।

কবিরত্নোপাধিকঃ শ্রীরামদয়াল শর্ম্মা।

রাজসাহী-তাহের পুরের রাজা শ্রীযুক্ত শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুরের সভাচার্য্য, বারেন্দ্র সমাজের কুলগৌরব ও নেতা শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সাঙ্খ্যরত্ন মহাশয়ের অভিমত।

(১২) বঙ্গদেশস্থ হালিক কৈবর্ত্তনামধেয়ানামুপনয়নাদি ক্রিয়ালোপজন্য শূদ্রধর্ম্মিণাং মাহিষ্যাণাং জাতিতত্ত্ব বিচারে মাহিষ্যযাজক গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণাঞ্চ বিশুদ্ধত্বে বিরুদ্ধা নানা বিতণ্ডা বর্ত্তন্তে, বিশেষতশ্চ *মাহিষ্যযোজি*-ব্রাহ্মণানাং বিশুদ্ধব্রাহ্মণসমাজে প্রবেশাধিকারোঽসহনীয় এব রাঢ়ীয় বারেন্দ্র বৈদিকা ব্রাহ্মণানাং অপিতু কায়স্থাদি শূদ্রধর্ম্মিণামিব হালিক

কৈবর্ত্তানাং জলাদ্যাচ্ছরণে বাধা নাস্তি, প্রসিদ্ধ বিশুদ্ধ দ্বিজ সমবায়ে জলাদি-দাতৃনাং কায়স্থাদিশূদ্রভৃত্যানা মিব তেষাং ভৃত্যতা প্রসিদ্ধা এব, অপিচ তেষাং পুরোহিতানা মপতিতানাং সমাজে হেয়ত্ব মতীব চিত্রং যেতু হালিক কৈবর্ত্তযাজিনঃ ব্রাহ্মণা বঙ্গদেশে বর্ত্তন্তে তেষাং কিমপি পাতিত্যজনকং কর্ম্ম ন দৃষ্টং শ্রুতঞ্চ অপিচ বঙ্গদেশস্থ বিশুদ্ধ রাঢ়ীয় বারেন্দ্রব্রাহ্মণানাং পাশ্চাত্য দাক্ষিণাত্যা বৈদিক ব্রাহ্মণানাঞ্চ পংক্তিভোজনাদৌ ব্যবহার্য্যতা ন সম্যগুপলভ্যতে। বিশুদ্ধ শূদ্রধর্ম্মিণাং মাহিষ্যাণাং যাজ্যত্বেন তৎযাজিনা-মপতিতত্বাৎ কথঞ্চ গুরুতর সংসর্গ পরাঙ্মুখত্বং সামাজিকানা মিত্যাদি বিবিধ বিষয় মুল্লিখ্য বিরুদ্ধবাদিনাং ভ্রান্তি নিরাসার্থং স্মৃত্যাদি নানাশাস্ত্র-দর্শিনা শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তিনা ভ্রান্তিবিজয়নামকোগ্রন্থঃ সঙ্কলিতঃ। তস্মিন্ সপ্রমান যুক্তি প্রদর্শনেন যানি সমাধানানি কৃতানি তানি সম্যগা-লোচ্য বয়মতীব সন্তুষ্টাঃ। অয়ঞ্চাস্মাক মনুবোধঃ যেষাং পুনঃ হালিক কৈব-র্ত্তানাং মাহিষ্য জাতিত্বে গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণানাঞ্চ অপতিতত্বে সন্দেহাঃ সন্তি তৈ হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তিনা সঙ্কলিতো ভ্রান্তিবিজয়নামক সংগ্রহো দ্রষ্টব্য ইতি—

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ শর্ম্মণাম্।

(১৩) I have gone through a copy of the "Bhranti Bijoy" presented by its author Babu Harish Chandra Chakrabarty. The book is a history of ancient India in a nut shell. It is an excellent compilation from many authorities on the caste system. The author has very successfully maintained the position of the chasi-kaibartas (Mahishyas) who were being looked down upon in society.

After the publication of the book it has been a settled fact that the Mahishya's Brahamins are those Baidic Bramhans who settled in Bengal before the fore fathers of the Rarhia Brahmins had come here from kanauj.

Sd. Abhoy Charan Chatterjee.
2nd Officer, Uluberia.
12-8-1912

IMPERIAL LIBRARY.